অনুবাদ: শুভময় ঘোষ
চিত্রাংকন: আন্দ্রেই লিভানভ

প্রকাশক: শ্রীজানকীনাথ বসু
বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড
১নং শংকর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬
প্রকাশ: আষাঢ় ১৩৬৬

মুদ্রাকর: শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬ গ্রে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

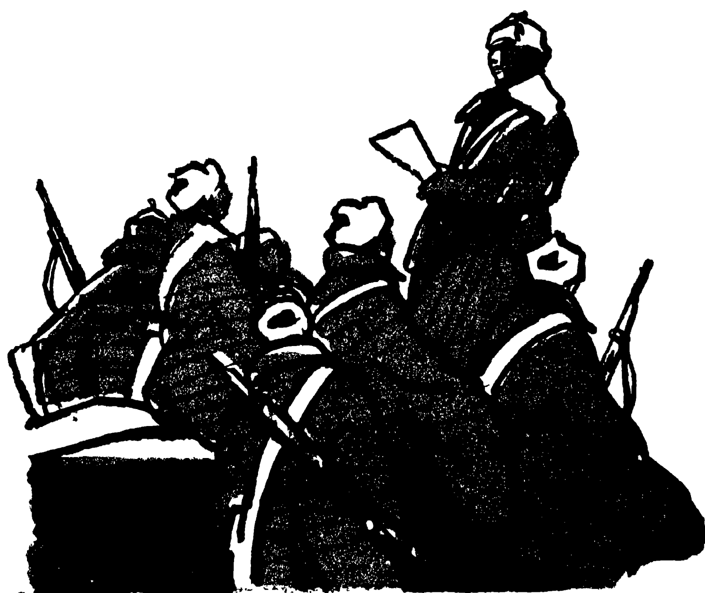
সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বর্ধিষ্ণু জনপদের ধ্বংসলীলা, উৎপীড়িত জনগণের প্রবল বিদ্রোহ বা মাতৃভূমির উপর বন্যবর্বর জাতির আক্রমণের মত বিরাট ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যদি কেহ পায়, তবে তাহার উচিত যাহা কিছু দেখিয়াছে লিখিয়া রাখা। ইতিহাসের ভাষা লিপিবদ্ধ করার নৈপুণ্য যদি তাহার না থাকে, লেখনীর ব্যবহার থাকে অনায়ত্ত, তবে কোন অভিজ্ঞ লিপিকারের কাছে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা কবা উচিত। লিপিকার লিখিযা লইয়া পৌত্রপ্রপৌত্রদের শিক্ষার নিমিত্ত তাহা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন।

ভ. ইয়ান, 'চেংগিস খাঁ'



প্রথম খণ্ড

লোকটির নাম আছে, পদবী নেই

১

আমি এই বইয়ের বিশ্বস্ত অনুলেখক মাত্র। বইয়ের ইতিহাসটা তবে বলা যাক।

২

'না না, কিছু বলব না,' বাউরজান মমিশ-উলি একটু রেগেই বলল, 'লোকমুখে শুনে যারা যুদ্ধের গল্প লেখে তাদের আমি দু চোখে দেখতে পারি না।'

'কেন?'

আমার প্রশ্নের উত্তরে মমিশ-উলি পাল্টা প্রশ্ন করল:

'প্রেম কী, তা আপনি জানেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'যুদ্ধের আগে আমিও তাই ভাবতাম। একটি মেয়েকে আমি ভালোবাসতাম, খুবই ভালোবাসতাম। কিন্তু যুদ্ধ করতে করতে যে প্রেমের জন্ম তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রেই সম্ভব গভীরতম প্রেম, গভীরতম ঘৃণা। এই প্রেম আর ঘৃণা যে কী জিনিস যারা কখনো তা অনুভব করেনি তারা বুঝতে পারবে না। অন্তর্দ্বন্দ্ব কাকে বলে তা জানেন, জানেন কাকে বলে বিবেক?

নিজের প্রতি প্রত্যয় তখন আমার কমে এসেছে, তবুও বললাম, 'জানি।'

'না, জানেন না। ভয় আর কর্তব্যবোধ এই দুটি' আবেগের তীব্র সংগ্রামের কথা কিছুই জানেন না। বনের অত্যন্ত হিংস্র জন্তুও নিজেদের মধ্যে এরকম খাওয়াখাওয়ি করে না। কর্মীর বিবেক, স্বামীর বিবেকের কথা হয়ত জানেন, কিন্তু সৈন্যের বিবেক কী জিনিস তা জানেন না। শত্রুর পরিখায় কখনো গ্রেনেড ছুঁড়েছেন?'

'না ...'

'তবে বিবেকের কথা আপনি কী লিখবেন, বলুন? সৈন্য চলেছে তার দলের সঙ্গে শত্রুদের আক্রমণ করতে। শত্রুপক্ষ সুরু করেছে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ। দু পাশে তার সঙ্গীরা সব ধরাশায়ী। সে কিন্তু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়েই চলেছে। একঘণ্টা গেল — তার মানে ষাটটি মিনিট। প্রতি মিনিটে আবার ষাট সেকেণ্ড। সেই ষাট সেকেণ্ডের প্রতিটি সেকেণ্ডে সে মারা পড়তে পারে। কিন্তু তবু সে গুড়ি মেরে এগিয়েই চলেছে। এই হল সৈন্যের বিবেক! আর তার আনন্দ! আনন্দ কী, তা জানেন?'

জবাব দিই, 'বোঝাই যাচ্ছে, সেটাও জানি না।'

'ঠিক বলেছেন! প্রেমের আনন্দ জানেন, হয়ত সৃষ্টির আনন্দও। স্ত্রী হয়ত মাতৃত্বের আনন্দের ভাগও আপনাকে দিয়েছে। কিন্তু শত্রুকে জয় করার আনন্দ যে জানে না, যুদ্ধক্ষেত্রে মহান শৌর্যের আনন্দ যে পায়নি, প্রকৃত আনন্দের স্বাদ তার অজানা। তীব্রতম সর্বব্যাপী আনন্দ কী বস্তু তা সে জানে না। যে জিনিস জানেন না তার কথা কী করে লিখবেন? বানিয়ে?'

টেবিলের উপর একটা পত্রিকা পড়েছিল। পত্রিকাটিতে পানফিলভ ডিভিশনের সৈন্যদের নিয়ে একটি গল্প বেরিয়েছে। ডিভিশনের যে রেজিমেণ্টের নেতৃত্বের ভার মমিশ-উলির উপর ছিল ঠিক সেই রেজিমেণ্টটি নিয়ে গল্পটি লেখা।

মমিশ-উলি আলোর দিকে এক ঝটকায় পত্রিকাটা ঠেলে দিল। মমিশ-উলির নড়াচড়া সবকিছুতেই ওরকম সংক্ষিপ্ত ভঙ্গী, এমনকি সিগারেট ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলাতেও তাই — পত্রিকার পাতাগুলোর উপর চোখ বোলাতে বোলাতে মমিশ-উলি হঠাৎ একটা পাতার

উপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর পত্রিকাটা এক পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মমিশ-উলি বলল, 'এসব আমার পড়তে ভালো লাগে না! যুদ্ধের সময় একটা বই পড়েছিলাম। সে বই লেখা কালি কলমে নয়, রক্তে। সেই বইয়ের পরে আপনাদের এসব রচনা পড়তে পারি না। লিখবেন যে, লেখবার আপনার আছে কী বলুন?'

নিজের সমর্থনে কিছু বলার চেষ্টা করলাম, বাউরজান মমিশ-উলি কিন্তু অদম্য।

বাউরজান রেগে উঠে বলল, 'না! আপনি যা লিখবেন তা সত্যি হবে না ...'

৩

আমাদের দেখা হল কী করে, সে কথাটা এবার বলি।

অনেকদিন থেকেই একজন লোকের খোঁজ করছিলাম যিনি আমায় মস্কোর কাছে লড়াইয়ের বিষয়ে বলতে পারবেন। সেই যুদ্ধের মর্ম আর লক্ষ্য তার গল্পে ফুটে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে আমায় দেখিয়ে দিতে পারবেন সেই ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা লড়াই।

আমার এই অনুসন্ধানের সম্পূর্ণ বিবরণের দরকার নেই, কেবল কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে রাখি।

১৯৪১ সালের অক্টোবর ও নভেম্বরে শত্রুরা সাঁড়াশী আক্রমণ চালিয়ে মস্কো অধিকার করতে চেষ্টা করে। যুদ্ধের নানা তথ্য ঘেঁটে জানতে পারি মস্কোর দিকে সরাসরি অভিযানও তারা চালিয়েছিল। প্রথমে ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়ক পরে লেনিনগ্রাদ্‌স্কয়ে সড়ক ধরে শত্রুপক্ষের প্রধান অভিযান মস্কোর দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে।

অক্টোবরের সেই দুর্যোগের দিনে জার্মানরা ভিয়াজ্‌মার কাছে ফ্রন্ট ভেদ করে ট্যাংক মোটর সাইকেল আর লরী নিয়ে দলে দলে মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে। ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের মুখে তাদের বাধা দেবার জন্য দাঁড়িয়েছে ৩১৬ নং রাইফেল ডিভিশন। এখন সেটি জেনারেল পানফিলভের অষ্টম গার্ডস ডিভিশন নামে পরিচিত। নভেম্বরের দ্বিতীয়

অভিযানে শত্রুপক্ষ ঐ একই পথে এগিয়ে একটা কীলকমুখ প্রবেশের চেষ্টা করে, আবার সেই পানফিলভ ডিভিশনই তাদের পথ জুড়ে দাঁড়ায়। মস্কোর কুড়ি মাইল দূরে ক্রিউকভোতে লাল ফৌজের অন্যান্য ইউনিটের সহযোগিতায় পানফিলভ ডিভিশন সাত দিন ধবে তুমুল যুদ্ধ চালায়। জার্মানদের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে, তারা হটতে বাধ্য হয়।

পানফিলভের সৈনিকদের সঙ্গে দেখা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই দু মাসের মহান লড়াইয়ের কথা যে আমায় শোনাতে পারবে সে ব্যক্তিটি কে, কী তার র‍্যাংক তা তখনো আমি কিছুই জানি না। শুধু মনে মনে এই বিশ্বাস ছিল তেমন একজনেব দেখা পাওয়া যাবেই।

শেষ পর্যন্ত দেখা হল।

দেখা হল বাউরজান মমিশ-উলির সঙ্গে। মস্কোর লড়াইয়ের সময় সে ছিল সিনিযর লেফ্‌টেনাণ্ট। তার দু বছব পর এখন সে গার্ডস কর্ণেল।

৪

পরিচয় হবার সময় ওর নামটা ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। তাই আরেকবার জিজ্ঞেস করতে সে প্রতিটি সিলেবল্‌ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে বলল:

‘বাউরজান মমিশ-উলি।’

ওর গলার স্বরে একটা অদ্ভুত কী যেন ছিল, মনে হয়েছিল যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কথা বলছে। মনে মনে ভাবলাম, সঙ্গে সঙ্গেই কথা বুঝতে পারলে লোকটি বেশ খুসি হয় দেখছি।

সংবাদদাতার অভ্যাসবশে প্যাড্‌ আর পেন্সিল বের করে বসলাম।

‘মাপ করুন, আপনার পদবীর বানানটা কী?’

জবাব এল, ‘আমার কোনো পদবী নেই।’

অবাক লাগতে লোকটি বুঝিয়ে বলল মমিশ-উলি মানে হচ্ছে মমিশের ছেলে।

বাউরজান বলে চলল, 'অর্থাৎ ওটা পিতৃনাম। আর বাউরজান হল আমার নিজের নাম। পদবী টদবী কিছু নেই।'

পুবদেশের লোকেরা, আমাদের ধারণা তারা বেশ ভাবুক গোছের, সবসময় যেন স্বপ্ন দেখছে। বাউরজানের চেহারায় কিন্তু সে সব কিছু ছিল না। অনেক মুখ আছে, দেখে মনে হয় যেন ভাস্করের হাতে তৈরী। কারোটা বেশ দরদ দিয়ে যত্ন দিয়ে করা, কারোটা বা যেমন তেমন করে সেরে দেওয়া। কিন্তু মমিশ-উলির মুখ দেখে মনে হয় যেন ব্রোঞ্জ বা পোড়া ওক কাঠের উপর তীক্ষ্ন খোদাইযন্ত্র চালিয়ে তা তৈরী। কোথাও একটিও সুডৌল, ললিত রেখা নেই।

ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে গেল। মেইন রীড্ কিম্বা ফেনিমোর কুপারের উপন্যাসের শক্ত নীল মলাটে এক রেড ইণ্ডিয়ানের দৃঢ় কঠোর মুখের পার্শ্বচিত্র খোদাই করা ছিল। বাউরজানের মুখটাও পাশ থেকে ঠিক সেই ছবিটির মত।

গায়ের রং তার মঙ্গোলীয় গোছের, গালের হাড়দুটো একটু উঁচু। অদ্ভুত নির্বিকার মুখ, বিশেষ করে রাগলে পরে শুধু বড়ো বড়ো কালো চোখ ঝলক দিয়ে ওঠে। চকচকে কালো চুলগুলো কিছুতেই চিরুনির শাসন মানবে না, বাউরজান ঠাট্টা করে বলে — এ হল ঘোড়ার চুল।

ওর কথা শুনতে শুনতেই ওকে দেখে নিচ্ছিলাম। লোকটি কাজাখ, কিন্তু চমৎকার রুশ বলে। এমনকি উত্তেজিত হয়ে উঠলেও উচ্চারণ বা শব্দপ্রয়োগে এতটুকু ভুল করে না। কেবল কথা বলে যেন একটু টেনে টেনে, ধীরে ধীরে, মনে হয় ইচ্ছা করেই। পরে লক্ষ্য করে দেখেছি কাজাখীতে কিন্তু বেশ দ্রুত কথা বলে।

একটা সিগারেট বেছে নিয়ে খটাং করে সিগারেট কেসটা বন্ধ করে গোঁয়ারের মত সে জানিয়ে দিল:

'আমার কথা যদি শেষ পর্যন্ত লেখেনই, তবে আমার কাজাখী নামটাই ব্যবহার করবেন: বাউরজান মমিশ-উলি। পাঠকদের বলবেন: লোকটা কাজাখী, স্তেপের বুকে ভেড়া চরানই ছিল তার কাজ, পদবী তার কিছু নেই।'

৫

বাউরজানের সঙ্গে যেদিন আলাপ হল সেদিনই সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন নতুন অফিসারের সঙ্গে বাউরজান কথাবার্তা বলছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অফিসাররা সদ্য এই রেজিমেণ্টে যোগ দিয়েছে, ফ্রণ্টে তারা এই প্রথম।

বাউরজান তাদের বলছিল সৈনিকের মনটা কী রকম। আইডিয়াটা ধীরে ধীরে প্রকাশ করে ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের যুদ্ধের একটা ঘটনার সে বর্ণনা দিল।

বুক ঢিপঢিপ করে উঠল আমার। তাড়াতাড়ি নোটবই বের করে লিখতে শুরু করলাম। এ সৌভাগ্যে তখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবু আকাশ-কুসুম দেখতে সুরু করে দিলাম। যা খুঁজছিলাম তা বুঝি পেলাম শেষ পর্যন্ত — সেই বহু প্রতীক্ষিত কাহিনীটা। অফিসারদের সঙ্গে আলাপ শেষ হলে বাউরজানকে চেপে ধরলাম। ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের গল্পটা আমাকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বলতেই হবে।

বাউরজান বলল, 'না না, ওসব হবে না, কিচ্ছু বলব না।'

তারপর কী কথা হয়েছিল পাঠকরা তো তা আগেই জেনেছেন।

৬

বাউরজান মমিশ-উলি যে আমার প্রতি অবিচার করছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমিও তার মতই সত্যের সন্ধানী। লোকের সম্বন্ধে তার মতামত কিছু তিক্ত, বিশেষ করে সৈনিকের জীবন যাদের সইতে হয়নি তাদের সম্বন্ধে। এর জন্য হয়ত বাউরজানের যৌবনই কিছুটা দায়ী। আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয় বাউরজান তখন সবে ত্রিশ পার হয়েছে।

আমায় এ রকম ভাবে দমিয়ে দেওয়ায় ও নিয়ে আমি আর বেশি পীড়াপীড়ি করিনি। তবে আরো বেশ কয়েকটা দিন বাউরজানের সঙ্গে কাটাই।

বাউরজান কথা বলতে ভালোবাসে, জাত গল্প বলিয়ে। আমিও

তাকে তাকে থাকি, সময় মত গল্প শুনে ধৈর্য ধরে সবকিছু খাতায় টুকে রাখি। কয়েকদিন পর আমায় তার সয়ে গেল।

বাউরজানের জীবনের কথা জানতে পারি তার বন্ধুদের কাছ থেকে। ইস্কুলে ছেলেরা তার দুটো নাম দিয়েছিল: 'ড্যাবা ড্যাবা চোখ' আর 'শান্-তিমেস্'। শেষ নামটার আক্ষরিক মানে হল: 'ধুলোও যাকে ছুঁতে পায় না'। উপকথার এক ঘোড়ার নাম। ঘোড়াটা এত জোরে ছুটত যে তার ক্ষুরের আঘাতে ওঠা ধুলোও তাকে ছুঁতে পারত না।

তারপর একদিন বাউরজানকে বললাম:

'আপনার কথা আমি লিখবই। ইস্কুলে যে আপনাকে ছেলেরা "শান্-তিমেস্" বলে ডাকত সেকথাও কোথাও একটা ঢুকিয়ে দিতে ভুলব না।'

বাউরজান হেসে ফেলল। সে হাসিতে লোকটি যেন একেবারে বদলে গেল। তার কঠোর মুখে হঠাৎ ফুটে উঠল শিশুসুলভ নম্রতা।

বাউরজান সস্নেহে বলল, 'আপনি দেখছি আর্টিলারির ঘোড়া। রাগবেন না, কথাটা প্রশংসার ছলেই বললাম। আর্টিলারির ঘোড়া খুব ধীরে ধীরে চলে। তাকে ঘোরানও কঠিন। কিন্তু যখন ঘোরে তখন একেবারে কামানসুদ্ধ ঘুরিয়ে নিয়ে যায়। আপনিও দেখছি আমায় পাক খাইয়ে ছাড়লেন... ঠিক আছে. কী জানতে চান বলুন, সব বলব। কিন্তু একটা সর্তে...'

পিছনে একটু হেলে পড়ে বাউরজান খাপ থেকে তার তলোয়ার বের করল। স্যাঁৎসেঁতে নিচু ডাগ-আউটে চিমনিহীন একটা তেলের বাতির স্বল্প আলো। সেই আলোতে সোনারুপোর কাজ করা তলোয়ারটা ঝকমক করে উঠল।

বাউরজান বলে চলল, 'আমার সর্ত হল, সত্যি কথা লেখা চাই। বইটা লেখা হয়ে গেলে পর আমার কাছে নিয়ে আসবেন। প্রথম পরিচ্ছেদটা পড়েই আমি বলব: "এ চলবে না, যত সব মিথ্যে কথা! বাঁ হাতটা টেবিলের উপর রাখুন তো!" ব্যস, তলোয়ারের এক কোপে আপনার বাঁ হাতটা উড়ে যাবে! তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা পড়ব: "সব

ঝুঁট! ডান হাতটা টেবিলের উপর রাখুন তো!" ব্যস, ডান হাতটাও যাবে! কেমন, রাজী?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম আপনার সর্ত।'

দুজনেই ঠাট্টা করছিলাম, কিন্তু কারো মুখেই হাসি নেই।

বড় বড় চোখদুটো ওর মোটেই মঙ্গোলীয় ধাঁচের নয়। সেই চোখের দৃষ্টি আমায় প্রায় এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে ফেলল।

'বেশ, কাগজ পেন্সিল নিয়ে আসুন। লিখুন: ১ম পরিচ্ছেদ। ভয়।'

ভয়

১

'লিখুন: ১ম পরিচ্ছেদ। ভয়।' বাউরজান মমিশ-উলি আবার বলল।

তারপর একমুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে সুরু করল:

'"জেনারেল পানফিলভের সৈন্যরা বীরদর্পে লড়াই সুরু করতে উৎসুক। মনে তাদের এতটুকুও ভয় নেই..." কী, বইয়ের আরম্ভ হিসেবে এটা চলবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' একটু ইতস্তত করে বললাম।

কড়া গলায় বলল বাউরজান, 'সাহিত্যের কর্পোরালরা তো এই ভাবেই লেখে। আপনি এখানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমি ইচ্ছা করেই আপনাকে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছি যেখানে হঠাৎ পড়তে পারে গোলা। নয়ত থেকে থেকেই ছুটে যেতে পারে চোরাগুলি। ভয় জিনিসটা কী তা আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম। না না, আপনার বলার দরকার নেই, আমি জানি, আপনি প্রাণপণে ভয় চেপে রেখেছেন।

'আপনার আর আপনার বাক্যবাগীশ বন্ধুরা মনে করে যুদ্ধক্ষেত্রের মানুষরা সবাই অতিমানব, আপনাদের মত নয়। কেন? সৈন্যদের মধ্যে মানুষের অনুভূতি নেই, এ কথা আপনাদের মনে করার কারণ কী? সৈন্যরা কি আপনাদের চেয়ে কিছু নিচু জাতের জীব? না কি আপনাদের চেয়ে তাদের অনেক উচ্চলোকে বাস?

'আপনারা কি ভাবেন বীরত্ব জিনিসটা প্রকৃতির দান? কিম্বা কোয়ার্টারমাস্টার-সার্জেণ্ট আর্মিকোটের সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীকতা জোগানরও আদেশ দেয়, কে পেল কে পেল না তা টুকে রাখে?

'যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকে অনেক লড়াই আমি দেখেছি। এখন আমি রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার। কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে "কথাটা যে মোটেই তা নয়," একথা বলার মত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

'আমাদের মত এই বিরাট দেশকে আক্রমণ করার সময় জার্মানরা কিসের উপর ভরসা করেছিল? ওরা একেবারে নিশ্চিত ছিল মার্চ করে সোজা পুব মুখে এগিয়ে যাবে, ট্যাংক বাহিনীর আগে আগে থাকবে "সেনাপতি ভীতি" আর সবাই হয় ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবে নয়ত হাঁটু গেড়ে সেলাম জানাবে।

'১৯৪১ সালের ১৫ই অক্টোবর রাত্রে আমাদের প্রথম লড়াই সুরু হয়। সেই লড়াই ভয়ের বিরুদ্ধেও লড়াই। সাত সপ্তাহ পরে জার্মানদের যখন মস্কো থেকে হটিয়ে দিলাম, "সেনাপতি ভীতি"ও তখন তাদের সঙ্গে দৌড় মারলেন। ভয়ের তাড়া কী বস্তু শেষ পর্যন্ত জার্মানরা তা বুঝতে শিখল -- এই যুদ্ধে বোধহয় এই প্রথম।'

২

অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমরা লড়াই সুরু করিনি অর্থাৎ মস্কোর কাছের সবকটি ফ্রণ্টে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠা পর্যন্ত। কাজাখস্তান ছাড়ার পর লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের জলাভূমিতে আমাদের মাসদেড়েক কাটাতে হয়, জায়গাটা ফ্রণ্ট থেকে কুড়ি পঁচিশ মাইল দূরে। প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় লাইন বলে যা পরিচিত, এটা সেই লাইন। আমরা ছিলাম জেনারেল হেডকোয়ার্টারের রিজার্ভদলে।

৬ই অক্টোবর সকালবেলা আদেশ এল অবিলম্বেই আমার ব্যাটেলিয়নকে সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশনে যেতে হবে। সাধারণ ডাব্বা আর খোলা খোলা বোগির একটা ট্রেন সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্রে আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

কোথায় যাচ্ছি? আমি ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার, কিন্তু আমারও

সেকথা নির্দিষ্ট সময়ের আগে জানার উপায় নেই। তবে মনে হল ফ্রণ্টের দিকে না এগিয়ে উল্টো দিকেই চলেছি। ট্রেনের লক্ষ্য বলগয়ে জংসন - - মাঝের কোন স্টেশনে থামছে না।

পথেই খবর পেলাম বলগয়েতে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু কে যেন আমাদের তাড়া দিয়ে নিয়ে চলেছে, ট্রেনটাকে নিয়ে চলেছে ছুটিয়ে। খাওয়ার আর সময় পাওয়া গেল না। ইঞ্জিন বদলাতে মাত্র দু-তিন মিনিট লাগল। তারপরেই ইঞ্জিনের সিটি বাজল, আবার চলতে সুরু করলাম।

বলগয়ে ছেড়ে কোথায় চলেছি, সবাই তা জানতে উৎসুক। কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারলাম চলেছি মস্কোর দিকে।

৩১৬ নং রাইফেল ডিভিশনকে নিয়ে ট্রেনগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে মস্কোর দিকে ছুটে চলেছে। একেকটা ট্রেনের মাঝখানে কেবল ঘণ্টা দেড়েক সময়ের ব্যবধান। ছোট ছোট স্টেশনগুলিতে গাড়ির গতিও কমছে না।

আমাদের কেন বদলি করা হল, কী তার উদ্দেশ্য, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটারই বা কী হয়েছে? মস্কো পার হয়ে কোথায় যেতে হবে? থামব কোথায়?

কেউ তা জানে না. কেউ না...

গাড়ির এই অস্বাভাবিক গতিতে সবাই কেমন এক চঞ্চল উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল। সবাই ভাবছে, এই বার আসল খেলা, এবার তবে সত্যিই লড়াইয়ে চলেছি।

৩

৭ই অক্টোবর মস্কোর পশ্চিমে, আশি মাইল দূরে, ভলকলাম্‌স্কের কাছাকাছি এক বনে নামলাম।

রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের কাছে আমার ডাক পড়ল।

রেলপথের কাছেই বেঁটে মোটা রিভেট করা লোহার গম্বুজগুলোর কথা এখনো মনে পড়ে। গায়ে তাদের সবুজ আর ধূসর প্রলেপের ছদ্মবেশ। তেল আর পেট্রলের ট্যাংক সব।

তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম কিছুকাল পরে অক্টোবরের এই গোমড়া আকাশের বুকেই লোহার গম্বুজগুলো একটার পর একটা ধীরে ধীরে বিনা গর্জনে, বিনা অগ্ন্যুৎপাতে আকাশে উঠে একমুহূর্ত থেমে থেকে চুরমার হয়ে পড়বে মাটিতে? বিস্ফোরণের গর্জন শোনা গিয়েছিল, কিন্তু সে শুধু তার পরে, ধোঁয়ায় আগুনে দিগন্ত ছেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেও পরমুহূর্তে।

স্টেশন বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেলাম খোলা খোলা বোগির লম্বা ট্রেন কামানে ঠেসে ভর্তি করা। পরে জানলার উপর থেকে ধোঁয়া উঠা পোড়া ইঁটের দেয়াল ছাড়া স্টেশন বাড়িটার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

কে যেন আমায় দেখে ডেকে উঠল। ট্রেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি আমাদের ডিভিশনের আর্টিলারি রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল মালিনিন দাঁড়িয়ে আছেন।

'এই যে দলপালানে, চোখ ভরে দেখে নিন। কেমন, ভাল লাগছে?'

আমিও আগে আর্টিলারিতে ছিলাম। এমনকি একটা ব্যাটারির কম্যাণ্ডার ছিলাম। কর্ণেল মালিনিন যেদিন শুনলেন আমিই বলে কয়ে আর্টিলারি ছেড়ে ইনফ্যাণ্ট্রিতে চলে এসেছি সেদিন থেকেই উনি আমায় 'দলপালানে' বলতে সুরু করেছেন।

কারখানা থেকেই কামানগুলোয় বেশ পুরু করে তেল লাগিয়ে পাঠান হয়েছে। তেলের উপর স্তরটা কালচিটে। সবেমাত্র এসে পেঁছেছে, আমাদের ডিভিশনাল আর্টিলারির সাহায্যে।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, বড় কামানও রয়েছে দেখছি।'

'এই কেঁদোগুলোকে দুর্গের কামানের মত করে পাতা হবে।'

'কেন, এখানে কি আমাদের অনেকদিন থাকতে হবে নাকি?'

'শীতকালটা তো কাটাতেই হবে।'

হতাশ হয়ে পড়লাম। তার মানে আবার সেই পিছনে রিজার্ভের দলে পড়ে থাকতে হবে।

আমাদের সামনে ভিয়াজ্‌মার ওপারে মস্কোর রক্ষাব্যূহ জার্মানরা যে ভেদ করে ফেলেছে, তা আমার জানা ছিল না। জানা ছিল না

কয়েকদিন আগেই হিটলার সারা বিশ্ববাসীর উদ্দেশে রেডিওতে বলেছেন: 'লাল ফৌজ ধ্বংস হয়েছে; মস্কোর রাস্তা খোলা।'

খাস মস্কোতেও তখন তুমুল সাজ সাজ রব। সহরের সীমানার ৮০ থেকে ১০০ মাইল দূরে নতুন রক্ষাব্যূহ গড়া হচ্ছে। এই ব্যূহ 'মস্কোর দূরবর্তী প্রবেশপথ' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। মস্কো রেলস্টেশন থেকে তখন বেসামরিক পোষাকে কমিউনিস্টদের ব্যাটেলিয়ন একের পর এক বেরিয়ে পড়ছে। না আছে ব্যাণ্ডের ব্যবস্থা, না বক্তৃতা। পথেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর সাজপোষাক দেওয়া হচ্ছে। আমরা আসার তিনদিন আগেই ইনফ্যাণ্ট্রি অফিসারদের একটি ইস্কুলকে তাড়াতাড়ি লরীতে করে ভলকলাম্স্কের ভিতর দিয়ে 'মস্কো সাগরের'* দিকে পাঠান হয়েছে। তাদের পরেই ঐ একই পথে কামান-টামান সঙ্গে নিয়ে গেছে 'মস্কো লাল ব্যানার আর্টিলারি ইস্কুল'। শত্রুদের বাধা দেবার জন্য দলে দলে নতুন লোক আর অস্ত্র পাঠিয়ে চলেছে মস্কো। 'মস্কো' কথাটা অবশ্য আমি প্রতীকী অর্থেই বলছি। মস্কো মানে হল আমাদের সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার, ক্রেমলিন, আমাদের দেশ। এই কামানগুলো হল তার সে উদ্যোগেরই একটা অংশ।

রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারে আমায় জানান হল যে ভলকলাম্স্ক অঞ্চলে রক্ষাব্যূহের ভার নেওয়া আর তা তৈরী করার দায়িত্ব আমাদের ডিভিশনের উপর দেওয়া হয়েছে। আমার ব্যাটেলিয়নকে কোথায় স্থান নিতে হবে তাও আমায় দেখিয়ে দেওয়া হল।

৪

সন্ধ্যাবেলা ভলকলাম্স্ক থেকে কুড়ি মাইল দূরে রুজা নদীর উদ্দেশে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রে রাত্রেই আমাদের যেতে হবে।

আমি দক্ষিণ কাজাখস্তানের লোক, আমাদের শীত আসে আরো দেরীতে। তাতেই আমি অভ্যস্থ। কিন্তু মস্কোর নিকটবর্তী অঞ্চলে অক্টোবরের গোড়াতেই সকালবেলা ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করেছে। একটা

* মস্কো-ভলগা খালের একটি বিরাট জলাশয়ের নাম।

কাঁচা রাস্তা ধরে সারা রাত আমাদের চলতে হল। রাস্তাটা অজস্র চাকায় পিষ্ট হবার পর এখন ঠান্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেছে। ভোরবেলা পেঁছলাম নভোলিয়ান্স্কয়ে গ্রামে। আমরা যে অঞ্চলের ভার পেয়েছি তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় গ্রাম।

গ্রামের কাছে আসামাত্রই মেঘে ঢাকা আকাশের গায়ে একটা ঘণ্টাস্তম্ভের বহিঃরেখা চোখে পড়ল। ঘণ্টাস্তম্ভটা বিশেষ উঁচু নয়।

গ্রামের কাছাকাছিই বনের ভিতর আমার ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের রেখে আমি বেরিয়ে গেলাম চারপাশের পরিচয় নিতে কম্পানি কম্যান্ডারদের নিয়ে।

সরু আঁকাবাঁকা রুজা নদীর তীর ধরে পাঁচ মাইল জায়গার ভার পড়েছে আমার ব্যাটেলিয়নের উপরে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে এতটা জায়গা একটা রেজিমেণ্টের পক্ষেও অত্যন্ত বেশি। তবু আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। শত্রু যদি সত্যিই এখানে এসে পেঁছয় তবে এ পাঁচ মাইলে আরো পাঁচ দশটা ব্যাটেলিয়ন এগিয়ে এসে তাদের বাধা দেবে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। ঠিক করলাম, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে তার ভিত্তিতেই।

প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আমার কাছ থেকে আশা করবেন না। চারপাশের দৃশ্যাবলী সুন্দর কিনা তা আমি বলতে পারব না।

টপগ্র্যাফিক ভাষায় 'মন্থরগতি' রুজার কালচে জলের উপরটা বড় বড় পাতায় ঢাকা। পাতাগুলোকে দেখে কৃত্রিম বলে মনে হয়। গ্রীষ্মকালে ঐ পাতার বুকেই সাদা শাফলা ফুটে থাকে। এসবই হয়ত খুবই সুন্দর। কিন্তু নদীর দিকে তাকিয়ে আমার কেবল মনে হল ঐ ছোট্ট সরু নদীটা মোটেই গভীর নয়। শত্রুরা সহজেই পার হয়ে আসবে।

তবে আমাদের দিকের তীরটা ট্যাংকের পক্ষে দুর্ভেদ্য। জল থেকে একেবারে খাড়া পাড়, ফৌজী ভাষায় যাকে বলে 'এস্কার্পমেণ্ট'। তীরের গায়ে সদ্যকাটা মাটি চকচক করছে, গায়ে তখনো কোদালের দাগ।

নদীর ওপারে বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ে খোলা মাঠ আর থেকে থেকেই বড় বড় এক এক খন্ড বন। নভোলিয়ান্স্কয়ের কাছাকাছি অপর তীরের গায়ে বনটা একেবারে প্রায় জলের উপরেই এসে পড়েছে। শিল্পীরা

এই বনে খাঁটি রুশী হৈমন্তী বনের ছবি আঁকার সব মালমসলাই হয়ত পাবেন, আমার কিন্তু ঐ টুকরো বনটা মোটেই ভাল লাগল না। খুব সম্ভব শত্রুরা ঐখানেই গা ঢাকা দিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হবে। আমাদের গোলাগুলির হাত থেকে রক্ষা পাবে ঐ বনেই আশ্রয় নিয়ে।

যতসব পাইন আর ফার গাছের জঞ্জাল! সব কেটে উড়িয়ে দিতে হবে! নদীর ধারে কাছে বন থাকা চলবে না!

আগেই বলেছি, অদূর ভবিষ্যতে যে এখানে কোন লড়াই সুরু হবে তা আমরা কেউই ভাবিনি। আমাদের দেওয়া হয়েছে একটা প্রতিরক্ষা এলাকা তৈরী করার কাজ। আমরা হলাম লাল ফৌজের সৈন্য আর অফিসার। কাজেই এ কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গেই করতে হবে।

৫

আমাদের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণের প্রথম খবর পেলাম পরের দিন। দেখলাম সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে লোকেরা পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু লাল ফৌজের লোকও ছিল। তারা ছোট ছোট দলে জার্মানদের অবরোধ ভেঙে পালিয়ে এসেছে।

আমাদের ব্যাটেলিয়নের রান্নাঘরে আর্মিকোট পরা এই বিধ্বস্ত লোকগুলোর সঙ্গে প্রথম দেখা হল।

লোকগুলো বসে বসে আগুন পোয়াচ্ছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট পনমারিওভ তাদের দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। লেফ্‌টেনাণ্ট পনমারিওভ কোয়ার্টারমাস্টার প্লেটুনের কম্যাণ্ডার। যুদ্ধের আগে সে ছিল একটা ছোটখাট নির্মাণকাজের ডাইরেক্টর। রাঁধুনেরা আর সেদিনের রান্নাঘরের কাজে ভারপ্রাপ্তদের দলটাও সেখানে ছিল।

পনমারিওভ তাদের এটেনশন হতে বলে তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এল রিপোর্ট দিতে।

আগুন পোয়ান লোকগুলোকে একবার আড়চোখে দেখে নিলাম। ওদের কেউ কেউ উঠে দাঁড়াল, কেউ কেউ অনিচ্ছায় উঠি উঠি ভাব করল।

‘এরা কারা?’

একটি বেঁটেখাট সৈন্য, মুখে তার বসন্তের দাগ, আগুন ছেড়ে এগিয়ে এল।

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, আমরা অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছি!'

অবরোধ .. কথাটা এই প্রথম শুনলাম।

'কিসের অবরোধ? কোথায়?'

'ভিয়াজ্‌মার কাছে, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ... ওরা এখন এই দিকেই আসছে '

'কারা?'

'জার্মানরা, আর কে?..'

'জার্মানদের তোমরা দেখেছ?'

'কার সাধ্যি দেখে। মর্টার বোমার একেবারে বৃষ্টি সুরু করে দেয়.. নয়ত চারিদিকে গুলি করতে করতে ট্যাংক নিয়ে এগিয়ে আসে।'

'ওদের ট্যাংক তোমরা দেখেছ?'

'সিনেমায় বসে ট্যাংক দেখা যায়, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট.. কিন্তু জার্মানদের মুখের সামনে বসে ট্যাংক দেখার সখ কারো হবে না! সবকিছু কেমন আবছা হয়ে যায়, জার্মানরা যখন গোলাগুলি সুরু করে তখন তার আগুনটা দেখার মত অবস্থাও আর থাকে না।'

'তোমার রাইফেল কোথায়?'

'সঙ্গেই আছে। রাইফেলটা নষ্ট হয়নি . তবে পরিষ্কার করা হয়নি। তার জন্যে আমি দুঃখিত, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট।'

'তোমরা চলেছ কোথায়?'

'মস্কোয়। সেখানেই আমরা আবার সবাই দলবদ্ধ হচ্ছি ... আমরা প্রায় ছুটেই এসেছি, পথে আরো অজস্র লোকের সঙ্গে দেখা হল। এদের নিয়ে যাবার ভার আমিই নিয়েছি .. শুনছি সবাই মস্কোতে ব্যূহ রচনা করে আবার লড়াই করবে। আমরা এক্ষুণি বেরব ... এখানে বসে থেকে লাভ নেই, জার্মানরা এক্ষুণি এখানে এসে পড়বে ... অল্প কিছু খাবার পেতে পারি কি?'.

বেঁটেখাট, বসন্তের দাগওয়ালা সৈন্যটি যেরকম অকপটে তার পালানর কথা স্বীকার করল, তা সত্যিই ভয়াবহ। সবাই ওকে ঘিরে ধরল।

'ইউনিটটির' দিকে আরেকবার তাকালাম। বহুদিন হল কারোই স্নানটান দাড়ি কামান হয়নি। তার ফলে প্রত্যেকের মুখেই একটা খড়ি ওঠা ভাব। জুতো আর পট্টির কাদা ঝেড়ে ফেলারও ইচ্ছে হয়নি কারো, আগুনের তাপে সেগুলো শুকিয়ে গেছে। আর্মিকোটের গায়ে কারুরই র‍্যাংকের ব্যাজ নেই।

'তোমরা কি সবাই প্রাইভেট?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ওরা চুপ করে রইল। কেমন একটা অস্বস্তির ভাব। তারপর বছর বাইশের একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ চোখদুটিতে কেমন শূন্য চাউনি।

'আমি লেফ্‌টেনান্ট, প্লেটুন কম্যান্ডার,' ছেলেটি বলল।

আমার মুখের কোন পরিবর্তন হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীষণ ঘা খেলাম। একজন প্লেটুন কম্যান্ডার, লেফ্‌টেনান্ট, লাল ফৌজের অফিসার সে কিনা একজন ঝানু সৈন্যের নেতৃত্বে পালিয়ে যাচ্ছে ফ্রন্ট ছেড়ে অন্য সৈন্যদের সঙ্গে ভিড়ে!

এমন সময় রাঁধুনে এক পাত্র ভর্তি গরম সুপ এনে পলাতকদের সামনে বসিয়ে দিয়ে গেল।

রাঁধুনে বলল, 'নাও, খাও তো দেখি, তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা তো এখন নিজেদের লোকদের কাছে এসে পেঁাছেছ ... খেয়ে নাও, ঠিক হয়ে যাবে!'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

'উঠে দাঁড়াও! লেফ্‌টেনান্ট পনমারিওভ! পলাতকদের গ্রেপ্তার করুন! বন্দুকটন্দুকও কেড়ে নিন!'

'আমার রাইফেল আমি কিছুতেই দেব না,' মুখে বসন্তের দাগ সৈন্যটি বলল।

'চুপ! লেফ্‌টেনান্ট পনমারিওভ, যা বললাম করুন!'

আমার কথা তখনো শেষ হয়নি, দেখলাম পনমারিওভ আমার পিছনে, দূরে কী যেন দেখছে। ভুরুদুটো বিস্ময়ে তোলা।

ঘুরে তাকিয়ে দেখলাম, জনা বার লোক আর্মিকোট পরে ধুঁকতে ধুঁকতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। কারো কারো হাতে বন্দুকও নেই, কেউ কেউ কলার তুলে দিয়ে পকেটে হাত ভরেছে। আমার ব্যাটেলিয়নে কখনো এরকমটা ঘটতে পারে না। দূর থেকেই বোঝা যায় এরা আমার লোক নয়।

লোকগুলো আমাদের দিকেই এগিয়ে এল।

'তোমরা কারা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমরা অবরোধ ভেঙে পালিয়ে এসেছি, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট।'

৬

রোজকার মত সেদিনও ব্যাটেলিয়নের প্রতিরক্ষা এলাকা ঘুরে দেখছি।

দিনটা বেশ ঠাণ্ডা, বাতাসও আছে। বরফ পড়ছে। সরুসরু গুঁড়িগুঁড়ি। ঘাসের উপর পড়ে জমে যাচ্ছে। লাঙল চালান মাটির শক্ত চাপড়ার গায়ে বরফের ছোট ছোট সাদা পাড় বসে গেছে। তখন খাবার সময়। সৈন্যরা সব খুঁড়ে তোলা মাটির ঢিবির আড়ালে নিরালায় বসে খেতে ব্যস্ত, কেউ কেউ আবার একেবারে খোলা আধ তৈরী ট্রেঞ্চে বসেই খাচ্ছে।

মাটিতে বেঁধানো সারি সারি বেলচা পার হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কানে এল:

'না হে, না। তোমরা যেদিক দিয়ে আসবে ভাবছ, ওরা মোটেই সেদিক দিয়ে আসবে না ... ওদের কায়দাই অন্য রকম। যেখানে আশা করছ, সেখানে মোটেই ওদের পাবে না ...'

চামচের আওয়াজ হচ্ছিল। একটা ছোট্ট বাঁধের আড়ালে, গর্তের ভিতর বসে কয়েকজন সৈন্য খাচ্ছিল।

'তবে কোন দিক দিয়ে ওরা আসবে, শুনি?'

উচ্চারণ শুনেই বোঝা গেল প্রশ্নকর্তা কাজাখী।

'তোমাদের বেড় দিয়ে এগিয়ে যাবে ... তখন বুঝবে ব্যাপারটা কী ...'

কাজাখী লোকটি আবার বলল, 'তারপর?'

কার ট্রেঞ্চ এটা? কে এই কাজাখী? হঠাৎ একটা নাম মনে পড়ে গেল — বারাম্‌বায়েভ। ঠিক, বারাম্‌বায়েভের মেশিনগান দল তো এখানেই রয়েছে। গাল্লিউলিনও হতে পারে ... ওরা দুজনেই তো একই দলে। এখানেই তাহলে পলাতকদের খাওয়া দাওয়া হচ্ছে!

একটা নতুন গলা শোনা গেল, 'তারপর আবার কী -- কিছুতেই আত্মসমর্পণ করো না, জার্মানদের হাতে পড়লে আর রক্ষা নেই...'

'বনে লুকিয়ে পড়তে পারি। বনকে জার্মানরা ভীষণ ভয় পায়।'

আবার ধীরে সুস্থে চামচের আওয়াজ উঠল। অবরোধ ভেঙে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের কয়েকজন সৈন্য আমাদের লোকদের সঙ্গে বসে খাচ্ছিল। আরেকটি অচেনা কণ্ঠস্বর নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল।

'আমার হ্যাভারস্যাক, খাবারের টিন সব রয়ে গেল... আমরা তখন দিব্যি বসে বসে খাচ্ছি, ঠিক এখনকার মতই, এমন সময় হঠাৎ...'

'... হঠাৎ তোমরা সব ল্যাজ গুটিয়ে দৌড় মারলে, নচ্ছার ব্যাটারা!' ইচ্ছা হল ওদের কথার মাঝখানেই বলে উঠি, কিন্তু একটা ব্যাপারে থেমে গেলাম। কাছেই, খুব বেশি দূরে নয়, একগাদা ঘাসের চাপড়ার আড়ালে সযত্নে লুকন একটা মেশিনগানের নীল ইস্পাতের নল চকচক করছে। একজন মেশিনগানার সেখানে রয়েছে। কার্ট্রিজ বেল্টটা মেশিনগানের ভিতরে।

'সব ঠিক আছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেবল বোতাম টিপলেই হল, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

মাটিতে বসে জলের দিকে তাগ করে বোতামটা টিপলাম। মেশিনগানটা জোর একটা ধাক্কা দিয়ে কাজ করতে সুরু করল। ব্যাটেলিয়নের সবাই এত দিন ট্রেঞ্চ কাটাতেই ব্যস্ত ছিল। এখানে এসে পর্যন্ত আর বন্দুক ছোঁড়া হয়নি --- ব্যূহের আমাদের অংশে এই প্রথম মেশিনগানের শব্দ শোনা গেল।

একজন একলাফে গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

'এলার্ম!' আমি চেঁচিয়ে কম্যাণ্ড দিলাম, 'রাইফেল তোল!'

সঙ্গে সঙ্গেই আমার কথার একটা বিকৃত প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেলাম:

'জার্মান!'

অদ্ভুত চাপা গলার স্বর। চিৎকার সেটা নয়, কোনো রকমে ফিসফিসিয়ে বলা, যেন জার্মানরা একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে।

পরমুহূর্তেই একজন দৌড়তে সুরু করল। অন্যেরাও তার অনুসরণ করল। ব্যাপারটা যে কোথা দিয়ে কী ভাবে ঘটল সেটুকু দেখারও সুযোগ পেলাম না। সবকিছু একেবারে মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল।

কাছেই দেড়শ কি দুশ পা দূরে বন। সবাই সেই দিকেই ছুটেছে।

একটা মাটির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে আমি নিঃশব্দে ওদের দেখতে লাগলাম। হঠাৎ কাছেই একটা চিৎকার শোনা গেল।

'থাম!'

তারপরেই তেড়ে গালাগাল।

লোকটি হচ্ছে মেশিনগানার ব্লখা। হঠাৎ তার যে কোথা থেকে উদয় হল কে জানে। আমায় দেখেই সে তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এল। এগিয়ে এল মেশিনগানটার দিকে। তীব্র একটা ভালোবাসায় মনটা ভরে উঠল। আমার দিকে ছুটে আসা ব্লখাকে সেই মুহূর্তে যে রকম ভালোবেসেছিলাম এমন কোন মেয়েকেও কোনদিন বাসিনি।

তারপরেই থামল গাল্লিউলিন। দশাশয়ী চেহারা লোকটি দেশে প্যাকারের কাজ করে। গাল্লিউলিন অনায়াসেই ঘাড়ে করে মেশিনগান বয়ে নিয়ে যেতে পারে। মাথা নুইয়ে বুকে হাত দিয়ে সে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইছে, সেই সঙ্গে পায়ে পায়ে ব্লখার পিছু পিছু এগিয়ে আসছে আমার দিকেই।

এরপর যে পিছন ফিরে তাকাল সে হচ্ছে চোখে চশমা আঁটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র মুরিন। যুদ্ধের আগে মুরিন মস্কো কনসারভেটরিতে* পড়াশুনো করত, সংগীতের ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ লিখত। কিন্তু আরেকজন তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে কাছের বনটা দেখিয়ে দিল। মুরিনও অমনি খরগোসের মত দৌড়তে সুরু করল। তারপর সে আরেকবার ঘুরে দাঁড়িয়ে থেমে গেল। কৃকলাস ঘাড়টা বেঁকিয়ে ঘামে

* সর্বোচ্চ সংগীত বিদ্যালয়।

ভেজা মুখটা একবার করে আমার দিকে ফেরায়, এক একবার বনের দিকে। শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি চশমাটা আঙুল দিয়ে মুছে নিয়ে সে আমার দিকেই দৌড়ে এল।

এরা সবাই একই সেকশনের লোক। সবাই মেশিনগান দলের অন্তর্গত ... ওদের কম্যান্ডার সার্জেন্ট বারাম্‌বায়েভেরই এখন কেবল পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

বারাম্‌বায়েভ আমার মতই কাজাখী। লোকটা চট করে মেশিনগান খুলে আবার তা কেমন করে লাগায়, জাত মেক্যানিকের মত মুহূর্তের মধ্যে গলদ খুঁজে বার করে। দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে। বারাম্‌বায়েভকে দেখে আমি মনে মনে বলতাম, 'আমরা কাজাখীরাও রুশদের মত যন্ত্রে উৎসাহী হয়ে উঠেছি।'

কিন্তু এখন সে নিশ্চয়ই নিঃশব্দে সরে পড়েছে, আমায় মুখ দেখাবার সাহস তার নেই ...

ওরা ফিরে এলে পর আমি একটি কথাও বললাম না। আমার সৈনিকরা যে খাঁটি লোক তা আমি জানতাম। ওরা এখন লজ্জায় মরে যাচ্ছে... এই লজ্জার যন্ত্রণা এদের যাতে দ্বিতীয় বার আর ভোগ করতে না হয় তার জন্য কী করা যায়? এই অপমানের হাত থেকে এদের কী করে বাঁচাই? পরে যে আবার এরা কেমন করে পালাল তা না বুঝেই পালাবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এদের নিয়ে এখন করি কী?

সাহস দেব ওদের? আলাপ করে দেখব? ধমক দেব? গ্রেপ্তার করব সবাইকে?

বলুন, কী আমার করা উচিত?

'আমার বিচার হোক!'

১

আমার ডাগ-আউটে এই ভাবে হাতের উপর মাথা নুইয়ে রেখে (ভঙ্গীটা বাউরজান দেখিয়ে দিল) মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। কেবল ভাবছি আর ভাবছি।

'আসতে পারি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার?'

মাথা না তুলেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

মেশিনগান কম্পানির পলিটিকাল অফিসার জালমহম্মদ বজানভ ভিতরে ঢুকল।

'আক্‌সাকাল,' জালমহম্মদ আস্তে করে কাজাখীতে বলল।

আক্‌সাকালের আক্ষরিক মানে হচ্ছে 'পাকা দাড়ি', গোষ্ঠীর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমাদের দেশে ঐ বলেই ডাকা হয়। বজানভ আমায় মাঝে মাঝে আক্‌সাকাল বলে ডাকত।

মুখ তুলে তাকালাম। তার গোল ভালমানুষী মুখটা দুশ্চিন্তায় ভরা।

'আক্‌সাকাল ... একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। সার্জেণ্ট বারাম্‌বায়েভ নিজের হাতের উপর বন্দুক চালিয়ে দিয়েছে।'

'বারাম্‌বায়েভ?'

'হ্যাঁ ... '

হঠাৎ বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বুক, পেট, ঘাড় সবকিছুই যেন একসঙ্গে যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠল। বারাম্‌বায়েভ আমারই মত কাজাখী। হাতদুটো তার শক্ত সমর্থ, অত্যন্ত কাজের। মেশিনগান সেকশনের কম্যাণ্ডার সে। এই বারাম্‌বায়েভই তখন ফিরে আসেনি।

'ওকে নিয়ে কী করলে? মেরে ফেলেছ?'

'না ... ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছি তারপর ... '

'তারপর কী?'

'গ্রেপ্তার করে আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।'

'কোথায় সে? এখানে নিয়ে এস!'

এই তবে ... প্রথম বিশ্বাসঘাতক ... এই প্রথম আমার ব্যাটেলিয়নে কেউ ইচ্ছা করে নিজেকে জখম করল। আর তাও কিনা ... এত লোক থাকতে ... বারাম্‌বায়েভ!

বারাম্‌বায়েভ ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকল ... প্রথমে তো তাকে প্রায় চিনতেই পারিনি। পাঁশুটে মুখ, ফোলা ফোলা, নিষ্প্রাণ, ঠিক যেন একটা মুখোস। পাগলদের মুখ এরকম হয়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতটা ভাঁজ

করা, যেন স্লিংয়ে ঝোলান রয়েছে। মলমের কাপড়ের ভিতর দিয়ে রক্ত উঠছে। ডান হাতটা কেঁপে উঠল একবার কিন্তু আমার দিকে চোখ পড়তে স্যালুট করার সাহস আর তার হল না। হাতটা ঝুলে পড়ল; বেশ ভয় পেয়েছে।

আদেশ দিলাম — 'মুখ খোল!'

'কী ভাবে যে কী হয়ে গেল নিজেই বুঝতে পারছি না ... কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। দৈবাৎ ঘটে গেছে সত্যি বলছি।'

গোঁয়ারের মত এই একটা কথাই সে বারবার বিড়বিড় করে আউড়ে চলল।

'বল!'

বারাম্‌বায়েভ ভাবছিল আমি নিশ্চয়ই ওকে গালাগাল সুরু করব। আমি কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলাম না। কোন কোন ক্ষেত্রে গালমন্দ বকাবকির কোন মানে হয় না। বারাম্‌বায়েভ বলে চলল, বনের দিকে দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সে পড়ে যায় আর রাইফেলটাও ছুটে যায়।

'উঁহু, মিথ্যে কথা!' আমি বললাম, 'তুমি একটি ভীতু! তোমার মত বিশ্বাসঘাতক লোককে আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করে দেওয়া হয়!'

ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় তিনটে বাজে।

'লেফ্‌টেনাণ্ট রহিমভ!'

ব্যাটেলিয়নের চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভ উঠে দাঁড়াল।

'লেফ্‌টেনাণ্ট রহিমভ! প্রাইভেট ব্লখাকে এখুনি এখানে আসতে বলুন।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'ঠিক এক ঘণ্টা পনের মিনিট পরেই, তার মানে ঠিক বিকেল ৪টেয় সারা ব্যাটেলিয়ন বনের ধারের মাঠে ফল ইন করাবেন ... ব্যস, এবার যেতে পারেন।'

'আমার কী হবে? আমার কী হবে?' বারাম্‌বায়েভ এমন ব্যস্ত হয়ে উঠল যেন বক্তব্যটা সে আর শেষ করতে পারবে না।

'সারা ব্যাটেলিয়নের সামনে তোমায় গুলি করা হবে!'

হঠাৎ বারাম্‌বায়েভ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ধিক্কৃত রক্তে মাখা জখম আর সুস্থ দুটো হাতই আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার... সত্যি কথাই বলব!.. কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার... আমি নিজেই করেছি.. ইচ্ছে করে করেছি...'

আমি বললাম, 'ওঠ! মরার সময় অন্তত ওরকম কেঁচোর মত ব্যবহার কর না।'

'মাপ করুন আমায়!'

'ওঠ!'

বারাম্‌বায়েভ উঠে দাঁড়াল।

বজানভ নরম করে বলল, 'শোন, বারাম্‌বায়েভ! বল তো কী তখন ভেবেছিলে?'

মুহূর্তের জন্য মনে হল কথাটা বোধহয় আমিই বললাম। যে কথাটা এতক্ষণ চেপে রাখার চেষ্টা করছি সেটা হঠাৎ যেন অজান্তেই মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়ল।

বারাম্‌বায়েভ বিড়বিড় করে বলল, 'কিছুই ভাবিনি, কিচ্ছু ভাবিনি। কী করে যে ব্যাপারটা ঘটল তা আমি নিজেই জানি না।'

ঐ কথাটা আবার সে আঁকড়ে ধরল। জলে ডোবা মানুষ যে ভাবে খড়কুটো আঁকড়ে ধরে।

বজানভ বলল, 'মিথ্যে কথা বল না, বারাম্‌বায়েভ, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারকে সত্যি কথাটা খুলে বল।'

'সত্যি বলছি, সত্যি .. রক্ত দেখে হঠাৎ আমার খেয়াল হল — একী করেছি! শয়তানের ফাঁদে পড়েছিলাম ... আমায় মের না! দোহাই কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ক্ষমা করুন!'

বারাম্‌বায়েভ যা বলল হয়ত সেটা যথার্থই সত্যি। ওরকম হতেও পারে। সাময়িক পাগলামি। ভয়ের চোটে মুহূর্তের জন্য এরকম বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া অসম্ভব নয়।

কিন্তু ঠিক এই ভাবেই তো লোকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালায়, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে। পরে আর বুঝতে পারে না কোথা দিয়ে কী ঘটল।

বজানভকে বললাম:

'রুখা এখন থেকে বারাম্‌বায়েভের সেকশনের কম্যাণ্ডারের কাজ করবে। বারাম্‌বায়েভ যাদের সঙ্গে এতদিন থেকেছে, যাদের ছেড়ে পালিয়েছে ওর সেকশনের সেই লোকেদের হাতেই ওর মৃত্যুদণ্ড হাসিল হবে.'

বজানভ আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল:

'আক্‌সাকাল, আমাদের কি সে অধিকার আছে?'

'আছে! পরে যদি কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয়, করব। কিন্তু আর এক ঘণ্টার মধ্যে যা বললাম তাই করব। আপনি রিপোর্ট তৈরী করে ফেলুন।'

প্রাইভেট রুখা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। উত্তেজনায় তার ভুরুদুটো কাঁপছে। খানিকটা অপ্রস্তুতের মত রিপোর্ট করল সে।

'তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছি তা জান?'

'না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

বারাম্‌বায়েভকে দেখিয়ে বললাম, 'এই লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখ তো, চেন ওকে?'

রুখা সুরু করল, গলার স্বরে তার ঘৃণা আর করুণা মাখা, 'বাঃ রে, ভাই! ঠিক কাকতাড়ুয়ার মত তোমাকে দেখাচ্ছে!'

রুখাকে বললাম, 'তোমরা ওকে গুলি করে মারবে, তুমি আর তোমার সেকশনের লোকরা।'

রুখার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল:

'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'আপনাকে এখন থেকে ঐ সেকশনের কম্যাণ্ডার করে দেওয়া হল। দেখুন, পদের মর্যাদা রেখে কাজ করুন। পলিটিকাল অফিসার বজানভ আপনাকে সাহায্য করবেন!'

বারাম্‌বায়েভের কাছে গিয়ে তার সাব-অফিসারের পদচিহ্ন আর লাল ফৌজের তারা কেড়ে নিলাম।

বারাম্‌বায়েভ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, হাতদুটো যেন অসাড়, মুখটা নিশ্চল ফ্যাকাশে।



২

চকের তিনপাশে সারি দিয়ে ব্যাটেলিয়ন দাঁড়িয়েছে। আমি ঠিক নির্দিষ্ট সময় বিকাল ৪টায় সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। ফাঁকা দিকটায় ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বারামবায়েভ। গায়ে তার লম্বা আর্মিকোট, কিন্তু বেল্ট নেই। বারামবায়েভ দাঁড়িয়ে অন্য সবার দিকে মুখ করে।

রহিমভ কম্যাণ্ড দিল, 'ব্যাটেলিয়ন, এটেনশন!'

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা অদ্ভুত আওয়াজ উঠে খট করে থেমে গেল। কম্যাণ্ডারের কান কখনো সে শব্দ চিনতে ভুল করে না। একসঙ্গে আন্দোলিত হয়ে থেমে গেল রাইফেলগুলো যেন সব মিলিয়ে শুধু একটা রাইফেল।

এক মুহূর্তের জন্য আমার পীড়িত মনে আনন্দের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল। না, এরা শুধু আর্মিকোট পরা জনতাই নয় - এরা হল সৈনিক, শক্তি, একটা ব্যাটেলিয়ন।

রহিমভ বেশ পরিষ্কার গলায় আমায় জানাল, 'আদেশ মত ব্যাটেলিয়নকে দাঁড় করান হয়েছে।'

রাশিয়ার এক বনপ্রান্তরে একটি লোক সাবা ইউনিটের সামনে অপমানের ভার মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, বেল্ট আর লাল ফৌজের তারকা তার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে যে কোন কথা, এমনকি রিপোর্টের মামুলী কথাগুলোও তীব্র শোনায়।

আদেশ দিলাম, 'সেকশন কম্যাণ্ডার ব্লখা, আপনার সেকশনকে নিয়ে এগিয়ে আসুন!'

নিঃশব্দে তারা মাঠটা পেরিয়ে গেল। প্রথমে এল মাঝারি লম্বা ব্লখা। সঙ্গে তার ছ ফুট লম্বা গাল্লিউলিন। ওদের পিছনে মুরিন আর দব্রিয়াকভ, এই লোকটিই গতদিন মেশিনগানের ডিউটিতে ছিল। গম্ভীর হয়ে ওরা একলাইনে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে গেল। পাশ থেকে হাওয়া বইছে, কিন্তু ওরা কিছুতেই মুখ ফেরাল না। সারা ব্যাটেলিয়ন ওদের দিকে চেয়ে আছে। যতদূর সম্ভব ওরা খাড়া হয়ে থাকতে চাইল।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওরা অত্যন্ত উত্তেজিত।

ব্রুখা হুকুম জারী করল:

'সেকশন, থাম!'

এক ঝোঁকে রাইফেলগুলো কাঁধ থেকে পায়ের কাছে নেমে এল, ব্রুখা আমার দিকে চেয়ে রইল, ওরা যে তৈরী সে কথা জানাতেও ভুলে গেল।

স্যালুটের জন্য হাত তুলে আমি নিজেই এক পা এগিয়ে গেলাম। ব্রুখাও তাড়াতাড়ি স্যালুট করে উঠে একটু অদ্ভুতভাবেই নিয়ম মাফিক জানাল, সে আমার আদেশানুযায়ী তার সেকশনকে নিয়ে এসেছে।

এ সবের যে কী প্রয়োজন, বিশেষ করে ঐ সময়ে — একথা আপনার মনে হতে পারে। আমরা যে একটা সৈন্যবাহিনী, মিলিটারী ইউনিট, সে কথা আমি ঐ সময়টিতেই আরো ভালো করে আরো জোর দিয়ে দেখাতে চাই।

পাশাপাশি এক লাইনে দাঁড়িয়ে ঘুরে গিয়ে সৈন্যদলের দিকে মুখ করল সেকশনটি।

আমি বলতে সুরু করলাম:

'কমরেডরা, সৈন্য আর কম্যাণ্ডাররা! তোমাদের সামনে এই যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা গতকাল আমার বিপদসংকেত আর প্রস্তুত থাকার আদেশ শুনে দৌড়ে পালিয়েছিল। অবশ্য একমিনিট পর তাদের চেতনা হয়, ফিরে আসে.. কিন্তু একজন বাদে সে হল ওদের কম্যাণ্ডার. সে নিজেই নিজের হাতের মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়ে দেয়। আশা করেছিল ওকে তবে ফ্রণ্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এই ভীরুকে, স্বদেশের প্রতি এই বিশ্বাসঘাতককে এখনি আমার আদেশ অনুযায়ী গুলি করা হবে। ঐ সে দাঁড়িয়ে আছে।'

বারাম্‌বায়েভের দিকে ঘুরে আমি আঙুল বাড়িয়ে দিলাম। তার চোখদুটো আমার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে আছে, শুধু আমার দিকেই। তখনো তার আশা যায়নি।

আমি বলে চললাম:

'ও বেঁচে থাকতে ভালোবাসে। বাতাস, পৃথিবী, আকাশ ও উপভোগ করতে চায়। তাই ও ভেবেছিল মরবার হলে তোমরা মর, আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু এভাবে অন্যের ঘাড়ে চেপে বেঁচে থাকে পরজীবীরাই।'

সবাই চুপ করে আমার কথা শুনছে। এতটুকু কোথাও চাঞ্চল্য নেই।

শতাধিক সৈন্য আমার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই জানে সবাই তারা বেঁচে ফিরবে না, মৃত্যু তার খাজনা ঠিকই নেবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা বিশেষ সীমানা তারা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। আমার কথায় তাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের কথাই ফুটে উঠেছে।

'ঠিক, যুদ্ধের বলি অনেকেই হবে। কিন্তু যারা বীরের মত মরবে, দেশ তাদের কখনো ভুলবে না। তোমাদের ছেলেমেয়েরা সগর্বে বলবে: "আমাদের বাবা মহান স্বদেশী যুদ্ধের বীর!" তোমাদের নাতিনাতনীরা, তাদের ছেলেমেয়েরাও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করবে। কিন্তু আমরা সবাই কি মরতে চলেছি। না। কোন সৈন্য কখনো যুদ্ধে মরতে যায় না, সে যায় শত্রুকে মারতে। নিজের কর্তব্য সমাপন করে যে সৈন্য বাড়ি ফিরবে তাকেও স্বদেশী যুদ্ধের বীর বলা হবে। বীর' কথাটি কী গৌরব আর মাধুর্য মাখা। আমরা, সৎ সৈনিকরা, গৌরবের স্বাদ নেব। আর তুমি. .' আবার বারাম্‌বায়েভের দিকে ফিরে বললাম, 'তুমি এখানে পচা মাংসের মত পচবে, সম্মান বা বিবেক বলে কিছু থাকবে না। ছেলেমেয়েরা তোমাকে অস্বীকার করবে।'

মৃদুস্বরে বলল বারাম্‌বায়েভ কাজাখী ভাষায়, 'আমায় ক্ষমা করুন।'

'ক্ষমা! ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে বুঝি। তুমি তাদের বিশ্বাসঘাতকের সন্তান করে তুলেছ। ওরা তোমার জন্য লজ্জা অনুভব করবে, তুমি যে ওদের বাবা একথা লুকতে চাইবে। তোমার স্ত্রী হবে সৈন্যদলের সামনে গুলি করে মারা কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের বিধবা। চিরদিন সে মনে রাখবে সেই ভীষণ দিনটির কথা যেদিন সে তোমায় বিয়ের সম্মতি দিয়েছিল। বাড়িতে তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছে তোমার সব কথা আমরা লিখে জানাব। সবাই জানুক যে তোমায় আমরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি .. '

'আমায় ক্ষমা করুন আমায় লড়াইয়ে পাঠান '

বারাম্‌বায়েভ ফিসফিস করে বলল। কিন্তু তবু সবাই যে ওর কথা শুনতে পেয়েছে তা টের পেলাম।

আমি বললাম, 'না! আমরা সবাই লড়াইয়ে যাব! পুরো ব্যাটেলিয়ন

লড়াইয়ে যাবে! এই সৈন্যদের দেখতে পাচ্ছ, অন্যদের মাঝখান থেকে এদের ডেকে এনেছি। এদের চেন? তুমি যে সেকশনের কম্যাণ্ডার ছিলে এরা সেই সেকশনেরই লোক। এরাও তোমার সঙ্গে পালিয়েছিল কিন্তু আবার ফিরে এসেছে। লড়াইয়ে যাবার সম্মান থেকে তাই এরা বঞ্চিত হয়নি। খাঁটি সৈন্যের মত তুমি এদের সঙ্গে থেকেছ খেয়েছ শুয়েছ। ওরা লড়াই করতে যাবে। ব্লখা, গাল্লিউলিন, দব্রিয়াকভ, মুরিন — এরা প্রত্যেকেই লড়াইয়ে যাবে, গুলিগোলার সামনে বুক পেতে দেবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে এরা গুলি করে মারবে — কারণ তুমি হচ্ছ কাপুরুষ, শত্রুকে দেখে তুমি ল্যাজ গুটিয়ে পালাও।'

তারপর কম্যাণ্ড দিলাম:

'সেকশন, এবাউট টার্ণ!'

লোকগুলো চমকে উঠল কিন্তু আমার আদেশ অমান্য করল না। টের পেলাম আমারও মুখ রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে।

'সেকশন কম্যাণ্ডার ব্লখা! বিশ্বাসঘাতকের কোট খুলে নিন।'

ব্লখা বারাম্‌বায়েভের কাছে এগিয়ে গেল। মুখ তার নিশ্চল, কঠিন। দেখতে পেলাম বারাম্‌বায়েভের সুস্থ ডান হাতটা উঠে গিয়ে আংটাগুলো নিজে থেকেই খুলতে সুরু করেছে। অবাক হয়ে গেলাম। এই লোকটিরই যেন বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিল সবচেয়ে বেশি অথচ এখন আর বেঁচে থাকার মত মনোবল তার নেই। বিনা বাক্যব্যয়ে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিচ্ছে।

ব্লখা আর্মিকোটটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে তার স্কোয়াডে ফিরে গেল।

'বিশ্বাসঘাতক, এবাউট টার্ণ!'

শেষবারের মত আমার দিকে মিনতি ভরা চোখে তাকিয়ে বারাম্‌বায়েভ ঘুরে দাঁড়াল। আমি কম্যাণ্ড দিলাম:

'দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী কাপুরুষের দিকে... সেকশন...'

রাইফেলগুলো ওদের কাঁধের কাছে উঠে স্থির হয়ে রইল। কেবল একটা রাইফেল থরথরিয়ে উঠল... মুরিন ভয়ানক কাঁপছে, ঠোঁটদুটো তার সাদা হয়ে গেছে।

হঠাৎ বারাম্‌বায়েভের জন্য ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল।

৩

মুরিনের হাতের থর থর করে কাঁপা রাইফেলটা যেন চেঁচিয়ে বলছে: 'মাপ করুন ওকে, দয়া করুন!'

এখনো যারা লড়াইয়ে যায়নি, যারা কাপুরুষের বিরুদ্ধে এখনো নির্মম কঠোর হয়ে উঠতে শেখেনি, তারা উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে আমার একটি আদেশের জন্য: 'ফায়ার!' মনে হল ঐ লোকগুলোও যেন মিনতি করে বলছে 'ওকে ক্ষমা করুন, মারবেন না।'

এমনকি হাওয়াটাও যেন থেমে গেল, চুপ করে রইল - যেন বাতাসেরও ইচ্ছে সেই নীরব মিনতি যেন আমার কানে যায়।

গাল্লিউলিনের চওড়া পিঠটা আমার চোখে পড়ছে, অন্যদের থেকে সে একমাথা উঁচু। আমার আদেশ পালনে সে প্রস্তুত। নিজে সে কাজাখী, বন্দুক তাগ করে রেখেছে আরেকজন কাজাখীর দিকে। এই কয়েক ঘণ্টা আগেও দেশ ছেড়ে বহুদূরে সেই ছিল তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। গাল্লিউলিনের পিঠটাও যেন মনে হল অনুনয় করছে আমায়: 'আমায় দিয়ে একাজ করাবেন না, ওকে ক্ষমা করুন!'

বারাম্‌বায়েভের যাকিছু গুণ আমার জানা ছিল, সব মনে করে দেখতে লাগলাম। দক্ষ মিস্ত্রির মত কেমন চমৎকার করেই না সে মেশিনগান খুলত জোড়া লাগাত। ওকে দেখে মনে মনে আমি কী রকম গর্ব বোধ করতাম, ভাবতাম, 'আমরা কাজাখীরাও মেক্যানিকের জাত হয়ে উঠছি।'

পশু তো আর নই, আমিও মানুষ। চেঁচিয়ে উঠলাম:

'আদেশ বাতিল!'

রাইফেলগুলো তো নামান হল না ঠিক যেন লোহার মত মাটির উপর পড়ল। আমাদের মন থেকেও একটা ভার নেমে গেল।

'বারাম্‌বায়েভ!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

বারাম্‌বায়েভ ঘুরে দাঁড়াল জিজ্ঞাসু চোখে। তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। তবু ইতিমধ্যেই সে চোখে প্রাণের আলো জ্বলে উঠেছে।

'কোট পরে নাও!'

'আমি?'

'কোট পরে আবার নিজের দলে ফিরে যাও!'

বোকার মত হাসল সে। দুহাতে কোট তুলে নিয়ে পরতে পরতেই স্কোয়াডের দিকে দৌড় মারল। কোটের হাতাদুটোকে তখনো সে সামলে উঠতে পারেনি।

মুরিন — চশমা পরা ছেলেটি, মনটা তার ভাল, ওর হাতেই রাইফেলটা তখন থর থর করে কেঁপে উঠেছিল বারাম্‌বায়েভকে তারই পাশে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য চুপি চুপি ইসারা করল, তারপর পাঁজরায় একটা দোস্ত্ সুলভ গোত্তা মারল। বারাম্‌বায়েভ ফের সৈন্য হয়ে উঠেছে, আমাদের কমরেড।

এগিয়ে গিয়ে বারাম্‌বায়েভের কাঁধ চাপড়ে বললাম:

'এখন লড়াই করবে তো?'

বারাম্‌বায়েভ মাথা নেড়ে হেসে উঠল। অন্যদের মুখেও হাসি। সহজ হয়ে উঠল সবাই।

আপনিও বেশ আরাম বোধ করছেন, তাই না? বইয়ের পাঠকরাও 'আদেশ বাতিল!' কম্যাণ্ড শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে বৈকি।

আসলে কিন্তু এরকমটা মোটেই ঘটেনি। আপনাকে এখন যা বললাম, এ সমস্তই আমার কল্পনা। সমস্ত দৃশ্যটা হঠাৎ স্বপ্নের মত আমার মনে ভেসে উঠল।

আসল ঘটনাটা একেবারেই অন্য রকম।

মুরিনের রাইফেল কাঁপছে দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

'মুরিন, কাঁপছ কেন?'

মুরিন চমকে উঠে, খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আরো শক্ত করে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরল। আবার আদেশ দিলাম:

'দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী, কাপুরুষের দিকে, সেকশন... ফায়ার!'

কাপুরুষকে গুলি করে মারা হল।

আমার বিচার হোক!

মরুভূমিতে আমার বাবাকে একবার একটা বিষাক্ত মাকড়সা কামড়ায়। বাবা তখন যাযাবর। মরুভূমির বুকে তাঁর সঙ্গে তখন আর কেউ নেই, কেবল উটটা ছাড়া। মাকড়সার বিষটাও মারাত্মক। বাবা একটা ছুরি বের

করে মাকড়সাটা যেখানে কামড়েছিল সেখানকার মাংস কিছুটা কেটে ফেলে দিলেন।

আমিও ঠিক তাই করলাম - ছুরি দিয়ে নিজের শরীরেরই একটা অংশ কেটে ফেলে দিলাম।

আমি মানুষ। আমার মানুষের প্রাণ চেঁচিয়ে উঠেছিল: 'মের না, মের না, ক্ষমা কর, ওকে ক্ষমা কর!' কিন্তু তবু আমি ক্ষমা করতে পারিনি।

আমি একটা ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডার। সারা ব্যাটেলিয়নের পিতার মত আমি। আমার একটি সন্তানকে মারলাম। কিন্তু সামনে আরো অনেক সন্তান দাঁড়িয়ে। এদের প্রত্যেককে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিশ্বাসঘাতকের ক্ষমা নেই, থাকতে পারে না!

প্রত্যেককে আমি জানাতে চাই· যদি ভয় পেয়ে পিছিয়ে আস, যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর, তবে তোমরাও ক্ষমা পাবে না, তা আমাদের মন ক্ষমার জন্য যতই কেঁদে উঠুক না কেন।

কথাটা লিখে নিন। সৈনিকের আর্মিকোট যারা পরেছে, কিম্বা পরবে তারা প্রত্যেকেই পড়ুক। তারা সবাই জেনে রাখুক, হয়ত তুমি ভালই ছিলে, একসময় হয়ত ভালোবাসা আর প্রশংসাও পেয়েছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সামরিক অপরাধের জন্য, কাপুরুষতার জন্য, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তোমার শাস্তি হবে মৃত্যু।

'মরতে নয়, বাঁচতে!'

১

সকালবেলা রোঁদে বেরলাম।

সবাই রোজকার মতই ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে।

কিন্তু প্রত্যেকেরই মুখ গোমড়া। কোথাও হাসির শব্দ নেই, নেই ক্ষীণ হাসির রেখা।

যে সৈন্যদলের মনে ফুর্তি নেই তাদের কম্যান্ডার হওয়ায় কোন আনন্দ নেই।

ট্রেঞ্চগুলোর কাছে ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একজন সৈন্য তার ট্রেঞ্চটাকে কাঠকুটো দিয়ে ঢেকে তার উপর মাটি ঢালছে।

'কী করছ?'

'ট্রেঞ্চ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'উপরে এসব কী?'

'কাঠের ছাদ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'বেরিয়ে এস তো, কেমন কাঠের ছাদ তোমায় দেখাচ্ছি।'

লোকটি ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এল; পিস্তল বের করে সেই পাৎলা কাঠের চালের উপর গুলি চালাতে সুরু করলাম।

'যাও, এবারে ভিতরে ঢুকে দেখ! বুলেটগুলো কাঠ ভেদ করে ভিতরে ঢুকেছে?'

কিছুক্ষণ পরেই লোকটি চেঁচিয়ে উঠল:

'হ্যাঁ, ঢুকেছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

'এ কী ফাঁদ বানিয়েছ? একি তোমার মধ্য এশিয়ার তরমুজ ক্ষেতের চালা পেয়েছ? কী ভেবেছ, ছায়ায় এসে একটু জিরবে?.. কী, কথা বলছ না কেন?'

লোকটি ব্যাজার হয়ে বলল, 'যেখানেই যাক, কিছুতেই ছাড়বে না..'

'কী ছাড়বে না?'

তার কোন উত্তর পেলাম না। বুঝলাম লোকটির মরতে ভয়।

'কী হয়েছে তোমার? তুমি কি বাঁচতে চাও না?'

'নিশ্চয়ই চাই, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'তবে এই সব জঞ্জাল এখান থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কর। ট্রেঞ্চের উপরে টেলিগ্রাফের খুঁটির মত মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাঁচ থাক করে লাগাও, সোজাসুজি গোলা এসে পড়লেও কিছু হবে না..'

লোকটি বিষণ্ণ নেত্রে প্রথমে ট্রেঞ্চের দিকে তাকাল, তারপর বনের দিকে: ঐখানে, বনের ধার পেরিয়ে মোটা মোটা গাছ কেটে সেগুলো টেনে আনতে হবে। লোকটি বলল, 'হয়ত এখানে আর আসবে না।'

এখানেও দেখছি সেই 'হয়ত'র আবির্ভাব। অথচ কেউ তাকে পছন্দ করে না। লড়াইয়ের জন্য তৈরী যে সৈন্য একথা তার উপযুক্ত নয়।

চেঁচিয়ে বললাম, 'সব সরিয়ে ফেল! পাঁচ থাক কাঠের গঁুড়ি না বসালে সবকিছু ফিরে করাব।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লোকটি কোদাল নিয়ে চালের মাটি সরাতে লেগে গেল।

নিঃশব্দে তাকে দেখে চলেছি। লোকটির কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে ট্রেঞ্চের ভিতর নিরাপদে থেকে সে নিজেই জার্মানদের মারতে পারে। জার্মানরা তারই বুলেটে পড়ে যাবে একথা তার বিশ্বাসের অতীত। তার মনে তখন অন্য কিছু ঘুরছিল।

২

ট্রেনিংএর কার্যসূচী অনুসারে কয়েকটি প্লেটুনের সেদিন বন্দুক ছোঁড়া অনুশীলন ছিল।

নদীর অপর তীরে, শত্রুরা যেদিক দিয়ে আসতে পারে, সেদিকে নানা দূরত্বে আধাসাইজ, প্রমাণ সাইজ কয়েকটা টার্গেট তৈরী করা হয়েছিল। তাতে নাৎসীদের চেহারা আঁকা।

চেয়েছিলাম প্রত্যেকেরই যেন নিজের ট্রেঞ্চ, তার মাটির নিচের বাড়ি থেকে বন্দুক চালানটা মক্স হয়ে যায়। সামনের পুরো অঞ্চলটা যাতে আমাদের গুলির রেঞ্জের মধ্যে থাকে সেটাই ছিল আমার কাম্য।

সবাই মেশিনগান আর রাইফেল নিয়ে লক্ষ্যভেদ সুরু করল। প্রত্যেক ট্রেঞ্চে ঘুরে ঘুরে সবাইকে উপদেশ পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে লাগলাম।

'তুমি তখন ঠিক মারতে পারনি! কেন পারলে না ভেবে দেখ। হয়ত তাক ঠিক হয়নি, রাইফেলের সাইট্‌স বসাতে ভুল হয়েছিল বোধ হয়। একবার ঠিক করে দেখে নাও তারপর আরেক দফা হয়ে যাক...'

লোকটি শেষ পর্যন্ত প্রতি তিনটে গুলির দুটোই টার্গেটের রঙ লাগান মাথাটায় লাগাতে পারল। মন্দ নয়। এমন সাফল্যের পর কোন সৈন্য তার অহংকার লুকিয়ে রাখতে পারে না, কিন্তু...

'অমন গোমড়া হয়ে আছ কেন? জার্মানদের টিকি দেখা মাত্রই তুমি তাদের ঠিক এই ভাবে খতম করবে।'

'ওদের কি আর গ্নলি করে কিছ্ন হবে? তাছাড়া কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ওরা এদিকে আসবেই না।'

'তবে কোন দিক দিয়ে আসবে শ্ননি?'

'তা কে জানে...'

এজাতের কথা আমি আগেও শ্ননেছি — এ হল অজানার ভয়।

৩

আবার ভাবতে স্নর্ন করলাম।

পাঁচ মাইল লম্বা লাইনের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘ্নরতে ঘ্নরতে সেই একই কথা ভেবে চললাম। আমার ডাগ-আউটে ফিরেও সে ভাবনা শেষ হল না। খেতে খেতে, হেডকোয়ার্টারে কাজ করতে করতে, রাত্তিরে শ্নয়ে শ্নয়েও খালি ভেবেই চলেছি, ভেবেই চলেছি।

আমার ব্যাটেলিয়নের হল কী? আগের দিনই একজন বিশ্বাসঘাতককে গ্নলি করে মেরেছি, লোকটা নিজের প্রাণ বাঁচানর জন্য পালিয়েছিল। সেই একই গ্নলির আঘাতে কি আমি নিহত করে বসেছি জীবনপ্রীতির বিরাট শক্তিকে, ধ্বংস করেছি আত্মরক্ষার মহান প্রবৃত্তিকে?

মনে পড়ল একটা প্রবন্ধে যেন পড়েছিলাম: 'য্নদ্ধক্ষেত্রে লোকের মনের ভিতর দ্নটো শক্তির লড়াই চলে: কর্তব্যবোধ আর আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি। তখন তৃতীয় এক শক্তি — ডিসিপ্লিন এদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়: কর্তব্যবোধ জিতে যায়।'

সত্যিই কি তাই? আমাদের জেনারেল ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভ একথাটা অন্যভাবে বলেছেন। আমরা তখনো আলমা-আতায়। একদিন রাত্রে গল্প করতে করতে (ও বিষয়ে এখন কিছ্ন জিজ্ঞেস কর না — পরে সবই বলব) পানফিলভ বললেন, 'সৈন্যরা য্নদ্ধে যায় মরতে নয় বাঁচতে!'

কথাটা আমার খ্নব ভালো লেগেছিল, প্রায়ই মনে মনে আওড়াতাম। প্রথম লড়াইয়ের জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি। মস্কোর উপকণ্ঠে আমার ব্যাটেলিয়নকে লড়াই করতে হবে। সে কথা ভাবতে ভাবতে পানফিলভের কথা মনে পড়ে গেল।

বাঁচার ইচ্ছা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, প্রত্যেক প্রাণীর অন্তর্নিহিত সেই প্রবল আদিম শক্তি কি শুধু পলায়নের মধ্যেই প্রকাশ পায়?

জীবন-মরণ সংগ্রামে সজীব প্রাণী যে প্রাণপণে লড়াই করে, প্রথমে আত্মরক্ষা করে আক্রমণ করে শত্রুকে, তার মধ্যেও কি ঐ একই প্রবৃত্তির সবল সতেজ প্রকাশ ঘটে না?

এই যে যুদ্ধ, এমন যুদ্ধ আর কখনো হয়নি। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, আমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে। বাঁচার বাসনা, আত্মরক্ষার দুর্বার প্রবৃত্তিকে এই যুদ্ধে আমাদের সহায় করে নিতে হবে। একে শত্রু হিসেবে দেখলে চলবে না।

কিন্তু কী করে জাগাই এই প্রবৃত্তিকে? কী করে জিইয়ে রাখি?

৪

প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে খবরের কাগজের সাময়িক খবর নিয়ে আলোচনা করার জন্য সৈন্যদের সভা হত।

একদিন ঠিক করলাম প্রত্যেকটি কম্পানি ঘুরে ঘুরে দেখব পলিটিকাল অফিসাররা সৈন্যদের কী বোঝাচ্ছে।

প্রথম কম্পানিতে দেখলাম পলিটিকাল অফিসার দর্দিয়া রয়েছে। ট্রেঞ্চের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় সৈন্যরা সবাই বসে আছে হাতে রাইফেল নিয়ে।

ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। প্রথম বরফের উজ্জ্বল কুচিগুলো আটকে রয়েছে কালচে পাইনগাছের গায়ে।

চারদিক শান্ত, সবাই একদৃষ্টে উৎকণ্ঠিতভাবে দূরের দিকে তাকিয়ে-- কিসের যেন অপেক্ষায় রয়েছে: যে কোন মুহূর্তে যেন এক তুমুল গর্জন সুরু হয়ে যাবে। যেরকম বর্ণনা শুনেছে ঠিক সেইরকম। মাথার উপরে ছুটবে গোলার শীৎকার। মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে আসবে ট্যাংকের গুমগুম আওয়াজ। সদ্য পড়া বরফের গায়ে কালো চিহ্ন এঁকে দিয়ে গুলিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসবে ট্যাংকগুলো। ধূসর-সবুজ পোষাক পরা লোকেরা বনের আড়াল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে। মাটিতে শুয়ে পড়বে, তারপর আবার লাফিয়ে উঠে ছুটে আসবে। আসবে আমাদের মারতে।

দাদিয়া বক্তৃতা দিচ্ছে আর থেকে থেকেই হাতের নোটলেখা কাগজটুকুর দিকে তাকাচ্ছে। সে যা বলছে তার প্রতিটি কথা সত্যি। জার্মানরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে হঠাৎ আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। শত্রু এখন মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে। প্রাণ দিয়ে শত্রুকে আটকাতে হবে, এই হল আমাদের প্রতি দেশের দাবী। প্রাণের মত মূল্যবান জিনিসের মায়া ত্যাগ করে যুঝতে হবে লাল ফৌজের সৈন্যদের।

সৈন্যদের দিকে তাকালাম। ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভঙ্গীতে সবাই একসঙ্গে জবুথবু হয়ে বসে আছে। দৃষ্টি তাদেব হয় আনত, নয় দূরের দিকে নিবদ্ধ।

হায়, দাদিয়া, তোমার কথা কেউ মন দিয়ে শুনছে না! যুদ্ধের আগে দাদিয়া মাস্টারী করত। সব সময় তার স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। মনে হল সে নিজেও এর জন্য দুশ্চিন্তায় পড়েছে। ও তো আর এই ব্যাটেলিয়নের বাইরের লোক নয়। ও আমাদেরই একজন। যাদের উদ্দেশ করে বক্তৃতা দিচ্ছে তাদেরই মত শীগ্‌গির তাকেও লড়াইয়ে যেতে হবে। জীবনে এই প্রথম।

হয়ত কাল হয়ত বা পরশুই গুলি থেকে মাথা বাঁচিয়ে তাকে ঘুরতে হবে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে। ভয়ে তার বুক কাঁপবে। চারপাশে গোলার আঘাতে মাটি ছিটকে পড়বে। সে অবস্থাতেই তাকে সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এই খোলা মাঠ আর খোলা আকাশ তখন থাকবে না।

পরে এমনি দুর্যোগের মধ্যেই তাকে দেখেছি — সে হেসে হেসে কথা বলছে নিজের ভাষায়, কাগজের লেখার আর তার দরকার নেই ..

কিন্তু এইদিনটিতে, অন্য সৈন্যদের মত সেও অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা অনুভব করছিল। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারছিল না। কেবলি বলে চলেছে, 'দেশের আদেশ', 'দেশের দাবী'... যখন সে বলে উঠল, 'প্রয়োজন হলে আমরা মরব, তবু পিছন ফিরব না,' তখন তার গলার স্বর শুনে বোঝা গেল নিজের মনের কথাই বলছে, ভেতরে ভেতরে সে যে দৃঢ়প্রত্যয় গড়ে তুলেছে তাকেই ভাষায় রূপ দিচ্ছে। কিন্তু ...

ঐ বহুব্যবহারে জীর্ণ কথাগুলো আর কেন আওড়াচ্ছ দাদিয়া? শুধু ইস্পাত নয় কথাও, তা সে যতই পবিত্র হোক না কেন, ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষকালে

প্রনো গিয়ার-হ্ইলের মত পিছলে যায়, মাঝে মাঝে হ্ইলের দাঁতগ্লোকে ধার দিয়ে নিতে হয়।

আর সারাক্ষণ খালি 'মরতে হবে, মরতে হবে' করে চলেছ কেন? এখন কি ও কথা বলার সময়? তুমি হয়ত ভাবছ: যুদ্ধের কঠোর সত্যকে অবিচলিতভাবে মেনে নিতে হবে, অন্যদের মনে তা গে‌ঁথে দিতে হবে।

না, দর্দিয়া, যুদ্ধের কঠোর সত্য এটা নয়।

৫

দর্দিয়ার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম। তারপর সৈন্যদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম:

'"আমাদের জন্মভূমি" বলতে আমরা কী বুঝি তা তুমি জান?'

'জানি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'বল তো কী...'

'আমাদের সোভিয়েত দেশ, আমাদের ভূখণ্ড।'

'বস।'

আরেক জনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কী ধারণা?'

'আমার জন্মভূমি হল যে দেশে আমি জন্মেছি... সেই দেশ। মানে, যে অঞ্চলে..'

'বস। তুমি?'

'জন্মভূমি? তার মানে আমাদের সোভিয়েত সরকার... মানে,... ধরুন... যেমন, মস্কো... এখন আমরা তাকে রক্ষা করছি। সেখানে কখনো যাইনি... কখনো দেখিওনি, কিন্তু মস্কো আমাদের জন্মভূমি...'

'তার মানে, তোমার জন্মভূমি এখনো তুমি দেখনি?'

লোকটি চুপ করে রইল।

'"জন্মভূমি" জিনিসটা তাহলে কী বল?'

অনেকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আপনিই বলুন!'

'ঠিক আছে, আমিই বলব... তুমি বাঁচতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'তুমি?'

'চাই।'

'তোমরা? তোমরাও নিশ্চয়ই চাও। যারা বাঁচতে চাও না, তারা হাত তোল!'

একটি হাতও উঠল না। কিন্তু ওদের মাথাও আর নুয়ে নেই — সবাই বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। গতকয়েক দিন ধরে 'মৃত্যু' শব্দটা ওরা অনেকবার শুনেছে। কিন্তু আমি বললাম জীবনের কথা।

'তোমরা সকলেই তাহলে বাঁচতে চাও? ভাল।'

সৈন্যদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিয়ে করেছ?'

'করেছি।'

'স্ত্রীকে ভালোবাস?'

লোকটি একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেল।

'কী, বল, ভালোবাস?'

'ভালো না বাসলে কি আর বিয়ে করি?'

'ঠিক কথা! ছেলেমেয়ে আছে?'

'আছে। একটি ছেলে, একটি মেয়ে ...'

'বাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'ভাল বাড়ি?'

'আমার তো ভালই লাগে ...'

'বাড়ি ফিরে গিয়ে বউ আর ছেলেমেয়েকে দেখে আসতে ইচ্ছা করে?'

'বাড়ির কথা ভাবার এখন সময় নেই ... আমাদের এখন লড়তে হবে।'

'কিন্তু যুদ্ধের পর? কী, ফিরতে চাও?'

'কে চায় না, বলুন!..'

'তুমি চাও না!'

'সে কি?'

'ফেরা না ফেরা সব তোমার উপরেই নির্ভর করে। সবকিছু তোমার হাতে। বাঁচতে চাও? তাহলে তোমায় যে মারতে চাইছে তাকে মারতে হবে। নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে যুদ্ধের পর নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্যে তুমি কী করেছ বল? হাতের নিশানা তোমার কেমন, ভাল?'

'না ...'

'এই তো দেখ ... তার মানে জার্মানদের তুমি মারতে পারবে না। তারাই তোমায় মারবে, তোমার আর তবে বাড়ি ফেরা হবে না। এক ছুটে এগোতে পার?'

'একরকম পারি ...'

'বুকে হেঁটে ভাল করে এগোতে পার?'

'না ...'

'তবেই দেখ ... জার্মানদের হাত থেকে তোমার আর রক্ষা নেই। এসব কিছুই পার না অথচ কী করে বল -- বাঁচতে চাই? গ্রেনেড ছুঁড়তে পার ভাল? কামুফ্লাজ করতে? পরিখায় ঘাঁটি নিতে?'

'শেষেরটা ভালই পারি।'

'মোটেই না। তাতেও তোমার মন নেই। ট্রেঞ্চের উপরের ঐ চালা কতবার বাতিল করিয়েছি তোমায় দিয়ে।'

'একবার ...'

'এরপরেও তুমি বল তুমি বাঁচতে চাও? না, বাঁচতে তুমি চাও না! তোমরা কী বল, কমরেডরা? ও বাঁচতে চায় না, ঠিক কি না?'

কয়েকজনের মুখে ততক্ষণে হাসি ফুটে উঠেছে। মন কারো কারো কিছুটা হাল্‌কা হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সৈন্যটি তখনো বলে চলেছে:

'চাই, আমি বাঁচতে চাই, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার।'

'শুধু চাইলেই তো আর হয় না ... তার জন্যে কাজ করতে হয়। মুখে বলছ বাঁচতে চাও, কিন্তু কাজে যা করছ তাতে তো দেখছি শেষ পর্যন্ত কবরখানাতেই যাবে। বঁড়শী লাগিয়ে সেখান থেকে টেনে বার করতে চেষ্টা করছি তোমায়।'

সবাই হেসে উঠল। গত দুদিনের পর এই প্রথম সত্যিকার আন্তরিক হাসি শুনতে পেলাম। বলে চললাম:

'তোমার ট্রেঞ্চের মাথার ঐ পলকা চালাটা যে তখন ভেঙে ফেলে দিলাম সেটা তোমারই ভালোর জন্যে। ওর ভিতরে তো আমি বসে থাকব না। ময়লা রাইফেলের জন্যে যখন তোমায় ধমক দিই সেটা তোমারই ভালোর জন্যে। ঐ রাইফেল দিয়ে তোমাকেই গুলি করতে হবে। যা

করতে বলি, আদেশ দিই, সে সব তোমার জন্যেই। জন্মভূমি বলতে আমরা কী বুঝি এবার তা বুঝেছ?'

'না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'জন্মভূমি হল — তুমি! তোমায় যে মারতে চায় তুমি তাকে মারবে! কার জন্যে? তোমার জন্যে! তোমার বউ, তোমার বাবামা, তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে!'

সবাই একমনে আমার কথা শুনে চলেছে। পলিটিকাল অফিসার ওদের পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, মাথাটা তার পিছনে হেলান। থেকে থেকেই সে চোখ পিটপিট করছে কারণ বরফের কুচো এসে চোখের পাতার উপর পড়ছে। মাঝে মাঝে সে আপনা থেকেই হেসে উঠছে।

কথাগুলো দর্দিয়াকে উদ্দেশ করেও বলছিলাম। পলিটিকাল অফিসার দর্দিয়াও অন্যদের মত তার প্রথম লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাকেও আমি বোঝাতে চাই যুদ্ধের কঠোর সত্য 'মরো' নয় 'মারো'।

'প্রবৃত্তি' কথাটা আমি একবারও ব্যবহার করিনি, কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল ঐটেই, আত্মরক্ষার প্রবল প্রবৃত্তি। আশা ছিল এই প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুললে পরেই সবাই জয়ের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়াই করবে।

বলে চললাম, 'শত্রুরা আমাদের সবাইকে মারতে চায়। আমার দাবী: তোমায় শত্রুসৈন্য মারতে হবে, কী করে মারতে হয় তা শিখতে হবে। কারণ আমিও বাঁচতে চাই। তোমার প্রতি আমাদের এই দাবী, এই কম্যাণ্ড: মার! আমরা বাঁচতে চাই! তোমার কমরেডের কাছে তুমিও এই দাবী জানাও — যদি সত্যিই বাঁচতে চাও তবে এই দাবী জানাতেই হবে: মার! স্বদেশ তো তুমিই! আমরা, আমাদের মায়েরা, আমাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার—জন্মভূমি তো আমরাই! আমাদের জনগণই জন্মভূমি। হয়তো শেষ পর্যন্ত গুলির আঘাত তোমায় বুক পেতে নিতে হবে, কিন্তু তার আগে তুমিই প্রথমে মার! যত পার হত্যা কর! তা যদি করতে পার তবেই এদের সবাইকে বাঁচার দলে দেখতে পাবে,' অন্য সৈন্যদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, 'বাঁচাবে তোমার রাইফেল আর ট্রেঞ্চের সঙ্গীদের! আমি, তোমাদের কম্যাণ্ডার, আমাদের স্ত্রী আর মায়েদের আদেশ, জনগণের

আদেশ পালন করতে চাই। তোমাদের আমি যুদ্ধে নিয়ে যাব, মরতে নয় বাঁচতে! বুঝতে পেরেছ? ব্যস, আর আমার কিছু বলার নেই। কম্পানি কম্যাণ্ডার! সৈন্যদের যার যার ট্রেঞ্চে নিয়ে যাও।'

৬

কম্যাণ্ড শোনা গেল: 'এক নম্বর প্লেটুন — ফল ইন!' 'দু নম্বর প্লেটুন — ফল ইন !..'

সৈন্যরা লাফিয়ে উঠে নিজের নিজের জায়গায় ছুটে গিয়ে রেগুলেশন মাফিক সার বেঁধে এটেনশন হয়ে দাঁড়াল, খোঁচাখোঁচা সঙ্গীনগুলো স্থির হয়ে রইল একলাইনে। এই তো শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদল, পরিচালিত শক্তি। প্লেটুনগুলোর মাঝেমাঝে একটু করে ফাঁক, দেখে মনে হয়ে যেন অদৃশ্য সুতোয় গাঁথা নীড়।

আমার বক্তৃতাটা হয়ত কিছুটা ছেলেমানুষী। কিন্তু মনে হল কাজ হয়েছে। কর্তব্য বা সম্মানের কথাটা সৈন্যরা ভোলেনি, কিন্তু 'মৃত্যু' কথাটার উৎপীড়ন আর আচ্ছন্নতা থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে।

জেনারেল ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভ

১

পরের দিন, তের তারিখে পানফিলভ আমাদের ঘাঁটিতে এসে পেঁছিলেন।

তিনি যে আসবেন আমরা তা জানতাম না। হেডকোয়ার্টারে অন্য কাজে কম্পানি কম্যাণ্ডারদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কাজেই জেনারেল পানফিলভ এলে পর মনে হল আমরা যেন তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছি।

ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টারের আর বর্ণনা দেবার দরকার আছে কী? এটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। ওখানে মস্কোর কাছের এই বনে এই রকমের ডাগ-আউটই ছিল আমাদের কোয়ার্টার, — মাটির নিচে কাঠের তৈরী, স্যাঁৎসেঁতে বাক্সের আকারের সব গর্ত। দেয়ালে হেলান দিলে আলকাৎরায় টেনে ধরবে। দিনরাত একটা আলো জ্বলে। বাইরে নানা দিকে সব কেব্‌ল্‌ চলে গেছে, যত কেব্‌ল্‌ যেন এসে মিলেছে এখানেই।

ম্যাপ নিয়ে কম্যান্ডাররা মাইন ফীল্ডের জায়গা ঠিক করছিল, রাত্রের মধ্যেই মাইন পাততে হবে। কেবল নভলিয়ান্‌স্কয়ে গ্রামের ব্রিজ আর রাস্তাটা গাড়ির জন্য ফাঁকা রেখে এখানে আসার আর যত পথ আছে সবখানে মাইন পাতা হবে।

টেবিলের উপর আলোর কাছে একটা মস্তবড় ড্রয়িং কাগজ পাতা, তাতে রং পেন্সিলে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ছক কাটা হয়েছে। চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভেরই কাজ। তার আঁকার হাতটি চমৎকার।

চার্টটা এখনো আমার কাছে আছে। দেখতে চান? কী পরিষ্কার কাজ! শুধু পরিষ্কারই নয়, নিখুঁৎও।

এই হাল্‌কা নীল আঁকাবাঁকা ফিতেটা হচ্ছে রুজা নদী। তীর বরাবর এই বাঁকা রেখাটা হল এস্‌কার্পমেণ্ট। ঘন সবুজে বনের ছক আঁকা হয়েছে। কালো ফোঁটাগুলো হল মাইন পাতা জায়গা। পশ্চিমে মুখ করা খোঁচাখোঁচা লাল অর্ধবৃত্তগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটি। আর এই সব নানা জাতের চিহ্ন হচ্ছে আমাদের রাইফেল ট্রেঞ্চ, মেশিনগান আস্তানা আর ব্যাটেলিয়নের সাহায্যে পাঠান ট্যাংকধ্বংসী কামান ও সাধারণ কামান — দেখছেন তো সবকটা চিহ্নই লাল রঙের।

আমাদের উপর পাঁচ মাইল লম্বা লাইনের ভার। আমাদের ব্যাটেলিয়নের পক্ষে তা বড্ড বড়। পানফিলভ পরে বলেছিলেন, যেন একটা 'সুতোর' মত লাইন। সেদিন, সেই ১৩ই অক্টোবরেও আমি ধারণা করতে পারিনি 'শহরের দূর প্রবেশপথ' পর্যন্ত এগিয়ে আসার পর ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের কাছে আমাদের এই সুতোর মত পাৎলা ব্যূহই মস্কোমুখী জার্মান সৈন্যদের একমাত্র বাধা হয়ে উঠবে।

কিন্তু ...

কম্পানি কম্যান্ডাররা আলোর চারদিকে বসে নিজেদের ম্যাপের উপর মাইন-ফীল্ডের চিহ্ন আঁকছে।

তারিখটা তেরোই বলে নানা রকম হাসি ঠাট্টা চলছে।

ক্রায়েভ বলল, 'তেরো আমার পয়মন্ত তারিখ। আমি জন্মেছি ১৩ই, বিয়ে করেছি ১৩ই। ১৩ তারিখে আমি যে কাজ সুরু করি সেটাই ভাল হয়; যা চাই, তাই পাই।'

লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রায়েভের কথা বলার ধরনটা অদ্ভুত। মনে হয় যেন সারাক্ষণ গজগজ করছে। কখন যে রসিকতা করছে সেটা বোঝা মুশকিল।

কে যেন বলল, 'তা আজকে আপনি কী চান, শুনি?'

সবাই আগ্রহভরে ক্রায়েভের রোগা, হাড় বের করা, চওড়া চোয়াল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত কিছু বলার জন্য সে বিখ্যাত।

'এক ফ্লাস্ক ব্র্যাণ্ডি!' বলেই সে হো হো করে হেসে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভ এসে ঘরে ঢুকল। সে সবসময় দ্রুত চলাফেরা করে, একেবারে নিঃশব্দে, যেন বুট তো না নরম চামড়ার জুতো পরে হাঁটছে।

রহিমভ স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনার আদেশ মত সব কিছুই করা হয়েছে।'

রহিমভকে পাঠিয়েছিলাম দূরের ঠিক কোন জায়গায় এখন লড়াইটা হচ্ছে তা জেনে আসতে। রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারে এবিষয়ে ঠিক পাকা খবর কেউ জানে না। যা ভেবেছিলাম রহিমভ তার অনেক আগেই ফিরে এল।

'খোঁজ পেয়েছেন?' রহিমভকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'বলুন।'

'লিখিত রিপোর্ট দিতে পারি?' একটা ভাঁজ করা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে রহিমভ বলল।

কাগজটায় তিনটে কথা লেখা: 'জার্মানরা একেবারে সামনেই।'

একটা ঠাণ্ডা কাঁপুনি শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে এল। আমাদের পালা তবে এল!

রহিমভের বুদ্ধি আছে! আমার এখানে লোকজন আছে সেণ্ট্রির কাছ থেকে শুনে সে একটা কাগজে ঐ কথা তিনটে লিখে এনেছে। কথাটা সে চেঁচিয়ে বলতে চায় না। মুখভাবে, গলার স্বরে ভয় যাতে না ফুটে ওঠে সে বিষয়ে সে সচেতন।

ইচ্ছা হল কাগজটা অন্যদেব কাছ থেকে লুকিয়ে রাখি। যা সত্যি

তাকে যদি অবাস্তব করতে পারতাম। যেন বাস্তবকে দূরে সরিয়ে রেখেই অব্যাহতি পাব তার হাত থেকে।

রঙিন চার্টটার দিকে একবার তাকালাম — মাইন-ফীল্ড, নদীর তীরে ট্যাংকবিরোধী এস্‌কার্পমেণ্টের সার, চার বা পাঁচ থাক কাঠের গুঁড়িতে ঢাকা ট্রেঞ্চ, মেশিনগান, কামান — আর এসবের পিছনে, আমার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠছে, আরো একটি জিনিস — আর্মিকোট পরা মানুষ।

'তুমি নিজের চোখে ওদের দেখেছ?' রহিমভকে কাজাখীতে জিজ্ঞেস করলাম।

রহিমভকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি, কিন্তু তবু কথাটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'হ্যাঁ।'

'কোনখানে?'

'এখান থেকে দশ-পনের মাইল দূরে। সেরেদা আর অন্যান্য গ্রামে।'

'মাঝখানে কী আছে?'

'নোম্যানস ল্যাণ্ড।'

রুশীতে বললাম, 'মনে হচ্ছে ক্রায়েভের ইচ্ছা পূরণ হবে। অনেকগুলো ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্ক আমাদের জন্যে এসে পেঁৗছেছে।'

সবাই জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাল।

আমি বলে চললাম, 'তা ছাড়া রাম্ তো আছেই। জার্মানরা সামনেই এসে গেছে। রহিমভ, ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

রহিমভের কথা শুনে সবাই চুপ করে রইল। ক্রায়েভ কেবল বলল: 'ভাল ...'

কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'এর মধ্যে ভালটা কী?'

'হাঁ করে অপেক্ষা করে থাকার চেয়ে কি অনেক ভাল না? অপেক্ষা তো ঢের করেছি ...'

হঠাৎ আমার ঘোড়ার সহিস সিন্‌চেংকো অনুমতি না নিয়েই ভিতরে দৌড়ে ঢুকল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, জেনারেল আসছেন ...' তার গলা দিয়ে প্রায় আওয়াজ বেরয় না।

তাড়াতাড়ি টুপি চড়িয়ে, কোটটোট ঠিক করে নিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু ততক্ষণে আমার ঘরের দরজা খুলে গেছে। ভিতরে এলেন আমাদের ডিভিশনাল কম্যাণ্ডার, মেজর-জেনারেল ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভ।

২

তাড়াতাড়ি এটেনশন হয়ে রিপোর্ট করলাম:

'কমরেড মেজর-জেনারেল! ব্যাটেলিয়ন প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করার কাজ করে চলেছে। কম্পানি কম্যাণ্ডাররা মাইন-ফীল্ডের ছক নকল করছে। ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার, সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট বাউরজান মমিশ-উলি।'

পানফিলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি?'

হঠাৎ মনে হল, ব্যাপারটা জেনারেল নিশ্চয়ই জানেন। বললাম:

'ঘটেছে, কমরেড জেনারেল। এক ভীতু নিজেই নিজের হাতের উপর গুলি চালায়। তাকে সমস্ত সৈন্যদলের সামনে গুলি করে মারা হয়েছে।'

'বিচার করেননি কেন?'

উত্তেজিত হয়ে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে সুরু করলাম।

বললাম অন্য যে কোন অবস্থায় তাই করতাম, কিন্তু এ ব্যাপারটায় আর দেরী করার সময় ছিল না। তাই ব্যাপারটার পুরো দায়িত্ব আমিই গ্রহণ করেছি।

পানফিলভ আমার কথার মাঝখানে বাধা দিলেন না।

এই প্রথম ওঁকে খাটো কোট পরা অবস্থায় দেখলাম। সাদা নরম রুশী চামড়ার কোটটায় টারের হাল্‌কা, মিষ্টি গন্ধ। কোটটা তাঁর মাপে তৈরী হয়নি। তাঁর পক্ষে বড্ড বড় আর ঢোলা। তাঁর গোল কাঁধ আর রোগা বুকটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে — সে বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে স্যাম ব্রাউন লটকানো। ভাঁজ পড়া ঘাড়টা নুইয়ে, নিচের দিকে তাকিয়ে উনি আমার কথা শুনছিলেন। মনে হল আমার কাজটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

জেনারেল পানফিলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি নিজে হাতে গুলি করেছেন?'

'না, কমরেড জেনারেল ... ওর অধীনস্থ সেকশনই ওকে গুলি করেছে। কিন্তু আমারই আদেশে...'

পানফিলভ মাথা তুললেন।

তাঁর বাদামের মত ছোটো ছোটো চোখদুটোর উপরে ঘন ভুরুর ভীষণ ভ্রূকুটি।

পানফিলভ বললেন, 'ঠিকই করেছেন,' তারপর একটু থেমে আবার বললেন:

'ঠিকই করেছেন, কমরেড মমিশ-উলি। ব্যাপারটার একটা রিপোর্ট তৈরী করুন।'

এতক্ষণে তাঁর খেয়াল হল সকলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'বসুন, বসুন, কমরেডরা, সবাই বসুন,' বেল্ট খুলে কোটটা ছাড়তে ছাড়তে বললেন।

গায়ে খাকি পোষাক। তাতে একই রঙের পদনির্দেশক তারকা লাগান। সেগুলো প্রায় চোখেই পড়ে না। এই পোষাকে জেনারেল পানফিলভের গোল কাঁধ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'এখানে বেশ ঠান্ডা দেখছি, কমরেড মমিশ-উলি ... চুল্লী ধরাওনি কেন? গরম চাও বোধ হয় নেই?'

চুল্লীর কাছে এগিয়ে গিয়ে পানফিলভ ঠান্ডা নলটা ছুঁয়ে দেখলেন। তারপর তার পিছনে তাকিয়ে কিছু একটা খুঁজতে লাগলেন। একটা কুড়ুল চোখে পড়ল। উবু হয়ে বসে পানফিলভ একহাতে কাঠগুলো ধরে বেশ দক্ষতার সঙ্গে আস্তে আস্তে সমান তালে কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কাটতে লাগলেন।

রহিমভ তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে ছুটে এল।

'কমরেড জেনারেল, আমায় করতে দিন ...'

'কেন? আমার বেশ ভাল লাগছে কাটতে ... পরে অবশ্য আপনাকেই আপনার কম্যান্ডারের দেখাশুনো করতে হবে।'

ঘুরিয়ে সমালোচনা করাই পানফিলভের কায়দা।

কিন্তু তাঁর কথার প্রায় অদৃশ্য খোঁচাটাকে মোলায়েম করে দেবার জন্য নরম করে বললেন:

'আসুন, কমরেড রহিমভ, এই কাঠটার উপর বসুন।'

পানফিলভ কাঠগুলোকে তাঁবুর মত করে সাজিয়ে দিলেন। এরকমভাবে কাঠ সাজাতে আর কাউকে কখনো দেখিনি। বড় বড় কাঠগুলোকে পানফিলভ প্রথমে হাতে তুলে নিয়ে ওজনটা আঁচ করে নিলেন। একটা কাঠ একবার বসিয়ে দিয়ে আবার কী ভেবে তুলে নিলেন।

জানি না, আপনার হয়ত মনে হতে পারে কিছুতেই এমনকি আগুন জ্বালাবার ব্যাপারেও কোন জেনারেলের কখনো ইতস্তত করা উচিত নয়, পানফিলভের কিন্তু আগুন ধরানতে এতটুকু ভাবনা দেখা গেল না। বার্চগাছের বাকল একটুকরো তুলে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে কাঠের গাদায় ধরলেন। কাঠগুলো সঙ্গে সঙ্গে ধরে উঠে ফটফট শব্দ করে জ্বলতে লাগল।

পানফিলভ কিছুক্ষণ আগুনের পাশে বসে রইলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সের মুখটি বলিরেখায় ভরা কিন্তু তবু সজীব ও তাজা। আগুনের লাল আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

পানফিলভ উঠে পড়ে বললেন, 'এবার মন্দ লাগবে না, বেশ একটা হাসিখুসি ভাব হয়েছে ... আপনার রিপোর্ট শেষ হয়েছে, কমরেড মমিশ-উলি?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

সংক্ষিপ্ত রিপোর্টটা পানফিলভের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আলোর কাছে ধরে পানফিলভ রিপোর্টটা পড়লেন। তারপর টেবিলের উপর কাগজটা রেখে কলমটা কালিতে ডুবিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লিখলেন: 'অনুমোদিত।'

৩

জানেনই তো টেবিলের উপর আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের একটা চমৎকার নক্সা রাখা ছিল।

রিপোর্টটা সরিয়ে পানফিলভ অনেকক্ষণ ধরে নক্সাটা দেখলেন, তার পর বললেন:

'বেশ ভালভাবেই দেখছি ব্যূহটা তৈরী করছেন, রক্ষাব্যূহটা পরে

আপনার সঙ্গে ঘুরে দেখব, কমরেড মমিশ-উলি। সবকিছু নিজের চোখে একবার দেখতে চাই ...'

তারপর কম্যান্ডারদের দিকে ফিরে বললেন:

'অবস্থাটা তো জানেন, কমরেডরা?'

অনিশ্চিত গলায় উত্তর শোনা গেল।

নিজের চামড়ার কেসটা খুলে একটা ম্যাপ বের করে আমাদের নক্সাটার উপর তিনি পেতে দিলেন। ম্যাপটার ভাঁজের জায়গাগুলো একটু ছিঁড়ে এসেছে।

পানফিলভ বললেন, 'সবাই কাছে আসুন, শত্রুরা এই সব জায়গায় আমাদের প্রতিরক্ষা ভেঙে এগিয়ে এসেছে।'

ভিয়াজ্‌মার কাছাকাছি কতগুলো জায়গা দেখিয়ে দিলেন। তারপর অফিসারদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন ব্যাপারটা সবাই বুঝেছে কিনা। পানফিলভ বলে চললেন:

'আমাদের সৈন্যরা গ্‌জাৎস্ক আর সিচভ্‌কা অঞ্চলে লড়াই করছে... এইগুলো হচ্ছে শত্রুদের বাধা দেওয়ার প্রধান প্রধান পয়েণ্ট।'

ম্যাপের উপরে নানা জায়গায় পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা বুলিয়ে কয়েকটা গোল দাগ এঁকে দিলেন। তারপর আরেকবার চারপাশের সবার মুখের দিকে তাকালেন।

পেন্সিলটা নাবিয়ে রাখতে রাখতে পানফিলভ বললেন, 'আপনারা হয়ত মনে করেছেন, আপনাদের লাইনের ভিতর দিয়ে যে সব বীর যোদ্ধা সম্প্রতি পার হয়ে গেল তারাই বুঝি আমাদের বাহিনী?'

পানফিলভের মুখে হাসি ফুটে উঠল, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখের কোণ ভরে উঠল রেখায়। ক্রায়েভ ছাড়া আর কারো মাথা নেড়ে সম্মতি জানানর সাহস হল না।

'কী বলে ফেল, তাই ভেবেছিলে তো?'

কেউ উত্তর দিল না। সবার মনের উপর যা সবচেয়ে গুরু ভার হয়ে চেপে রয়েছে, তার উপরেই পানফিলভ ঘা দিয়েছেন।

'না, তা নয়। আর্মি আমাদের লড়াই করে চলেছে। আমাদের ইউনিটগুলো প্রাণপণ লড়াই না করলে কি জার্মানরা আপনাদের এতদিন

বসে থাকতে দিত? শত্রু এখন আমাদের লাইনে এসে পোঁছেছে, যদিও অল্প সংখ্যায় ...। জার্মানদের পিছনে আমাদের সৈন্যদল লড়ছে, শত্রুকে তারা ঠেকিয়ে রাখছে। আমাদের ডিভিশনের উপর বিরাট লম্বা এক ফ্রণ্ট রক্ষার ভার, কিন্তু ...'

পানফিলভ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন।

'আমাদের ডিভিশনে আরো কতগুলো ট্যাংকধ্বংসী আর্টিলারি রেজিমেণ্ট পাঠান হয়েছে। ঠিক সংখ্যাটা আপনাদের বলব না, সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের রিজার্ভ থেকে এদের পাঠান হয়েছে।'

পেন্সিলটা তুলে নিয়ে পানফিলভ আবার ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়লেন। চোখ কুঁচকে ম্যাপের ওপর ভূপ্রাকৃতিক চিহ্নগুলো দেখে চলেছেন। খুব স্পষ্ট নয় এমন কী একটা জিনিস যেন ধরবার চেষ্টা করছেন। ছোট ছোট করে ছাঁটা তাঁর চুলগুলোর অর্ধেক সাদা, অর্ধেক কালো।

নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করে শান্তভাবে বললেন, 'ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের কী করতে হবে! জার্মানদের প্রধান আক্রমণের জায়গায় এই আর্টিলারিকে লাগাতে হবে। জার্মানদের প্রধান আক্রমণ যদি এখানেই হয়, তবে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের আর্টিলারি আপনাদের সেকটরেই আসবে। আপনাদের সৈন্যদের একথা জানিয়ে দিতে পারেন ... ও, ভাল কথা ... কমরেড মমিশ-উলি, ব্যাটেলিয়ন ফল ইন করতে আপনার কত সময় লাগবে?'

'এলার্মের জন্যে, কমরেড জেনারেল?'

'না না, এলার্ম নয়। এক ঘণ্টায় হবে?'

'হবে, কমরেড জেনারেল...'

পানফিলভ যখনই আমাদের ব্যাটেলিয়নে আসেন তখনই আমাদের প্রস্তুতির ব্যবস্থা ভাল করে দেখে নিয়ে ব্যাটেলিয়নের সামনে বক্তৃতা দেন। এবার কিন্তু পানফিলভ তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে কাঁচটা মুছে নিলেন, তারপর একটু ভেবে বললেন:

'ব্যাটেলিয়নকে এখন আর ফল ইন করাবার দরকার নেই, কমরেড মমিশ-উলি। আমি আজ আর পারব না — আমার এই ক্ষুদে সার্জেণ্ট-

মেজরটির হ্কুম নেই,' ঘড়িটাকে দেখিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, 'আর কী কমরেড কম্যাণ্ডাররা, এবার আমাদের লড়াই করার পালা ... জার্মানরা যদি আমাদের উপর চড়াও হয়, তবে তাদের শায়েস্তা করার ভার আমাদের উপর। যদি তারপরেও আবার আসে তবে আবার তাদের শায়েস্তা করতে হবে। ওদের একেবারে ধ্লোয় মিশিয়ে দিতে হবে।'

পানফিলভ উঠে দাঁড়ালেন। অন্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।

'... ওদের ধ্লোয় মিশিয়ে দিতে হবে ...'

লাল ফৌজের প্রতি পার্টির এই নির্দেশনামা পানফিলভ আবৃত্তি করলেন। মনে হল যেন তিনি নিজের গলার স্বর নিজেই শ্নে ঠাওর করতে চাইছেন কথাটা কেমন শোনাল।

'ব্ঝতে পেরেছেন?'

এই ছিল তাঁর স্বভাব। কথা শেষ করতেন ঐ প্রশ্নটি দিয়ে, তারপর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

'এখন... এক গ্লাস চা পেলে মন্দ হয় না, এতটা পথ এসেছি। ওরকম একটা ইঙ্গিত আগেই করেছিলাম, তাই না কি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সিন্‌চেংকো! সামোভার! তাড়াতাড়ি!'

'আ-চ্ছা! সামোভারও আছে আপনার!.. চমৎকার ...'

আমাদের সবার ম্খেই হাসি ফুটে উঠল। একটা স্বাভাবিক, সত্যিকার প্রত্যয়ের ভাবে পানফিলভ সবাইকে উৎসাহিত করে তুলেছেন।

কম্যাণ্ডারদের বিদায় দিয়ে, পানফিলভ ম্যাপটা গ্টিয়ে নিলেন।

৪

ফুটন্ত সামোভার নিয়ে সিন্‌চেংকো ছ্টে এল।

'আরে আরে অত ব্যস্ত হবার কী আছে, সামোভার নিয়ে কি দৌড়তে হয়?' পানফিলভ বললেন।

'য্দ্ধ চলছে যে কমরেড জেনারেল," সিন্‌চেংকো চটপট জবাব দিল।

'তা বলে কি পাগলের মত ছ্টোছ্টি করে বেড়াতে হবে?'

সিন্‌চেংকো সযত্নে সামোভারটা নামিয়ে রাখল।

'পাগলের মত নয়, কমরেড জেনারেল, ভেবেচিন্তেই ছুটোছুটি করে বেড়াই।'

জবাবটা পানফিলভের ভাল লাগল। বললেন:

'বেশ, বেশ, কিন্তু এখন কেবল ভেবেচিন্তে লড়াই করলেই চলবে না।'

'আর কী ভাবে করব, কমরেড জেনারেল?'

পানফিলভ হেসে বলে চললেন, 'আরো তিনগুণ ভেবেচিন্তে লড়াই করতে হবে।'

'তোমার এখানে সবুজ চা পাতা নেই?'

পানফিলভ মধ্য এশিয়ায় দীর্ঘকাল ছিলেন। তাই সবুজ চায়ে তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে।

'বোধ হয় নেই, কমরেড জেনারেল।'

'কী আপশোষের কথা... দেখি, কী চা তোমরা খাও?'

একটা খোলা চায়ের প্যাকেট সিন্‌চেংকো বাড়িয়ে দিল। লেবেলটার দিকে তাকিয়ে চাটা পানফিলভ একবার শুঁকে দেখলেন।

'মন্দ নয়... একটু মিইয়ে গেছে। একটা টিনে পুরে রেখে দেওয়া ভাল। দেখি, চায়ের পটটা আমায় দাও তো, আমিই সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

সাদা চা-পটটা দুবার গরম জলে ধুয়ে তার মধ্যে একটু চা ফেলে দিলেন। ভুরু কুঁচকে একবার ভিতরে তাকালেন। আরো কিছুটা চা ফেলে দিলেন। তারপর জল না ঢেলে চা-পটটা সামোভারের মাথায় বসিয়ে দিলেন।

'একটু গরম হোক, তাহলে আরো কড়া হবে।'

আমাদের সামনে জার্মানরা, পিছনে মস্কো। আর অগ্রবর্তী ব্যূহে বসে পানফিলভ খুব কায়দা করে চা বানাচ্ছেন।

পানফিলভ বললেন, 'ব্যূহের নক্সাটা তুলবেন না কিন্তু, কমরেড মমিশ-উলি, আসুন দুজনে মিলে আরেকবার দেখা যাক ... অমন গোমড়া হয়ে আছেন কেন, কমরেড মমিশ-উলি?'

খুব নরম করেই কথাটা বললেন, কিন্তু তবু টলে উঠলাম। মনে হল কেউ যেন আমায় ভীষণ জোরে আঘাত করেছে। আগের দিন ঠিক

এই কথাটাই আমি আরেক জনকে বলেছি। আমার চেহারাটা কি ঠিক সেই লোকটির মতই হয়ে উঠেছে?

'কী নিয়ে আপনার এত দুর্ভাবনা, কমরেড মমিশ-উলি? উঠবেন না, উঠবেন না... বসুন... বসুন...'

'কমরেড জেনারেল...' অন্যদের মন থেকে ভয়ের যে সুরটা দূর করতে চেয়েছি, আমার নিজের গলার স্বরেই সেই সুর ফুটে উঠতে দেখে ভারি গ্লানি বোধ করছিলাম, 'কমরেড জেনারেল, আমাদের ব্যাটেলিয়নকে কি এই পাঁচ মাইল জায়গা রক্ষা করতে হবে?'

'না...'

পানফিলভ চুপ করে গেলেন। তারপর চোখ কুঁচকে হেসে বললেন, 'না... আপনার রেজিমেণ্টের একটা কম্পানিকে আজই আমি সরিয়ে নিয়ে যাব... পরে হয়ত আরো একটা কম্পানি নিতে হবে। তার মানে আপনাদের আরো আধমাইল কি এক মাইল জায়গা রক্ষার ভার নিতে হবে...'

'আরো এক মাইল?'

'কী করব বলুন, কমরেড মমিশ-উলি? আপনার কী মনে হয় বলুন তো...'

পানফিলভের কথার ভাবে এতটুকু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নেই। তাঁর স্বাভাবিক উৎসাহের ভঙ্গীতে টুলটা আমার কাছে টেনে এনে বসলেন, যেন তাঁর ধারণা সত্যিই আমার মত একজন লেফ্‌টেনাণ্ট তাঁর মত জেনারেলকে পরামর্শ দিকে পারে।

পানফিলভ আবার বললেন, 'কী করা যায়, বলুন? আমাদের লাইন তো জানেনেই সুতোর মত সরু। ভেদ করা কিছুই কঠিন না ... ভেদ করবেই, তখন কী হবে?'

আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি চুপ।

'ঐ "তখন কী হবে"র জন্যেই আমি এই কম্পানিগুলোকে পিছনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি... অবিবেচনার কাজ হবে বলছেন?'

প্রশ্নটা করলেন এমন ভাবে যেন কথাটা আমিই বলেছি। আমি কিন্তু নীরবে তাঁর কথাই শুনে যাচ্ছিলাম।

'আমাদের এখন শুধু সতর্ক থাকলেই চলবে না, কমরেড মমিশ-উলি, হতে হবে...' আবার তাঁর চোখদুটো কুঁচকে গেল, 'তিনগুণ সতর্ক... তবেই জার্মানদের আমরা ভলকলামস্ক আর এখানকার এই জায়গাটুকুর মধ্যে পুরো একমাস আটকে রাখতে পারব...'

'ভলকলামস্ক? পিছু হটতে হবে?'

'এখানে বসে অপেক্ষা করার সুযোগ বোধ হয় পাব না। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জার্মানরা যে কোন জায়গায় ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে গেলেই আমাদের সৈন্যেরা আবার তাদের রুখে দাঁড়াতে পারে। বুঝতে পারলেন কথাটা?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল, কিন্তু..'

'বলুন, বলুন, কী ভাবছেন বলুন? সৈন্যরা জার্মানদের ভয়ে ভীত, এই তো?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

খুব সংক্ষেপেই রিপোর্ট দেবার চেষ্টা করলাম। অবশ্য এটাকে রিপোর্ট বলা উচিত নয়, কারণ পানফিলভের কথা শোনার একটা বিশেষ কায়দা আছে; তার ফলে মনে হবে তুমি যেন একটা অত্যন্ত বুদ্ধির কথা কিছু বলছ, তাঁর কাছে যার অসীম মূল্য। নিজে বুঝতে পারার আগেই দেখা গেল এক সময়ে আমার রিপোর্ট এক বিস্তৃত বিবরণে পরিণত হয়েছে। যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি সব বলা হয়ে গেছে।

আমার কথা শেষ হলে পর পানফিলভ চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন।

'ঠিকই বলেছেন, কমরেড মমিশ-উলি, ভয় ছাড়া আর কিছুই ভয়ের নেই।'

সামোভারের কাছে গিয়ে পানফিলভ চা-পটে গরম জল ঢেলে দিলেন। পটটা সামোভারের উপর বসিয়ে দিয়ে আবার টেবিলের কাছে ফিরে এলেন।

না বসেই চার্টের উপর ঝুঁকে পড়ে একনজর দেখে নিয়ে আবার বললেন:

'বেশ ভাল রকমই ঘাঁটি গড়েছেন . .'

কিন্তু তাঁর গলার স্বরে সন্তোষ ফুটে উঠল না।

'একটু ঘে'ষাঘে'ষি হয়ে গেছে। যথেষ্ট সরুপথ রাখা হয়েছে তো?' তারপর একটা পেন্সিল দিয়ে মাইন-ফীল্ডগুলো দেখিয়ে বললেন, 'নিজেদেরই ঘিরে ফেলেননি তো?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না, এগুলো সবই আমাদের সামনে পড়ছে, কমরেড জেনারেল।'

'সেই তো কথা, একেবারে সামনেই পড়ছে... এত ঘে'ষাঘে'ষি হয়েছে, আপনাদের নড়বার জায়গা থাকবে না.. '

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, 'ঘে'ষাঘে'ষি? পাঁচ মাইল লম্বা লাইন, ঘে'ষাঘে'ষি? লোকটা বলছে কী?'

পেন্সিলটা আলগা করে ধরে মাইন-ফীল্ডের ভিতর দিয়ে পথের চিহ্ন হিসাবে কতগুলো সরু লাইন টেনে দিলেন। ওঁর মৎলবটা কী, তা তখনো বুঝতে পারিনি। একটা সাধারণ কালো পেন্সিল দিয়ে --- ঐ পেন্সিলই তাঁর পছন্দ — আলতোভাবে সুন্দর করে আঁকা চার্টটায় কতগুলো দাগ কেটে তারপর সামনের দিক নির্দেশ করে একটা তীর এ'কে দিলেন, জার্মানিরা যেদিকে আছে সেই দিকে।

কী তাঁর উদ্দেশ্য তা কিছুই ধরতে পারলাম না। ক্রমবর্ধমান জার্মান সৈন্যদের ওপর এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ সুরু করতে বলছেন? ওদিকে আবার বলছেন একটা কম্পানিকে ফেরত নিয়ে যাবেন, আমাদের ব্যূহ আরো মাইলখানেক বাড়াতে হবে। বলছেন তিনগুণ সতর্ক হতে হবে, হিসেব করে চলতে হবে। এক্ষুণি বললেন, 'ভলকলাম্স্ক আর এই জায়গাটার মধ্যে,' অথচ এখন এটা আবার কী? এটা কি আদেশ নাকি?

তীরটার গায়ে পেন্সিল বোলাতে বোলাতে পানফিলভ বললেন, 'আপনার জায়গায় আমি হলে এই বকমই ভাবতাম ...'

জার্মানদের অবস্থান নির্দেশী তীরটার ডগা থেকে একটা বাঁকা লাইন টেনে পানফিলভ আমাদের ব্যূহে ফিরে আসার পথটা এ'কে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'... আমি এই রকমই ভাবতাম... আপনার এই সুন্দর ছবিতে এর কোন আভাসও নেই।'

ঘড়িটা বের করে পানফিলভ আবার সামোভারের দিকে ফিরলেন।

'এই ভদ্রলোকটির কথাও মনে রাখা উচিত। আসুন এক কাপ চা খাওয়া যাক, তারপর বেরিয়ে পড়ব...'

সিন্‌চেংকো জিজ্ঞেস করল, 'রাতটা আমাদের এখানে কাটিয়ে যাবেন না, কমরেড জেনারেল?'

'না, ভাই। এখন আর রাত কাটানর সময় নেই; রাতকে এখন দিনে পরিণত করতে হবে...'

নিজেই চায়ের পটটা তুলে, ঢাকনা খুলে গন্ধ শুঁকলেন। হেসে বললেন:

'এই হচ্ছে চা. .'

আমার দিকে এক গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন, চোখদুটো তাঁর দুষ্টুমিতে ভরা।

'আজ তো উৎসবের দিন.. আমাদের ডিভিশনের আজ তিন মাস পূর্ণ হল... আরো একটু জোরদার মাল পেলে ভাল হত, কিন্তু... পরে তার অনেক সময় পাওয়া যাবে। ঠিক তিন মাস আগে আমাদের দুজনের প্রথম আলাপ হয়েছিল, কমরেড মমিশ-উলি। আপনি কী ভাবে মার্চ করতেন তা মনে আছে?'

তাঁর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল।

তিন মাস আগে

১

হ্যাঁ, মনে আছে। আজ থেকে ঠিক তিন মাস আগে, ১৯৪১ সালের ১৩ই জুলাই।

কাজাখস্তানের সমর কমিসারিয়াতে আমি তখন ইন্‌স্ট্রাক্টর। লাঞ্চের জন্য ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত ছুটি। খাওয়ার ঘর থেকে বেরচ্ছি, দেখি

উঠোনে জেনারেলের পোষাক পরা ছোটখাট, একটু কুঁজো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে দুজন মেজর।

আলমা-আতায় জেনারেল বড় একটা দেখা যায় না। তাই ভাল করে একবার ভদ্রলোককে চেয়ে দেখে নিলাম।

জেনারেল দাঁড়িয়েছেন আমার দিকে পিছন ফিরে পা ফাঁক করে, হাতদুটো পিছনে মোড়া। মাথাটা আমার দিকে আধ ফেরান। মনে হল মুখটা মোটেই ফর্সা নয়, কালোই বলা চলে, আমার মতই প্রায়। মাথাটা একটু হেলিয়ে ভদ্রলোক মেজরদের একজনের কথা শুনছিলেন। তাঁর উঁচু কলারের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড় বড় ভাঁজওয়ালা রোদে পোড়া ঘন খয়েরী রঙের ঘাড়ের কিছুটা।

আমি তখন গানার, স্পার পরতাম আর এই দুর্বলতাটুকু স্বীকার করতেই হবে· সেও আবাব সাধারণ স্পার নয়, রুপো লাগান স্পার বেশ মিষ্টি আওয়াজ হত।

জেনারেলকে পার হয়ে যাবার সময় আমি রেগুলেশন মাফিক গুজ্ স্টেপে চলেছি মাটিতে বেশ জোর দিয়ে পা ফেলে। একটা পা ফেলি আওয়াজ হয় ডিং! আরেকটা পা ফেলি · আওয়াজ হয় ডিং!

জেনারেল ঘুরে দাঁড়ালেন। সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফে একটিও পাকা চুল নেই। গালের হাড়দুটো বের করা। চোখদুটো সরু আর কুঁচকান। তাতে মঙ্গোলীয় বাঁকা টান। প্রথমেই মনে হল — লোকটা তাতার।

অফিসে গিয়ে কমরেডদের জিজ্ঞেস করলাম:

'বাইরে এক জেনারেল দাঁড়িয়ে আছেন, কে উনি? এখানে কী করছেন?'

সবাই বলল -- কির্গিজিয়ার সমর কমিসার জেনারেল পানফিলভ।

প্রজাতন্ত্রের সমর কমিসারের কাজটা কী তা জানেন? সামরিক কাজে যারা ঢুকবে তাদের রেকর্ড রাখা, রীতিমত কাজে লাগার আগে বাড়তি সময়ে তাদের সামরিক ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা হল সামরিক কমিসারিয়াৎ নামের একটি সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানের কাজ। সমর কমিসার হচ্ছেন কমিসারিয়াতের অধ্যক্ষ। সে সময়ে কাজাখী আর কির্গিজী সমর কমিসারিয়াৎদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে — সমাজতান্ত্রিক

প্রতিযোগিতায় কে বেশি ভাল ফল দেখাতে পারে। বছরে একবার কি দুবার তার ফলাফল যাচাই করে দেখা হত, নতুন সব সর্ত তৈরী হত। জেনারেল খুব সম্ভব সেই কাজেই এসেছেন।

আমি আমার টেবিলে বসে একটা ফাইল টেনে নিলাম। মনে আছে, সেই দিনই আমি তরুণ কমিউনিস্ট লীগের সভ্যদের জন্য একটা ক্রসকাণ্ট্রি দৌড়ের পরিকল্পনা ছকেছিলাম। জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয়, জরুরী, কিন্তু আমার মনে চেপে ছিল কেমন একটা অসন্তোষের ভার।

প্রায় একমাস হল যুদ্ধ সুরু হয়েছে। খবরের কাগজে প্রতিদিন শত্রুদের নতুন অভিযানের খবর পড়ছি। নতুন নতুন সহর শত্রুরা দখল করছে। আর আমি, লাল ফৌজের একজন সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট, যুদ্ধক্ষেত্রের হাজার দুয়েক মাইল দূরে আলমা-আতায় পড়ে আছি -- বসে বসে ক্রসকাণ্ট্রি দৌড়ের পরিকল্পনা তৈরী করছি!

একাজ তোমার নয়, বাউরজান!

২

দরজা খুলে গেল। দুজন মেজরের সঙ্গে জেনারেল ঘরে ঢুকলেন। আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

'বসুন, বসুন,' জেনারেল বললেন, 'নমস্কার সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট মমিশ-উলি কোন জন?'

কী ব্যাপার, আমার খোঁজ করে কেন? উৎকণ্ঠার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। জেনারেল হাসলেন।

'বসুন, বসুন, কমরেড মমিশ-উলি।'

নরম, ভাঙা ভাঙা গলায় জেনারেল বললেন। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার কাছে এসে বসলেন। লাল ব্যাণ্ড লাগান জেনারেলের টুপিটা খুলে রাখলেন টেবিলের উপর। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলগুলোয় কিন্তু রুপোলী আঁচড়।

তাঁর চালচলন, মুখভাব, কথাবার্তায় এতটুকুও জবরদস্ত ভাব নেই। কেবল ভুরুদুটো তাঁর সাধারণ হাবভাবের একেবারে বিপরীত। সে ভুরু প্রায় সমকোণ হয়ে বাঁকা। গোঁফের মত ভুরুতেও এখনো পাক ধরেনি।

'নিজের পরিচয় দিই,' জেনারেল বললেন, 'আমার নাম ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভ। এখানে একটা নতুন ডিভিশন গড়ে তোলা হবে, এই আলমা-আতায়। এবিষয়ে আপনি কিছু জানেন?'

'না তো।'

'আমাকেই সেই ডিভিশনের কম্যাণ্ডারের পদ দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েত মধ্য এশীয় সামরিক কম্যাণ্ড আপনাকে এই ডিভিশনের একটা ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত করেছে।'

অর্ডারটা বের করে জেনারেল আমায় দিলেন।

'কমরেড মমিশ-উলি, কাজ বুঝিয়ে দিয়ে খালাস নিতে আপনার কত সময় লাগবে?'

'বেশিক্ষণ না। দু ঘণ্টার মধ্যেই আমি তৈরী হয়ে যাব।'

জেনারেল কথাটা একবার ভেবে দেখে নিলেন।

'তার প্রয়োজন নেই। বিয়ে করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে. বাড়ির সবার কাছ থেকে আজ বিদায় নিয়ে কাল বেলা বারটার সময় আমার কাছে আসুন।'

৩

পরদিন বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট। লাল ফৌজ ভবনের বিরাট সিঁড়ি ভেঙে উঠছি। জেনারেলের ঘরে আমায় নিয়ে যাওয়া হল।

ছোটখাট লোকটি কুঁজো হয়ে ঘাড় গুঁজে একটা বিরাট ডেস্কের সামনে বসে কী সব কাগজপত্তর দেখছিলেন। তারপরে পানফিলভকে আমি অনেক বার দেখেছি, কিন্তু আর কখনো তাঁকে কাগজপত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখিনি। পরে মস্কোর বহিরাঞ্চলে, তাঁর সঙ্গে কাগজ বলতে কেবল একটা সার্ভে ম্যাপ থাকত।

তখন তাঁর সামনে একটা ম্যাপও বিছন ছিল। ম্যাপটা দেখামাত্রই চিনতে পারলাম। আলমা-আতা সহর আর তার সহরতলীর ছক। ম্যাপটার উপর একটা পকেট ঘড়ি রাখা রয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জেনারেল উঠে দাঁড়ালেন। ভারী আরাম-কেদারাটা পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ডেস্কের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। চলার ক্ষিপ্র হালকা চালে বয়সের ছাপ নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হল। পানফিলভ পায়চারী করেন আর মাঝে মাঝে পিছনে হাত মুড়ে পাদুটো একটু ফাঁক করে থামেন।

জেনারেল সুরু করলেন, 'কমরেড মমিশ-উলি, ডিভিশন এখনো তৈরীই হয়নি। কোন স্টাফ নেই, রেজিমেণ্ট নেই, ব্যাটেলিয়ন নেই। মানে যাদের কম্যাণ্ড করবেন তারাই নেই। সময় মত সবই হবে; আমরা নিজেরাই গড়ে তুলব। কিন্তু এখন আমাকে সাহায্য করতে হবে। আপনার পরামর্শ চাই।'

ডেস্কের কাছে গিয়ে সবকিছু ঘেঁটে একটা কাগজ তুলে নিলেন, সেই সঙ্গে একটা মোটা লাল পেন্সিলও। পেন্সিলটা নাড়তে নাড়তে আমার দিকে ফিরে বললেন:

'এই পেন্সিলটার মত বাজে জিনিস পৃথিবীতে আর নেই।'

'কেন কমরেড জেনারেল?'

'কারণ এই পেন্সিল দিয়ে সিদ্ধান্ত লেখা হয়,' পানফিলভ ঠাট্টার ছলে বললেন, 'এই পেন্সিলের সাহায্যে যে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন না সে বিষয়ে ঝট করে একটা সিদ্ধান্ত তৈরী করে ফেলতে পারেন। ম্যাপের উপর এই পেন্সিল দিয়ে একটা লাইন টেনে দিন, ব্যস, সব একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল! সই করলেই সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেল। পেন্সিলটা কোথাও লুকিয়ে রাখুন তো। দেখুন, আমার হাতে যেন না পড়ে। আর আপনিও খুব ভেবেচিন্তে ব্যবহার করবেন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

হেসে পেন্সিলটা বাড়িয়ে দিয়ে একটু চিন্তিতভাবে বললেন:

'কোথায় অবিলম্বে কিছু বড় ডেকচি মেরামত করা যায় বলতে পারেন?'

আমার মুখে নিশ্চয়ই বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, কারণ জেনারেল সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন:

'আমাদের ডিভিশনটা হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটের মত।

পরিকল্পনার বাড়তি ডিভিশন। কাজেই কোন নতুন উপকরণ আমরা পাব না। চাইবও না।'

আরো নানা রকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। তার সবকটাই এমনি ধারা অসাধারণ। মনে হল পানফিলভ এমন সব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন যা ঠিক জেনারেলের কাজের আওতায় পড়ে না।

শেষকালে আমায় একটা কাগজ দিয়ে নিচের কাজের ভারটা দিলেন:

'যে সব বাড়ি আমাদের ব্যারাক হিসাবে দেওয়া হয়েছে তাদের ঠিকানা এখানে আছে, আপনি একবার দেখে আসুন বাড়িগুলো ব্যারাকের উপযুক্ত কিনা। আচ্ছা উঠোনে ড্রিল করার যথেষ্ট জায়গা আছে কিনা সেটাও দেখুন। তাছাড়া রান্নাঘর, চুল্লী, জল ফোটানর ব্যবস্থা।'

এত আরেক তাজ্জব ব্যাপার: জেনারেলদের কি কখনো এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান উচিত?

ফিরিস্তিটা আমার হাতে দিয়ে সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'কী কী করতে হবে, সব বুঝেছেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

ঘড়িটা তুলে নিয়ে বললেন:

'কত সময় লাগবে?'

'সন্ধ্যাবেলার মধ্যে একটা রিপোর্ট তৈরী করে রাখব, কমরেড জেনারেল।'

সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলের ভুরু কুঁচকে গেল মনে হল যেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

'সন্ধ্যাবেলা মানে?'

'ছ' টা, কমরেড জেনারেল।'

জেনারেল একটু চুপ করে থেকে বললেন:

'ছ' টার মধ্যে.. না আজ সন্ধ্যা আটটার সময় আমায় সব জানাবেন।'

দিন কেটে যেতে লাগল। জেনারেলের দেওয়া ছোটখাট কাজ নিয়েই আমি ব্যস্ত। এর মাঝখানেই ডিভিশন গড়ে উঠছে, নতুন অফিসাররা সব আসতে স্বরু করেছে।

একদিন পানফিলভের ওখান থেকে আসার সময় দেখি এক আর্টিলারি কর্ণেল এই দিকেই আসছেন। লম্বা পা, লম্বা মুখ। মুখের ভাঁজ বেশ তীক্ষ্ম।

তাঁকে রাস্তা দেবার জন্য সরে দাঁড়ালাম। আমার ব্যাজের দিকে তাকিয়ে কর্ণেল হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন:

'গানার?'

'হ্যাঁ, কমরেড কর্ণেল।'

'আমাব দলে?'

'তা তো জানি না, আমায় একটা ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার পদ দেওয়া হয়েছে।'

'ইনফ্যাণ্ট্রিতে? তা কী করে হয়? আমার সঙ্গে চলুন তো জেনারেলের কাছে।'

জেনারেলের সঙ্গে আলাপের ফলে জানতে পারলাম এই উগ্রস্বভাব কর্ণেলটি হচ্ছেন আমাদের ডিভিশনের আর্টিলারি রেজিমেণ্টের নবাগত কম্যাণ্ডার।

'কমরেড জেনারেল, একে আমার কাজে যোগ দেবার আদেশ দিন। আজকেই একটা ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারির ভার ও নিক।'

'কমরেড মমিশ-উলি, আপনার কী মত? একটা ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারি চালাতে পারবেন?'

'না, কমরেড জেনারেল, পারব না।'

পানফিলভ আরো আয়েশ করে চেয়ারে বসলেন। তাঁর মঙ্গোলীয় চেরা চোখের পাতার ফাঁকের বাঁকা চাউনিতে কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠল। এটা তাঁর আরেকটা বৈশিষ্ট্য। তাঁর কৌতূহলী মন কালের চাকায় গুঁড়িয়ে যায়নি, ঐ বয়সে এটা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। কর্ণেলের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি যেন উদগ্রীব হয়ে আছেন।

'কেন পারবেন না?' কর্ণেল রেগে উঠলেন, 'আপনি তো ব্যাটারি পরিচালনা করেছেন। কী করেননি?'

'করেছি।'

'ব্যস, তবে আর কী একটা ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারির পরিচালনার জন্যে কি সামরিক আকাদমী পাশ করা মেজর পাঠাতে হবে? তেমন কাউকে পাওয়া যাবে না, একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন। কমরেড জেনারেল, সব তবে ঠিকই হয়ে গেল।'

কিন্তু আমিও বললাম সম্ভ্রম করেই কিন্তু দৃঢ়ভাবে:

'কমরেড জেনারেল, আপনার কাছে সত্যি কথা বলাই আমার কর্তব্য। ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারি পরিচালনা আমি পারব না, যথেষ্ট ট্রেনিং আমার নেই।'

আমার এই একরোখা ভাবের জন্য কে দায়ী, তা জান? অধ্যাপক দিয়াকনভ, যদিও আমাকে তিনি চেনেনও না। গানাররা সবাই তাঁকে তাঁর তিনখণ্ডের 'গোলাবর্ষণের তত্ত্ব' বইটির জন্য শ্রদ্ধা করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পর আমি মাত্র ন মাসের আর্টিলারি অফিসার কোর্স শেষ করেছি। জটিল গণিত আমার কিছুই জানা নেই। তাই বইটা পড়ে কিছুই তেমন বুঝতে পারিনি। 'আ-লা দিয়াকনভের' কামান দাগার হিসাব কষতে পারি না, 'দিয়াকনভ' মত নির্ভুল গোলাবর্ষণ করতে পারি না, আমি কী করে ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারির ভার নিই, তাদের একত্র গোলাবর্ষণের পরিচালনা করতে কি আমি সক্ষম?

পরে যখন যুদ্ধের মধ্যে কামান আর গানারদের দেখার সুযোগ হল তখন অবশ্য বুঝতে পারি কর্ণেলই ঠিক বলেছিলেন, আমিই ভুল করেছিলাম। যুদ্ধই হল সবচেয়ে ভাল সামরিক আকাদমী। যুদ্ধের স্বল্প অভিজ্ঞতার পর আমিও অন্যদের চেয়ে কিছু খারাপ করতাম না, আর্টিলারিতে আমার বদনাম হত না।

কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কী চান?'

জবাব দিলাম, 'ব্যাটারি।'

'ব্যাটারি! আমার ওখানে ব্যাটারির কম্যাণ্ডার হিসেবে কাজ করছে জুনিয়র লেফ্‌টেনাণ্টরা। সহকারী চীফ-অফ-স্টাফ হবেন?'

কী বলছি বোঝার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল:

'ভগবান না করুন!'

জেনারেল বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। আমার কথায় তিনি হেসে উঠলেন।

'ওটা আপনার ভুল, কমরেড মমিশ-উলি। হেডকোয়ার্টার তো শুধু কাগজকলমে কাজের জন্যে নয়। লাল পেন্সিলও আবশ্যক কিছু নয়...'

কর্ণেল জিজ্ঞেস করলেন, 'লাল পেন্সিল মানে?'

পানফিলভ রসিকতা করে কর্ণেলকে বললেন, 'ওকথাটা আপনারও জেনে রাখা উচিত। তবে এখন নয়, পরে বলব।'

তারপর হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে যোগ করে দিলেন·

'কথাটা ভেবে দেখব। আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন, কমরেড মমিশ-উলি।'

৫

ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে পরের দিন রাত্রে আমিই ছিলাম অর্ডারলি অফিসার। তখন আবার আগের কথার আলোচনা সুরু হল।

পানফিলভ মাঝ রাত্তিরেরও পর পর্যন্ত কাজ করে চললেন। অভ্যাস মত একের পর এক সব অফিসারদের ডাক পাঠালেন।

ডিভিশন তখন তৈরী হচ্ছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুলবাড়িগুলো সব ফাঁকা। সেখানেই আমাদের ব্যারাক তৈরী হয়েছে। সহর আর কাছাকাছির যৌথখামারের গ্রামগুলি থেকে নতুন সৈন্যরা আসছে। এদের বেশির ভাগই যৌবন পার করেছে, ত্রিশের ঘরে বয়স। অধিকাংশই আগে কখনো সৈন্যের কাজ করেনি।

এসময়টা তারা গভীর ঘুমে মগ্ন। কিছুক্ষণ পরেই বড় দালানটা একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল।

ক্যাঁচ করে উঠল একটা দরজা, লম্বা বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম জেনারেলের পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে পোষাক টোষাক ঠিক করে নিলাম।

খোলা দরজা দিয়ে জেনারেল ভিতরে তাকালেন।

'কমরেড মমিশ-উলি নাকি? অর্ডারলি অফিসার?'

হাতে তাঁর একটা তোয়ালে। টিউনিকটা খুলে ফেলেছেন, গায়ে সাদা সার্ট। মুখে ক্লান্তির চিহ্ন।

ঘরটা তামাকের ধোঁয়ায় ভরা। জানলাটা হাট করে খুলে দিয়ে পানফিলভ জানলার তাকের উপর বসলেন।

'আপনার কথাই ভাবছিলাম, কমরেড মমিশ-উলি, আপনার ব্যাপারে আমার কী করা উচিত বলুন তো?'

'আপনি আমায় যেখানে পাঠাবেন সেখানেই আমি যাব, কমরেড জেনারেল। কিন্তু আমার মত যদি জানতে চান..'

'বসুন, বসুন . তারপর, আপনার মত যদি জানতে চাই, তবে কী? .'

'. তবে আমায় একটা ডাবল্ ব্যাটারির ভার না দিতেই বলব, কমরেড জেনারেল। একটা ব্যাটারি বা ব্যাটেলিয়নই আমার পক্ষে ভাল।'

'ব্যাটেলিয়ন? কমরেড মমিশ-উলি, ব্যাটেলিয়নের পরিচালনাও কিছু সহজ নয়, তা জানেন? ফীল্ড ট্যাক্‌টিক্স কিছু জানা আছে? এবিষয়ে কিছু পড়াশুনো করেছেন?'

কিছু কিছু যা পড়েছি তার কথা বললাম।

'আর পিছিয়ে আসার সময় কী ভাবে লড়াই করবেন? সেদিকে মন দিয়েছেন কখনো?'

'না, কমরেড জেনারেল '

'তবে তো ব্যাটেলিয়নের পরিচালনা আপনার পক্ষে মোটেই সহজ হবে না,' পানফিলভ আবার বললেন।

এমন ভাবে তিনি আমার দিকে তাকালেন যে আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম, অহংকারে লাগল।

'হয়ত তাই,' আমি বলে উঠলাম, 'কিন্তু বীরের মত মৃত্যু বরণ করতে আমি জানি, কমরেড জেনারেল।'

'ব্যাটেলিয়ন সমেত?'

'ব্যাটেলিয়ন সমেত।'

হঠাৎ পানফিলভ হো হো করে হেসে উঠলেন।

'সাবাস কম্যাণ্ডার .. না, কমরেড মমিশ-উলি, তার চেয়ে যদি আপনার

ব্যাটেলিয়নকে দিয়ে দশ বিশ কি ত্রিশটা আক্রমণ ঠেকাতে পারেন — ব্যাটেলিয়নকে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ নিয়ে আসতে পারেন সেটাই অনেক বেশি ভাল হবে। তাহলেই সৈন্যেরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।'

জানলার তাক থেকে লাফিয়ে নেমে পানফিলভ আমার পাশে কৌচে বসে পড়লেন।

'আমি নিজেও সৈনিক, কমরেড মমিশ-উলি ... কোন সৈন্যই কখনো মরতে চায় না। লড়াইয়ে সে এগিয়ে যায় মরতে নয়, বাঁচতে। সে চায় কম্যাণ্ডারও হবে সেই রকমের আর আপনি কিনা অনায়াসে বলে বসলেন "ব্যাটেলিয়ন সমেত মরব।" একটা ব্যাটেলিয়নে শয়ে শয়ে সৈন্য ... আপনার উপর তাদের ভার কী করে ছেড়ে দিই বলুন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। পানফিলভও কোন কথা বললেন না, শুধু আমার দিকে চেয়েই রইলেন। অবশেষে তিনিই প্রথম কথা বললেন:

'তাহলে কী বলুন, কমরেড মমিশ-উলি, সৈন্যদের আপনি বাঁচার জন্যে যুদ্ধে নিয়ে যাবেন, মরার জন্যে নয়, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন?'

'সেই প্রতিশ্রুতিই দিচ্ছি।'

'বটে, খাঁটি সৈনিকের মত কথা কইছেন দেখছি! একাজের জন্যে কী দরকার তা আপনি জানেন?'

'আপনিই বলুন, কমরেড জেনারেল ..'

'খুব ধূর্ত দেখছি !.. প্রথম প্রয়োজন হল, এই ..' নিজের কপালে টোকা মেরে বললেন পানফিলভ, 'আপনাকে একটা গোপন কথা বলব,' পরিহাস করে চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে তারপর কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, 'ফ্রণ্টেও অনেক বোকার দেখা পাবেন।'

তারপর হাসি থামিয়ে বলে চললেন, 'আরো একটা নির্মম জিনিসের দরকার .. অতি নির্মম: ডিসিপ্লিন।'

'কিন্তু আপনি ...' হঠাৎ কথাটা মুখ ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি জিভ কামড়ে নিজেকে সামনে নিলাম।

'বলুন, বলুন, কী বলছিলেন বলুন! আমার বিষয়ে কিছু?'

আমার কিন্তু বলার সাহস হল না।

'বলুন! কী, আদেশ দিতে হবে না কি?'

'আমি বলছিলাম, কমরেড জেনারেল ... আপনি নিজে মোটেই কড়া নন।'

'মোটেই না, ওটা আপনার ধারণা মাত্র।'

মনে হল আমার কথায় ক্ষুব্ধ হলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন।

'কড়া নই . . মনে রাখুন চিৎকার চেঁচামেচি করে পরিচালনা করা যায় না। বলছেন, নরম লোক ... তা মোটেই না ... সে যা হক, ডাব্‌ল্‌ ব্যাটারির ভার নেবেন কি নেবেন না বলুন।'

জবাব না দিয়ে শুধু জেনারেলের দিকে চেয়ে রইলাম।

পানফিলভ বললেন, 'আপনার সামরিক আকাদমীতে যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, আপনার যা ইচ্ছে তাই হবে, কর্ণেল কিন্তু ব্যাপারটা পছন্দ করবেন না ... আমি তো রিয়ার-গার্ড একশন চালাব। আপনি ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের কাজই করবেন।'

'ঠিক আছে, কমরেড জেনারেল।'

এই ভাবেই আর্টিলারি অফিসার আমি ইনফ্যাণ্ট্রি ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার হয়ে উঠি।

৬

তারপর হেডকোয়ার্টারে আরো কয়েকদিন কাটে। পানফিলভকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ইচ্ছে ছিল দেখব কী করে ডিভিশন চালান এই নরম মেজাজের জেনারেলটি, শরীরে যাঁর রাগ আছে বলে মনেই হয় না।

কিন্তু বাইরে থেকে দেখে যা মনে হত আসলে কিন্তু তিনি মোটেই তেমন নির্ঝঞ্ঝাট ছিলেন না।

কেউ এলেই তিনি সবসময় বলতেন 'বসুন'। একবার একজন অফিসার অই ঘরে ঢুকে তাঁর বলার অপেক্ষা না রেখেই সোজা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল।

পানফিলভ কড়া গলায় হুকুম করেছিলেন, 'দাঁড়ান! বাইরে গিয়ে ভেবেচিন্তে মাথাটা ঠিক করে আসুন।'

একটা কাজের আদেশ দিয়ে, সেটা ঠিক সময় মত করা হল কিনা তা পানফিলভ সবসময় দেখতেন। পকেট ঘড়ির কাঁচটায় বুড়ো আঙুল বোলান ছিল তাঁর একটি প্রিয় অভ্যাস। একেক সময় সেই আঙুল বোলান দেখে মনে হত যেন কোন পোষা আদরের জন্তুর গায়ে হাত বোলাচ্ছেন। কোন কাজে দেরী হলে তার জন্য রীতিমত কৈফিয়ৎ তলব করতেন।

কাজে দেরী করার জন্য একবার এক অফিসারকে কী ধমকটাই না দিয়েছিলেন — আমি নিজের চোখে দেখেছি।

পানফিলভ বলেছিলেন, 'কোন নিয়মকানুনের বালাই নেই, দিব্যি আছেন। এই তো কয়েকদিনের মাত্র পরিচয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এর মধ্যেই আপনাকে কুঁড়ে বলে জেনে নিয়েছি।'

তাঁর অদ্ভুত ভুরুদুটো বেঁকে গিয়ে আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু একবারও তাঁর গলা চড়েনি। কেবল একটু জোরে, স্পষ্ট করে কথাগুলো বললেন, তার ফলেই যেন তাঁর কথার ভার আরো বাড়ল।

আরেকটা সামান্য ঘটনা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল।

জেনারেলের নির্দেশ অনুযায়ী আমি ও আর একজন সৈন্য ডিভিশনের গুদামঘরে একটা ট্রেঞ্চ মর্টার নিয়ে যাই। ট্রেঞ্চ মর্টার এসেছে সেই প্রথম। পানফিলভ মর্টারটা দেখতে চাইলেন।

জানলা দিয়ে একজন সৈন্যকে চেঁচিয়ে বললাম:

'গুদামঘর থেকে ট্রেঞ্চ মর্টারটা নিয়ে এস তো। জলদি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আনা চাই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম পানফিলভ কী রকম অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছেন। সেই বিদ্রূপ ভরা চাউনি দেখে আমার মুখ একবার রাঙা হয়ে উঠেছিল।

জেনারেল বলেছিলেন, 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে ও কিছুতেই পারবে না, কমরেড মমিশ-উলি।'

তারপর আর একটিও কথা বলেননি। কিন্তু ঐ সাধারণ কথাটাই আমার মনে গভীর রেখাপাত করে।

কত বারই তো অমন না ভেবেচিন্তে 'পাঁচ মিনিট' বলে চেঁচিয়ে উঠেছি। পানফিলভ কিন্তু কখনো না ভেবে কথা বলেন না।

লিসাংকা আর ঘোড়ার গল্প

১

অবশেষে জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এল। ব্যাটেলিয়নের ভার নিয়ে আমায় যেতে হবে। কিন্তু আর একটা ঘটনার কথা বলব।

সহরে আমার কাজের জন্য ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার থেকে আমায় একটা ঘোড়া দেওয়া হয়েছিল। চমৎকার একটা মাদী ঘোড়া। নাম তার লিসাংকা, পাদুটো সাদা, কপালেও সাদা দাগ, মুখ তার নরম আর সংবেদনশীল। আলমা-আতায় হেডকোয়ার্টারে আমি সপ্তাহ দেড়েক ছিলাম। তার মধ্যেই লিসাংকাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিলাম।

আমাদের ব্যাটেলিয়ন তখন তাল্‌গার গ্রামে, সহর থেকে সতের মাইল দূরে। সেখানে আমায় মোটর গাড়ি করে যেতে হবে।

ভোর পাঁচটায় উঠলাম। হেডকোয়ার্টারে তখনো কেউ জাগেনি। যাবার জন্য তৈরী হয়ে আঙিনায় এসে দাঁড়ালাম।

গাড়িটা আসতে দেরী করছে। ঠিক করলাম যাবার আগে লিসাংকাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাব। আস্তাবলে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। সে ভাবল বাধ্যতার জন্য তার প্রাপ্য রুটি আর চিনিই বোধ হয় দিতে এসেছি। নরম ঠোঁটদুটো আমার হাতে ঘষতে ঘষতে সে ঘেঁষে এল আমার দিকে। কিন্তু সে কোনো কাজ তো করেনি প্রাপ্য কিছুই ছিল না, তাই কিছুই তাকে দিলাম না। বোধ হয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই সে সামনের দুটো পা পালা করে তুলতে সুরু করল, আমিই ওকে এটা শিখিয়েছি, আমি হেসে উঠে তাড়াতাড়ি ওকে লাগাম আর জিন পরিয়ে বাইরে নিয়ে গেলাম।

উঠোনে কিছুক্ষণ ঘোড়াটাকে কদমে ছুটিয়ে, তারপর দুল্‌কী চালে চালাতে লাগলাম। তারপর না ভেবেচিন্তেই তাকে খেলাতে লাগলাম।

আগেই. বলেছি তখনো খুব সকাল। আঙিনায় কেউ আছে বলে বোধ হয়নি।

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, 'আপনার ব্যাটেলিয়নকেও যদি এভাবে চালাতে পারেন তবেই বুঝি, .কমরেড মমিশ-উলি!'

দেখলাম, বারান্দায় জেনারেল দাঁড়িয়ে আছেন। অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম।

পানফিলভ বললেন, 'চালান, চালান! ভারি ভালো লাগছিল দেখতে!'

পানফিলভ এগিয়ে এলেন।

'ব্যাপারটা তো বেশ লুকিয়ে রেখেছিলেন ...' তারপর হাত বাড়িয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওখানে আপনার সৈন্যদেরও এই ভাবে চালাতে পারবেন তো?'

আমি বললাম, 'জানেন, কমরেড জেনারেল ... ঠিক এই কথাই আমায় আরেকজন বলেছিলেন। ঠিক যে বলেছিলেন, তা নয় ...'

'তারপর?..'

'কথাটা এমন ভাবে বলা হয়েছিল, একটি বছর লেগেছিল হজম করতে।'

'বেশ মজার তো ... ব্যাপারটা খুলে বলুন।'

কিন্তু কথাটা বলে ফেলার জন্য তখন অনুশোচনা হচ্ছিল। কোন দুষ্টু সরস্বতী যে মাথায় ভর করেছিল, কে জানে। আমার জীবনের সামান্য গল্প বলে কেন জেনারেলের সময় নষ্ট করা। সে গল্পে আমার ছাড়া আর কারু বা তেমন আগ্রহ থাকা সম্ভব। যতদূর পারি সংক্ষেপেই বললাম — আমি যখন জুনিয়র লেফটেনাণ্ট তখন উপরওয়ালা অফিসারদের প্রতি অত্যন্ত অবাধ্য ছিলাম। আমার নিচে যারা কাজ করত তাদের বকাবকি ধমকাধমকি করে আর কিছু রাখতাম না। আমার প্লেটুনের নিয়ম আর শৃঙ্খলা আমি কিছুই রাখতে পারতাম না। আমায় শাস্তি দেওয়া হয়, গ্রেপ্তার করা হয়। শেষকালে রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার আমায় একদিন ঘোড়া চালানর উপরে এক চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। বললেন: '"চালানো" বলতে আমি কী বলতে চাই, তা জানেন? ইঞ্জিন ড্রাইভার বা মোটর ড্রাইভারের কথা বললে ব্যাপারটা আপনার কাছে খোলসা হবে না, কেননা আপনি হলে স্তেপের লোক ...' এই বলে তিনি শুরু করলেন ঘোড়ার প্রসঙ্গ। বক্তৃতাটায় বেশ ফল হয়েছিল ...

পানফিলভ বললেন, 'না না, এটুকুতে হবে না। আরো পরিষ্কার করে বলুন তিনি কী বলেছিলেন।'

'তিনি যা বললেন তা সবারই জানা, কমরেড জেনারেল। তিনি না বললেও আমি তা জানতাম . '

'তবুও বলুন না ...'

'ভাল ঘোড়া চালানর কথা বললেন। বললেন ভালো ঘোড়সওয়ারের হাতে পড়লে ঘোড়া পারে না কী, নাচতেও পারে . . তারপর ঘোড়া চালাবার নানা কৌশলের কথা বললেন। বললেন লাগাম, বলগা, মুখের বাঁধন আর লাগামের ওপর আঙুলের ইশারাতেই ঘোড়া বশে রাখার উপায়ের কথা ...'

'হুঁ ... তারপর .. ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলজনক।'

'বললেন, ভাল ঘোড়সওয়ার কখনো পুরো হাতে লাগাম টানে না, সত্যি বলতে কি হাত মোটে নাড়ে না ... যাদের বিদ্যা শুধু শুয়রচরানো, ঘোড়ার মুখে টান মারে কেবল তারাই। এমনি ভাবে -- এই সবই বলে চললেন . .'

'না না, আরো বিস্তারিতভাবে বলুন — সত্যি শুনতে চাই। তারপর কী বললেন বলুন।'

মনে হল পানফিলভের অসীম কৌতূহল।

ঠোঁটে তাঁর হাসি, চোখের কোণে বলিরেখার কাঁপন।

'ঘোড়াকে বশে রাখার আরো অনেক সব কায়দার কথা বললেন যেমন জিনের ওপর দেহের ভারটা এদিক ওদিক সরানো, এমন ভাবে করতে হবে যাতে প্রায় বোঝাই না যায় . . তারপর ঘোড়সওয়ারের পায়ের কথা বললেন। শুধু জুতোর কাঁটা দিয়েই ঘোড়াকে নানাভাবে দৌড় করান যায় — সোজা গোঁত্তা, হালকা খোঁচা ইত্যাদি ...। তবে ভাল ঘোড়সওয়ার কখনো তার জুতোর কাঁটা ব্যবহার করে না। শুধু পায়ের গুলের চাপ দিয়েই সে ঘোড়াকে দিয়ে সব কিছু করাতে পারে। এমন ধারা বশ মানানো কী করে সম্ভব?'

'আপনি কী ভাবে করলেন?'

পানফিলভের ঔৎসুক্য দেখে আমিও তখন খুব উৎসাহিত হয়ে বলতে শুরু করেছি।

'আমি যা চাইব, ঘোড়া তাই করবে — এরকমটা কী করে করা যায়?

লেগে থাকাটাই হল আসল কথা। না করলেই তাকে শাস্তি দেবে, কিছুতেই ছাড়বে না। আর যদি ভালভাবে করে, তাহলে আরো উৎসাহ দেবে, আদর করবে। একশ'বার করলেই হবে না। হাজার বার চেষ্টা করতে হবে। সব কথা বলে তারপর বললেন, "এবার যেতে পার . .।" '

'আপনি কী করলেন?'

'প্রথমে তো বুঝতেই পারলাম না, কেন আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এবাউট টার্ণ করে বেরিয়ে গেলাম। দরজার কাছে এসে হঠাৎ কথাটা মনে হল: "মানুষ বোধ হয় ওঁর কাছে ঘোড়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওঁর কাছে আমিও যা ঘোড়াও তাই!" সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছে হল ফিরে গিয়ে চেঁচিয়ে বলি: "আমি আপনার ঘোড়া নই।" '

পানফিলভ হো হো করে হেসে উঠলেন। আর কখনো ওঁকে এমন খুশমেজাজে দেখিনি। রুমালটা বের করে, খুসিভরা চোখের জল মুছে ফেলে বললেন:

'খাসা গপ্প। শুওরচরানে আনাড়ীরাই তবে কেবল লাগাম দিয়ে ঘোড়ার মুখে টান মারে?'

হাসতে হাসতে লিসাংকার গায়ে চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করলেন:

'এ ঘোড়াটা আপনার বেশ পছন্দ, তাই না, কমরেড মমিশ-উলি?'

'খুব, কমরেড জেনারেল।'

'ঘোড়াটা আপনি নিয়ে যান। এটা আপনার ঘোড়া ... ঘোড়াটা আপনার সঙ্গেই ব্যাটেলিয়নে থাকবে ...'

'ধন্যবাদ, কমরেড জেনারেল ...'

গাড়ির অপেক্ষায় না থেকে আমি লিসাংকাকে নিয়েই আমার ব্যাটেলিয়নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

২

আপনার সঙ্গে আগেই কথা হয়ে গেছে, প্রকৃতির বর্ণনা আমার গল্পে থাকবে না। অন্যরা এ কাজ আমার চেয়ে অনেক ভাল করেই করবে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, একবার গ্রীষ্মকালে আসবেন। দেখবেন কাজাখস্তান কী সুন্দর দেশ। আলমা-আতার সহরতলীর বর্ণনা দেবেন

তখন, পাগলা পাহাড়ি ঝোরা তালগারকা, তার পাশে তালগার গ্রাম — এসবের কথা লিখবেন।

সেই গ্রামের কৃষি বিদ্যালয়ের বাড়িতে আমাদের ব্যাটেলিয়ন তখন ঠাঁই নিয়েছে। সেখানে গিয়ে আলাপ হল আমার চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভের সঙ্গে। এই ছিপছিপে পাৎলা, কর্মঠ কাজাখী লোকটি সেদিন পর্যন্ত কৃষিবিদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এখনো পরনে তার বেসামরিক পোষাক, জ্যাকেটের কানাতে পর্বতারোহীর ব্যাজ। কিন্তু কী করে এটেনশন হয়ে দাঁড়াতে হয়, কী করে উপরওয়ালা অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে হয় তা এই পাহাড়ীর তখনো রপ্ত হয়নি।

দুজনে মিলে বাড়িটা একবার ঘুরে দেখলাম। লোকে ভর্তি, কিন্তু আমি ছাড়া আর কারো গায়ে সৈনিকের পোষাক নেই। অনেকে বারান্দায় লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক ঘরে গানবাজনা চলেছে, বারান্দার জানলা দিয়ে অনেকে মেয়েদের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে। কেউ তাদের এটেনশন হয়ে দাঁড়াতে বলল না, কেউ তাদের কম্যাণ্ডারকে স্যালুট দিল না।

মেঝেতে পড়ে রয়েছে সব সিগারেটের টুকরো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সারা ব্যাটেলিয়নকে প্যারেড করার হুকুম দিলাম।

ঠিকভাবে দাঁড়াতেই তাদের অনেক সময় লাগল। ফল ইন করল আনাড়ীর মত। কী রকম প্যারেড একবার ভেবে দেখুন: অনেকেরই গায়ে কেবল গেঞ্জি, কারো কারো পায়ে স্যাণ্ডেল, একটু যাদের দায়িত্ববোধ আছে তারা একটা করে জ্যাকেট চড়িয়ে এসেছে। কারো কারো মাথায় টুপি, কারো মাথায় আবার কিছুই নেই।

আমাদের পাহাড়চড়িয়ে কোন রকমে তো ঠিকভাবে লাইন করিয়ে সবাইকে এটেনশন হতে বলল। কিন্তু রিপোর্ট করার বদলে সে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আরেকবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সৈন্যদের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সবাইকে অভিবাদন জানালাম, তারাও যথাসাধ্য উত্তর দিল।

তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, আমি এই ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছি।

আমি বলে চললাম, 'তোমরা এখনো বেসামরিক জামাকাপড় পরে আছ, অথচ দেশ তোমাদের কবেই সক্রিয় সেনাবাহিনীর কাজে ডাক দিয়েছে। তোমাদের কারো কারো পোষাক-আষাক ভাল, অনেকের তা নয় ... গতকাল পর্যন্ত তোমরা ছিলে বিভিন্ন পেশার লোক, তোমাদের উপার্জনও ছিল বিভিন্ন। তোমাদের কেউ ছিলে ফ্যাক্টরী ম্যানেজার, কেউ বা সাধারণ চাষী, আজ থেকে তোমরা সবাই শ্রমিক কৃষকদের লাল ফৌজের নন্ কমিশন্‌ড্ অফিসার ও সৈন্য। আমি তোমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার। আমি আদেশ দেব তোমরা তা মেনে চলবে। আমি নির্দেশ দেব, তোমরা তা পূরণ করবে।'

ইচ্ছে করেই বেশ কড়া কড়া কথা বলছিলাম:

'আমি যা বলব তোমাদের প্রত্যেককে তাই করতে হবে। গতকাল পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ম্যানেজারদের সঙ্গে তর্ক করেছ; ম্যানেজার ঠিকভাবে, আইন সঙ্গত কাজ করেছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার তোমাদের ছিল। আজ থেকে তোমাদের সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আজ থেকে কম্যাণ্ডারের হুকুমই হল একমাত্র আইন।'

বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম কয়েকজন আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে: এক কথায় সমস্ত গণতান্ত্রিক পথ ও পদ্ধতি খতম হয়ে গেল।

'কারো যদি একথা মেনে নিতে আপত্তি থাকে তবে সে কথা লিখে খামে পুরে সে যেন আমরা কাছাকাছি থাকতে থাকতেই বাড়িতে লিখে পাঠায়। মিলিটারি ডিসিপ্লিন অত্যন্ত কড়া ব্যাপার। কিন্তু ঐ ডিসিপ্লিনই আর্মিকে একসঙ্গে বেঁধে রাখে। শত্রু আমাদের দেশকে দাসত্বের বেড়ি পরাতে এগিয়ে আসছে, তোমরা কি তাকে যুদ্ধ করে হারাতে চাও? তবে মনে রেখ — জয়ের জন্যে এ সব অপরিহার্য।'

তারপর সততা, কর্তব্য আর মর্যাদার বিষয়ে দুচার কথা বললাম। বললাম দেশ, সরকার আর কম্যাণ্ডারের প্রতি সততাই হল সৈন্যদের সবচেয়ে বড় গুণ। সৎ যে, তার বিবেক আছে।

বলে চললাম, 'কারো জ্ঞান থাকতে পারে, ক্ষমতাও থাকতে পারে। কলাকৌশল, দক্ষতাও থাকতে পারে কিন্তু বিবেক বুদ্ধি না থাকলে, আমার কাছে সে এতটুকুও মার্জনা পাবে না!'

তারপর এল মর্যাদার কথা। ব্যাপারটা আমার নিজের মত করেই বুঝিয়ে বললাম। কাজাখীতে দুটো প্রবাদ আছে। তার একটা হচ্ছে: 'খরগোস নলখাগড়ার খস খস শব্দ শুনেই ভয়ে মরে যায়: বীর যে সে প্রাণ দেয় ইমানের জন্য।' অপর প্রবাদটায় ঠিক পাঁচটি মাত্র শব্দ: 'মৃত্যুর চেয়ে ইমান অনেক বড়।'

প্রবাদগুলো প্রথমে কাজাখীতে বলে তারপর রুশীতে অনুবাদ করে দিলাম। ব্যাটেলিয়নের একতৃতীয়াংশ মাত্র কাজাখ্, বাকিরা সবাই হয় রুশ নয় উক্রেনীয়।

আমার কথা শেষ হলে পর সৈন্যদের মাঝখান থেকে একজন সাহস করে বলে উঠল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, একটা কথা বলতে পারি . .'

কালো পাৎলা জামা পরা একটি ঢ্যাঙা চওড়া-কাঁধ লোক আধপা এগিয়ে এল।

আমি বললাম, 'না। এটা সভা নয়। কম্পানি কম্যাণ্ডাররা, ইউনিটদের যেতে বলুন!'

সেই আমার প্রথম বক্তৃতা, ব্যাটেলিয়নের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ।

৩

বারান্দা পার হয়ে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গেলাম।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! একটা কথা বলতে পারি .. '

একজন প্রাইভেট দাঁড়িয়ে আছে। এই লোকটিই তখন আমায় ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার বলে ডেকেছিল। এখনো তার চুল ছাঁটা হয়নি, এক গোছা অবাধ্য চুল টুপির ফাঁক দিয়ে সামনে বেরিয়ে পড়েছে।

'নাম কী?'

'প্রাইভেট কুর্বাতভ।'

লোকটি এটেনশন হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল।

'আগে কখনো আর্মিতে কাজ করেছ?'

'না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার . কেবল রেলওয়ের মিলিশিয়াতে কাজ করেছি।'

'কমরেড কুর্বাতভ ... ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথা বলতে হলে আগে তোমার কম্পানি কম্যাণ্ডারের অনুমতি নিতে হবে। যাও, তার কাছে যাও ...'

'সে তো আমার কথা কানেই তোলে না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। এখানকার পাহারার ব্যাপারটা নিয়ে আর কি ... পিছনের দরজায় কোনো সান্ত্রী নেই, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। পাশের গেটেও নেই . ধরুন যদি কিছু একটা . .'

'খাসা লোক!' মনে মনে ভাবলাম। লোকটির গোঁ, লেগে থাকার ক্ষমতা, সরল দৃষ্টি আর সোজা কাঁধ, আমার বেশ ভাল লাগল। কিন্তু মুখে শুধু বললাম .

'এবাউট টার্ণ!'

কুর্বাতভ লাল হয়ে উঠল। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, তাতে আমার প্রতি ভাল ধারণা ফুটে উঠল না। তার অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছিলাম, তবু আমিও স্থিরদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিলাম। একমুহূর্ত ইতস্তত করে সে চট করে ঘুরে বারান্দা দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল। তার লাল হয়ে ওঠা ঘাড়টা পর্যন্ত যেন অপমানে ভরে উঠেছে।

রহিমভ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ফিরে বললাম:

'কমরেড চীফ-অফ-স্টাফ, প্রাইভেট কুর্বাতভকে সেকশন কম্যাণ্ডার করে দিন।'

কে যেন পিছন থেকে আমায় ছুঁল . ঘুরে দাঁড়াতে অনিশ্চিতের ভাব করে সরে গেল।

'আমার কম্পানি কম্যাণ্ডারের কাছে গিয়েছিলাম ... তিনি আপনার কাছে আসতে বলেছেন।'

চশমা পরা একটি লোক। মুরিনের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। গায়ে একটা জ্যাকেট চাপান, গলার টাইটা একপাশে একটু হেলে গেছে। কথা কইছে মুখে হাসি টেনে। বিব্রত ভাব ফুটে উঠেছে হাতদুটোয়। তার সরু সরু আঙুল আর লম্বা ফ্যাকাশে মুখে রোদে পোড়ার কোন চিহ্ন নেই, যদিও তখন জুলাই মাস চলছে।

সে সগর্বে বলল, 'সক্রিয় সার্ভিসের পক্ষে আমায় অনুপযুক্ত বলা হয়, কিন্তু তবু ব্যাটেলিয়নের কাজে আমি স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছি। চশমা দিয়ে আমি খুব ভালই দেখতে পাই, আমি তার প্রমাণ দিয়েছি .. ঐ যে, ঐ মাছিটা দেখতে পাচ্ছেন, সিলিঙের ঐ মাছিটা! ওটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।'

'ভালো কথা, আমার তাতে কোনো সন্দেহ নেই কমরেড, বল কী বলছিলে।'

'কিন্তু ব্যাটেলিয়নে আবার আমায় যাতে লড়াই না করতে হয় এমন কাজ দেওয়া হয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। ঘোড়ার গাড়ির কাজ। ঘোড়ার আমি কিছুই জানি না। সে জন্য তো আসিনি। আমি লড়াই করতে চাই। মেশিনগানার হতে চাই!'

নাম কী জিজ্ঞেস করলাম। বললাম:

'ঠিক আছে কমরেড মুরিন, সে ব্যবস্থা করা যাবে। তোমায় আমি বদলি করে দেব . . যেতে পার ...'

মুরিন কিন্তু ইতস্তত করতে লাগল, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তার তখন মনের সব কথা প্রকাশ করার বাসনা।

'আপনার বক্তৃতা আমি শুনেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। আপনি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক ... আপনার প্রতিটি হুকুমই আমার কাছে আইনের সমান, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আবার বললাম, 'তুমি যেতে পার।'

আমার দিকে অবাক চোখে সে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার বকে চলল, আমার কথা যেন শুনতেই পায়নি:

'আমি সংগীতের ছাত্র। কনসারভার্টরিতে স্নাতকোত্তর বিভাগে পড়ছি। কিন্তু এখন প্রত্যেকেরই অস্ত্র ধরার সময় এসেছে!'

আঙুল নাড়তে নাড়তে সে কথাটায় জোর দেবার চেষ্টা করছিল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

'ওরকম ভাবে দাঁড়িয়েছ কেন? হাত থাকবে সিধে পাশে!'

মুরিন তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'তোমাকে দু বার যেতে বলেছি! আর তুমি চাইছ বন্দুক ছোঁড়ার

অনুমতি, সেইটেই যেন সবচেয়ে কঠিন কাজ। না কমরেড মুরিন, আর্মিতে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল আদেশ মেনে চলা!'

মুরিনের ঠোঁটদুটো নড়ে উঠল, বোধহয় কথা বলতে চাইছিল। আমি কিন্তু বলেই চললাম:

'অনেক সময় মনে হবে কম্যাণ্ডার অন্যায় করছে, তর্ক করার ইচ্ছা হবে। কিন্তু কম্যাণ্ডার তখন চেঁচিয়ে উঠবে, "চুপ!" বুঝেছ, জানিয়ে রাখছি তোমায়। এবার যাও . '

মুরিন চলে গেল।

৪

সেদিনই কম্পানি আর প্লেটুন কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে পরিচয় করে ট্রেনিংএর একটা কর্মসূচী তৈরী করে ফেললাম। আর্দালী আর পাহারাওয়ালাদের ব্যবস্থা করলাম। প্রশাসনিক কাজও কিছু করা গেল। আবার যখন একা হলাম, তখন বেশ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

হেডকোয়ার্টারে আমায় ইনফ্যাণ্ট্রি ট্রেনিংএর ম্যানুয়েল দেওয়া হয়েছিল। ব্যাগ থেকে বের করে সেটা পড়তে সুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর বইটা রেখে দিয়ে নানা কথা ভাবতে সুরু করলাম।

স্বদেশের জন্য মহান যুদ্ধ সুরু হয়েছে। হিটলারপন্থীরা দিনের পর দিন আমাদের দেশের আরো ভিতরে ঢুকে পড়ছে। সেদিন, আক্রমণের ঠিক একমাস পর, জার্মানরা স্মলেনস্কে এসে পেঁাছেছে। নীপার নদী পার হয়েছে। ম্যাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা লেনিনগ্রাদ, মস্কো আর দোনেৎস কয়লা এলাকা দখল করার জন্য ছুটে আসছে। ব্লিৎস্‌ক্রিগ বা ঝটিকা আক্রমণই হল জার্মানদের প্রধান কৌশল। তার 'পরেই ওদের ভরসা: ব্লিৎস্‌ক্রিগের উপরেই তারা পুরো ঝুঁকি নিয়েছে। আমরা ভালভাবে গুছিয়ে ওঠার আগেই আমাদের শেষ করে দেবে এই তাদের আশা।

লাল ফৌজের জেনারেল হেডকোয়ার্টার যে কখন আমাদের ডিভিশনকে ফ্রণ্টে পাঠাবে কে জানে? কদিন, কসপ্তাহ পাব ট্রেনিংএর জন্য?

সর্বকিছু এমন দ্রুত ঘটছে, ফ্রণ্টের অবস্থা এমন সঙ্গীন যে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড হয়ত দু তিন সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের ডেকে পাঠাবে।

আমার এই সাতশ লোক এখন এক ছাউনির নিচে চুল না ছাঁটা মাথার তলে ব্যাগ রেখে ঘুমচ্ছে, তাও শান্তিতে নয়। সবাই সৎ, স্বাস্থ্যবান, দেশের প্রতি একনিষ্ঠ, কিন্তু কেউই সৈন্য নয়। মিলিটারি ডিসিপ্লিন তাদের জানা নেই। এদের নিয়ে কী করে সৈন্যদল গড়ে তুলে শত্রুর সামনে দাঁড়াই। শুধু দাঁড়ালে তো হবে না, শত্রুর মনে ভয় ঢোকানও চাই।

শুয়ে শুয়ে আমি মহাযুদ্ধ আর ফ্রণ্টের কথা ভেবে চলেছি, শীগ্‌গিরি সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ব্যাটেলিয়ন নিয়ে আমায় যেতে হবে। ভাবছি জীবন আর মৃত্যুর কথা - মানুষের জীবনের সবচেয়ে যা বড় ব্যাপার তা নিয়ে আমরা কতটুকু সময়ই বা ভাবি। ভাবছি, এমন সময় শুনে অবাক হবেন, হঠাৎ সেই 'ঘোড়ার গল্প' মনে পড়ে গেল। গল্পটা শুনে জেনারেল পানফিলভ হেসেছিলেন, আমিও হেসেছিলাম কিন্তু তবু . .

মনে হল আমিও এক সময়ে ছিলাম স্বাধীন কাজাখ, পোষ না মানা এক স্তেপের ঘোড়ার মত কিছুতেই লাগাম সইতে পারতাম না। কিন্তু আমাকেও তো সৈনিকের রূপ দেওয়া হয়েছে। আর্মির প্রথম কয়েকটা মাস আমার কাছে কী অসম্ভব দুঃসহই না মনে হয়েছিল। কী অপমানই না লাগত কম্যাণ্ডারের কাছে দৌড়ে যেতে, তার সামনে এটেনশন হয়ে দাঁড়াতে, 'কোনো উত্তর নয়! এবাউট টার্ণ!' কম্যাণ্ডারের ধমক শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে যেত, 'কেন আমি মুখ বুঁজে থাকব? আমি কি কেনা গোলাম নাকি? আমিও তো ওর মতই মানুষ।'

শুধু যে ভিতরে ভিতরেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতাম, তা নয়। আমার মুখ প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে যেত, তারপর লাল, কিছুতেই কথা শুনতাম না।

শেষকালে আমায় কী করা হয় জানেন? অফিসারদের ট্রেনিং ইস্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমিই শেষকালে কম্যাণ্ডার হয়ে উঠলাম, লাল ফৌজের অফিসার।

কম্যাণ্ডারকে পুরোপুরি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলাম। আর্মির ভিত্তিই হল এইটে।

নইলে দেশকে যত ভালোই বাসা যাক না কেন একটা যুদ্ধও জেতা যাবে না।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কী করে গড়ে তুলি এক সুশৃংখল সুশিক্ষিত বাহিনী যা ত্রস্ত করে তুলবে শত্রুকে, যাকে সত্যি করেই বলা যাবে ব্যাটেলিয়ন? অথচ ট্রেনিংএর জন্য হাতে সময়ও বেশি নেই, কয়েক সপ্তাহ মাত্র ...

তামাক মার্চ

১

কী করে এদের শিখিয়ে পড়িয়ে গড়ে তুললাম, তার বিস্তারিত বিবরণের দরকার নেই।

কেবল একটা মার্চের কথা বলব। আমাদের ব্যাটেলিয়নের অলিখিত ইতিহাসে সেটা 'তামাক মার্চ' নামে পরিচিত।

ব্যাটেলিয়নের ভার নেবার পর সাত আটদিন কেটে গেছে। ততদিনে অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম পেয়ে গেছি; রাইফেল ড্রিল, পরিখা খোঁড়া, দৌড়ন, হামাগুড়ি দিয়ে এগোন, মার্চ করা সব কিছু কিছু অভ্যাস হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা নির্দেশ এল ভোরবেলা ত্রিশ মাইল মার্চ করতে হবে। ইলি উপত্যকার একটা বিশেষ জায়গায় রাত কাটিয়ে পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেই আবার ত্রিশ মাইল পথ মার্চ করে তালগারে ফিরে আসতে হবে। অন্যান্য ব্যাটেলিয়নকেও এরকম কঠিন মার্চের আদেশ দেওয়া হয়েছিল— জেনারেল পানফিলভ তাঁর ডিভিশনকে চালু করার কাজে লেগেছিলেন।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সবাই তৈরী হয়ে সারা রাত ঘুমল। ভোরবেলা, তখনো আকাশে সূর্য দেখা দেয়নি, ব্যাটেলিয়ন সার বেঁধে দাঁড়াল।

আপনার মত অসৈনিক লোকরা তখন আমার ব্যাটেলিয়নকে দেখে মনে করত বেশ পাকা ঝানু রেজিমেণ্ট। সবাই সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। রাইফেলের মাথায় ঝকমক করছে নতুন সঙ্গীন। সবাই মার্চের জন্য পুরো দস্তুর তৈরী: গুটন আর্মিকোট কাঁধের ওপর ঝোলান, গ্যাসমুখোস, নতুন

খাকি ঢাকনায় ট্রেঞ্চের কোদাল, হ্যাভার-স্যাকের সঙ্গে ইস্পাতের হেলমেট, গ্রেনেড আর গুলির থলে — মাথা পিছু একশকুড়িটা রাউণ্ড, এ সবের ফলে একটু ঝুলে পড়েছে বেল্টটা ... কয়েকজনের বেল্ট আবার একটুখানি নয় বেশ ভাল রকমই ঝুলে পড়েছে—সঙ্গে সঙ্গেই সেটা চোখে পড়ল আমার। চোখে পড়ল কোনরকমে গুটন জবুথবু আর্মিকোট, বাঁধন-আলগা হ্যাভার-স্যাক, পেটের কাছে ঝোলা গ্রেনেডের থলে। অল্প কয়েকজন কেবল সত্যিকার সৈনিকের মত দাঁড়িয়েছে। কুর্বাতিভ তাদের একজন।

কুর্বাতিভকে লাইন থেকে ডেকে নিয়ে বললাম:

'কমরেডরা! এই দেখ, একজন নন্ কমিশন্ড অফিসার মার্চের জন্য ঠিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। ওর কষ্ট হবে সবচেয়ে কম। কী নিখুঁতভাবে সবকিছু ও নিয়েছে দেখ, বেল্টটাও কেমন আঁট করে বাঁধা। তোমাদের এসব আমি হাজার বার বলেছি, দেখিয়েও দিয়েছি তবুও মাথায় ঢোকেনি। দেখা যাচ্ছে আমার জিভ যথেষ্ট ধারালো নয়। আমি আর কিছুই বলব না, তোমাদের গোটান আর্মিকোট, ট্রেঞ্চের কোদাল আর হ্যাভার-স্যাকই যা বলবার সব বলবে .. তোমরা হয়ত ভাবছ, ওদের কি আর কথা বলার শক্তি আছে? আছে! ওদের জিভ আমার চেয়েও ধারালো! প্রাইভেট গার্কুশা, সামনে এগিয়ে এস!'

বড়িনাক, সবসময় হাসিমুখ গার্কুশা ছুটে এল। গ্রেনেডগুলো তার সামনে সরে এসেছে তাই দৌড়নর সময় সেগুলো দুলতে থাকল।

'মার্চের জন্যে তৈরী?'

'তৈরী, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কুর্বাতিভের পাশে দাঁড়াও। প্রাইভেট গলুব্ৎসভ, এগিয়ে এস।'

গলুব্ৎসভের আর্মিকোট এমন বিদঘুটে করে গুটন যে প্রায় তার গালের কাছে উঠে এসেছে, হ্যাভার-স্যাকটা পিঠের নিচে ঢল ঢল করছে।

'মার্চের জন্যে তৈরী?'

'তৈরী, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'গার্কুশার পাশে দাঁড়াও।'

সবচেয়ে খারাপভাবে সাজ করা এরকম জনদশেককে ডেকে নিয়ে সবার সামনে দাঁড় করালাম।

'ব্যাটেলিয়ন, এটে-ন্‌শন! রাইট টার্ণ! আমার পিছনে, কুইক-মার্চ!'

যাত্রা সুরু হল।

যাদের সামনে দাঁড় করিয়েছিলাম তাদের পাশে পাশে আমিও মার্চ করে চলেছি আর মাঝে মাঝে আড়চোখে তাদের দেখছি।

দশ পনের মিনিট তারা বেশ স্বচ্ছন্দেই মার্চ করে চলল। গার্কুশার গ্রেনেডের ব্যাগ তার দুপায়ের মাঝখানে কেবলি ঠক ঠক করে গুঁতো মারছে যদিও খুব জোরে নয়। শেষ কালে হাত দিয়ে সেটাকে সে একপাশে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

গলুব্‌ৎসভ তার আর্মিকোটটা ঠিক করে নেবার চেষ্টা করল: কোটের খসখসে গাটায় গালের চামড়ায় ঘষা লাগছে।

আরেকজনের ট্রেঞ্চের কোদাল পায়ে ঠকাং ঠকাং করে ধাক্কা খাচ্ছে।

মার্চ করতে করতেই সবাই জিনিসপত্রগুলোকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু কোনই ফল হচ্ছে না।

আরো মিনিট দশেক গেল। গার্কুশা তখন পিছনে হেলে ভুঁড়ি ফুলিয়ে তার দোদুল্যমান গ্রেনেডের ব্যাগকে বাগ মানাবার চেষ্টা করছে। আমার চোখে চোখ পড়ায় জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল সে। গলুব্‌ৎসভ গলা ঘুরিয়ে আর্মিকোটের মোড়কটা গালের কাছ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে চলল। হ্যাভার-স্যাক নিয়েও তার যন্ত্রণা সুরু হয়েছে। স্ট্র্যাপের নিচে হাত ভরে, সবার অলক্ষ্যে সে হ্যাভার-স্যাকটা একটু উপরে তোলার চেষ্টা করল। গার্কুশা তখন ভুঁড়ি বের করা বন্ধ করে একপাশে হেলছে আর পিছিয়ে পড়তে সুরু করেছে।

আমি বললাম, 'গার্কুশা, এগিয়ে এস! কুর্বাতভের সঙ্গে তোমার ফাঁক ঠিক রাখ!'

ব্যাগটা আবার তার গায়ে ঠোক্কর মারতে সুরু করেছে।

এই ভাবে তো ছ কিলোমিটার রাস্তা পার হলাম। সবাইকে থামিয়ে আবার কুর্বাতভের জিনিসপত্র নেবার কায়দাটা সবাইকে দেখিয়ে দিলাম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম:

'গার্কুশা, আমার কাছে এস!'

সে কোনরকমে হোঁচট খেয়ে, একেবারে কুঁজো হয়ে, এগিয়ে গেল। সবাই হেসে উঠল।

'গার্কুশা, রিপোর্ট দাও, মার্চের জন্যে তৈরি?'

গার্কুশা গোমড়া মুখে চুপ করে রইল।

'গ্রেনেডের ব্যাগটার সঙ্গে কিছু আলাপ সালাপ হল?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'বেশ, তবে সবাইকে শোনাও দেখি, কী বলল ব্যাগটা!'

গার্কুশা চুপ।

'বল বল, লজ্জা পেও না!'

'কী বলব? আমার মত লোকেরা কখনো শুনে শেখে না, ছুঁয়ে শেখে।'

'তুমি শিখেছ?'

'নয়ত কি, হতভাগা গ্রেনেডগুলো '

বাকি কথাটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না, তবে কথাটা শুনে সৈন্যদের মধ্যে হাসির তুফান বয়ে গেল। গার্কুশাও যোগ দিল তাতে।

এরপর ডাকলাম গলুব্‌ৎসভকে। তার মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে, ঘাড়ের ছালচামড়া উঠে গেছে।

'কমরেডরা, একে একবার চেয়ে দেখ . তোমার ওভারকোট আর হ্যাভার-স্যাক কী বলেছে, শোনাও দেখি.. '

গলুব্‌ৎসভকে দিয়েও সবার সামনে কবুল করালাম। জিনিসপত্র যারা গুছিয়ে নেয়নি তাদের প্রত্যেকেই এইভাবে একের পর এক সায়েস্তা হল। তারপর বললাম:

'আর্মিকোট ঠিকভাবে গুটিয়ে না নিলে কার অসুবিধে? গ্রেনেডের থলে বা হ্যাভার-স্যাকটা যদি ঠিক জায়গা মত না ঝুলিয়ে নাও তবে কার মুশকিল—বল। তোমাদের না ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের? তোমাদেরই! একথাটা তোমাদের আমি হাজার বার বুঝিয়ে বলেছি, কিন্তু তোমরা বোধ হয় তখন ভেবেছ: "ঠিক আছে, লোকটা যখন বলছে তখন করাই যাক, নইলে বড় জ্বালাবে।" তাই যেরকম সেরকম করে করেছ। কিন্তু দেখা গেল আমার জন্যে এসব করা দরকার নয়, দরকার তোমাদের

নিজেদের জন্যেই। এর মধ্যেই কথাটা কেউ কেউ বুঝেছ, তোমাদের জিনিসপত্র সরঞ্জামই বুঝিয়ে ছেড়েছে। এখন আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াব। এর মধ্যে প্রত্যেকে তোমরা সরঞ্জামগুলো ঠিকভাবে বেঁধে ছেঁদে নাও। যদি দেখি কেউ এখনো কথা বোঝনি, তাহলে তাদের বাইরে ডেকে এনে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে, সব সরঞ্জামের সঙ্গে মোকাবিলা করাব। তখন টের পাবে কার কথায় বেশি ঝাঁজ!'

তারপর আর কাউকে দল থেকে বাইরে ডেকে আনতে হয়নি। সাজসরঞ্জামের সঙ্গে 'আলাপ' করার ইচ্ছা আর কারো হয়নি।

২

ব্যাটেলিয়ন আবার চলতে সুরু করল।

জুলাই মাসের প্রচণ্ড রোদের ভিতর ত্রিশ মাইল মার্চ সোজা ব্যাপার নয়, বিশেষ করে মার্চ করায় যারা অভ্যস্ত নয় তাদের পক্ষে।

লক্ষ্য করলাম, কম্পানিগুলো তাদের মাঝখানের নির্দিষ্ট ব্যবধান আর মেনে চলতে পারছে না। কেউ কেউ পিছিয়ে পড়তে সুরু করেছে। অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করালাম সেদিকে। কিছুক্ষণ পর আবার একটা চেক-আপ করা গেল। আমার মন্তব্যে বিশেষ কাজ হয়নি; পুরো কলাম সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত বহুদূর লম্বা হয়ে গেছে। অফিসারদের আরো কড়া করে বললাম, বোঝা গেল তাতেও কোন ফল হল না, শুধু কথায় কোন কাজ হবে না। অফিসাররা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কেউ কেউ আবার খোঁড়াচ্ছেও।

লাইনের সামনে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললাম:

'মেশিনগান কম্পানির কম্যাণ্ডারকে এক্ষুণি আমার কাছে আসতে হবে: কথাটা পিছনে চালিয়ে দাও!'

পনের মিনিট পরে লম্বা রোগা মেশিনগান কম্পানির কম্যাণ্ডার ক্রায়েভ হাঁসফাঁস করতে করতে ছুটে এল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আদেশ মত হাজির!'

'তোমার কম্পানি কেন ঠিকভাবে দল বেঁধে চলছে না? ঠিক ঠিক ফাঁক রেখে চলতে কবে শিখবে? তোমার দলকে দিয়ে যদি আরো

কাছাকাছি মার্চ করাতে না পার তবে তোমায় আবার এই কলামের মাথায় ডেকে পাঠাব! যাও!'

আধ মাইল লম্বা একটা ব্যাটেলিয়ন মার্চ করে চলেছে। পায়ে হেঁটে তার এমাথা থেকে ওমাথা যাওয়া মোটেই সহজ নয়।

তারপর ২নং কম্পানির কম্যান্ডার সেভ্রিউকভকে ডেকে পাঠালাম। সেভ্রিউকভের বয়স হয়েছে। যুদ্ধের আগে সে ছিল আলমা-আতার তামাকের কারখানার হিসাবরক্ষক। আমার কাছে যখন এসে পৌঁছল, তখন তার শ্বাসরোধ হবার মত অবস্থা।

আমার সমালোচনা শুনে সে বলল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, ওরা আর পারছে না। কাঁধের জিনিসপত্রের কিছুটা মালের গাড়িতে তুলে দিলে হয় না?'

ধমকে উঠলাম, 'ওসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই!'

'যারা পিছিয়ে পড়ছে তাদের নিয়ে তবে কী করব বলুন? যা ওরা পারবে না জোর করে ওদের দিয়ে তা কী করে করাই?'

'কী ওরা পারবে না? হুকুম মানতে?'

সেভ্রিউকভ আর কিছু বলল না।

এক এক করে সব কম্পানি কম্যান্ডারদের ডেকে পাঠালাম।

সেভ্রিউকভের কম্পানিতে তবু কয়েকজন পিছিয়ে পড়ছিল।

সেভ্রিউকভের দিকে তাকালাম। চল্লিশ বছর বয়স। কম্পানির সামনে ক্লান্ত হয়ে মার্চ করে চলেছে। পরিষ্কার করে ছাঁটা চুলগুলোয় জুলপির কাছে পাক ধরেছে। ধুলো মাখা মুখ বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। আবার ওকে আমার কাছ পর্যন্ত দৌড় করিয়ে নিয়ে আসব? এমনিতেই বেচারা যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু না করেই বা উপায় কী?

সেভ্রিউকভ তার সৈন্যদের জন্য দুঃখিত, আমি তার জন্য। কিন্তু তারপর ... যুদ্ধের সময়টিতে কী হবে?

ঘোড়াকে দৌড় করালাম, ব্যাটেলিয়নের সামনে এসে আদেশটা পিছনে চালিয়ে দিতে বললাম:

'২নং কম্পানির কম্যান্ডার, লাইনের মাথায় এস!'

কৌশলটা এবার ঠিক খাটল।

ব্যাটেলিয়ন আমায় পার হয়ে চলে গেল। দেখলাম সেভ্রিউকভ এবার আর তার কম্পানির সামনে নেই, পিছনে রয়েছে। তার শক্তিও যেন বেড়ে গেছে, গলার স্বরও বদলে গিয়ে তাতে ঝাঁজ আর কর্তৃত্বের ভাব ফুটে উঠেছে।

সমস্ত সারটা বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। প্লেটুনগুলোও তাদের নির্দিষ্ট ব্যবধান মেনে চলছে। পিছিয়ে পড়া বেয়াড়া আর কেউ নেই।

এইভাবে তো আমাদের গন্তব্যস্থলে পেঁছিলাম। সারা ত্রিশ মাইলের মধ্যে একজনও লাইন ভাঙেনি।

কিন্তু সবাই পরিশ্রমে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। 'ফল আউট!' বলতেই সবাই একেবারে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। সবার মনে তখন একমাত্র ভাবনা: শীগ্‌গিরই নিশ্চয় খাবার পাব তারপর ... ঘুম।

কিন্তু সে সব ভেস্তে গেল।

৩

আমাদের রান্নার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। কিন্তু লক্ষ্যে পেঁছেই হুকুম দিলাম—জ্বালানি-কাঠ কাটার দরকার নেই, খাবার যা আছে সব রেশন মত কাঁচাই পরিবেশন করা হবে, এতটা মাংস, এতটা আটা, চর্বি ইত্যাদি।

সৈন্যরা আর কম্যান্ডাররা সবাই চমকে উঠল। কাঁচা খাবার নিয়ে কী করবে? অনেকেই তারা সাতজন্মে কখনো রান্না করেনি, এমনকি সুপটুকুও অনেকে রাঁধতে জানে না। নানা আপত্তি কানে আসতে থাকল:

'আমাদের ফীল্ড কিচেন রয়েছে! সেখানেই তো রান্না করার কাজ।'

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'চুপ, যা বলা হয়েছে তাই কর! প্রত্যেকে নিজের নিজের রান্না করে নাও!'

নদীর ধারে,কাজাখস্তানের বিরাট স্তেপের বুকে অনেক আগুন জ্বলে উঠল। কেউ কেউ এতই ক্লান্ত, এতই তাদের মনমেজাজ খারাপ যে কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। কারো পরিজ গেল পুড়ে, কারো সুপ উঠল উথলে। অধিকাংশই যতটা খেল তার চেয়ে নষ্ট করল বেশি। এই তাদের প্রথম রান্না শেখা।

সকালবেলাও আবার সবাইকে বরাদ্দ খাবার দিতে বললাম কাঁচা অবস্থায়। জানালাম, রান্নাঘর ব্যবহার করা চলবে না।

প্রাতরাশের পর সবাই যখন সার বেঁধে দাঁড়াল, আমি বললাম:

'প্রথমত, কমরেডরা, এত লম্বা আর কঠিন মার্চের জন্যে তোমরা অসন্তুষ্ট হয়েছ। এটা ইচ্ছে করেই করা হয়েছে। আমরা লড়াই করতে চলেছি। সেখানে আমাদের তো ত্রিশ মাইল বা একশ মাইল মার্চ করলে চলবে না, আরো অনেক শ মাইল মার্চ করতে হবে। শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণ করার জন্যে, অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে আঘাত হানার জন্যে আমাদের আরো লম্বা, আরো কষ্টকর মার্চ করতে হবে। আমাদের ভাগ্যে যা রয়েছে, তার তুলনায় এতো ছেলেখেলা মাত্র। বিখ্যাত রুশ সেনাপতি আলেক্সান্দ্র ভাসিলিয়েভিচ সুভরভ এই ভাবেই তাঁর অপরাজেয় সৈন্যদের গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বলে গেছেন: "ট্রেনিং যত কঠিন হবে, যুদ্ধ ততই সোজা হবে!" সুভরভের সৈন্যদের মত লড়তে চাও? যারা চাও না - তারা দুপা এগিয়ে এস। মার্চ!'

কেউ এক পা নড়ল না। আমি বলে চললাম:

'দ্বিতীয়ত, আমাদের ফীল্ড কিচেন রয়েছে, তোমরাও ক্লান্ত, কিন্তু তবু কাঁচা মাংস দিয়ে তোমাদেব রেঁধে খেতে বলা হয়েছে। এতেও তোমরা অসন্তুষ্ট হয়েছ। এরও একটা উদ্দেশ্য আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের সঙ্গে সবসময়ই কি আর ফীল্ড কিচেন থাকবে? নিশ্চয় না! লড়াইয়ের সময়, ফীল্ড কিচেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ে থাকতে পারে। দিনের পর দিন হয়ত তোমাদের না খেয়ে কাটাতে হবে! শুনছ সবাই? কিচ্ছু খাবার পাবে না, এমনকি তামাকও না! সে কথা তোমাদের আগেই জানিয়ে রাখছি। এই হল যুদ্ধ, এই হল সৈন্যের জীবন। একদিন হয়ত ভর পেট খাওয়া মিলল; পরের দিন উপবাস। কিন্তু তা সহ্য করতে হবে, সৈনিকের ইজ্জৎ ভুললে চলবে না! হাসিমুখে সব সহ্য করতে হবে! প্রত্যেককেই তোমাদের রান্না শিখতে হবে। নিজেদের রান্নাটা যদি করে না নিতে পার তবে আর তোমরা কিসের সৈন্য। জানি কেউ কেউ তোমরা কখনো রাঁধনি। জানি অনেকেই তোমরা সন্ধ্যাবেলা রেস্তোরাঁয় গিয়ে হেঁকে বলতে: "এই, ওয়েটার! একটা হামবুর্গার স্টিক আর এক পাইন্ট বিয়র!"

সে সবের পর হঠাৎ ত্রিশ মাইল মার্চ, পিঠে আবার সত্তর পাউণ্ডের বোঝা, তারপর কিনা নিজে রান্না করে নিতে হবে। রাঁধার সময় আমার ওপর ভয়ানক রাগ হয়েছিল, তাই না?'

কয়েকটা স্বর শোনা গেল।

'সত্যি কথা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, সত্যিই রাগ হয়েছিল।'

সৈন্যদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, আমি ওদের বুঝি, ওরাও বোঝে আমায় — ওদের ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।

৪

ফিরতি যাত্রা সুরু হল।

তালগারে আমাদের ছাউনিতে ফিরে আসার একটা বেশ ভাল বাঁধান রাস্তা ছিল। তাই মার্চ করা অনেক সহজ।

সহজ? তাই যদি হয় তবে ও রাস্তা জাহান্নমে যাক! ফ্রণ্টে কি সর্বত্র মার্চ করার জন্য বাঁধান রাস্তা থাকবে?

ব্যাটেলিয়নকে রাস্তা ছেড়ে শখানেক গজ দূরে দিয়ে চলতে বললাম। পাথর, বালি, নালা যাই পড়ুক তবু সিধে চলতে হবে!

একটুও হাওয়া নেই। রোদের জ্বালা নির্মম হয়ে উঠেছে। বাতাসে ঢেউ উঠেছে। যেমন মাঝে মাঝে হয়: উনুনের মত গরম মাটির বুক থেকে স্বচ্ছ ভাপ উঠছে।

এর মধ্যে দিয়ে মার্চ করা খুবই কঠিন তা আমি জানি... আরও জানি — যুদ্ধেরই দাবী এটা, জয়ের জন্যই এর প্রয়োজন।

রোদে পোড়া ঢালুর গায়ে একটা তামাকের বাগান। দুপাশে ক্ষেত, তার ভিতর দিয়ে পথ — সেই পথে সকলে মার্চ করে চলেছে। এক রকমের কড়া কাজাখী জাতের তামাক গাছ লোকের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। বড় বড়, সুগন্ধি, রোদে পোড়া পাতাগুলোর গায়ে এতটুকু হাওয়ার স্পন্দন নেই।

সবাই মার্চ করেই চলেছে, করেই চলেছে। হঠাৎ বাগানের মাঝামাঝি এসে তারা একেক করে মাটিতে ঢলে পড়তে সুরু করল।

কী ব্যাপার? একজন, দুজন করে, দশজন পড়ে গেল ... আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে এক সাংঘাতিক মহামারী

লেগে গিয়েছে। ওরা মড়ার মত লুটিয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে এতটুকু গোঙানিও বেরল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে মেশিনগান, মর্টার, গুলিগোলার বাক্স নামিয়ে তাদের তাতে তুলে খালের কাছের একটা উঁচু জায়গায় তাদের নিয়ে গেলাম। তামাকের গন্ধ দূর হতেই ওরা আবার ঠিক হয়ে গেল।

ব্যাটেলিয়ন তখন তছনছ, কম্পানিগুলো সার ভেঙে ফেলেছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে কিম্বা বসে বসে সবাই তখন মাথা ধুচ্ছে; অসুস্থ হয়ে পড়েছে কেউ কেউ।

দেখলাম আমাদের ডাক্তারের সহকারী নীল চোখ বুড়ো কিরেয়েভ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে সবাইকে গুঁড়ো ওষুধ খেতে দিচ্ছেন। ভদ্রলোক বড় স্নেহশীল। পলিটিকাল অফিসার বজানভ তাঁকে সাহায্য করছে। একটা বালতি জোগাড় করে খাল থেকে জল তুলে সে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যারা শুয়ে পড়েছে তাদের জল দিচ্ছে।

আমি কাছে যেতে কেউ উঠে দাঁড়াল না।

'উঠে দাঁড়াও!' আদেশ দিলাম।

অল্প কয়েকজন মাত্র সে আদেশ শুনল। কুর্বাতভ গোঙাতে গোঙাতে উঠে দাঁড়াল।

· 'কুর্বাতভ নাকি?'

'উঃ ... হ্যাঁ, আমিই, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার . .'

এই কি সেই লোক, অন্যদের কাছে সগর্বে এতক্ষণ যার দৃষ্টান্ত দিয়ে এসেছি? বেশ কাহিল হয়ে গেছে!

'ওরকম বিষপুঁটলি মুখ করে আছ কেন? কম্যাণ্ডারের সামনে কি ঐ ভাবে দাঁড়ায়?'

কুর্বাতভ কোনরকমে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে, মোটামুটি ঠিক ভাবেই এটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

আরেকজনের কাছে গেলাম।

'উঠছ না কেন? দাঁড়াও! রাইফেল কোথায়?'

'ঐ যাঃ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... কোথায় গেল ... কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার . '

'হাঁ করে কী দেখছ? এক্ষুনি রাইফেল নিয়ে আমার কাছে এস!'

'কোথায় গিয়ে খুঁজব, যাবই বা কী করে?'

'যা বলছি কর!'

'বেশ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার .. কিন্তু আমার চশমাটাও যে আবার হারিয়ে গেছে ...'

হায় রে মুরিন! লম্বা নাকটার উপরে আরেক জোড়া বাড়তি চশমা চাপিয়ে সে ধুঁকতে ধুঁকতে তার বন্দুকের খোঁজ করতে গেল।

কম্পানি কম্যাণ্ডারদের সবাইকে যার যার কম্পানিতে ঠিকমত দাঁড় করিয়ে মার্চ সুরু করার হুকুম দিলাম।

মিনিট পনের পর সবাই সার বেঁধে দাঁড়াল। ঘোড়া নিয়ে ব্যাটেলিয়নের কাছে এগিয়ে গেলাম। সবার কী ছিরি! মাথা ঝুলে পড়েছে, বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল করে চেয়ে আছে, বন্দুকে ভর দিয়ে অনেকে আবার এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যেন লাঠি ভর করা বুড়ো।

'ব্যাটেলিয়ন! এটেনশন! ডাইনে, কুইক মার্চ!'

সবাই চলতে সুরু করল। কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। পা মিলছে না, প্রত্যেকের মাঝখানের ব্যবধানেরও কোনো ঠিকঠাক নেই। এভাবে বেশি দূর যাওয়া যায় না!

লাইনের সামনে গিয়ে বললাম:

'ব্যাটেলিয়ন থাম! এখান থেকে ঐ গাছটা পর্যন্ত তোমাদের প্যারেড মার্চ করতে হবে। যতক্ষণ না করছ ততক্ষণ এই জায়গা ছেড়ে আমরা নড়ব না। এক নং কম্পানি, রাইট ড্রেস!'

প্যারেড মার্চ ব্যাপারটা কী, তা জানেন? গুজ্‌স্টেপে হাঁটা, লাল ময়দানের প্যারেড। পা শক্ত করে তুলে গোটা সুখতলা সমেত সিধে দুম্‌ করে মাটির উপর ফেলতে হয়।

গাছটা প্রায় দুশ গজ দূরে।

প্রথম কম্পানি মার্চ শেষ করল।

'কিচ্ছু হয়নি! থাম! আবার সুরু কর!'

কম্পানি ফিরে এসে আবার সুরু করল।

'এবারও কিচ্ছু হয়নি! থাম! আবার!'

আমি তখন ভীষণ রেগে গেছি, ওরাও।

তৃতীয় বার মার্চ করালাম। এবার ওরা যথাসাধ্য কেরামতি দেখাল। সড়কের উপর এমন দুমাদ্দুম্ পা ফেলতে লাগল, ভয় হল সড়কটা না ভেঙে যায়।

মিনিটখানেক আগেও এইসব নিরুৎসাহ লোকগুলোকে দেখে রাগ হচ্ছিল, ওরাও আমার উপর রেগেছিল। এখন কিন্তু হঠাৎ আমার মন ভালবাসায় ভরে উঠল।

'বাঃ খাসা হয়েছে, বহুৎ আচ্ছা।'

আমার মুখ থেকে সানন্দে বেরিয়ে গেল।

প্রতি শব্দে বাঁ পা ফেলে ফেলে একসঙ্গে সবাই বলে উঠল, 'আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবক!'

আর্মির ভারী বুটের সুখতলাগুলো রাস্তার উপরে আরো জোরে জোরে পড়তে লাগল।

সাহস আর শক্তিতে ভরে উঠে ওরা যেন লাল ময়দানেই মার্চ করে চলেছে।

প্রত্যেকটা কম্পানি এইভাবে আমায় পার হয়ে মার্চ করে গেল। দ্বিতীয় আর তৃতীয় কম্পানিকেও কয়েক বার ফেরৎ পাঠাতে হয়েছিল। তারপর তারাও ঐ দুশ গজ পথ প্যারেডের মত করে মার্চ করে গেল।

সবশেষে ছিল মেশিনগান কম্পানি। সবাই ঠিকভাবে পা ফেলে চলেছে। প্রথম সারের মাঝখানে রয়েছে ঢ্যাঙা মুরিন; প্রাণপণে সে মাটিতে পা ঠুকে চলেছে, তালে তালে নাড়ছে ডান হাতটা, রোদে চশমাটা চকচক করছে, মুখে ফুটে উঠেছে সত্যিকার আনন্দ।

৫

তালগারের কাছে দেখা হল জেনারেল পানফিলভের সঙ্গে, একটা গাঁট্টাগোঁট্টা উরালী ঘোড়ায় চড়ে তিনি আসছেন।

জেনারেলকে দেখে অফিসাররা আর সৈন্যরা সবাই আরো জোর মার্চ করতে লাগল। 'এটেনশন' হয়ে মার্চ করার হুকুম দেওয়া হল। ক্লান্ত

হলেও সৈনিকরা পা ঠিক রেখে, মাথা তুলে চলতে লাগল। 'আমরা কি কম!' গোছের ভাব।

পানফিলভ হাসলেন। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো থেকে তাঁর রোদে পোড়া চামড়ায় ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছোট বলি। রেকাবের উপর দাঁড়িয়ে উঠে পানফিলভ চেঁচিয়ে বললেন:

'বাঃ সুন্দর! কমরেডরা, এই চমৎকার মার্চের জন্যে তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি!'

'আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবক!'

সবাই এমন চেঁচিয়ে উঠল যে জেনারেলের ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। লাগাম টেনে পানফিলভ মাথা নেড়ে হেসে উঠলেন।

আমিও ওদের চিৎকারে যোগ দিয়েছিলাম। শুধু জেনারেলের কথারই যে উত্তর দিচ্ছিলাম তা নয়। যে কোন সৈন্য বা কম্যান্ডার আমায় যদি জিজ্ঞেস করত, 'এত কড়া হচ্ছ কেন?' তাহলে আমি শুদ্ধবিবেকে, সমান গর্বের সঙ্গে বলে উঠতাম, 'আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবক!'

ঠিক সময়েই ব্যারাকে পেঁছিলাম।

আমার চতুর্দিকে কম্পানিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সৈনিকদের দিকে তাকালাম। সবার গাল বসে গেছে। মুখ ঘামে আর ধুলোয় মিশে নোংরা। বাড়তি মেদ গেছে ঝরে। টুপিগুলো ঘামে ভেজা, মোটা বুটগুলো ধুলোয় ভর্তি। রাইফেলগুলো সবাই পাশে দাঁড় করিয়ে ধরে আছে। প্রত্যেকেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। পাগুলো জ্বলছে। এখন তাদের একমাত্র কাম্য হল শুয়ে পড়া, কিন্তু তবু তারা ধৈর্য ধরে আদেশের অপেক্ষা করে আছে। এখন আর লাঠির মত করে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে নেই। কাঁধ সোজা করে তাকিয়ে আছে কম্যান্ডারের চোখে চোখে।

এক সপ্তাহ আগে যারা এখানে সাধারণ আটপৌরে পোষাক পরে প্রথমবার সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে এদের আকাশ পাতাল তফাৎ। কাল ভোরে জিনিসপত্র যেমন তেমন করে কাঁধে ঝুলিয়ে যারা প্রথম দূরপাল্লার মার্চে বেরিয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই। এরা এখন পুরোদস্তুর সৈন্য, প্রথম পরীক্ষা এরা কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করেছে।

‘খুব খারাপ, কমরেড মমিশ-উলি!’

১

ট্রেনিংএর বিষয়ে আরো বলতে ইচ্ছে করছে। জেনারেল পানফিলভ ব্যাটেলিয়ন দেখতে এসে প্রায়ই সবার সঙ্গে কথা বলে যেতেন। বার বার করে বলতেন, ‘লড়াইয়ের আগেই জয়লাভ সুনিশ্চিত হয়।’

কিন্তু ... সে সব কথা বাদ দিয়ে যাব।

অবশেষে এল যুদ্ধের পালা। এর জন্যই এতদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি। এত বন্দুক ছুঁড়তে শেখা, সৈন্য হয়ে ওঠা, কম্যাণ্ডারের সামনে এটেনশন হয়ে দাঁড়ান, নির্বিবাদে আদেশ মেনে চলা সব এর জন্যেই।

মস্কোর কাছেই ট্রেন থেকে নেমে, ভলকলাম্‌স্ক অঞ্চলে আমরা ব্যূহ রচনা করি। সে কথা আগেই বলেছি। ১৩ই অক্টোবর শত্রু আমাদের ব্যূহের কাছে এগিয়ে এল। সুশিক্ষিত, যন্ত্রসজ্জিত, ডাকাতে আর্মি। দূর পশ্চিমে আমাদের ফ্রণ্ট ভেদ করে তারা সেখানে এগিয়ে এসেছে। তাদের লক্ষ্য হল মস্কো, জার্মানিদের মতে ব্লিৎসক্রিগের সেই হল শেষ পাল্লা।

একথা তো জানেনই আমাদের অনুসন্ধানীরা যেদিন খবর আনল জার্মানিরা সামনেই, সেইদিনই জেনারেল পানফিলভও এলেন আমাদের দেখতে। দিনটা ছিল ১৩ই অক্টোবর।

দুকাপ গরম কড়া চা খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পানফিলভ বললেন :

‘ধন্যবাদ, কমরেড মমিশ-উলি। চলুন, এবার ব্যূহটা দেখা যাক।’

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কাছেই বনের ধারে, জেনারেলের জন্য একটা মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। পিছনের চাকাদুটোয় চেন লাগান, যাতে বরফে পিছলে না যায়। চেনটার কাঁটাগুলো ঘন ময়লা বরফে জমাট।

চারিদিক বরফে ভর্তি। স্লেজ চালানর চমৎকার সময়। শীতও আছে। দিনের বেলা আকাশে একটা ফ্যাকাশে সাদা ছোপ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সূর্যটা কোথায়, মেঘলা আকাশে এখন তাও ঢেকে গেছে। দিগন্তের কাছে কয়েকটা ছেঁড়াখোঁড়া হলদেটে ছোপ চোখে পড়ছিল, কিন্তু সাদা বরফের জন্য সন্ধ্যাটা নিবিড় হয়ে উঠতে পারেনি।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা ২নং কম্পানির কাছে এসে পড়লাম। চট করে ট্রেঞ্চে লাফিয়ে নেমে চালের তল দিয়ে গুড়ি মেরে পানফিলভ ফুটোগুলো দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গুলি করার জায়গাগুলো দেখে নিলেন। একটা রাইফেল তুলে নিয়ে সই ঠিক করে দেখলেন বেশ স্বচ্ছন্দেই বন্দুক চালান যায় কিনা। সৈন্যদের অত্যন্ত সাধারণ সব প্রশ্ন করলেন, 'খাওয়া কী রকম?' 'তামাক পাও তো?' সৈন্যরা উত্তর দিতে দিতে প্রত্যাশী চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

অনুসন্ধানীদের আনা খবর সবকটা ট্রেঞ্চে ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে: জার্মানরা সামনেই এসে গেছে। পানফিলভ কথাবার্তা বললেন, হাসি ঠাট্টা করলেন। ওরা কিন্তু প্রত্যাশী চোখে চেয়ে রইল। সবাই আশা করেছিল, এসময়ে জেনারেল নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু বলবেন। এমন কিছু যা লড়াই সুরু হবার আগে একবার উচ্চারণ করলেই সব ভয় দূর হয়ে যাবে, শত্রুদের শক্তি যাবে হাওয়ায় মিলিয়ে।

অনেকগুলো ট্রেঞ্চ দেখে নিয়ে পানফিলভ অন্ধকার রুজার তীর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। রুজা তখনো জমে যায়নি। পানফিলভের দৃষ্টি মাটির দিকে, এটা তাঁর বরাবরকার অভ্যাস। গভীর চিন্তার সময় এরকমই করেন।

কম্পানি কম্যাণ্ডার সেভ্রিউকভ জেনারেলের কাছে ছুটে এল। টুপিটা সে তাড়াহুড়ো করে মাথায় চাপিয়েছে, তার তল দিয়ে ছোটছোট করে ছাঁটা পাকা চুল কিছুটা বেরিয়ে পড়েছে। তার পিছনে, রেগুলেশন মাফিক দূরত্ব ঠিকভাবে বজায় রেখে ছুটে আসছে কয়েকজন সৈন্য।

সেভ্রিউকভ নিজের পরিচয় দেবার পর পানফিলভ জিজ্ঞেস করলেন:

'আপনার সঙ্গে ওরা কারা?'

'আমার রানাররা, কমরেড জেনারেল।'

'ওরা সবখানেই এই রকম আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে?'

'নিশ্চয়ই কমরেড জেনারেল। ধরুন যদি ...'

'ভাল ... খুব ভাল ... আপনাদের ট্রেঞ্চগুলোও কমরেড সেভ্রিউকভ, বেশ ভালভাবেই বানিয়েছেন ...'

ভূতপূর্ব হিসাব রক্ষকের মুখটা খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সেভ্রিউকভ আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে সুরু করল, 'আমি ভাবছিলাম, কমরেড জেনারেল, কম্পানির সবাইকে ডেকে পাঠিয়ে আপনি হয়ত কিছু বলবেন। রানাররা তাই এসেছে, যদি প্রয়োজন হয়। এরা খুবই চটপটে, কমরেড জেনারেল। মুখ থেকে কথা সরলেই হল, দশ মিনিটের মধ্যে সবাই জড় হয়ে যাবে।'

পানফিলভ ঘড়ি বের করে, একটুখানি ভেবে নিলেন।

'দশ মিনিটের মধ্যে? এখানে?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল?'

'খুব ভাল . আচ্ছা, কমরেড সেভ্রিউকভ্, আপনার কম্পানিকে ঐখানে জড় করতে কত সময় লাগবে বলুন ত?'

চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে পানফিলভ রুজার অপর তীরটা দেখিয়ে দিলেন।

সেভ্রিউকভ জিজ্ঞেস করল, 'ঐখানে?'

'হ্যাঁ।'

জেনারেলের বাড়িয়ে দেওয়া আঙুলটার দিকে তাকিয়ে সেভ্রিউকভ আঙুল বরাবর নদীতীরের নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখে নিল। তখনো ভাল করে দেখার মত আলো ছিল। জেনারেলের আঙুল অপর তীরের বনের দিকেই তুলে ধরা।

সেভ্রিউকভ তবু বলল:

'ওপারে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওপারে।'

সেভ্রিউকভ কালো জলটা একবার দেখে নিয়ে প্রায় মাইলখানেক দূরে নদীর বাঁকের আড়ালে একটা ব্রিজের দিকে তাকাল। তারপর রুমালটা বের করে বিশ্রীভাবে নাক ঝেড়ে আবার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

পানফিলভ কিছু না বলে অপেক্ষা করে রইলেন।

'ঠিক বলতে পারছি না ... নদী পার হতে হবে, কমরেড জেনারেল, মাঝখানে জল এক কোমরেরও বেশি। সবাই ভিজে একসা হয়ে যাবে, কমরেড জেনারেল।'

'কেন, ভিজবে কেন? গ্রীষ্ম তো আর নেই ... না ভিজেই যে করে হোক আমাদের লড়াই করতে হবে। কমরেড সেভ্রিউকভ, কতক্ষণ লাগবে বলুন।'

'ঠিক জানি না ... এ তো আর মিনিট গোনার ব্যাপার নয়, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ আমাদের দিকে ঘুরে খুব স্পষ্ট করে বললেন:

'এ খুব খারাপ, কমরেড মমিশ-উলি!'

আমায় উদ্দেশ করে এমন কথা জেনারেল পানফিলভ আর কখনো বলেননি। আগে আর কখনো এরকম ঘটনা ঘটেনি। পরে, মস্কোর কাছে যুদ্ধের সময়েও ঘটেনি।

পানফিলভ আবার বললেন, 'খুব খারাপ! সাময়িক ব্রিজ তৈরী করেননি কেন? ভেলা আর নৌকোও নেই? মাটি খুঁড়ে তো বেশ ভাল করেই পাকাপোক্তভাবে নিজেদেব আশ্রয় দিয়েছেন .. জার্মানরা আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। সেই হল আপনার ভুল। ধরুন যদি দেখা যায়, এগিয়ে গিয়ে জার্মানদের আক্রমণ করাই আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক? ধরুন যদি আপনি নিজেই জার্মানদের আক্রমণ করার সুযোগ পান? জার্মানদের দুঃসাহস অতিমাত্রায় বেড়ে উঠেছে, নিজেদের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস – এখন সেটারই সুযোগ নিতে হবে। কমরেড মমিশ-উলি, এই সম্ভাবনাটা আপনি ভেবে দেখেননি।'

পানফিলভের স্বাভাবিক ভদ্রতা খসে পড়েছে। গলার স্বরে ফুটে উঠেছে তীক্ষ্নতা। তাকে চাপা দেবার কোন চেষ্টাই তাঁর নেই। আমার মুখ লাল হয়ে উঠল, এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর ধমক শুনে যেতে লাগলাম।

২

জেনারেল আবার সেভ্রিউকভের দিকে ফিরলেন।

'কমরেড সেভ্রিউকভ, আপনার সৈন্যদের তাহলে ওখানে নিয়ে যেতে বেশ সময় লাগবে, এ্যাঁ? খুব খারাপ .. কথাটা ভেবে দেখবেন। সৈন্যদের ফ্ল্যাংকে দল বাঁধতে কত সময় লাগবে?'

'ফ্ল্যাংকে দল বাঁধতে? কোন লাইনে, কমরেড জেনারেল?'

বনের ধারে ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টার যেখানে লুকন ছিল পানফিলভ আঙুল দিয়ে সেদিকটা দেখিয়ে দিলেন। ঐখান থেকেই আমরা গাড়ি করে এসেছি। মাঠের সাদা বুকের ওপর সরু একটা পথের রেখা পড়েছে। এখন অবশ্য সেটা গোধূলির অন্ধকারে অদৃশ্য।

'ধরুন ঐ আপনার লাইন কমরেড সেভ্রিউকভ, বন থেকে নদীতীর পর্যন্ত ... আপনার কর্তব্য ব্যাটেলিয়নের পাশের দিকটা আটকান।'

সেভ্রিউকভ একটু ভেবে বলল:

'পনের থেকে কুড়ি মিনিট লাগবে, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন।

'দিবাস্বপ্ন দেখছেন না তো? আচ্ছা, জলদি ... কমরেড সেভ্রিউকভ অর্ডার দিয়ে দিন। আমি সময় দেখছি।'

সেভ্রিউকভ স্যালুট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থেই তার রানারদের কাছে গেল। আধ মিনিট সে কিছু না বলে প্রতিরক্ষার লাইনটা দেখে নিল। 'দেরী করছ কেন? দোহাই তোমার, তাড়াতাড়ি কর না!' চোখের ইশারায় বলতে চাইছিলাম আমি। হঠাৎ কানের কাছে ফিসফিস করে কে বলে উঠল:

'খাসা লোক, ব্যাপারটা সমঝে নিচ্ছে।'

পানফিলভ হেসে বললেন, তাঁর মুখের কঠোর ভাব মিলিয়ে গেছে। সেভ্রিউকভের দিকে তিনি আগ্রহভরে চেয়ে আছেন।

সেভ্রিউকভ ততক্ষণে তার রানারদের উপর হুকুম জারী সুরু করেছে।

'মেশিনগান প্লেটুন গুলি করে আমাদের আড়াল করে রাখবে, আমরা চলে গেলে পর, ওরা সবশেষে এ জায়গা ছেড়ে যাবে ..' সেভ্রিউকভের কথা শুনতে পেলাম। 'মুরাতভ, ডাব্‌ল্‌ মার্চ!'

পানফিলভ আপনা থেকেই মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। আলমা-আতার তামাক ফ্যাক্টরীর হিসাব রক্ষক চল্লিশবছর বয়স্ক লেফ্‌টেনাণ্টের কাজে পানফিলভ বেশ খুসি হয়েছেন বোঝা গেল।

বেঁটেখাট, গাঁট্টাগোঁট্টা তাতারী মুরাতভ ততক্ষণে বরফের ধুলো

উড়িয়ে নদীর তীর ধরে ছুটতে সুরু করেছে। তার পিছন পিছন ছুটল আরেকজন রানার। তৃতীয়জন দৌড়ল আরেক দিকে। লম্বা রোগা বেল্‌ভিৎস্কি ছুটল বনের দিকে। যুদ্ধে আসার আগে সে ছিল শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্র। জেনারেলের নির্দিষ্ট লাইনের কাছে গিয়ে সে চিহ্ন হয়ে দাঁড়াবে। হঠাৎ আমার মনে হল, 'এটা তো ভুল হচ্ছে, যুদ্ধের মাঝখানে গোলাগুলির মধ্যে তো ওভাবে দাঁড়ান সম্ভব নয়!' সেভ্রিউকভ অবশ্য এর মধ্যেই সাংঘাতিকভাবে হাতপা ছুঁড়ে বেল্‌ভিৎস্কিকে নিচু হয়ে এগোবার নির্দেশ দিতে সুরু করেছে। বেল্‌ভিৎস্কি ধাঁধায় পড়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ সেভ্রিউকভ নিজে গুড়ি মেরে নিচু হয়ে গেল। বেল্‌ভিৎস্কিও তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

তারপর দেখতে পেলাম ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে প্রথম দল সৈন্য বনের দিকে এগিয়ে চলেছে। গাল্লিউলিনের বিরাট চেহারাটা চোখে পড়ল, মেশিনগানের ভারে ঝুঁকে পড়লেও সবাইকে ছাপিয়ে উঠেছে।

মেশিনগান প্লেটুন ছড়িয়ে গিয়ে আড়াল নিয়ে শুয়ে পড়ল।

কম্পানির বাকি সৈন্যেরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে ওদের পার হয়ে বনের দিকে ছুটে চলল। আমাদের এ দিক থেকে ওদের প্রায় দেখাই যায় না। সাদা মাঠের বুকে সার সার কতগুলো কালো ফোঁটা ফুটে উঠল — প্রতিরক্ষার নতুন লাইন।

সেকেন্ড গোনা টিকটিক শব্দটা তো যেন পানফিলভের ঘড়িতে নয় আমার শরীরের ভিতরেই হচ্ছে। প্রত্যেকটা শব্দই যেন বলে উঠছে, 'সা-বাস, সা-বাস!' বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। আমার ব্যাটেলিয়ন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একে তৈরী করেছি, মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছি। রেগুলেশন অনুসারে এ ব্যাটেলিয়নকে আমার ব্যাটেলিয়ন বলতে পারি। হঠাৎ মনে হল: 'মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুটবে, গোলার প্রচন্ড শব্দে চারিদিক ভরে যাবে, তখন কি এভাবে আমরা যেতে পারব ? ধরো যদি কেউ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে!" তারপর ছুট মারে বনের ভিতর? ধরো যদি অন্যেরাও ভয় পেয়ে ওর পিছন পিছন দৌড় মারে ? কিন্তু না! ওরকম লোককে ঐখানেই গুলি করে শেষ করে দেবে কম্যান্ডাররা। সৈন্যদের হাতেই তার মৃত্যু হবে!'

ঘড়ি, নাকি আমার হৃদয়টাই, ক্রমাগত বলে চলেছে, 'ঠিক বলছ তো ? ঠিক বলছ তো ?' তার উত্তরে দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলাম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয় !'

সৈন্যরা ইতিমধ্যে আমাদের পার হয়ে ট্রেঞ্চ কোদাল নিয়ে কাজে লেগে গেছে। সামনে উঠে গেছে বরফের ছোট ছোট ঢিবি। জায়গাটা আমাদের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। সেভ্রিউকভের রানাররা এক এক করে তার কাছে ফিরে এল।

মাঠের ঘনায়মান লাল ছায়ায় গাল্লিউলিনের শরীরের আবছায়া-আভাস ফুটে উঠল, তার মস্ত কাঁধে মেশিনগান চাপান। মেশিনগান প্লেটুন অভিযানটিকে আড়াল করে রেখে এখন এগোতে সুরু করেছে। নতুন ব্যুহয় কম্পানির অন্যান্য প্লেটুনগুলোর পাশে তারাও জায়গা নিয়ে দাঁড়াল। সবাই নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছে — কেবল একজন বাদে। সেভ্রিউকভ তার দিকে তাকিয়ে রইল। সৈন্যটি বরফে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে রইল। তারপর পানফিলভের কাছে এসে বলল :

'কমরেড জেনারেল! আপনার আদেশ মত কম্পানি ফ্ল্যাংক ম্যানুভার শেষ করেছে। আপনি যে লাইন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা দখল করেছি।'

পানফিলভ চোখ কুঁচকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন·

'চমৎকার! সাড়ে আঠার মিনিট। চমৎকার, কমরেড সেভ্রিউকভ! সাবাস, কমরেড মমিশ-উলি ... সৈন্যদের অভিনন্দন না জানিয়ে তো এখন আর যাওয়া যায় না। এরকম লোক নিয়েও যদি জার্মানদের হারাতে না পারি, তবে আমাদের কিসের মুরদ? এ ছাড়া আর কী চাই? আপনার কম্পানিকে এখানে নিয়ে আসুন, কমরেড সেভ্রিউকভ ...'

রানাররা আবার ছুটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেটুন অনুসারে সার বেঁধে সারা কম্পানি দৌড়ে এসে দাঁড়াল জেনারেলের সামনে। সেভ্রিউকভ সবাইকে ড্রেস করিয়ে নিয়ে হুকুম দিল: 'এটেনশন!' আর জেনারেলকে জানাল। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না, যদিও সমগ্র কম্পানিটার ছায়ামূর্তি বেশ চোখে পড়ে।

পানফিলভের বক্তৃতা দেওয়া স্বভাব নয়। সাধারণত সবার সঙ্গে বসে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতেই তিনি ভালবাসেন। কিন্তু এবার তিনি বক্তৃতাই দিলেন। অবশ্য খুবই ছোট, মিনিট দুতিনের বেশি নয়।

তাঁর আনন্দ পানফিলভ আর চেপে রাখতে পারলেন না। সৈন্যদের খুব প্রশংসা করলেন।

মৃদু স্বরে পানফিলভ বললেন, 'পুরনো সৈন্য হিসেবে বলছি কমরেডরা, তোমাদের মত সৈন্য পেলে আমি কিছুকেই তোয়াক্কা করি না।'

তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু গলার স্বর শুনে বোঝা যাচ্ছিল মুখে তাঁর হাসি লেগে রয়েছে। তারপর একটু থেমে, আবার যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন:

'সৈন্য কাকে বলে? সৈন্যকে প্রত্যেকের কথা শুনতে হবে, প্রত্যেক অফিসারের সামনে দাঁড়াতে হবে এটেনশন হয়ে। হুকুম তামিল করতে হবে। সে হল পুরনো দিনের ভাষায় "নিচু র‍্যাংকের" লোক। কিন্তু সৈন্যকে বাদ দিলে হুকুমের মূল্য কী? হুকুম তো তখন কেবল একটা ভাবনা, মস্তিষ্কের একটা খেয়াল, স্বপ্ন মাত্র। সৈন্যরা ভালোভাবে তৈরী না হলে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে বিচক্ষণ আদেশও অবাস্তব কল্পনায় পরিণত হবে। কমরেডরা, আর্মির লড়াইয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে সৈন্যদের উপরেই। যুদ্ধে সৈন্যই হচ্ছে প্রধান শক্তি।'

টের পেলাম, সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে পানফিলভের কথা শুনে চলেছে।

'তোমরা এক্ষুণি যে ভাবে কাজ করলে ... যে ভাবে আদেশ পালন করলে ... কম্পানিগুলো যদি সেই ভাবেই কাজ চালাতে পারে ... জার্মানরা তাহলে মস্কোর ত্রিসীমানা মাড়াতে পারবে না! তোমরা যে চমৎকার ট্রেনিংএর পরিচয় দিলে, তার জন্যে, কমরেডরা, তোমাদের ধন্যবাদ! তোমাদের কাজের জন্যে ধন্যবাদ!'

সারা মাঠ জুড়ে গম গম করে উঠল:

'আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবক!'

তারপর আবার সব চুপচাপ।

কম্পানি কম্যাণ্ডারের সঙ্গে করমর্দন করে জেনারেল বললেন,

'ধন্যবাদ, কমরেড সেভ্রিউকভ, তোমাদের মত সিংহের সংস্পর্শে এসে আমিও সিংহ হয়ে উঠেছি।'

সেই রুদ্ধশ্বাস নীরবতার মধ্যে তাঁর শেষ কথাগুলো সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবারও তাঁর গলা শুনে বোঝা গেল, পানফিলভের মুখ হাসি মাখা। আর সৈন্যরা? তাদের মুখেও কি হাসি লেগে রয়েছে? মাঝে মাঝে এমন হয় বই কি, সবকিছু যখন নিশ্চুপ, তখন অন্ধকারের ভিতরেও অন্যের হাসি অনুভব করা যায়।

কিন্তু সেদিন ভাগ্য ছিল আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। সেই ধমকের জ্বালা তখনো আমি ভুলতে পারিনি। আমার দুর্ভাগ্য, তার ফলে সৈন্যদের সঙ্গে আমার একাত্মতার অপূর্ব অনুভূতিটি আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনাকে আগেও বলেছি, এই একাত্মতা অনুভবে বহুবার নিজেকে পুরস্কৃত বোধ করেছি, আনন্দ পেয়েছি। সৈন্যদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত ওরাও হাসছে। কিম্বা হয়ত গোমড়া মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, স্বস্তি বোধ করছে না। এখনো হয়ত জেনারেলের মুখ থেকে সেই মন্ত্রবাণী শোনার আশায় রয়েছে যার ফলে লড়াইয়ের সময় তাদের সুবিধা হবে। তারা জানেও না, সে মন্ত্র এর মধ্যেই বলা হয়ে গেছে।

কম্পানির মনের খবর আমি ধরতে পারছিলাম না, তাদের মুখও অন্ধকারে অদৃশ্য। ধমকটার মতই হয়ত কোনো মস্তবড় ভুলের জন্যই এই শাস্তি। কিন্তু ভুলটা কোথায়?

জেনারেলের কড়া কড়া কথাগুলো আবার মনে মনে আওড়াতে লাগলাম: নিজের হাতে আঁকা তীরের মুখটায় পেন্সিলের দাগ বোলাতে বোলাতে বলেছিলেন, 'এর কোন আভাসও নেই।' শত্রুকে কোথায় আঘাত করতে হবে সেই নির্দেশই দিয়েছিল তীরের মুখটা। কিন্তু কিসের আভাস। ঠিকই এমন কিছু আছে যা আমি সম্পূর্ণ করে ভেবে দেখিনি, অসমাপ্তই ফেলে রেখেছি! এ শুধু মাইন-ফীল্ডের অবস্থান আর নদীতে ব্রিজ বানানর ব্যাপার নয়, সৈন্যদের চাঙ্গা করে তোলারও প্রশ্ন। কিন্তু কী করে, কী দিয়ে? হ্যাঁ, পেয়েছি — জয়, অন্ততঃ একটা লড়াইয়ে জিৎ। এইটেরই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন!

জেনারেলকে তাঁর গাড়িতে তুলে দিয়ে এলাম।

গাড়ির পাদানীতে পা দিয়ে জেনারেল বললেন, 'অনুসন্ধানের কাজের দিকে আরো নজর দিন আর সৈন্যদের এগিয়ে দিতে ভয় পাবেন না। ট্রেঞ্চের ভিতর তাদের ঘাড়মুড়ো গুঁজে বসিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। লড়াইয়ের আগেই জার্মানদের একবার দেখে নিতে দিন!'

আমার হাত ধরে একটু থেমে বিদায় জানিয়ে পানফিলভ বললেন:

'ব্যাটেলিয়নে কেবল একটা জিনিসের অভাব, কমরেড মমিশ-উলি। জার্মানদের একটিবার ঘা দেওয়া!'

চমকে উঠলাম। আমিও ঠিক ঐ জিনিসটিই একান্তভাবে চাইছিলাম।

'ঐটি থাকলেই এ আর ব্যাটেলিয়ন থাকবে না, কমরেড মমিশ-উলি! "বুলাৎ" হয়ে উঠবে! "বুলাৎ" কী জানেন? নক্সা আঁকা ছুরির ফলা, সে নক্সা মুছে ফেলতে পারে এমন সাধ্যি পৃথিবীতে কারো নেই। কথাটা বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, আক্‌সাকাল ...'

হঠাৎ যে কী করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা, তা জানি না। বজানভ আমায় ঐ বলেই ডেকেছিল। বাবাকে বা পরিবারে সবচেয়ে যে বয়সে বড় তাকেই আমরা কাজাখীরা 'আক্‌সাকাল' বলে ডাকি।

পানফিলভ আমার হাতে চাপ দিলেন।

'অপেক্ষা করে থাকবেন না, সবসময় সুযোগ খুঁজবেন। আর সুযোগ পেলেই — ঘা দেবেন! প্ল্যান ছকে নিয়ে মারবেন ঘা। কথাটা ভেবে দেখুন, কমরেড মমিশ-উলি।'

গোধূলির অন্ধকারে আমায় আরো ভাল করে দেখার জন্য পানফিলভ মুখের কাছে মুখ এনে বললেন:

'কথাটা বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ আমার দুহাত ধরে নেড়ে দিলেন। কাজাখী কায়দায় এটা হল প্রীতির প্রকাশ।

গাড়ির দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় নেভান আলোয় বরফের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। সে দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

৩

সেই রাত্রেই একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলা গেল। ’

রহিমভ তার স্বাভাবিক নৈপুণ্যে পরিকল্পনাটা এ'কে রাখল।

ভোরবেলা তিনটে রাইফেল কম্পানি থেকে তিনটে দল নিয়ে বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধানের কাজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর দুঘণ্টা পরে পরে, পরিকল্পনানুযায়ী একেক দল নদী পার হয়ে চলে গেল জার্মানিরা যেদিক দিয়ে এগিয়ে আসছে সেই দিকে। সত্যিকার রক্ত মাংসের জার্মানদের দেখার নির্দেশ তাদের দেওয়া হয়েছে। শুধু দেখে ফিরে আসা, আর কিছু নয়।

আমরা যে গায়ে আঁশ, ল্যাজওয়ালা দৈত্যদের বিরুদ্ধে লড়ছি না এটা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। জার্মানিরা যে গেছো ভূত কি আগুনমুখো ড্রাগন নয়, সাধারণ মানুষ, বিকৃত মন দুর্বৃত্ত হলেও আমাদের মতই রক্তে মাংসে গড়া, ওদের শরীরও যে বেয়নেট বা গুলি দিয়ে অনায়াসেই বিদ্ধ করা চলে, ওদেরও যে মারা যায়, সেই কথাটাই সবাইকে বোঝাতে চেয়েছিলাম।

বনের ধার ঘে'ষে ঘে'ষে সৈন্যরা খুব সতর্ক ভাবে গ্রামের দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল, যৌথখামারীদের চুপিচুপি ডেকে ডেকে শত্রুর শক্তি আর গতিবিধির খবর নিল। তারপর খোদ জার্মানদের দেখার জন্য আরো এগিয়ে গেল লুকিয়ে লুকিয়ে। প্রথমটা তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। কিন্তু তবু এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড়, বেড়ার ফাঁক দিয়ে উ'কি মেরে, কাটা ফসল ক্ষেত আর শাকসব্জী বাগানের আড়াল দিয়ে দেখতে চাইল কারা ওদের খুন করতে আসছে।

একে একে সবকটা দলই ফিরে এল। বলল, জার্মানিরা দিব্যি গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে ফিরছে, স্নানটান করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, মুরগি দেখলেই শিকার করছে, হাসছে আর জার্মান ভাষায় বক বক করছে।

দল বা সেকশন কম্যাণ্ডারদের ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ করে রহিমভ জার্মানদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র আর গতিবিধির সব কথা সযত্নে খাতায় টুকে রাখল। আমি সবার কথা শুনতে শুনতে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাটেলিয়নের নাড়ী টিপে দেখার চেষ্টা করলাম। অনেকে

ফিরেছে বেশ চাঙ্গা মেজাজে। কিন্তু কয়েক জনের তখনো বিষণ্ণ মনমরা ভাব। তারা এখনো ভয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

কুর্বাতভ যে দলের কম্যাণ্ডার সে দলটা তো অত্যন্ত উল্লসিত।

খট্ করে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে স্যালুট করে কুর্বাতভ হাসি ভরা কালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, রিপোর্ট নিন; আপনার আদেশ মানা হয়নি।'

'তার মানে?'

'আপনি আমাদের গুলি করতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু আঙুলটাকে বন্দুকের ঘোড়ার উপরে কিছুতেই সামলে রাখতে পারিনি। দুবার গুলি করেছি ... প্রাইভেট গার্কুশাও।'

'তারপর?'

'দুটোকে সাবড়ে দিয়েছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলাম — এক বুড়ির কাছ থেকে ব্যাটারা শুওর কেড়ে নিচ্ছিল ... বুড়ি একজনকে জাপটে ধরে মাটিতে পড়ে চেঁচাচ্ছিল। লোকটা মারল বুড়ির মুখে এক লাথি। আর সহ্য হল না। চালিয়ে দিলাম বন্দুক। গার্কুশাও তাই করল ... জার্মান দুটো সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!'

গার্কুশা — আমাদের প্রথম মার্চে গ্রেনেডের থলেটা নিয়ে কী কষ্টই না তাকে পেতে হয়েছে। গার্কুশাও বলে উঠল:

'এছাড়া আমার দিক থেকে আরও একটা কারণ ছিল, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কী, শুনি?'

গার্কুশা তার কমরেডদের দিকে একবার চেয়ে চোখ মটকে বলল:

'শুধু চোখের দেখা নয় আমার মত লোকদের তাতে মন ওঠে না।'

'কী দেখলে? গুলিগুলো গায়ে ঢোকে কিনা?'

'শুধু তাই নয়, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। আমি ওদের অন্যরকম করে মালুম করতে চেয়েছিলাম।'

এই বলে গার্কুশা এমন একটা মন্তব্য জুড়ল যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

অন্যেরা খুসিতে হো হো করে হেসে উঠল। সে হাসিতে তৃপ্তি বোধ করলাম।

তার একটু পরেই তিনজন মেশিনগানার এসে পেঁছিল — ধীরস্থির বুখা, গাল্লিউলিন আর মুরিন।

বুখা বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

অনুমতি দিলাম। বুখা কনুই দিয়ে খোঁচাল গাল্লিউলিনকে। মুরিনও পিছন থেকে ঠেলে দিল। ষণ্ডাগুণ্ডা, কালচে মুখ, জ্বলজ্বলে চোখ কাজাখী গাল্লিউলিন থতমতোভাবে সুরু করল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

'কী চাও, বল?'

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনি আমাদের উপর রাগ করেছেন কি?'

'কেন, রাগ করব কেন?'

'মানে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, অন্য সবাইকে আপনি জার্মানদের দেখতে যেতে দিলেন, কেবল আমরা মেশিনগানাররা বাদ পড়লাম। আমরা ছাড়া সবাই জার্মানদের দেখে এল ... গার্কুশা একটাকে মেরেও এল, আর আমরা কিনা ...'

'মেশিনগান নিয়ে তোমাদের কী করে পাঠাই বল? এখানে যে মেশিনগানের দরকার।'

'অল্প একটুখানি যাব, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার অল্প একটুখানি ... তারপরেই ফিরে আসব।'

মুরিন হঠাৎ বলে উঠল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, একটা রাত্তিরের জন্যে আমাদের যেতে দিন। রাত্তিরে গিয়ে ওদের দেখে আসি। ওদের আস্তানায় কিছু না কিছু জ্বালিয়ে দিলে ওরা বেরিয়ে আসবে। গুলি করার অনুমতিও দিতে হবে।'

দেখলাম আজকে ব্যাটেলিয়নে নতুন কিছু একটা ঘটে গেছে।

মুরিন লোকটি অস্বাভাবিক। ব্যাটেলিয়ন যখন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে তখন ওই সর্বপ্রথম মনমরা হয়ে যায়। ব্যাটেলিয়নের মনে উদ্দীপনা দেখা দিলে আবার মুরিনই প্রথম উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ব্যাটেলিয়নের যুদ্ধের প্রেরণা কখন চাপা থাকে, কখন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেটা মুরিনের মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। কিন্তু উদ্দীপনা এখনো সেই 'বুলাৎ' ফলার নক্সার মত অক্ষয় হয়ে ওঠেনি।

'বুলাতের' কথাটা, জানেনই তো, পানফিলভ বলেছিলেন। তাঁর শেষ নির্দেশের কথা যত মনে পড়তে লাগল, সবাইকে যতই ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলাম, যতই মন দিয়ে শুনতে লাগলাম স্কাউটদের রিপোর্ট, তাদের কথাবার্তা আর আলাপের সুর ততই মনের মধ্যে একটা মৎলবের দানা বেঁধে উঠল।

মেশিনগানারদের তাই বললাম:

'ঠিক আছে, গাল্লিউলিন। তোমাদেরও আর আটকে রাখব না। আসছে কাল তোমাদের উপরেও কিছু কাজের ভার দেব।'

সাহস থাকে তো চেষ্টা করে দেখ!

১

আমার পরিকল্পনাটা হল এই।

সামনেই মাইল চৌদ্দ দূরে সেরেদা নামে একটা বড় গ্রাম আছে। ১৩ই অক্টোবর এইখানেই রহিমভ আর তার ঘোড়সওয়ার পাহারাওয়ালারা জার্মানদের দেখেছিল। সেরেদার ভিতর দিয়েই এগিয়ে গেছে ভলকলাম্স্ক, কালিনিন আর মজাইস্ক'এর তিনটে সড়ক।

আমাদের অনুসন্ধানী দলের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে আর বেসামরিক পলাতকদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে জানতে পেরেছিলাম জার্মানরা সেরেদাতে একটা বড় ঘাঁটি তৈরী করেছে। সেরেদাতেই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, খাবার দাবার, তেলের গুদাম অবস্থিত। এগিয়ে আসা জার্মান ইউনিটগুলোও ওখানে রাত্রিবাস করছে। তারপর উত্তরে কালিনিনের দিকে, বা দক্ষিণে

মজাইস্কের পথে তাদের যাবার কথা। এই ভাবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে দু'পাশ থেকে ঘিরে ফেলার মতলব।

আমার মনে হল জার্মানরা কখন আক্রমণ করে সে অপেক্ষায় না থেকে, আমাদেরই প্রথম সেরেদার ঘাঁটি আক্রমণ করা উচিত। রাত্রে সেরেদা আক্রমণ করলে কেমন হয়!

কিন্তু পানফিলভ বারবার বলেছেন, 'ভেবে দেখ! আগে সবকিছু ভেবে দেখে, তারপর আক্রমণ কর!'

রহিমভের নেতৃত্বে অফিসারদের একদলকে অনুসন্ধানের কাজে পাঠালাম। বত্রিশ বছর বয়স, কাজাখী রহিমভ জাত খেলোয়াড়। আপনাকে বোধ হয় আগেই বলেছি, দেশে তার ভাল পর্বতারোহী বলে নাম আছে। সে তাড়াতাড়ি হাঁটে, কিন্তু তাতে এতটুকু অধৈর্যের ভাব নেই। তাছাড়া মাথাটাও ঠাণ্ডা। আদেশ পালনের বেলায় এতটুকু ত্রুটি সে ঘটতে দেবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিহার্য আরেকটি গুণও তার ছিল — স্থান-কাল বোধ। রহিমভ অন্ধকারেও যেন বেড়ালের মত দেখতে পেত।

রহিমভ কখন ফেরে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ১৪ই অক্টোবর ঠিক গোধূলির আগটায় সে বেরিয়েছে। সারা রাত, সারা সকাল তার আর দেখা নেই।

দুপুরের দিকে সে ফিরল। তার রিপোর্টে ব্যাপারটা সুনিশ্চিত জানা গেল। জার্মানরা সত্যিই সেরেদায় একটা আগুবাড় ঘাঁটি তৈরী করেছে। অস্ত্রশস্ত্র, খাবার দাবার সব ওখানেই জমা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ দুর্বল। বোঝা যায় জার্মানদের ধারণা এখানে এসে ওদের আক্রমণ করার সাহস কারো হবে না।

ঠিক করলাম সেদিন রাত্রেই আক্রমণ করতে হবে।

সন্ধ্যার মধ্যেই প্রত্যেক সেকশন থেকে দু একজন করে নিয়ে একশ জনের একটা হানাদার দল গড়ে তোলা হল। সবচেয়ে ভাল, সাহসী, সৎ আর দুঃখকষ্ট সইতে পারে যারা তাদেরই বেছে নিলাম। আক্রমণে অংশ নিতে পারাটা একটা পুরস্কারের মত হয়ে দাঁড়াল।

কী করতে হবে তার ছকও তৈরী করলাম: গভীর রাত্রে তিন দিক থেকে সেরেদায় ঢুকে জার্মানদের শেষ করে দিয়ে গুদাম জ্বালিয়ে দিতে



হবে, তাদের বন্দী করতে হবে, সময় থাকলে পর গ্রামে ঢোকা আর গ্রাম থেকে বেরনর রাস্তাগুলোয় মাইন পেতে আসতে হবে। গ্রামে বসে থাকার কোন দরকার নেই। সকালবেলার মধ্যেই আবার ব্যাটেলিয়নের ব্যূহতে ফিরে আসা চাই।

রেজিমেণ্টাল কম্যান্ডার তাঁর সম্মতি জানালেন, কিন্তু আমাকে কিছুতেই প্রথম দলের সঙ্গে যেতে দিলেন না। রহিমভকে দলের কম্যান্ডার করে দিলাম, বজানভ হল পলিটিকাল অফিসার।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গেই একশ সৈন্য হেডকোয়ার্টারের কাছে যে বনটা ছিল তার প্রান্তে জমায়েৎ হল। আমার সামনে টুপির ঢেউ খেলান সারি। তার মাঝখানে গাল্লিউলিনের মাথাটা উঁচু হয়ে আছে। তার পাশেই আঁচ করলাম গাঁট্টাগোঁট্টা ব্লখা দাঁড়িয়ে। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রেখেছি: মেশিনগানাররাও ঘোড়ার গাড়িতে মেশিনগান চাপিয়ে চলেছে অভিযানে।

এবারও ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু এই অন্ধকারেও ওদের মেজাজটা যেন আমার জানা। সারা শরীর শিউরে উঠল। ওদের কাছে না গিয়েও আমি জানি, প্রত্যেকেই ওরা আমার মতই স্নায়ুচকিত, উত্তেজিত। এই যে শিউরে ওঠা, এর কারণ ভয় নয়, অভিযানের প্রেরণা। লড়াইয়ের আগে যে প্রতীক্ষা তার উত্তেজনা। একটা পুরনো কাজাখী প্রবাদ মনে পড়ল। প্রবাদটা সৈন্যদেরও বললাম:

‘শত্রুর রক্তের স্বাদ যতক্ষণ না পাচ্ছ, ততক্ষণই সে ভয়ানক। যাও, কমরেডরা। জার্মানরা কী বস্তু, তা দেখে এস। দেখে এস আমাদের বুলেটে তাদের গা থেকে রক্ত পড়ে কিনা, আমাদের বেয়নেট গায়ে গেঁথে গেলে তারা যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে কিনা? জেনে এস মরণ যন্ত্রণায় জার্মানরাও মাটি কামড়ে ধরে কিনা? আমাদের দেশের মাটি কামড়ে ওরা মরুক! জেনারেল পানফিলভ তোমাদের সিংহ বলেছেন। যাও, আমার সিংহের দল, এগিয়ে যাও!’

রহিমভ আক্রমণকারী দলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, অন্ধকারে ওরা মিলিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ক্রায়েভ আমার কাছে এগিয়ে এল।

'আমায় কেন যেতে দিলেন না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?' ক্রায়েভ অস্ফুট স্বরে বলল।

'আমিও তো যাবার অনুমতি পাইনি, ক্রায়েভ।'

সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া ঐ সৈন্যদের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করেছিলাম।

১৫ই অক্টোবরের রাত্রি এসে পড়ল, আমাদের প্রথম লড়াইয়ের রাত্রি।

২

সে রাত্রে ঘুমতে পারিনি, ডাগ-আউটের ভিতরে বসে থাকাও অসম্ভব হয়ে উঠল। বনের প্রান্তে এসে লক্ষ্যহীনভাবে পথে-বিপথে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম, আর তাকিয়ে রইলাম পশ্চিমের দিকে। আমাদের সৈন্যেরা ঐদিকেই গিয়েছে। কান খাড়া করে রইলাম যেন চৌদ্দ মাইল দূর থেকেও গুলিগোলার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

দিনের বেলা দক্ষিণ থেকে বোমাবর্ষণের চাপা আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। তখনো জানতে পারিনি ঐ একইদিনে, ১৫ই অক্টোবরে, জার্মানিরা তাদের ট্যাংক বাহিনী নিয়ে মস্কোর দিকে এগোতে সুরু করেছে, আমাদের ডিভিশনের বাঁয়ে পাশ কাটিয়ে। একথাও জানতাম না যে, পানফিলভের সৈন্যরা বুলিচিওভো রাষ্ট্রীয় খামারের কাছাকাছি লড়াই সুরু করেছে। বুলিচিওভো রাষ্ট্রীয় খামার — নামটা লিখে নিন, ভবিষ্যতে কোনো একদিন আমাদের ডিভিশনের ক্লাবঘরে মর্মর ফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এই নামটি।

কিন্তু ঐ দক্ষিণেও সে রাত্রে সবকিছু নিথর নিস্তব্ধ।

হেডকোয়ার্টারে যাবার বহু ব্যবহৃত পথটায় একজন সান্ত্রী পাহারায় মোতায়েন ছিল। বরফের বুকে পথটা কালো হয়ে ফুটে উঠেছে। সান্ত্রীও আমার মতই পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে। একশজন সাহসী সৈন্য যে জার্মানদের আক্রমণ করতে গেছে সেকথা সারা ব্যাটেলিয়ন জানে। সারা ব্যাটেলিয়নই অপেক্ষা করে আছে। জার্মানদের সঙ্গে এই প্রথম লড়াইয়ের ফল জানার জন্য সবাই উৎসুক।

বারবার ঘড়ি বের করে দেখতে লাগলাম। ঘড়ির আলোকিত

কাঁটাদুটো ধীরে ধীরে ঘুরে চলেছে: তিনটে — সাড়ে তিনটে — চারটে... আমার চোখে আগের মতই সেই সর্বব্যাপী অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই ধরা পড়ল না। সতর্ক কানদুটো কিছুই শুনতে পেল না।

হঠাৎ আকাশে অস্পষ্ট কী একটা চমকে উঠল। না, ও আমার কল্পনা ... কিন্তু ঐ আবার। আকাশে আলোর একটা প্রায় অদৃশ্য ধোঁয়াটে রেখা... কী ওটা? ভোর হচ্ছে নাকি? কিন্তু সূর্য তো পশ্চিমে উঠতে পারে না। আমার মনের ভুল নয় তো? এমন সময় হঠাৎ আরেকটা আলোর চমক চোখে পড়ল ... মিলিয়ে গিয়ে আবার জ্বলে উঠল। তারপর সেটা জ্বলেই রইল, মাঝে মাঝে বেড়ে উঠল, কমে গেল কিন্তু একেবারে অদৃশ্য হল না। আলোটা ক্রমশঃ গোলাপী হয়ে উঠল ... আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলাম। যেন প্রবল বাতাসের ঝাপটায় ছড়িয়ে পড়েছে রাত্রের আকাশের কম্পিত আভা।

সান্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে নিল:

'আমাদের সৈন্যরা ওদের পুড়িয়ে মারছে!'

ওর কথায় সাড়া দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। বিপুল আনন্দে আমার গলা বুঁজে গেল; আকাশের ঐ আলোর মতই আমার রক্ত নেচে উঠে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। সফল আঘাত হানতে পারার সুতীব্র আনন্দ সেই মুহূর্তেই প্রথম অনুভব করলাম।

৩

সকালবেলা সৈন্যরা ফিরল।

ওদের আগে আগে এল গালিচায় মোড়া তিন ঘোড়ার এক স্লেজ। রেজিমেণ্টে ঘোড়াগুলোকে আগে কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই জার্মানদের কাছ থেকে দখল করে এনেছে। স্লেজের পিছনে মোটা দড়ি দিয়ে দুটো মোটর সাইকেল বাঁধা, তাদের সাইডকারে মেশিনগান। এগুলো লুটের মাল। আমার সৈন্যরা কেউ বসেছে মোটর সাইকেলের সীটে, কেউ সীটের পিছনের মালের জায়গায়, কেউ বা সাইডকারে।

প্রথম স্লেজটার পিছন পিছন এল আরো কয়েকটা স্লেজ। যাবার সময় সবাই গিয়েছিল পায়ে হেঁটে। ফিরে এল স্লেজে চড়ে।

কাছেদ্রের সব ট্রেঞ্চ থেকেই লোক ছুটে এল।

নিজেদের সৈন্যদের সবাই ঘিরে দাঁড়াল সোৎসাহে। সেইসঙ্গে লুটের মালের অঙ্গ এক বন্দী জার্মান সৈন্যের করুণ চেহারাটা দেখেও তারা অবাক হয়ে গেল। কৌতূহলের সঙ্গে তাকে সবাই দেখতে লাগল। ধূসর সবজে পোষাক পরা, মাথায় মানানসই ফোরিজ ক্যাপ চাপান লোকটি, গাড়িতে বসে মুখ ভার করে তাকিয়েছিল। ডিম বের করা অস্থিসার গলাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে সবাইকে দেখছিল।

বজানভ বলল, 'এর সঙ্গে কথা বলতে পারা যাবে, কিছুটা রুশ ও জানে। কী নাম তোমার?'

বন্দী সৈন্যটি মিনমিন করে কী যেন বলল।

বজানভ হেঁকে উঠল, 'জোরে!'

জার্মান সৈন্যটি একলাফে এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে হাতদুটো সোজা করে দুপাশে নামিয়ে রেখে স্পষ্ট করে নিজের নাম বলল। এরকম একটা জ্বলজ্যান্ত জার্মানকে কথা বলতে দেখে সবাই হাঁ করে চেয়ে রইল।

'বিবাহিত?'

'না, আমি ... কী যেন বলে?.. ক্যাভেলিয়র ...'

বজানভ হো হো করে হেসে উঠল। গোলগাল ভালমানুষী মুখটা ফেঁপে ফুলে উঠে কুতকুতে চোখদুটো একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যরাও যোগ দিল সে হাসিতে। 'ক্যাভেলিয়র! চমৎকার ক্যাভেলিয়র!' জার্মান সৈন্যটি কেবল তার ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে সবাইকে দেখতে লাগল।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ!.. পলিটিকাল অফিসার কী বলে শুনতে দাও ...'

বজানভ হাত তুলে বলল, 'পলিটিকাল অফিসার বলছে—যত পার হেসে নাও!'

তারপর হঠাৎ বিশেষ না ভেবেচিন্তে বলে বসল, 'হাসিটাই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার।' কথাটা পরে ব্যাটেলিয়নের মধ্যে খুব চালু হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে বজানভ জার্মানটিকে জার্মানদের পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। জার্মানটি সবকিছু একসঙ্গে বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটার মর্মার্থ ধরতে পেরে ভাঙা রুশীতে বলল:

'প্রাতরাশ — ভলিয়কলামস্ক, রাতের খাবার — মস্কাউ।'

কথাটা বলল ও বেশ গুরুত্ব দিয়েই, দুহাত তখনো ওর দুপাশে টানটান করে নামান। ও এখন যুদ্ধ বন্দী, তবু এখনো বেশ বোঝা যায়: 'প্রাতরাশ ভলকলামস্ক, রাতের খাবার মস্কো' — এতে এর কোন সন্দেহ নেই।

আবার হাসির রোল উঠল।

এই অবাধ হাসির ভিতর দিয়েই মনে হল সবাই ভয়ের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করছে।

গলা বাড়িয়ে লোকটি তার পাশের দিকে তাকাল। রুশগুলোর যে কী হয়েছে তা সে বুঝতে পারছে না। এত হাসির ব্যাপার কী হল, আমরা নিজেরাও হয়ত তা বলতে পারতাম না।

এই আমাদের প্রথম যুদ্ধ জয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের ব্যূহয় 'সেনাপতি ভীতির' হার হল এই করেই।

৪

রহিমভ আর বজানভ লড়াইয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিল।

সবকিছু যে পরিকল্পনানুযায়ী হয়নি সেকথা বলাই বাহুল্য।

একটা দল তো গ্রামটা পুরো ঘিরে ফেলার আগেই হঠাৎ একটা পাহারা দলের মুখোমুখি হয়ে পড়ে গুলি চালাতে শুরু করে দেয়। সৈন্যরা ঘর বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ে জার্মানদের গুলি করে, সঙিন চালিয়ে খতম করে দেয়। কিন্তু বেরবার পথও অনেকগুলো ছিল শত্রুদের হাতে। শত্রুদের অনেকেই সেদিক দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠে তারা আমরা যা ভেবেছিলাম তার অনেক আগেই একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

আমাদের সৈন্যরা প্রায় দুশ ফ্যাশিস্টকে শেষ করেছে, রাস্তাগুলোয় মাইন পেতে এসেছে, অসংখ্য মোটরগাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

অনেকগুলো গুদাম, তার একটা আবার পেট্রলের, জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রামের একপ্রান্তে জার্মানরা কিছু কিছু জিনিসপত্র বাঁচাতে সক্ষম হয়।

যা হোক, আসল কাজটা সফল হয়েছে। আমার সৈন্যরা জার্মানদের পালাতে দেখেছে, খুন করার সময় তাদের আর্তনাদ শুনেছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে তাদের গায়ের চামড়া ফুঁড়ে দিয়েছে।

রহিমভ আর বজানভকে নিয়ে আমাদের ট্রেঞ্চ ধরে হাঁটতে লাগলাম। সৈন্যরা যারা এই অভিযানে ছিল তারা যে যার প্লেটুনে ফিরে গেছে। দুঘণ্টা বিরতির অর্ডার দিয়েছি। চারদিকে অভিযানের বীরনায়কদের ঘিরে সবাই ছোট ছোট দলে বসে গেছে।

এখানে ওখানে হাসির হল্লা শোনা যাচ্ছে। ১৯৪১ সালের সেই ১৬ই অক্টোবর আমাদের ব্যাটেলিয়নের পক্ষে একটা হাসির দিন হয়ে উঠেছিল। 'যুদ্ধক্ষেত্রে হাসিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার' বজানভের এই কথাটা পরেও আমার বারবার মনে পড়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে, ফ্রণ্টে, যখন হাসির আবির্ভাব হয়, ভয় তখন পালায়।

আমায় আসতে দেখলেই কেউ না কেউ চেঁচিয়ে ওঠে 'এটেনশন'। শুধু এই একটি হাঁক থেকেই সৈন্যদের মেজাজটা কেমন তা ধরা যায়। এ হাঁকে সেদিন কী ফুর্তিই না ফুটে বেরুচ্ছিল।

একটা দলের কাছে এগিয়ে গেলাম। গার্কুশা ছিল সে দলের মধ্যমণি। নজরে পড়ল একজন সৈন্য কী যেন একটা পিছনে লুকতে চেষ্টা করছে। গার্কুশার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতে সে ধমকে বলল:

'বার কর!'

অন্য সৈন্যটি একটা জার্মান ফ্লাস্ক বাড়িয়ে দিল।

গার্কুশা বলল, 'এতে রাম্ আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! জার্মান হলেও বেশ ভাল। বেশ তেজ আছে ... আমি এদের হাতে নাতে সবকিছু শেখাচ্ছি, সবকিছু দেখে চেখে শিখুক। কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, একটু চেখে দেখুন!'

গার্কুশা ফ্লাস্কটা বাড়িয়ে দিল। একঢোঁক খেয়ে দেখলাম।

রহিমভ বলল, 'গার্কুশা চমৎকার লড়েছে।' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত তার মন্তব্য। ফ্লাস্কটা দেখাতে দেখাতে গার্কুশা সগর্বে বলতে লাগল, 'কমরেড

ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, যতগুলোকে মেরেছি তাদের প্রত্যেকের ফ্লাস্ক যদি নিয়ে আসতাম তাহলে গোটা দুই ডজন হয়ে যেত। আরো বেশিই হত। বয়ে আনতেই পারতাম না। কিন্তু হাতে সময় ছিল না ...'

গার্কুশা বলেই চলল বলেই চলল, কথা তার আর ফুরয় না।

ট্রেঞ্চের সারি ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। দেখা হল মুরিনের সঙ্গে। মেশিনগান স্কোয়াডের হয়ে সেও লড়েছে। সে তখন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। কিন্তু একটু দূরে থাকতেই হঠাৎ বেশ একটা মিলিটারী কায়দায় পা ফেলতে সুরু করল। এটা ফ্রণ্ট লাইন। জার্মানরা সামনেই। মাঝখানে কেবল একটা সংকীর্ণ 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'। মুরিন কিন্তু তবু তার ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারকে পেরিয়ে যাবার সময় মার্চ করে গেল এটেনশন হয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে ফেলল মুরিন। আমিও হাসলাম। ব্যস, শুধু ওইটুকুই। কেউ আমরা থামিনি, কথাও বলিনি। তবু আমার মনটা কাল রাতের মত খুসিতে ভরে উঠল, লোকটাকে ভারি ভালো লাগল, টের পেলাম তারও ভালো লাগছে আমাকে। এ এক অভিনব অপরূপ আনন্দের মুহূর্ত। সৈন্যদের সঙ্গে যে কম্যাণ্ডার একাত্ম হতে পেরেছে কেবল তার পক্ষেই এই আনন্দের অনুভূতি বোঝা সম্ভব। আমার হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে টের পেলাম ব্যাটেলিয়নে নির্ভীকতার আবির্ভাব ঘটেছে।

চারদিকে সবকিছু যেন সেই একই রয়ে গেছে। অন্ধকার নদী, জল তার এখনো জমেনি। নদীর ওপারে দিগন্তের সাদা চমক। আগেভাগেই এবার বরফ পড়তে শুরু করেছে। সেই বরফের মাঝখানে এখানে ওখানে লাঙল দেওয়া জমির নগ্ন মাটি। একেক জায়গায় বনের কালো ছায়া। আগেও জানতাম, এখনো জানি, যে কোন মুহূর্তে সবকিছু কেঁপে উঠতে পারে। বরফের উপর কালো দাগ ফেলে এগিয়ে আসতে পারে ট্যাংক। ধূসর সবজে পোষাক পরা সৈন্যরা টমিগান হাতে বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে মাটির উপর শুয়ে পড়বে তারপর আবার আসবে ছুটতে ছুটতে। আমাদের মারতে তারা বদ্ধপরিকর। কিন্তু আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল: 'এস না, সাহস থাকে তো, চেষ্টা করে দেখ!'

সৈন্যদের চোখে মুখে, কথাবার্তায় আর অফুরন্ত হাসিতেও সেই একই আহ্বান: 'সাহস থাকে তো চেষ্টা করে দেখ!'

আমাদের ব্যাটেলিয়ন, আমাদের 'বুলাৎ'এর সেদিন এই অবস্থা। ব্যাটেলিয়নের বর্ণনায় এটুকু বাগাড়ম্বর আমার ভালই লাগে। সত্যিই আমাদের ব্যাটেলিয়ন খাঁটি 'বুলাৎ' হয়ে উঠছে। দামাস্কাস তলোয়ারের ফলা, পোক্ত করা ইস্পাতে কারু কাজ। সে ফলার ঘায়ে লোহা পর্যন্ত কেটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার গায়ের ঐ নক্সা মুছে তুলে দেয় এমন সাধ্যি পৃথিবীতে কারো নেই। সহজ কথায় ব্যাটেলিয়ন সেদিন তার শিক্ষা সমাপ্ত করল। তার শিক্ষার শেষ অংকে ছিল আঘাত বা সৈন্যদের ভাষায় বেয়নেট চালানো -- নকল লক্ষ্যের উপর নয়, শত্রুর সজীব শরীরে। এই শেষ পরীক্ষায় আমরা সেই নিশীথ অভিযানে মোটামুটি সহজেই পাশ করেছি। তার ফলে ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।

সামনে আসছে আরো কঠোর সংগ্রাম, সাহসের আরো ভীষণ পরীক্ষা। মস্কোর দুমাস ব্যাপী বিরাট যুদ্ধের তো সেই সবে সুরু।

ঐ দুমাসের মধ্যে আমরা, তালগার রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ন, পঁয়ত্রিশ বার লড়াইয়ে নেমেছি। এক সময় আমরা ছিলাম জেনারেল পানফিলভের রিজার্ভ বাহিনী। যুদ্ধের একেবারে চরম সংকটের অবস্থাতেই আমরা লড়াইয়ে যাই, রিজার্ভের তাই কাজ। আমরা ভলকলাম্স্ক, ইস্ত্রা আর ক্রিউকভোর রক্ষার্থে লড়াই করেছি; জার্মানদের হারিয়ে হটিয়ে দিয়েছি।

এই পঁয়ত্রিশটা লড়াইয়ের কথা পরে বলব। এখন ...

বাউরজান মমিশ-উলি বলল, 'এখন, দাঁড়ি টেনে লিখতে পারেন, প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।'



দ্বিতীয় খণ্ড

লড়াইয়ের সন্ধিক্ষণে

সৈন্য হওয়া সহজ কথা নয়। সৈন্যদের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা বজায় রাখাও কম্যাণ্ডারের পক্ষে কম কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এসবের চেয়েও কঠিন হল লড়াই করা।

'গল্পের যে অংশে এখন এসে পড়েছি,' বাউরজান মমিশ-উলি বলল, 'সেখানে আরো অনেক বেশি যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন। এতক্ষণ পর্যন্ত চলছিল সৈন্যদের ট্রেনিংএর পর্ব। এবার এসে পড়েছি আসল লড়াইয়ে।'

বাউরজান মমিশ-উলি বলে চলল, ১৯৪১ সালের ১৬ই অক্টোবর আমার ডাগ-আউটে একটা ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছি, মস্কো থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে। একটা ব্যাটেলিয়নের নেতৃত্বের ভার আমার উপর।

দূর থেকে কানে আসছে কামানের গর্জন আর আওয়াজ; একেকবার সে গর্জন তুমুল হয়ে ওঠে, একেক সময় আবার মিলিয়ে যায়। আওয়াজ আমাদের বাঁ দিক থেকে আসছে বলে মনে হল, বার থেকে পনের মাইল দূরে। আমাদের ডিভিশনের বাঁ পাশটা ভেদ করে ঢোকার জন্য জার্মানিরা ট্যাংক আক্রমণ সুরু করেছিল। একথা অবশ্য পরে জেনেছিলাম।

আমার ব্যাটেলিয়নের এলাকায় কিন্তু সবকিছু চুপচাপ। তথাকথিত ভলকলামস্ক প্রতিরক্ষা অঞ্চলের মাঝখানে আছি আমরা। আমাদের এ ফ্রণ্টের দিকে শত্রুদের আসার কোন চিহ্নই নেই।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি।

ব্যাটম্যান সিন্‌চেংকোকে আর সহ্য হচ্ছিল না -- ও ছাড়া ব্যাটেলিয়নের আর কাউকে আমি আমার কথার উপর কথা বলতে দিই না। প্রথমে স্নানের জন্য গরম জল, তারপরেই আবার খাবার ডাক ...

'পরে হবে ... এখন আমায় জ্বালিও না!'

'সারাক্ষণ খালি: "জ্বালিও না, জালিও না," এর মানে কী? সারাদিন তো একটা কাজও করেননি।'

'ভাবছি। বুঝেছ? ভা-বছি!'

'অত সব ভাবনা কি কেউ সত্যিই ভাবতে পারে?'

'খুব পারে। আমার বোকামির জন্যে যদি মারা পড়, তবে তোমার বউকে গিয়ে বলব কী? আর তুমি তো একা নও। ভেবে দেখতে হবে বইকি।'

আপনিও হয়ত ভাবছেন — ঐ সময়ে যখন যে কোন মুহূর্তে লড়াই সুরু হতে পারে তখন ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের পক্ষে সত্যিই কিছু একটা করা উচিত। টেলিফোনে কথা বলা, নিচের অফিসারদের ডেকে পাঠান, ব্যূহের সব সেক্‌টর ঘুরে দেখা, অর্ডার দেওয়া — কিছু একটা করা। কিন্তু আমাদের জেনারেল, ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভ বার বার করে বলেছেন, কম্যাণ্ডারের প্রধান কাজ হল ভাবা, ভেবে দেখা, ভেবে বার করা।

২

পনেরই রাত্তিরে আমাদের একশ সৈন্য প্রায় চোদ্দ মাইল দূরে শত্রুদের উপর চড়াও হয়। তারা ফিরেও আসে জয়ী হয়ে। একথা আপনাকে আগেই বলেছি।

প্রথম সাফল্যের ফলে সৈন্যদের মনের অদ্ভুত পরিবর্তন হয়, সারা ব্যাটেলিয়নই একেবারে নতুন হয়ে ওঠে।

কিন্তু তারপর?

আমাদের সাহসের ফলে স্ট্র্যাটেজিক পরিস্থিতির অবশ্য কোন পরিবর্তনই হয়নি। তালগার রেজিমেণ্টের আমরা সাতশ সৈন্য মস্কোর প্রবেশ মুখের পাঁচ মাইল জায়গা তখনো ধরে রেখেছি। জার্মান ডিভিশনগুলি ঐদিকেই ক্রমশ জমায়েৎ হয়ে আসছে।

সে সময়ে দ্ব তিন দিন ধরে একটা কথাই আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছিল।

আমায় যখন এই এলাকার ভার দেওয়া হল, তখন জানতেও পারিনি যে এই পাঁচ মাইল জায়গায় শত্রুকে ঠেকাবার জন্য একটামাত্র ব্যাটেলিয়ন রাখা হবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাদের পিছনে লাল ফৌজের দ্বিতীয়, এমনকি হয়ত তৃতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহ থাকবে। ভেবেছিলাম প্রথম ধাক্কাটা ঠেকিয়ে, শত্রুদের কিছুক্ষণের জন্য অচল করে রেখে আমরাও পিছিয়ে এসে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেব।

কিন্তু এর দ্ব একদিন আগেই খবর পেলাম জার্মানরা ভিয়াজ্‌মার কাছে ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে এসেছে। দলে দলে জার্মান বাহিনী একেবারে আমাদের সেক্‌টরের সামনেই এসে গেছে। আরো শুনলাম আমাদের পিছনে কোন দ্বিতীয় ব্যূহ নেই। ভলকলাম্‌স্ক আর মস্কোয় ঢোকার সোজা রাস্তা ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়ককে রক্ষা করার জন্য আমাদের এই একটি ডিভিশনই কেবল রয়েছে। তার সাহায্যের জন্য আছে মাত্র কয়েকটা ট্যাংকবিধ্বংসী আর্টিলারি রেজিমেণ্ট। এই ডিভিশনকে প্রসারিত হয়ে যেতে হয়েছে বহু মাইল দীর্ঘ এক ফ্রণ্ট বরাবর।

যুদ্ধের পরিস্থিতি তখন এই। লাল ফৌজের তখন কাজ হল ছোট ছোট সৈন্যদল দিয়ে মস্কোর বাইরে শত্রুকে রোখা, যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন সৈন্যদল আসে ততক্ষণ আটকে রাখা।

৩

দেশের প্রয়োজন ... দেশের দাবী এ জাতীয় কথা এড়িয়ে চলতে চাই। দেশকে ভালবাসার ব্যাপারে বেশি বাগাড়ম্বর করতে চাই না।

আমাদের এই সমাজতন্ত্রী দেশটা কী, যে দেশে বাস করছি যাকে রক্ষা করছি সেটা কেমন দেশ এ ব্যাপারে আমার অনুভূতি যে আপনার চেয়ে কম তীব্র নয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন।

সেই সব দিনগুলোয় আমার সমস্ত প্রেম ভালবাসা আবেগ একটি

জিনিসে সংহত। আমাদের ব্যাটেলিয়নের উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ করা। ব্যূহ রক্ষা করা।

ক্যাম্প-খাটে শুয়ে শুয়ে আমি মনে মনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শত্রু মাঝখানের ন-দশ মাইলের 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যান্ড' অবাধে পার হয়ে রুজার তীরে আমাদের ট্রেঞ্চের কাছে এসে যাবে। আমাদের কাছ থেকে বাধা পাবে। আমাদের প্রতিরক্ষার ঘাঁটিগুলোকে আবিষ্কার করে তারা বনের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছে মত একটা জায়গায় রাত্তিরের আড়ালে একটা হানাদার দল জমাবে। আর্টিলারিকে নিয়ে আসবে। তারপর এক চোট প্রাথমিক গোলাবর্ষণের পর তাদের অভ্যস্ত কৌশল প্রয়োগ করে আধমাইলটাক একটা, সংকীর্ণ ফ্রণ্টে কীলকের আকারে ভেদ করার চেষ্টা করবে। অথচ এদিকে আমাদের ব্যাটেলিয়নের ফ্রণ্টে প্রতি এক হাজার গজে আছে মাত্র একটি করে রাইফেল প্লেটুন আর মেশিনগান সেকশন।

রিজার্ভও আমার কিছু নেই। জায়গার দূরত্বটা হিসাব করে দেখলাম অন্যান্য সেক্‌টর থেকে সৈন্যরা এই অজানা ভেদ-স্থলের কাছে এসে পৌঁছবার আগেই জার্মানরা দ্রুতবেগে হঠাৎ আক্রমণের ফলে আমাদের ব্যূহ ভেঙে ফেলতে পারবে।

জার্মান আক্রমণকারী দলের কম্যাণ্ডারের জায়গায় যদি আমি থাকতাম তাহলে ব্যূহ ভাঙার জন্য কোন অংশটা বেছে নিতাম, সেটা কি ভেবে দেখা যায় না? কিন্তু শত্রুও তো আর বোকা নয়, আমি যখন ওর হয়ে ভাবব ও ব্যাটা তখন আমার হয়ে ভাববে।

স্বভাবতই আমার চিন্তাধারাটা সহজেই আন্দাজ করে সে তখন আমায় বোকা বানিয়ে ছাড়বে। প্রথমে একজায়গায় আক্রমণ করবে। আমি অমনি সমস্ত কম্পানি আর মর্টার কামান নিয়ে সেদিকে ছুটব। সেই ফাঁকে আরেক দল হয়ত ব্যূহের অরক্ষিত অংশ ভেঙে ঢুকে পড়বে।

হয়ত এই মুহূর্তেই মাইল বার দূর থেকেই শত্রুপক্ষ আমার চিন্তাধারা আঁচ করে হাসছে।

আমাদের সামনে জমায়েৎ করা জার্মান সৈন্যদলের কম্যাণ্ডারের চেহারাটা একবার মনে মনে দেখে নিলাম। উদ্ধত হিটলারী কম্যাণ্ডারটির

গালদুটো চকচকে করে কামান। গায়ে কর্ণেলের সাজ, জেনারেলেরও হতে পারে।

আমাদের পাঁচ মাইল ছড়ান ব্যাটেলিয়নের বিরুদ্ধে সে প্রায় একটা গোটা ডিভিশনই নিয়ে আসছে। আজ যদি পুরো ডিভিশন নাও থাকে কাল কিম্বা পরশু পশ্চাদবাহিনী থেকে আরো সৈন্য এসে তা পুরিয়ে দেবে। এই জার্মান কম্যাণ্ডারকে হারাতেই হবে। হারাতে হবে বুদ্ধির নীরব যুদ্ধে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কল্পিত জার্মান কম্যাণ্ডারের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। চেষ্টা করলাম তার মনের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করার, জানতে চাইলাম কী তার মতলব, কী তার পরিকল্পনা। আর নিজেকে বলতে লাগলাম: লোকটিকে নির্বোধ মনে কর না, বাউরজান।

কিন্তু যে চোখদুটো আমি দেখতে পাচ্ছি – তীক্ষ্ণ, নির্মম বয়স্ক চোখ, যুদ্ধের উন্মাদনায় তা জ্বলে ওঠে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিপুল উৎসাহে ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করে চলে, – সে চোখদুটিতে এখন বুদ্ধির দীপ্তির একান্ত অভাব। এই জার্মান কর্ণেল বা জেনারেলটির আমার প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। মস্কোর প্রবেশ মুখে পাঁচ মাইল ফ্রণ্টে যে কয়েক শ' লাল ফৌজের লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রতি তার অপার তাচ্ছিল্য। তার একঘেয়ে লাগছে কারণ তার ধারণা অনুযায়ী প্রাচ্যের যুদ্ধ এর মধ্যেই জয় করা হয়ে গেছে, মস্কোর রাস্তা খোলা। আমাদের সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়, তাই আমাদের মত লোকেদের নিয়ে সে মাথা ঘামাতে চায় না।

কিন্তু হয়ত বা ভুল হচ্ছে। লাল ফৌজের সীমান্ত ইউনিটদের বীর-প্রতিরোধে, স্মলেনস্কের রক্ষা-যুদ্ধে, ওদেসা আর লেনিনগ্রাদের প্রতিরক্ষায় বাধ্য হয়ে জার্মান কম্যাণ্ডারকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। হয়ত আমাদের নিশীথ আক্রমণ, আমাদের চ্যালেঞ্জ তাকে বুঝিয়ে ছেড়েছে মস্কোর পথে সাংঘাতিক লড়াই আসন্ন।

কিন্তু তা প্রায় অসম্ভব . . বিজয়ী কম্যাণ্ডার সে। চার মাসের মধ্যেই হিটলারের আর্মি নিয়ে শ শ মাইল পার হয়ে সীমান্ত থেকে এসে পেঁাছেছে মস্কোর অঞ্চলে, ভিয়াজ্‌মার যে যুদ্ধে আমাদের কেন্দ্রীয় ফ্রণ্ট ভেঙে যায় সেখানে সেই হয়ত একটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডার ছিল।

মনে তার দৃঢ়বিশ্বাস কয়েকদিনের মধ্যেই সে তার মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরবে মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় চকে চকে। আমাদের সেই একশ লোকের নিশীথ অভিযান তো তার কাছে একটা খাপছাড়া ঝামেলা মাত্র, নিতান্ত একটা গেরিলা আক্রমণ। অমন তো আরো অনেক হবে। গেস্টাপো আর ফীল্ড পুলিশরাই তাদের সায়েস্তা করার পক্ষে যথেষ্ট।

কেন জানি মনে হতে লাগল জার্মান কম্যাণ্ডারের মনের খবরটা ঠিক ধরতে পেরেছি। হঠাৎ ভীষণ রাগ হল. আমাদের তাচ্ছিল্য করতে চাও? বড্ডো অধৈর্য হয়ে উঠেছ, বটে? দাঁড়াও, তোমায় মজা দেখিয়ে ছাড়ব! এবং ইতিমধ্যে ...

ইতিমধ্যে জার্মান কম্যাণ্ডারের ছক বাঁধা কিছু রুটিন আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। 'পেশাদার বিজয়ী' কম্যাণ্ডার তো আর আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তার আক্রমণ পদ্ধতি আমাদের ভালো করেই জানা। দশ বার মাইল অরক্ষিত জায়গা পার হয়ে আমাদের আগু-ঘাঁটিগুলো হটিয়ে দেবে। তারপর .. তারপর আমার মুখ আবার গোমড়া হয়ে গেল। শত্রুর মস্তিষ্কের কুঠরিতে প্রবেশ করলেও বেশি দূর এগোতে পারিনি: বলতে গেলে যেখান থেকে সুরু করেছিলাম পাক খেয়ে আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।

৪

বলেছি জার্মানদের ছক বাঁধা রুটিন আক্রমণ আমার জানা। কিন্তু সত্যিই কি জানি?

যুদ্ধের যেটুকু জানি তা শিখেছি নানারকম বইপত্তর, পাঠ্যপুস্তক, ট্রেনিং ম্যানুয়েল পড়ে, যুদ্ধে যারা যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে। নানারকম অনুশীলনে আমি যোগ দিয়েছি। সৈন্যদের শিখিয়ে পড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তবু যুদ্ধের রহস্য এখনো আমার কাছে গোপন। যুদ্ধে যারা নিজে হাতে অংশ নেয়নি তাদের প্রত্যেকেরই অজানা।

পোল্যাণ্ড আর ফ্রান্সে হিটলারী যোদ্ধারা তাদের রণকৌশলের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যূহ নানা জায়গায় ভেদ করে জার্মানরা ট্যাংক,

ট্রাক আর মোটর সাইকেল নিয়ে দ্রুতবেগে এগোতে থাকে, তারপর আবদ্ধ, বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দলের প্রতিরোধ শেষ করে দেয়। আমাদের দেশেও ঐ এক কায়দাই তারা চালাবার চেষ্টা করছে।

নিজের মনে ভাবতে ভাবতেও আমি 'হটিয়ে দেওয়া', 'ভেদ করা', 'ধ্বংস করা' প্রভৃতি বস্তাপচা শব্দগুলো ব্যবহার করছিলাম ... কিন্তু এসব বলতে আসলে কী বোঝায়? 'ধ্বংস করা'র মানেটা কী? কী করে ব্যাপারটা ঘটে?

ম্যাপের দিকে না তাকিয়েই — ম্যাপ আমার মুখস্থ — মন্থরগতি রুজার আঁকাবাঁকা সরু তীরদুটো চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখতে পেলাম সেই তীরে আমাদের মেশিনগানের আস্তানা আর সৈন্যদের ট্রেঞ্চগুলো। এর পিছনে, বনের ভিতর, আমাদের ব্যাটেলিয়নের আটটা কামান লুকনো রয়েছে। সামনে, নদীতীর ধরে ট্যাংক-আটকান খাড়াই, মিলিটারী ভাষায় 'এস্‌কার্পমেণ্ট'।

আমার দৃষ্টি নদী পার হয়ে আরো দূরে শত্রুপক্ষের কাছে এগিয়ে গেল। আমাদের সৈন্যরা আগেই ছেড়ে দিয়ে সরে এসেছে কিন্তু হিটলারী সেনারা এখনো দখল করেনি মাঝখানের যে সরু ফালি তার প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার চোখে পড়ল। জার্মানদের ঘাঁটিগুলো থেকে আমাদের ট্রেঞ্চে আসার রাস্তাগুলোও দেখতে পেলাম। নালা আর বন চোখের সামনে ভেসে উঠল — লুকবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। জার্মানরা ঐ সব খোয়াই আর বনজঙ্গল অবাধে পার হয়ে চলে আসছে· একথা কল্পনা করতেও আমার বুক ব্যথিয়ে উঠল। এখনো আমরা ঐ বনগুলোয় গিয়ে পেঁৗছতে পারি। দলকে দল কম্পানিগুলো ওখানে লুকিয়ে থাকতে পারে।

ঝোপের আড়াল থেকে, মার্চের সময় শত্রু বাহিনীর পিছনে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা মনে হল। শত্রু তবে সামনে পিছনে দুদিক থেকেই আক্রান্ত হবে।

এগিয়ে যাওয়া শত্রুর উপর হঠাৎ প্রতি-আক্রমণ চালানর মৎলবটা মাথায় এল, কিন্তু কাদের নিয়ে আক্রমণ করব? ব্যাটেলিয়নকে তার সুরক্ষিত ঘাঁটির বাইরে নিয়ে আসা কি উচিত হবে?

জেনারেল পানফিলভ শেষবার যখন এসেছিলেন, তখন সুযোগ পেলে প্রতি-আক্রমণ চালাবার কথা বারবার বলে গেছেন।

কিন্তু পাঁচ মাইল লম্বা ব্যূহতে আমার তো মাত্র সাতশটি সৈন্য সম্বল। পুরো ব্যাটেলিয়নটাকে সরান সম্ভব নয়, সেক্‌টরটাকেও অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে যাওয়া যায় না। হাতে যথেষ্ট সৈন্য না থাকলে কম্যাণ্ডারের যে কী রকম হতাশ লাগে তা আপনাকে বোঝাই কী করে ...

শত্রুর হয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলাম আমার ব্যাটেলিয়নের ব্যূহ তারা অনেক জায়গাতেই ভেঙে ফেলতে পারে। কিন্তু আমার নিজের মাথায় কোনো প্ল্যান এল না, এই ভাঙন যে কী করে ঠেকান যায় তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না।

ভাবতে ভাবতে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়লাম। সারা শরীর ব্যথায় টন টন করতে লাগল যেন কারো হাতে ভীষণ মার খেয়েছি।

৫

সন্ধ্যাবেলা আদেশ এল পরদিন সকাল পাঁচটায় আমাদের ঠিক বাঁয়েই প্রতিবেশী ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ড-পোস্টে হাজির হতে হবে।

পানফিলভের সঙ্গে একঘণ্টা

১

ঘোড়ায় চড়ে রওনা হলাম আমাদের বাঁ দিকের প্রতিবেশীর উদ্দেশে।

বাঁ দিকে, কথাটা লিখতে ভুলবেন না। আমাদের সৈন্য সংস্থানের একটা মোটামুটি স্পষ্ট ছবি আপনাকে দিতে চাই। রুজার তীরে সাজান আমাদের ব্যাটেলিয়নের ব্যূহটি আরেকবার মনে মনে দেখে নিন। শত্রুর দিকে মুখ করে দাঁড়ান। ঘটনাগুলো কোথায় ঘটছে তা ভাল করে বুঝতে হবে। কোনটা ঘটছে সামনে, ব্যাটেলিয়নের ব্যূহের সামনে, কোনটা ঘটছে ডাইনে, কোনটা বা বাঁয়ে। ডাইনে বাঁয়ে অন্য ব্যাটেলিয়নগুলোও আমাদেরই মত, রক্ষা করছে একই রকম সেক্‌টর!

শীত সেবার অস্বাভাবিক রকম আগেই এসে পড়েছে। অক্টোবরে

এরকম আবহাওয়া দেখা যায় না। দু এক সপ্তাহ এমন বরফ পড়েছে, স্লেজ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। তারপর আবার আবহাওয়া বদলে গেল। শীত কেটে গিয়ে হেমন্তের জল-কাদা আবার ফিরে এল। অন্ধকার রাত, চাঁদের দেখা নেই।

পাছে অন্ধকারে ঘোড়াটোড়া শুদ্ধ গর্তে পড়ে যাই, তাই তীর ধরে না গিয়ে গ্রামের রাস্তা ধরে অনেকটা ঘুরে গেলাম।

লিসাংকার পক্ষে এপথ দিয়ে হেঁটে যাওয়াও কষ্টকর। মাথা নেড়ে নেড়ে সে কাদার ভিতর দিয়ে থপ্ থপ্ করে চলতে লাগল। আমি তার পিঠে বসে সেই আগের কথাই ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ দেখলাম আরো লোকজন ঐ দিকেই চলেছে। চমকে উঠে খাড়া হয়ে বসলাম। এরা কারা? নতুন সৈন্যদল নাকি? সাহায্যের জন্য? থেকে থেকেই টর্চের আলো ফেলে তাদের দেখতে লাগলাম।

কারা এরা? কোন বাহিনীর পিছিয়ে পড়া সৈন্য নাকি? কখনো দুজন দুজন, কখনো তিন তিনজন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। মাথার উপরে গ্রাউন্ডশীট ধরা। ঝিরঝিরে বৃষ্টির হাত থেকে কাঁধগুলোকে বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। কাঁধে ঝোলান রাইফেলের নলটা চোখে পড়ে। একজন আমায় জিজ্ঞেস করল:

'সিপুনভো আর কতদূরে, কমরেড কম্যাণ্ডার?'

সে লোকটিকেই জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে আসছে, কী তাদের পরিচয়। শুনলাম একটা রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন ঐ রাত্তিরেই ভলকলাম্স্ক থেকে এই পথ দিয়ে মার্চ করেছে, এরা পিছিয়ে পড়েছে।

আরেক জায়গায় আরেকজন আবার জিজ্ঞেস করল সিপুনভো কতদূরে। জবাব দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুক্ষণের জন্য পথে আর কোন জনমানবের সাড়া পেলাম না। চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। রাত নামতে দূরের কামানের আওয়াজ থেমে গেছে।

তারপর হঠাৎ আবার দেখতে পেলাম কে যেন আমার সামনেই কাদার ভিতর দিয়ে পা টেনে টেনে চলেছে। আরো অনেকে রয়েছে দলে। সবাই পাশাপাশি দুই দুই বা তিন তিন করে হেঁটে চলেছে। নতুন বাহিনী আমাদের সাহায্যে আসছে বলে খুসি হলাম ... কিন্তু ব্যাটাদের মার্চ

করার কী ছিরি! পানফিলভ আমাদের যে ট্রেনিং দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ অভাব এদের মধ্যে। আমাদের সৈন্যরা কখনো এদের মত পিছিয়ে পড়ে থাকে না।

লিসাংকা হঠাৎ চিঁহি করে ডেকে উঠল। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম কাদার ভিতর একটা ঘোড়াটানা গাড়ি প্রায় চাকাটাকাসুদ্ধ আটকে গেছে। ঘোড়াটা মরে গেছে। গাড়োয়ান ভিজে একশা।

মিনিটখানেক পরেই রাস্তার এক পাশে সিগারেটের আগুন দেখা গেল। কয়েকজন লোক রাস্তার ধারে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। ক্লান্তিতে তারা ভেঙে পড়েছে। গায়ে হাতে পায় প্রচণ্ড ব্যথা, তাই বৃষ্টিতেও কিছু এসে যাচ্ছে না।

চারিদিক থেকে একই প্রশ্ন· 'সিপুনভো আর কতদূর?'

আমিও ঐ একই দিকে চলেছি। সিপুনভো গ্রামের কাছে একটা বনের ভিতরে আমাদের পাশের ব্যাটেলিয়নের কম্যাণ্ড-পোস্ট।

২

কম্যাণ্ড-পোস্টে পেঁছে ভেজা সিঁড়ি বেয়ে হেডকোয়ার্টারের ডাগ-আউটের ভিতরে ঢুকলাম।

'এই যে কমরেড মমিশ-উলি, আসুন, আসুন . .'

কানে পেঁছিল জেনারেল ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভের পরিচিত ভাঙা গলা।

পানফিলভ ছোট লৌহ চুল্লীর কাছে বসে তাঁর বুট জোড়া খুলছিলেন। একটা ইতিমধ্যেই খোলা হয়ে গেছে। ছোট্ট ময়লা রঙের পাটাকে গনগনে লাল চুল্লীর কাছে তুলে ধরেছেন। একটি অল্পবয়সী লালগাল লেফটেনাণ্ট তাঁর কাছে বসেছিল। পানফিলভের এডিকোং সে। আরেক কোণে বসেছিল আমার অপরিচিত এক ক্যাপ্টেন।

তাড়াতাড়ি এটেনশন হয়ে রিপোর্ট করলাম। পানফিলভ তাঁর ঘড়িটা বের করে দেখে নিলেন।

'কোট টোট খুলে আগুনের কাছে এসে বসুন।'

তারপর একদিক ভেজা চাদরটা বিছিয়ে দিয়ে শুকনো দিকটায় পা

ফেলে তাড়াতাড়ি সুকৌশলে পাটা জড়িয়ে ফেললেন। বুট জোড়াও পরে নিলেন।

মামুলী খাকি রঙের তারা লাগান তাঁর ভেজা আর্মিকোটটা চুল্লীর কাছেই শুকোচ্ছিল। বোঝা যায় নতুন ইউনিটটার হাজিরা নিচ্ছিলেন। সারা সেক্টর ঘুরে বেড়িয়েছেন। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টির মধ্যে থাকতে হয়েছে। খুব সম্ভব সারা রাত এক ফোঁটাও ঘুমননি। তবু তাঁর প্রৌঢ় বলি রেখাঙ্কিত, ছাঁটা কালো গোঁফওয়ালা গাঢ় রঙের মুখটিতে এতটুকু ক্লান্তির ছাপ নেই।

পানফিলভ চোখদুটো কুঁচকে হেসে বললেন, 'আমাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন, কমরেড মমিশ-উলি ?'

তাঁর সেই শান্ত, বন্ধুত্বপূর্ণ গলার স্বর আর ধূর্ত চাউনি সেই মুহূর্তে কী ভালই যে লেগেছিল তা কী বলব। হঠাৎ আমার মনে হল আমি মোটেই একা পড়েনিই। আমি কখনো যুদ্ধে যাইনি, যুদ্ধের যে রহস্য আমার জানা নেই, শত্রু পক্ষের তা কিছু পরিমাণে অন্তত জানা আছে। অথচ আমাকেই কি একা এই শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে? না, তা তো নয়। আমাদের জেনারেল জানেন যুদ্ধের সেই রহস্য। গত বিশ্বযুদ্ধে তিনি লড়েছেন সৈন্য হিসেবে। বিপ্লবের পর ক্রমে ক্রমে ব্যাটেলিয়ন, রেজিমেণ্ট আর ডিভিশনের নেতৃত্ব করে এসেছেন।

পানফিলভ বললেন, 'দিয়েছি ওদের হটিয়ে।' তারপর ঠাট্টাচ্ছলে যোগ করলেন, 'কিন্তু বেশ ভয় পেয়েছিলাম। তবে সেটা কাউকে বলে দেবেন না যেন, কমরেড মমিশ-উলি। ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়েছিল ট্যাংক . এই ছেলেটি,' এডিকোংকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গেই ছিল। এও কিছু দেখেছে। কমরেড মমিশ-উলিকে বলে দাও কেমন হল লড়াইটা!'

এডিকোং লাফ মেরে দাঁড়িয়ে উঠল।

ছেলেটি সোৎসাহে বলল, 'একেবারে মুখোমুখি, হেড-অন লড়াইয়ে নামি, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কালো বাঁকা ভুরুদুটো তুলে বললেন: 'হেড-অন? না হে, না। বুলেট কেন, যে কোন ধারাল জিনিসের

মুখেই মাথাটি অতি সহজে খোয়া যায়। "হেড-অন্" কে বলল। ইউনিফর্ম শোভিত এরকম এক ছোকরার উপর কম্পানির ভার দিলে তো দেখছি সে সত্যিই সবাইকে নিয়ে সরাসরি হেড-অন ট্যাংকের উপর গিয়ে পড়বে। আমরা বাপু মাথা দিয়ে গুঁতোইনি, গুলি ছুঁড়েছি, কামান নিয়ে লড়েছি। তা বোঝনি?'

এডিকোংটি সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা মেনে নিল। পানফিলভ কিন্তু আগের মতই খোঁচা দিয়ে বলে চললেন.

'হেড-অন যাও. গিয়ে দেখে এস. ঘোড়াগুলোকে খাওয়ান হচ্ছে কিনা . ওদের বল আধঘণ্টার মধ্যে জিনটিন পরিয়ে ঘোড়া তৈরী রাখতে।'

এডিকোং মুষড়ে গিয়ে স্যালুট করে বেরিয়ে গেল।

পানফিলভ শান্তভাবে বললেন. 'এখনো বাচ্চা!'

তারপর টেবিলের উপর আঙুলের ঠেকা দিতে দিতে প্রথমে আমার দিকে পরে সেই অচেনা ক্যাপ্টেনটির দিকে তাকালেন।

বললেন. 'ইনফ্যাণ্ট্রির মাথা দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না। বিশেষ করে এখন। মস্কোয় আমাদের খুব বেশি সৈন্য নেই। তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

খুব মন দিয়ে জেনারেলের কথা শুনছিলাম। তাঁর কথার ভিতরে আমার মনের প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় কিনা তাই দেখছিলাম। কিন্তু এপর্যন্ত কিছুই পেলাম না।

তারপর একটু থেমে আমায় বললেন·

'ওদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে. কথা বলে নয়. যুদ্ধ করে গুলি গোলা দেগে।'

৩

'আপনার একজন নতুন প্রতিবেশী এসেছেন. কমরেড মমিশ-উলি। ইনি ক্যাপ্টেন. শিলভ।'

ক্যাপ্টেন শিলভ টেবিলের কাছে দাঁড়িয়েছিল। লম্বা লোকটি। শরীরটি বেশ পুষ্ট। র‍্যাংকের তুলনায় বেশ অল্পবয়স। দেখে সাতাশ মনে হয়। পানফিলভের দলের লোকেদের কান ঢাকা ফারের টুপির বদলে

তাঁর মাথায় লাল ফিতে লাগান খাকি ইনফ্যাণ্ট্রি টুপি। এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি।

ঊর্ধ্বতন অফিসার কিছু বলতে বললে পরেই মুখ খুলব তার আগে নয় -- তাঁর এই অভ্যাস দেখে বোঝা গেল লোকটি নিয়মিত আর্মি-অফিসার। তাঁর পোষাক আর চালচলনেও একথার সমর্থন পাওয়া গেল। আমরা দুজনে দুজনকে নমস্কার জানালাম।

পানফিলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি রাস্তা দিয়ে এলেন, কমরেড মমিশ-উলি?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

'অনেক পিছিয়ে পড়া দল দেখলেন, তাই না?'

'অনেক।'

'হ্‌ম্‌!..' পানফিলভের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে তাকালেন। শিলভ লাল হয়ে চট করে উঠে দাঁড়াল। পানফিলভ কিন্তু তাকে বকলেন না:

'আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি ক্যাপ্টেন। কে না কে ওদের ট্রেনিং দিল, ড্রিল করাল এখন তার ঝক্কি পোয়াতে হবে ক্যাপ্টেন শিলভকে। তাই না?'

পানফিলভ হাসলেন, শিলভও এতক্ষণে ভারমুক্ত বোধ করল।

'না, কমরেড মেজর-জেনারেল, তা ভাবছি না।'

'তা নয়?'

জেনারেল বোঁ করে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরে গেলেন, চোখে তাঁর কৌতূহলের ঝলক।

শিলভ ধীর কণ্ঠে বললেন, 'কমরেড মেজর-জেনারেল, আমি নিজের কথা ভাবছি না। আমার ভয় হচ্ছে ওদেরই শেষকালে এর দাম দিতে হবে। আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি গিয়ে এর একটা বিহিত করে আসি।'

'কী করবেন শুনি, পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের ধমকা-ধমকি?'

'না, কমরেড মেজর-জেনারেল, অফিসারদের এক হাত নেব, দেখব কাদের একটু ডাব্‌ল্‌ ডোজ দিতে হবে।

পানফিলভ হেসে উঠলেন।

'সাবাস!'

'যেতে পারি?'

'একটু দাঁড়ান।'

একটুখানি ভেবে নিয়ে পানফিলভ আবার বললেন:

'কমরেড মমিশ-উলি, এই আপনার নতুন প্রতিবেশী। একটু দুর্বল গোছের ব্যাটেলিয়ন। ভাল ট্রেনিং পায়নি। তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড মেজর-জেনারেল।'

পানফিলভ জানালেন, ভলকলাম্‌স্কের একটা রিজার্ভ ব্যাটেলিয়নকে আমাদের ডিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েকদিন হল ক্যাপ্টেন শিলভ তার কম্যাণ্ডের ভার নিয়েছেন।

পানফিলভ বললেন, 'আগের কম্যাণ্ডারকে সরিয়ে দিতে হল। সৈন্যদের প্রতি দরদের আধিক্যে সে তাদের নষ্ট করেছে। বোকাটা! সৈন্যদের করুণা করা মানে ওদের ছেড়ে দেওয়া নয়! কথাটা বুঝতে পারলেন, ক্যাপ্টেন?'

'ওকথা আমি জানি, কমরেড মেজর-জেনারেল।'

পানফিলভ কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তরুণ শিলভের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন:

'কমরেড মমিশ-উলি, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কারণ ..'

আমি কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম .. কিন্তু তেমন কিছু কথা হল না। বললেন শিলভকে আর আমাকে একসঙ্গে আমাদের দুই ব্যাটেলিয়নের জোড়ের জায়গা আর মাঝখানের ফাঁকটা দেখতে হবে।

'জোড়ের ফাঁক দিয়ে শত্রু ঢুকলে আপনাদের এক হয়ে তাকে পিষে মারতে হবে। তার জন্যে তৈরী থাকুন। যোগাযোগ রাখা, বা সঙ্গে সঙ্গে মিলিত আক্রমণের সব ব্যবস্থা নিজেরাই ঠিক করে নেবেন। বিপদে পড়লে যেন কেউ কাউকে না ফেলে পালায়।'

ক্যাপ্টেনের দিকে আরেকবার অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকিয়ে পানফিলভ তাকে যাবার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু আমার মাথায় তখনো সেই আগেকার সমস্যাই ঘুরছে। 'এক

হয়ে ওদের পিষে মারতে হবে!' কিন্তু কেমন করে? কোন সৈন্যদল দিয়ে? সৈন্যদের কি ট্রেঞ্চ থেকে বের করিয়ে আনব? ফ্রন্ট আলগা ফেলে রাখব? তারপর শত্রু যদি একই সঙ্গে আরেক জায়গায় আক্রমণ করে তখন? 'এক হয়ে ওদের পিষে মারতে হবে!' কিন্তু শত্রুরা তো আমাদের তুলনায় বেশি সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নানা দিক থেকে আমাদেরই পিষে ফেলবে।

পানফিলভের প্রতিটি কথা প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে শুনলাম, কিন্তু যুদ্ধ আর জয়ের গোপন রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

৪

ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেলে পর দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

পানফিলভ ভাবতে ভাবতে বললেন, 'মনে হয় লোকটির মাথাটা খাসা। কিন্তু .. আপনি বলেছেন অনেকে পিছিয়ে পড়েছে। অনেকে?'

'অনেকে, কমরেড জেনারেল।'

'যত খাসা মাথাই হোক, সৈন্যদল যদি ভালভাবে ট্রেনিং না পায় তাহলে বেশ মুশকিলে পড়তে হবে বৈকি।'

মুহূর্তের জন্য পানফিলভকে ক্লান্ত বিষণ্ণ দেখাল। কিন্তু পরমুহূর্তেই আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। বলি চিহ্নের সূক্ষ্ম রেখা জালের মধ্যে থেকে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো ফুর্তিতে চকচক করে উঠল।

'তারপর কমরেড মমিশ-উলি, বলুন আপনার কী বলার আছে ...'

আমাদের সফল নিশীথ অভিযানের কথা সংক্ষেপে জানালাম। পানফিলভ কিন্তু নানা রকম সব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত রিপোর্টের বদলে আলাপেই দাঁড়াল। এ রকম আগেও অনেকবার হয়েছে।

'কমরেড মমিশ-উলি, শিলভকে একথা বলুন। ওকে একটু চাঙ্গা করে দিন ... আমি চাই কাল ও-ও যেন আপনার মত একটা গুঁতো মেরে আসে।'

জেনারেল আমায় অভিনন্দন জানালেন না, 'সাবাস, বাহবা!' কিছুই বললেন না। তবে আরেকভাবে প্রশংসা করলেন আরো সংক্ষেপে।

'কমরেড মমিশ-উলি, জার্মান খেদানর কাজটা তাহলে শিখে ফেলেছেন।'

বিষণ্ণমুখে জবাব দিলাম, 'না, কমরেড জেনারেল, এখনো শিখতে পারিনি।'

পানফিলভ ভুরু তুলে বললেন:

'সে কী রকম?'

'কমরেড জেনারেল, আজ সারাটা দিন একটা কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কিছুই কূল কিনারা করতে পারিনি। শত্রুর জায়গায় যখন নিজেকে দাঁড় করাই তখন বেশ সহজেই জিতে যাই। কিন্তু যখন নিজের কাজের কথা ভাবি তখন কী করে শত্রুকে হারাব, কী করে তাকে হঠাব তার কোন উপায়ই খুঁজে পাই না।'

ভুরু কুঁচকে পানফিলভ কিছুক্ষণ চুপ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আদেশ দিলেন:

'পুরো রিপোর্ট দিন! ম্যাপ বের করুন!'

৫

টেবিলের উপর ম্যাপ বিছিয়ে দিলাম। লাল পেন্সিলে আঁকা আমাদের ব্যূহের লাইনে তখনো কোন আঁচড় লাগেনি, কোথাও ভাঙন ধরেনি। আমার ব্যাটেলিয়নের দুপাশে, পার্শ্ববর্তী ব্যাটেলিয়নগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যূহ। অর্থাৎ এক একজন লোকের একটি করে বাংকার আর মেশিনগান আস্তানার শিথিল সারি। মস্কোকে রক্ষার এই ব্যবস্থা।

স্পষ্ট করেই রিপোর্ট দিলাম। বললাম পুরো অবস্থাটা ভাল করে দেখে আমার হাতে যে সৈন্যদল রয়েছে তাতে আমার ব্যাটেলিয়ন সেক্টরে ভাঙন কী করে যে ঠেকাব তা বুঝতে পারছি না। যে কোন অফিসারই বোঝে একথা বলা মোটেই সহজ না, কিন্তু তবু বললাম। পানফিলভ নিজে কিছু বললেন না, কেবল মাথা নেড়ে আমায় বলে যাবার নির্দেশ দিলেন। আমার সব সমস্যা তাঁকে খুলে জানালাম — একটা প্লেটুনও আমার হাতে রিজার্ভ নেই। হঠাৎ আক্রমণের সময় যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরাল করে তুলব, প্রতি আঘাত হানব তার উপায় নেই।

'নিশ্চয় জানি, কমরেড জেনারেল, আমার ব্যাটেলিয়ন কখনো পিছু হটবে না, প্রয়োজন হলে ঐখানেই দাঁড়িয়ে মরবে, কিন্তু ...'

পানফিলভ বলে উঠলেন, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, মরার জন্যে অত ব্যস্ত কেন। লড়তে শিখুন। কিন্তু যা বলছিলেন বলুন।'

'আরেকটা কথাও আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, কমরেড জেনারেল। বর্তমানে আমাদের আর শত্রুর মাঝখানে একটা দশ মাইলের "নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ড" রয়েছে।'

জায়গাটা ম্যাপে দেখিয়ে দিলাম। পানফিলভ মাথা নাড়লেন।

'কমরেড জেনারেল, এই দশ মাইল জায়গা শত্রুর হাতে অমনি অমনিই তুলে দেব?'

'তুলে দেবেন মানে?'

'কমরেড জেনারেল, দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমাদের বহির্ঘাঁটি হটিয়ে দেবার পর শত্রু দ্রুত এগিয়ে আসবে . '

'হটিয়ে দেওয়া বলতে কী বোঝাতে চান!'

এতক্ষণ পানফিলভ গম্ভীর হয়ে মন দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। কিন্তু এখন হঠাৎ তাঁর মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল। একটু রেগেই আবার বললেন:

'হটিয়ে দেওয়া মানে কী?'

কোন জবাব দিলাম না। একটি কি দুটি সেকশনের বহির্ঘাঁটি, সব শুদ্ধ জন কুড়ি লোক, শত্রুর বিরাট বাহিনীকে তো আর চিরকাল আটকে রাখতে পারে না।

জেনারেল বললেন, 'আশ্চর্য করলেন, কমরেড মমিশ-উলি! হাজার হোক জার্মানদের আপনি তো একচোট পিটিয়ে এসেছেন, তাই না?

'কিন্তু, কমরেড জেনারেল, তখন আমরাই আক্রমণ করেছিলাম .. তাছাড়া রাত্তিরে হঠাৎ চড়াও হয়েছিলাম, ওরা সতর্ক ছিল না ...'

পানফিলভ আবার বললেন, 'আশ্চর্য করলেন। সৈন্যদের যে চুপ করে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা উচিত নয় একথাটা ভেবেছিলাম আপনি জানেন। মৃত্যু হানতে হবে শত্রুদের উপরেই। আক্রমণ করতে হবে। শত্রুকে যদি আপনি খেলাতে না পারেন, তবে শত্রু আপনাকে খেলাবে।

'কিন্তু কোনখানে আক্রমণ করব, কমরেড জেনারেল? আবার সেই সেরেদায়? শত্রু সেখানে এখন নিশ্চয়ই সাবধান হয়ে গেছে।'

'আর এটা কী?'

চট করে একটা পেন্সিল টেনে নিয়ে পানফিলভ ম্যাপের উপর 'নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ডটা' দেখিয়ে দিলেন।

'একটা জিনিস আপনি ঠিক বলেছেন। শত্রু যদি কাছে এসে যায় তবে আমাদের এই সুতোর মত পাৎলা ব্যূহ তাকে আটকাতে পারবে না। কিন্তু তার আগে শত্রুকে তো কাছে আসতে হবে। হটিয়ে দেবার কথা আপনি বলছিলেন . না, কমরেড মমিশ-উলি, এই "নো ম্যান্‌স্‌ ল্যাণ্ডটুকুই" হল লড়াইয়ের জায়গা এইখানেই আপনাকে আগে থেকে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে। আপনার বহির্ঘাঁটিগুলো কোথায় কোথায় রয়েছে দেখিয়ে দিন তো?'

দেখিয়ে দিলাম জার্মানদের ঘাঁটি থেকে আমার ব্যাটেলিয়নের সামনে আসাব দুটো রাস্তা আছে। একটা মেটে রাস্তা, আরেকটা উঁচু পাকা সড়ক। এই দুই পথেই, আমাদের ব্যূহের দুতিন মাইল সামনে, একটা করে বহির্ঘাঁটি রয়েছে। পানফিলভের ভুরু কুঁচকে গেল।

'একেকটা বহির্ঘাঁটিতে কত লোক আছে? অস্ত্রশস্ত্র?'

সব জানালাম।

'তাতে হবে না, কমরেড মমিশ-উলি। এখানে প্লেটুনের শক্তি বাড়িয়ে রাখা উচিত ছিল। হালকা মেশিনগান আরো বাড়ান উচিত। ভারী মেশিনগানের কোন দরকার নেই। হালকা অস্ত্রশস্ত্র এদের দিতে হবে। দ্রুত চলা ফেরার সুবিধা চাই। আপনাকে আরো সাহসী হতে হবে। এদের একেবারে শত্রুর কাছে রাখুন। শত্রু এগোতে সুরু করা মাত্র এরাও গুলি করে আক্রমণ করবে।'

'কিন্তু, কমরেড জেনারেল, জার্মানরা তো এদের দুপাশ দিয়ে হুড় হুড় করে ঢুকে পড়বে।'

পানফিলভ হাসলেন।

'আপনি ভাবছেন, হরিণ যদি যেতে পারে তাহলে একজন সৈন্যও যেতে পারবে। আর সৈন্য যদি যেতে পারে তাহলে একটা গোটা আর্মিও

যেতে পারবে, তাই না। জার্মানদের বেলায় ও কথা খাটবে না। ওদের যুদ্ধের কায়দাটা কী, তা জানেন? একটা মোটর লরী যেখান দিয়ে যাবে পুরো আর্মি'ও সেখান দিয়েই যাবে। এখন রাস্তাই যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে ঐসব মোটর বাহিনী নিয়ে যাবে কোনখান দিয়ে, কোন খানা খন্দ পেরিয়ে?'

'সে ক্ষেত্রে ওরা আমাদের হটিয়ে দেবে '

'হটিয়ে দেবে? তিন চারটে মেশিনগানওয়ালা প্লেটুনকে হটিয়ে দেওয়া মুখের কথা নয়। ছড়িয়ে পড়তে হবে, লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তাতেই দেখবেন অর্ধেক দিন পেরিয়ে যাবে। দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যদি যায় তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু, খবরদার, কিছুতেই ঘিরে ফেলতে দেবেন না। ঠিক সময়টিতে আপনাদের গলে বেরিয়ে আসতে হবে। যেমন ...'

পেন্সিলের একটা হালকা আঁচড়ে পানফিলভ জার্মানদের অধিকৃত গ্রামের একটা পথ আটকে দিলেন। তারপর পেন্সিলটা একপাশে সরে গিয়ে একটা ফাঁসের মত রেখা এঁকে ব্যাটেলিয়ন ব্যূহের কাছাকাছি রাস্তার আরেকটা জায়গায় ফিরে এল। আমার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন দেখছি কিনা, সবকিছু বুঝতে পারছি কিনা। তারপর একটার পর একটা গোল দাগ কেটে এগিয়ে এলেন, ব্যাটেলিয়ন সেক্টরের কাছে।

'দেখছেন তো, ঠিক স্প্রিংএর মত পাক খেয়ে চলেছে। এর ফলে শত্রু কতবার বাধ্য হয়ে আক্রমণে নামবে আর বিফল হবে, বলুন দেখি? তারপর "হের্" শত্রু, এবার আপনি কী বলেন?'

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আমার মাথাতেও ঐ রকম পরিকল্পনাই ছিল। কিন্তু পানফিলভের সঙ্গে কথা বলার আগে প্রতিরক্ষার যে ভাবনা পেয়ে বসেছিল তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি। মনে হয়েছিল ট্রেঞ্চ থেকে সৈন্যদের বাইরে টেনে আনা অন্যায়।

৬

পানফিলভের এডিকোং এল।

'ঘোড়া তৈরী, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ একবার তাঁর ঘড়ির দিকে তাকালেন।

'ভাল. হেডকোয়ার্টারের ওদের ফোন করুন আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই বেরচ্ছি।'

চুল্লীর কাছে শুকতে দেওয়া আর্মিকোটের কলার আর কাঁধদুটো পানফিলভ একবার ছুঁয়ে দেখে নিলেন। তারপর উবু হয়ে বসে পড়ে চুল্লীতে কয়েকটা কাঠিকুটো গুঁজে দিয়ে ঐভাবে মিনিট খানেক রইলেন। এই সব সাধারণ ছোটখাট কাজের মধ্যে দিয়ে আগের বারের মত ফের একটা প্রত্যয়ের ভাব ফুটে উঠল। মনে হল, এ লোকটি লড়াইয়ের জন্য নিজেকে খুব ভালভাবেই প্রস্তুত করেছে, দীর্ঘ দিন ধরে, অতি যত্নে।

তারপর উঠে ম্যাপের কাছে এসে পেন্সিলটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে ম্যাপ দেখতে লাগলেন:

'অবশ্য আসল লড়াইয়ের বেলায় সবকিছু উল্টে পাল্টে যেতে পারে। এখন আমরা যা ভাবছি তা সবই ভেস্তে যেতে পারে। লড়াই তো পেন্সিল আর ম্যাপে করে না, করে মানুষে।'

কথাটা এমনভাবে বললেন যেন নিজের মনে জোরে জোরে ভাবছেন। এটা তাঁর অভ্যাস।

কপালে টোকা মেরে বললেন, 'আপনার ঐ বর্ধিত প্লেটুনগুলোর জন্যে সাহসী বুদ্ধিমান কম্যাণ্ডারদের বেছে নেবেন। এখানে যাদের কিছু আছে তাদের।'

'রাত্তিরের সেই আক্রমণে যারা ছিল, তাদের মধ্যে থেকেই বেছে নেব কি?'

পানফিলভ ভুরু কুঁচকলেন।

'আপনার ব্যাটেলিয়নের ভার আমি নিতে চাই না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। আমার উপর একটা ডিভিশনের ভার আছে। শত্রুর কাছের বহির্ঘাঁটিগুলোকে কোথায় বসাবেন কোন কম্যাণ্ডারদের নেবেন সে সব আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

কিন্তু এক্মিনিট ভেবে নিয়ে আবার বললেন:

'না; যারা একবার ও কাজ করেছে তাদের পাঠিয়ে দরকার নেই। অন্যদের একবার যুদ্ধের স্বাদ দিন। প্রত্যেককেই তো লড়তে হবে। কিন্তু প্রধান কাজটা আপনাকে মনে রাখতে হবে, কমরেড মমিশ-উলি: শত্রুকে

কিছুতেই রাস্তা দিয়ে এগোতে দেবেন না, যে কোন উপায়ে হোক তাকে বাধা দিতেই হবে। আপনার ব্যূহের কাছে তাকে আসতে দেবেন না। এখন শত্রু আপনার কাছ থেকে দশ মাইল দূরে। কোন বাধা না থাকলে এই দশ মাইল কিছুই না। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি বন, প্রত্যেকটি টিলা সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে উঠবে তখন এই দশ মাইল পথই অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে উঠবে।'

ম্যাপটা দেখতে দেখতে পানফিলভ বলে চললেন:

'আরেকটা কথা, কমরেড মমিশ-উলি। ব্যাটেলিয়নের চলৎশক্তি পরীক্ষা করতে হবে। পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে নজর রাখবেন। মুহূর্তের নোটিসেই ঘোড়া আর গাড়িগুলো যাতে তৈরী হয়ে যেতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখবেন . যুদ্ধের সময় কখন কী ঘটে, তা বলা যায় না। আদেশ পাওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে নিয়ে স্থানান্তরিত করতে পারা চাই।'

মনে হল তাঁর কথার মধ্যে একটা কিছু উহ্য রয়ে গেল। এসব আমায় কেন বলছেন? আবার আমি আমার সন্দেহের কথা খোলাখুলিভাবেই বলতে সুরু করলাম।

'কমরেড জেনারেল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'নিশ্চয়। সেই জন্যই তো এই আলোচনা।'

'কমরেড জেনারেল, ঠিক বুঝতে পারছি না, শত্রু শেষ পর্যন্ত তো আমাদের ব্যাটেলিয়ন লাইনের কাছে এসে পড়বেই। আপনি নিজেই বলেছেন জার্মানদের আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। আমাদের ভবিষ্যৎটা কী তাই জানতে চাই। ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার হিসেবে আমায় কিসের জন্যে তৈরী হতে হবে? পিছু হটার জন্যে?'

পানফিলভ আঙুল দিয়ে টেবিল বাজাতে সুরু করলেন। তার মানে কিঞ্চিৎ মুশকিলে পড়েছেন।

'আপনার নিজের কী মনে হয়, কমরেড মমিশ-উলি?'

'আমি তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না, কমরেড জেনারেল।'

একটুখানি ইতস্তত করে পানফিলভ বললেন:

'কমরেড মমিশ-উলি, কম্যান্ডারদের সবসময়ই চরম খারাপের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের কাজ হল রাস্তা আটকান। জার্মানরা যদি

বাধা ভেদ করে এগিয়ে যায় আমাদের সৈন্যরা আবার এসে ওই রাস্তার ওপরেই তাদের বাধা দেবে। সেই কারণেই এখান থেকে একটা ব্যাটেলিয়ন আমি নিয়ে গেছি। আপনার ব্যাটেলিয়নই নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা আটকানোর ভার নিয়েছেন।'

ম্যাপের বুকে সেরেদা — ভলকলামস্ক রাস্তাটি তিনি দেখিয়ে দিলেন। তার উপরেই লাল লাইন দিয়ে আমার ব্যাটেলিয়নটি চিহ্নিত রয়েছে।

'লাইনটা তেমন কিছু নয়, আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই রাস্তাটা, বুঝলেন মমিশ-উলি। দরকার হলে, নির্ভয়ে আপনার সৈন্যদেরও ট্রেঞ্চ থেকে বের করে নেবেন; কিন্তু রাস্তা আপনার দখলে থাকা চাই। বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ আর্মিকোটের কাছে এগিয়ে গেলেন। কোটটা পরতে পরতে বললেন:

'এই ধাঁধাটার উত্তর দিন তো দেখি? এমন একটা জিনিসের নাম করুন যা একই সঙ্গে সবচেয়ে লম্বা আর সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে দ্রুত অথচ সবচেয়ে মন্থর। লোকেরা একেই সবচেয়ে বেশি নষ্ট করে কিন্তু খোয়া গেলে পর এর জন্যেই সবচেয়ে বেশি হায় হায় করে?'

চট করে ধরতে পারলাম না। পানফিলভ তাতে খুসিই হলেন। তাঁর ঘড়িটা বের করে তুলে ধরে বললেন:

'এইটে! সময়! আমাদের এখন কাজ হচ্ছে হাতে সময় পাওয়া। শত্রুর কাছ থেকে সময় কেড়ে নেওয়া। চলুন, আমায় ঘোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন।'

আমরা ডাগ-আউটের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সুরু করলাম।

৭

ভোরের ধূসর আভা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কুয়াশার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে গাছের আবছা ছায়া। একজন আর্দালী ঘোড়া নিয়ে এল। পানফিলভ চারদিকটা দেখে নিলেন।

'শিলভ কোথায়? চলুন একটুখানি হাঁটি, ও ততক্ষণে আমাদের ধরে ফেলবে।'

আমরা হাঁটতে সুরু করলাম। পানফিলভ আমাদের ব্যূহের কাজকমের কথা জিজ্ঞেস করে চললেন। জানালাম, ব্যাটেলিয়ন এখন সংযোগ ট্রেঞ্চ খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত। পানফিলভ মাঝখানেই বলে উঠলেন·

'কী দিয়ে খুঁড়ছেন?'

'কোদাল দিয়ে।'

স্বাভাবিক, শান্ত গলায় পানফিলভ ঠাট্টা করে বললেন, 'কোদাল দিয়ে? মগজ দিয়েও তো খোঁড়া উচিত। অনেক মাটি তুলে জমিয়েছেন নিশ্চয়ই। এখন কী করতে হবে জানেন, কয়েকটা ভুয়ো ট্রেঞ্চ আর ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। বুদ্ধি খাটাতে হবে বুঝেছেন, তবেই শত্রুকে জব্দ করা যাবে।'

আমি তো অবাক। এতক্ষণের আলাপে মনে হয়েছিল প্রতিরক্ষা ব্যূহ ব্যাপারটিকে পানফিলভ তেমন আমল দিতে চান না। কিন্তু এখন দেখা গেল তা মোটেই নয়।

'ভুয়ো ট্রেঞ্চ তৈরী করে রাখব, কমরেড জেনারেল।'

দৌড়তে দৌড়তে ক্যাপ্টেন শিলভ এসে আমাদের ধরলেন।

আমাদের পথটা এসে পড়ল বড় রাস্তার মোড়ে। বছর কুড়ির এক ছোকরা সান্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়েছিল। ধূসর চোখদুটোয় তার বেশ গাম্ভীর্যের ভাব। জেনারেলকে দেখে সে রাইফেলটা হেলিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। সপ্রতিভভাবে না হলেও, বেশ উৎসাহের সঙ্গে।

'কী খবর, সৈনিক?'

ছেলেটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমাদের আর্মিতে 'সৈনিক' সম্বোধনটা তখন প্রচলিত নয়। 'যোদ্ধা' বা 'লাল ফৌজ'ই ব্যবহৃত হয়। ছেলেটি বোধ হয় এই প্রথম 'সৈনিক' সম্বোধন শুনল। তার অপ্রস্তুত ভাবটা লক্ষ্য করে পানফিলভ বললেন:

'সৈনিক খুবই বড় কথা। আমরা সকলেই সৈনিক। যা হোক সবকিছু কেমন চলছে?'

'চমৎকার, কমরেড জেনারেল!'

পানফিলভ নিচের দিকে তাকালেন। সান্ত্রীর মোটা মোটা বুট জোড়ায় কাদা লেগে আছে। মার্চের সময় পথের কাদা ছেলেটির ভিজে পট্টিতে এমনকি তার ওপরেও লেগেছে। কাঠি দিয়ে সে কাদা ঘষে তুলে ফেললেও তার চিহ্ন যায়নি। বন্দুক ধরা হাতটা ভোরের ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে।

পানফিলভ টেনে টেনে বললেন, 'চমৎকার? বল তো দেখি, কেমন মার্চ করলে?'

'চমৎকার, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ শিলভের দিকে ফিরলেন।

'ক্যাপ্টেন শিলভ, সৈন্যরা কী রকম মার্চ করেছে?'

'খারাপ, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ হেসে বললেন, 'বটে, সৈনিক, মিথ্যে কথা বলছিলে, এ্যাঁ? নাও, এবার সত্যি করে বল, কেমন আছ, কেমন লাগছে।'

ছেলেটি কিন্তু জোর দিয়ে আবার বলল

'চমৎকার, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ বললেন, 'না, তা তো নয়। যুদ্ধের সময় সৈন্যরা কি কখনো চমৎকার থাকতে পারে? রাত্তিরে এরকম কাদার মধ্যে বৃষ্টি মাথায় করে মার্চ করতে কি কখনো ভাল লাগতে পারে? মার্চের পর ঘুমতে পেয়েছ? না। খেয়েছ? না। বৃষ্টিতে ভিজে জুবজুবে হয়ে, বাতাসের মধ্যে হয় এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, নয়ত ট্রেঞ্চ খুঁড়ে যেতে হবে? তারপর হয়ত কাল কিম্বা পরশু লড়াইয়ে যেতে হবে, তাতে কত লোক খুন জখম হবে। এতে চমৎকারের কী আছে?'

সান্ত্রীটি কেঠো হাসি হাসল।

পানফিলভ বলে চললেন, 'না ভাই, যুদ্ধের সময়ে সৈন্যরা কখনো চমৎকার থাকতে পারে না ... কিন্তু আমাদের বাপ ঠাকুর্দারা সৈনিক জীবনের কত দুঃখকষ্ট সহ্য করে যান। শত্রুকে ধ্বংস করেন। তুমি এখনো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করনি ... শীত, ক্লান্তি আর অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সাহসের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তবুও তুমি

ভেঙে পড়নি, অভিযোগ করনি ... সত্যিই চমৎকার! কী তোমার নাম?'

'পলজ্নভ, কমরেড জেনারেল .. আমি নিজেও ওকথাই বলতে চেয়েছিলাম, কমরেড জেনারেল. '

'বিখ্যাত নাম . পলজ্নভ ছিলেন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ... যা বলতে চেয়েছিলে তা বললে না কেন?'

'কিছু মনে করবেন না, ভেবে দেখিনি।'

'সৈনিকদের সবসময় ভাবতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে মাথা দিয়ে। পলজ্নভ, তোমায় আমি ভুলব না। ভবিষ্যতে তোমার বিষয়ে আরো শুনতে পাব এই আশাই রাখি। বুঝেছ?'

'বুঝেছি, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ মাটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চললেন। তারপর হঠাৎ থেমে শিলভ আর আমার দিকে ঘুরে বললেন.

'সৈন্যদের জীবন অত্যন্ত কঠোর, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ কথা তাদের সবসময় খোলাখুলি জানিয়ে দেবেন। ওরা মিথ্যে কথা বললে পর সঙ্গে সঙ্গেই ভুল শুধরে দেবেন।'

আবার কিছুক্ষণের জন্য ভাবনায় ডুবে গেলেন।

'কমরেড শিলভ, লড়াইয়ের আগে পর্যন্ত সৈন্যদের কিছুতেই ছাড়বেন না, কড়া হাতে রাখবেন। লড়াইয়ের সময় কিন্তু ... ওদের যত্ন করতে হবে। বুঝেছেন, সৈন্যদের তখন যত্নে রাখতে হবে।'

অদ্ভুতভাবে কথাটা বললেন, মোটেই কম্যান্ড বা আদেশের ভঙ্গীতে নয়। এতো কম্যান্ড নয়, তার চেয়েও বেশি — বিধিমন্ত্র। আমার গা শিউরে উঠল। কিন্তু তারপরেই একেবারে অন্য ভঙ্গীতে, বেশ কড়া আদেশের সুরে বলে উঠলেন:

'সৈন্যদের দেখবেন ... মস্কোর কাছে এখন আর কোন বাহিনী, অন্য কোন সৈন্য নেই। এরা গেলে জার্মানদের ঠেকাবার আর কেউ থাকবে না।'

বিদায় জানালেন। বল্গাটা ধরে ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে রাস্তার ধার দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

রাস্তায় লড়াই

১

পানফিলভের নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন শিলভ আর আমি আমাদের দুই ব্যাটেলিয়নের মধ্যবর্তী জায়গাটা খুব ভাল করে দেখে নিলাম। সহযোগে লড়াই আর দরকারের সময় পারস্পরিক সাহায্যের বিষয়েও একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া গেল।

শিলভকে ছেড়ে দিয়ে, আমি নদীর তীর ধরে আমার হেডকোয়ার্টারের দিকে এগতে লাগলাম। সারা রাত ঘুম হয়নি, ভাবনাচিন্তায় উৎকণ্ঠায় কেটেছে। তারপর পানফিলভের সঙ্গে আলাপেও স্নায়ুর ওপর কম চাপ পড়েনি। কিন্তু আশ্চর্য, তবু এতটুকু ক্লান্তি নেই। বরং মনে হচ্ছে আমার ঘাড় থেকে যেন বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে। ঘোড়ার পিঠে আমি আর আগের মত জবুথবু হয়ে বসে নেই। চিন্তার দুর্ভার থেকেও মুক্তি পেয়েছি। এমনকি লিসাংকাও যেন বেশ হালকা পায়ে দুলকি চালে চলেছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে বা কাছে কোথাও কামানের গোলার আওয়াজ নেই। আগের দিনই জার্মান ট্যাংক যেখানে আমাদের ব্যূহের উপর চড়াও হয়েছিল, সুরু হয়েছিল তুমুল লড়াই, কিন্তু সেদিন সেই ১৭ই অক্টোবরে আমাদের বাঁয়ের এদিকটাও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

সেদিনের সেই নিস্তব্ধতা আমার এখনো মনে আছে। মনে আছে সেই স্লেটের মত ধূসর আকাশ। কাদায় ভরা মাঠ। তাতে আবার জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে, ঠিকরে পড়ছে একটা ফ্যাকাশে আলো। মনে আছে, ট্রেঞ্চের পাশে পাশে সৈন্যেরা গাদা করে রাখছে মস্কো অঞ্চলের হলদেটে এ'টেল মাটি।

এই এ'টেল মাটির জন্যই কিছুক্ষণ আগে পানফিলভের কাছে ধমক খেয়েছি। এই মাটির স্তূপ দেখে শত্রুরা আমাদের ট্রেঞ্চের অবস্থান ঠাহর করতে পারবে। মাটির এ গাদাগুলো অবিলম্বে মাঠে ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে, চারদিকের এই অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতার মধ্যে, সেই

এ'টেল মাটির লম্বা ফিতের দিকে কিছু না ভেবে শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলাম। চেয়ে রইলাম যাতে সকালের সেই দৃশ্যটি কখনো ভুলতে না পারি।

চোখে পড়ল, নদীর ওপারে একটা ভেজা কালো রাস্তা কাছের বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাস্তার পাশে পাশে টেলিগ্রাফ পোস্ট। তাই দেখে ধরা যায় রাস্তাটা নদীর পাড়ের উপর দিয়ে আমাদের ব্যাটেলিয়নের ফ্রন্ট ভেদ করে এগিয়ে গেছে। তারপর গ্রামের ছোট ছোট বৃষ্টি ভেজা বাড়িগুলো আর ছোটখাট ই'টে গাঁথা গির্জাটা পার হয়ে চলে গেছে ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের দিকে, মস্কোর দিকে। শত্রুর আক্রমণের লক্ষ্য ঐটেই।

সেদিন সকালবেলা যা কিছু দেখেছি সবকিছু আমার মনে এক অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গেছে।

এখনো মনে পড়ছে নদীতীরের এক গ্রামের ভিতর দিয়ে লিসাংকা হালকা দুলকি চালে চলেছে। এক নারীর সঙ্গে পথে দেখা হতে সে আমার দিকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকাল। এখনো তার সেই বয়সের ছাপ পড়া, রোদে পোড়া, বলিরেখায় ঢাকা মুখটা চোখে ভাসছে। সারা জীবনের খাটুনীতে তা ক্লিষ্ট। হালকা-নীল ম্লান দুটি চোখ। খাঁটি রুশ চাষী ঘরের মেয়ে। তার চোখে যেন প্রশ্ন ফুটে উঠেছে: 'কোথায় যাচ্ছ? খবর কী? আমাদের কী হবে?' সে যেন আকুলভাবে মিনতি করছে: 'একটা আশ্বাসের কথা অন্তত শুনিয়ে যাও।'

কিন্তু লিসাংকা ততক্ষণে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল এক লাল ফৌজের সৈন্য, হাতে খাবারের পাত্র নিয়ে একটা বাচ্চা ছেলের দিকে সে ঝুঁকে পড়েছে। সৈন্যটি খাড়া হয়ে দাঁড়াল। মেশিনগানার ব্লখার চালাক চতুর ভালমানুষী মুখটা নজরে পড়ল। কাছেই ওর মেশিনগানের ঘাঁটি। তাড়াতাড়ি করে ব্লখা গম্ভীর মুখে ভুরু কু'চকে স্যালুট করল। ব্লখার পরে পরেই ঠিক তার মতই গম্ভীর মুখ করে সেই ছোট ছেলেটাও এক স্যালুট ঠুকে দিল।

এই সব দৃশ্যে অসাধারণ কিছুই নেই। যেতে যেতে চোখে পড়ে, পরমুহূর্তেই ভুলে যাই। কিন্তু সেদিন অপরিচিত সৈন্যের প্রতি ঐ

বাচ্চাটার, ঐ দেড় আঙ্‌লেটার সহজাত বিশ্বাস দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠল।

তারপর আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল। পাশের একটা ছোট রাস্তার কাছে একটা বাড়ি। তার সামনের বাগানের কাছে বেড়ার উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। মেয়েটি হেসে হেসে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। দেখলাম মেশিনগান কম্পানির পলিটিকাল অফিসার জালমহম্মদ বজানভ হাসতে হাসতে বারান্দা থেকে বেরিয়ে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দুজনের চোখই দীপ্ত, যৌবনকে কে রোধে। আমায় দেখে বজানভ চমকে উঠে তাড়াতাড়ি এটেনশন হয়ে চটপট এক স্যালুট ঠুকে দিল। মেয়েটিও আমার দিকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের দৃষ্টি গেল বদলে — তার চোখেও ফুটে উঠল আগের সেই প্রৌঢ়ার দুশ্চিন্তা আর প্রশ্ন।

সে দৃষ্টি দেখে আবার আমার মন কেমন করে উঠল।

২

গ্রামটা পার হয়ে এসে পেঁছিলাম লেফটেনাণ্ট ব্রুদ্‌নির প্লেটুনে। অন্যান্য প্লেটুনের মত তার সৈন্যরাও তখন ট্রেঞ্চ খোঁড়ায় ব্যস্ত। একজন সৈন্য এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও গায়ের জামাটামা খুলে ফেলে গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে। ঘামে ভেজা বলিষ্ঠ কাঁধদুটো তার রোদে চকচক করছে। মনে হয় যেন পালিশ করা। লোকটি কুর্বাতভ। প্লেটুনের সহকারী কম্যাণ্ডার।

'নিজেই খুঁড়ছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। জায়গাটা বড্ড পাথুরে তাই আমায়ও হাত লাগাতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে শরীরটা গরম করে নেওয়া যাচ্ছে আর কি।'

বলিষ্ঠ পেশীবহুল লোকটি কনকনে অক্টোবরের বাতাসে বুক খুলে দিয়েছে। এই লোকটির আমি খুবই তারিফ করি। তার সুদর্শন সৈন্যসুলভ চেহারা দেখে গর্ব হয়। এখন কিন্তু শুধু বললাম:

'অমন করে মাটির স্তূপ বানিয়ে কী লাভটা হচ্ছে শুনি? মাইল মাইল দূর থেকে যে দেখা যাবে। তাড়াতাড়ি সব ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটাকে সমান করে ফেল! লেফ্‌টেনাণ্ট কোথায়?'

চটপটে ছিপছিপে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রুদ্‌নি এদিকেই দৌড়ে আসছিল। কোমরে বেল্ট বাঁধা। আর্মিকোটটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে। কাছে এসেই বিনা দ্বিধায় চটপট করে সে রিপোর্ট করল।

বললাম, 'সৈন্যেরা তাদের কাজ শেষ করে ফেলুক। তারপর এই পুরো জায়গাটায় কামুফ্লাজ করতে হবে। কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট, এই মর্মে অর্ডার দিয়ে দিন। এবং অবিলম্বে আসুন হেডকোয়ার্টারে, আমার কাছে।'

ব্রুদ্‌নি বলল, 'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

ম্যাপের উপর পেন্সিল দিয়ে জেনারেল যে আক্রমণের ছক এঁকে দিয়েছিলেন তার জন্য দুজন অফিসারকে বেছে নিয়েছিলাম। ব্রুদ্‌নি তার একজন।

হেডকোয়ার্টারের ডাগ-আউটে তখন চীফ-অফ-স্টাফ লেফ্‌টেনাণ্ট রহিমভ আর আমার জুনিয়র এডিকোং লেফ্‌টেনাণ্ট দন্‌স্কিকখ উপস্থিত ছিল।

রহিমভ জানাল নতুন কিছুই ঘটেনি। শত্রু আর এগোয়নি। এমনকি অনুসন্ধানী দলও পাঠায়নি। রহিমভের সঙ্গে কতগুলো জরুরী কাজ নিয়ে বসে গেলাম। কয়েকদিন আগেই ও কয়েকটা ভুয়ো ট্রেঞ্চের ছক করে রেখেছিল। ঘাঁটি এলাকায় কামুফ্লাজের কাজ ছাড়া অন্য সব কাজ বন্ধ রেখে অবিলম্বে ভুয়ো ট্রেঞ্চ খোঁড়ার আদেশ দিলাম।

রহিমভ বলল, 'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। এখনি কাজ সুরু করব কি?'

'হ্যাঁ।'

রহিমভ দন্‌স্কিকখের দিকে তাকাল।

'লেফ্‌টেনাণ্ট দন্‌স্কিকখকে কি আপনার দরকার আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'হ্যাঁ, আছে।'

রহিমভ স্যালুট করে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই ব্রুদ্‌নি এসে হাজির। মুখ আগুনের মত লাল। বুদ্ধিদীপ্ত, সজীব চোখদুটো ডাগ-আউটের চারিদিকটা দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সে চাউনিতে একই সঙ্গে ফুটে উঠল জিজ্ঞাসা আর প্রত্যাশা। দন্‌স্কিকখ তখন টেবিলের কাছে বসে লিখছে।

'দন্স্কিখ! ম্যাপটা নিয়ে এখানে আসুন।'

ঠিক করেছি আমার এডিকোংকেই অন্য বর্ধিত প্লেটুনের কম্যাণ্ডার করব।

৩

আপনি কী ভাবছেন জানি। আমিও তাই ভাবতাম। ভাবছেন, যে লোক যুদ্ধ করেছে সে একটু অস্বাভাবিক, একটু রহস্যময় হবেই। আমিও তাই ভাবতাম। ব্রুদ্নি আর দন্স্কিখ তখনো কোন যুদ্ধ করেনি।

দুজনেই তারা যুব কমিউনিস্ট লীগের সভ্য। সদ্য মাধ্যমিক ইস্কুল থেকে বেরিয়ে অফিসারদের ইস্কুলে ভর্তি হয়। সেখান থেকেই লেফ্টেনাণ্ট হয়েছে।

পানফিলভ ডিভিশন গঠিত হলে পর দন্স্কিখ কম্পানি কম্যাণ্ডারের পদ পায়। কিন্তু অল্প পরেই তাকে ও পদ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, কারণ সৈন্যদের ও ঠিক শাসনে রাখতে পারত না। মুখ-চোরা লাজুক প্রকৃতি বলে অপরাধীদের প্রতি সে মোটেই কড়া হতে পারত না। কম্যাণ্ডারের পক্ষে যে রকম কড়া হওয়া দরকার, দরকার লোককে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারার দক্ষতা সেটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। কম্যাণ্ডারের পদ থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়ায় দন্স্কিখ অবশ্য খুবই ব্যথা পায়। বুঝতে পারলাম তার দুঃখের আসল কারণটা হল, যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য সে, তাকে কিনা লড়াইয়ে কম্পানির নেতৃত্বের ভার দিয়ে বিশ্বাস করা গেল না। তার অহংকার আর আত্মসম্মানে ঘা লাগে।

দুদিন আগে, ১৫ই অক্টোবর রাত্তিরের অভিযানের জন্য যখন লোক বাছাই করছি, দন্স্কিখ এসে বলল, 'আমাকেও যেতে দিন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।' কিন্তু আমার সিনিয়র এডিকোং চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভকে ইতিমধ্যেই নেতৃত্বের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। তাই আমায় সোজাসুজি 'না' বলতে হয়। দন্স্কিখ সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে চলে যায়নি। হয়ত আমার বলা উচিত ছিল, 'একটু অপেক্ষা করুন দন্স্কিখ, ভাববেন না, আপনার সুযোগও শীগ্গিরই আসবে!' কিন্তু আমি কিছুই বলিনি, দন্স্কিখও না।

এডিকোংকে জানার যথেষ্ট সময় আমি পেয়েছি। তার অহংকার, নীরবতা, সযত্নে আদেশ পালন আমার খুবই ভাল লাগত।

দন্স্কিখ ম্যাপ হাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। যাকে নির্দেশ দিচ্ছি তার মুখ আর দৃষ্টি দেখতে পাওয়ার সবসময় ইচ্ছে হয়। আমরা একই ডাগ-আউটে থাকি, তবু দন্স্কিখের মুখের দিকে একবার না তাকিয়ে পারলাম না। কী পেলব নরম মুখ, রংটা তো প্রায় মেয়েলী।

ব্রুদ্নিকেও আমার খুব ভাল লাগত। সেই বোধ হয় আমার সেরা প্লেটুন কম্যাণ্ডার। খুব সপ্রতিভ চটপটে। চারপাশ থেকে যা কিছু প্রয়োজন তা সেই সবপ্রথম জোগাড় করে নিত। তার প্লেটুনের কোদাল, কুড়ুল আর করাত সবসময় চক চক করছে। তার প্লেটুনই সবার আগে সব কাজ সেরে ফেলে। আমি যাতে সেটা লক্ষ্য করি ব্রুদ্নির সে বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল — কার না থাকে বল। এই ব্যাপারে কিন্তু ঐ ছোটখাট চালাক চতুর লোকটিকে ভারি সরল মনে হত। উজ্জ্বল কালো চোখদুটি যেন সবসময় প্রশংসা চেয়ে বেড়াত।

একবার ব্রুদ্নির সাহসের পরিচয়ও পেয়েছিলাম। তার প্লেটুন অন্য সবার আগেই ছোট্ট ট্রেঞ্চ খোঁড়া শেষ করে ফেলেছিল। তদারক করতে গিয়ে দেখলাম সামনে যথেষ্ট মোটা গুঁড়ি রাখা হয়নি। ব্রুদ্নিকে জিজ্ঞেস করলাম:

'একে আপনি কাজ শেষ করা বলেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'আপনার সৈন্যদের এইখানে রাখতে চান?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

কাছের একজন সৈন্যের বন্দুকটা নিয়ে বললাম:

'ভিতরে ঢুকুন, লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নি!'

আমার মৎলব বুঝতে পেরে মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'আপনার সৈন্যদের শত্রুর গুলির মুখে এই ট্রেঞ্চে রাখতে চেয়েছেন। এখন যান তো দেখি, তাড়াতাড়ি ঢুকুন। পরীক্ষা করে দেখব।'

মুহূর্ত মাত্র ইতস্তত করে ব্রুদ্নি স্যালুট ঠুকল তারপর বোঁ করে ঘুরে গিয়ে লাফিয়ে ট্রেঞ্চে নেমে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

'থামুন, পাশে সরে দাঁড়ান!'

বুদ্‌নি দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি গুলি করলাম। ট্রেঞ্চের সামনেকার গুঁড়ির আড়াল ভেদ করে গুলিটা যেতে পারল না। বুদ্‌নি খুসি হয়ে উঠল। গর্ব হবারই কথা। তার চাউনী দেখে মনে হল যেন বলতে চায়: 'এবার কী, প্রশংসা আমার প্রাপ্য কিনা বলুন।'

সেদিন থেকেই এই কালো চোখ সপ্রতিভ ছোটখাট লেফ্‌টেনাণ্টটিকে আমার পছন্দ হয়ে গেছে।

'বসুন বুদ্‌নি! বসুন, দন্‌স্কিখ!'

৪

দন্‌স্কিখ ম্যাপটা নামিয়ে রাখল। আমি ইতিমধ্যেই মনে মনে কোথায় লুকিয়ে থাকতে হবে তা ঠিক করে ফেলেছিলাম, তবু ম্যাপটা দেখে ব্যাপারটা পাকা-পোক্ত করে নেওয়া গেল। তারপর কাজটা বুঝিয়ে দিলাম: রাস্তার কাছে ওঁৎ পেতে থাকতে হবে, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে বসতে হবে, জার্মান মোটর বাহিনী আর আর্টিলারিকে রাস্তা দিয়ে এগোতে দেওয়া চলবে না। ছোটখাট অনুসন্ধানী দলকে অক্ষত অবস্থায় যেতে দেবে কিন্তু একটা বাহিনী এগোলেই রাইফেল আর মেশিনগানের আক্রমণ সুরু করতে হবে। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে শত্রু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, সেই অবসরে গুপ্তস্থান থেকে সহজেই সরে পড়া সম্ভব হবে।

'কিন্তু সরে পড়া আপনাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং শত্রু চাঙা হয়ে ওঠার অপেক্ষায় থাকবেন। যতক্ষণ না সে ফিরে আক্রমণ করে ততক্ষণ নড়বেন না। রাস্তাটা আটকে রাখতে হবে। জার্মানদের সৈন্য সমাবেশ করে লড়তে বাধ্য করতে হবে। এটাই হল প্রথম কাজ। বুঝেছেন?'

বুদ্‌নি ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ।' বুদ্‌নির মুখখানা সাধারণত নানা ভাবের ছায়াপাতে সদাই চঞ্চল হয়ে থাকে, সে মুখ এখন তার চঞ্চলতা হারিয়ে আড়ষ্ট উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

দন্‌স্কিখ কিছুই বলল না।

'কথাটা বুঝেছেন, দন্‌স্কিখ?'

'বুঝেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। আমাদের মৃত্যু পণ করে দাঁড়াতে হবে ...'

'না, দন্স্কিখ, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কাজ করতে হবে। ম্যানুভার করতে হবে। আক্রমণ করতে হবে।'

ব্রুদ্নি বলে উঠল, 'আক্রমণ?'

'হ্যাঁ, গুপ্তস্থল থেকে আক্রমণ করতে হবে। গুলি করে যত পারেন শত্রু সৈন্য মারবেন। তারপর অপেক্ষা করে থাকবেন। জার্মানরা সেনা সমাবেশ করুক। লড়াইয়ে নামুক, আপনাদের ফিরে ফেলার জন্যে বাহিনী পাঠাক। তখন আপনার সরে পড়ে শত্রুর আগেই এসে রাস্তার আরেক জায়গায় পথ আটকে দাঁড়াবেন।'

ম্যাপের উপর পানফিলভের সর্পিলবৃত্ত স্প্রিংএর একটা পাক এঁকে দিলাম।

'এই ভাবে আমরা শত্রুকে অকালে সৈন্য সমাবেশ করতে বাধ্য করব, বাধ্য করব অকেজো আক্রমণে নামতে। ওদের বোকা বানিয়ে ছাড়ব। তারপর যখন আবার রওনা হবে, তখন দ্বিতীয় বার আক্রমণ করতে হবে।'

ব্রুদ্নি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আক্রমণ?'

মুখ চোখ তার জ্বলে উঠেছে। দন্স্কিখ নীরবে হেসে চলেছে। সেও এবার বুঝতে পেরেছে।

'আক্রমণ' — পানফিলভের কাছ থেকে শেখা এই কথাটায় মন্ত্রের মত কাজ হল। কথাটা শোনা মাত্র উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে উঠল। ভেতর থেকে কী একটা জেগে উঠে সবাইকে অন্য মানুষ করে তুলল। দেখা দিল আত্মপ্রত্যয়। আমার মনে হল নিছক কৌশলের চেয়েও এ যেন গভীরতর কিছু।

সবকিছু খুঁটিয়ে আলোচনা করলাম। ব্রুদ্নি অত্যন্ত উত্তেজিত। প্রথম প্রেরণাটা পেয়েই তার মাথা খেলতে শুরু করেছে। সৈন্যদের নিয়ে কী ভাবে সে লুকিয়ে থাকবে সে কথা এর মধ্যেই তার ভাবা হয়ে গেছে।

'ঠিক, সৈন্যদের ভালভাবে ট্রেঞ্চ কেটে বসাতে হবে। কামুফ্লাজ খুব ভাল হওয়া চাই। দন্স্কিখ, বিশেষ করে আপনাকেই একথা বলছি। এ ব্যাপারে কিন্তু সৈন্যদের কিছুতেই ঢিলে দিলে চলবে না।'

দন্স্কিখ নীরবে আমার দিকে চেয়ে রইল। পানফিলভের কথাগুলো আউড়ে দিলাম:

'সৈন্যদের ঢিলে দেওয়া মানে তাদের বাঁচিয়ে দেওয়া নয়, বুঝেছেন?'

দন্স্কিখ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আধঘণ্টা আগেও তার নীল চোখদুটো যে রকম ছিল, এখন আর তা নেই। তারা আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে, আরো কঠোর।

দেশ বা মস্কোর কথা একবারও উচ্চারিত হল না, তারা রইল আমাদের কথার আড়ালে। প্রত্যেকের ভাবনায় তাদের সজীব অস্তিত্ব।

৫

ব্রুদ্নি আর দন্স্কিখ তাদের সৈন্যদের তৈরী করার জন্য চলে গেল। আবার আমি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। অবাক হলেন নাকি? সমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে, আদেশ জারী হয়ে গেছে, তার ব্যাখ্যা পর্যন্ত সম্পূর্ণ, কাজের ভার যারা পেয়েছে তারা সবকিছু ভাল করে জেনে নিয়েছে — এরপরেও আবার ভাবনার কী হল?

ভাবনার কথা হল লড়াইটা।

যুদ্ধের কথা যখন লিখবেন, তখন এই তুচ্ছ কথাটা ভুলে যাবেন না, লড়াইয়ে একটা শত্রুপক্ষ থাকে। আর অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা, সেই শত্রুপক্ষ সব সময় আপনি যা চান সে ভাবে চলে না।

আমার মনে হল, বুদ্ধির লড়াইটা আজ আমরা জিতেছি, পানফিলভ জিতেছেন। কিন্তু তারপর? জার্মানরা প্রতিবারই কি আর ভেড়ার মত আমাদের গুলির সামনে এগিয়ে আসবে? জার্মানদের কম্যাণ্ডারটি, উদ্ধত সেই জাংকারটি যদি একবার আমাদের অস্তিত্বের বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে, মাথা ঘামিয়ে আমাদের ধন্য করে, তখন শত্রুপক্ষ কী করবে?

যুদ্ধক্ষেত্রে একটা পরিকল্পনা নয়, পরিকল্পনা থাকে দুটো। অর্ডারও একটা নয় দুটো। কিন্তু একজনের পরিকল্পনা একজনের অর্ডার থেকে যায় অপূর্ণ। কেন?

বলুন তো, কেন?

৬

গোধূলির মধ্যেই প্লেটুনগুলো বেরবার জন্য তৈরী হয়ে গেল।

লেফ্‌টেনাণ্ট দন্‌স্কিখের দল রুজার ব্রিজের কাছে ফল ইন করল। লিসাংকার পিঠে চেপে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। চুয়ান্নটি মাত্র সৈন্য, প্রত্যেকের সঙ্গেই মোট। চারজনের হাতে হালকা মেশিনগান, কয়েক জনের থলেতে দস্তার গুলিবাক্স; টেলিফোনওয়ালাদের পিঠে তারের বাণ্ডিল। দুজন প্রাথমিক চিকিৎসার লোকও সঙ্গে আছে।

ডান পাশে দাঁড়িয়েছে সার্জেণ্ট ভল্‌কভ, অন্য সবার মত তার কাঁধেও বন্দুক। সহকারী প্লেটুন কম্যাণ্ডার ভল্‌কভ ছিল ফিটার মিস্ত্রী। গোমড়া মুখো কিন্তু অত্যন্ত উৎসাহী সৈন্য। দুদিন আগেই, সেরেদার নিশীথ অভিযানের একশ জনে সেও ছিল। শুনেছি, নীরবে সে গোটা কয়েক জার্মান সাবাড় করে এসেছে।

ইচ্ছা করেই একেবারে আনাড়ী তরুণ দন্‌স্কিখ আর অভিজ্ঞ চল্লিশ বছর বয়স্ক ভল্‌কভকে একসঙ্গে দিয়েছি। কারণ জানি জার্মানদের দেখে পালালে ভল্‌কভ নিজের ভাইকেও রেহাই দেবে না।

গোধূলির আলোয় সৈন্যদের প্রত্যেককেই চিনতে পারলাম। এদের অনেকেই এই প্রথম জার্মানদের উপর রাইফেল চালিয়ে দেখবে। পরের দিন গুলিবর্ষণের অগ্নি-দীক্ষায় এদের অনেকের বুকই ভীষণ জোর ঢিপঢিপ করে উঠে হঠাৎ একেবারে যেন নিশ্চল হয়ে যেতে চাইবে।

এদের বিদায় জানিয়ে কী বলা যায়? তোমাদের যা বলার ছিল সবই বলা হয়ে গেছে। তোমাদের যা কিছু দেবার আমার সামর্থ্য, তা সবই দেওয়া হয়ে গেছে। এখন বিদায় উপহার হিসেবে ...

'এটেনশন! বাঁয়ে ঘোর! ঐ আলাদা ফার গাছটার মাথা লক্ষ্য কর। তিন রাউণ্ড গুলিবর্ষণ ... প্লেটুন ...'

পঞ্চাশটা ভাল করে তেল খাওয়ান বোল্ট থেকে ক্লিক করার যে আওয়াজটা উঠল সেটা হালকা, কিন্তু কেমন থমথমে। সৈন্যরা সবাই কাঁধ বরাবর রাইফেল তুলে নিল। নদীতীরের উঁচুতে সন্ধ্যার গায়ে ফুটে

উঠেছে একটা লম্বা ঝাঁকড়া ফারগাছের ছায়া। সবাই আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

হাঁকলাম, 'ফায়ার!'

বাতাসে বন্দুকের গর্জন। ছোট ছোট বিস্ফোরণের একটা লাল রেখা মুহূর্তের জন্য বন্দুকের নল আর সঙিনের গায়ে ঝলকে উঠল। তারপর শোনা গেল বরফের গায়ে ভেঙে পড়া, ছিঁড়ে পড়া ফার ডালের আওয়াজ। ফের ক্লিক করে উঠল বোল্টগুলো, উঁচু হয়ে উঠল রাইফেল। গাছের কালো মাথাটা আর অক্ষত নেই, তার এখানে ওখানে ফাঁক দেখা দিয়েছে।

'ফায়ার!'

লাল আগুন চমকে উঠল। শোনা গেল বন্দুকের গর্জন। এবারও মোটা মোটা ডাল ভেঙে পড়ল মাটিতে।

'ফায়ার!'

তিন বারের পর গাছের মাথাটা যেন কুড়ুল-কাটা হয়ে বেঁকে গেল। তারপর কেঁপে একবার সোজা হয়ে আবার একটা স্থূল কোণ গড়ে ঝুঁকে পড়ল। সেই কোণ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকল। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থেকে গাছের মাথাটা নিচের ডালের ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল। সুন্দর কমনীয় তরুশীর্ষের জায়গায় এখন শুধু আকাশের গায়ে কালো হয়ে ফুটে রইল খণ্ডিত এবড়ো খেবড়ো কাণ্ডটা।

আমার আদেশে প্লেটুন বন্দুক নামিয়ে নিল।

বললাম, 'ভাল ছুঁড়েছ!'

সৈন্যরা একসঙ্গে যেভাবে গুলি করেছিল সেভাবেই সমস্বরে গর্জে উঠল:

'আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবক!'

আমি বললাম, 'এই ভাবেই জার্মানদের উপর গুলি চালাতে হবে! কম্যাণ্ড শোনা মাত্রই, একসঙ্গে সকলে! হঠাৎ একটা ঝড়ের আঘাতের মত। মিনমিনে ইলশে গুঁড়ি নয়। কমরেডরা, তোমাদের রাইফেলের উপর ভরসা রেখ! লেফ্‌টেনাণ্ট দন্‌স্কিখ, এবার মার্চ সুরু করতে পারেন!'

ব্রুদ্‌নির প্লেটুনকেও আরেক জায়গায় গিয়ে বিদায় জানিয়ে এলাম।

৭

আশা করেছিলাম পরের দিন ১৮ই অক্টোবরেই শত্রুর সঙ্গে দন্স্কিখ আর ব্রুদ্নির প্লেটুনের সংঘর্ষ হবে। কিন্তু পরের দুদিনের মধ্যে জার্মানদের আমাদের দিকে এগিয়ে আসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আমাদের দুই প্লেটুনই বনের ধারে বেশ ভালভাবে ট্রেঞ্চ কেটে গুপ্ত আস্তানা নিয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের পক্ষে ভাল আস্তানা।

অব্জার্ভাররা পাইন গাছের মাথায় উঠে দুটো রাস্তাই নজরে রাখছে। কিন্তু দুটোর একটাতেও জার্মানদের পাত্তা নেই। দিনের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে দন্স্কিখ আর ব্রুদ্নির টেলিফোন আসছে: 'শত্রুর পাত্তা নেই'।

ভলকলামস্ক প্রতিরক্ষা অঞ্চলের মধ্যভাগের কোথাও এই কয়দিনে জার্মানদের এতটুকু কোনো চাপ দেখা গেল না। এমনকি অনুসন্ধানী দলও জার্মানরা পাঠায়নি।

কিন্তু আমাদের ব্যাটেলিয়নের বাঁয়ে রুজা নদী যে বনের ভিতর দিয়ে বয়ে গেছে তার পিছন থেকে, অবিশ্রান্ত গুলিগোলার আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। আমাদের ট্যাংকবিধ্বংসী আর্টিলারি ওখানে যুদ্ধ করছে। সবকটা বিমানবিধ্বংসী মেশিনগান পানফিলভ সরিয়ে দিয়েছেন ডিভিশনের বাঁ পাশে। এমনকি আমার ব্যাটেলিয়নে যেগুলো দিয়েছিলেন সেগুলোও। আমাদের ব্যাটেলিয়নের ডান দিকের একটা কম্পানিকেও তিনি ঐখানেই নিয়ে গেছেন, ফাঁকটায় বাকি সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়ে দিতে বলেছেন। যুদ্ধের লাইনের পরিবর্তনটা রাত্তিরে লক্ষ্য করতাম আগুনের ঝলক দেখে, দিনে গুলিগোলার শব্দ শুনে। সে শব্দ কখনো আমাদের দিকে এগিয়ে এল না। মাঝে মাঝে বরং সে আওয়াজ যেন দূরেই সরে যাচ্ছিল, সরছিল অবশ্য আমাদেরই ফ্রন্টের গভীরে, ক্রমশ সরে যাচ্ছিল ঠিক আমাদের পিছনটায়।

সাধারণভাবে পরিস্থিতিটা আমি জানতাম। জার্মান আক্রমণের মূল লক্ষ্য ১৬ই অক্টোবরে যা ছিল এখনো তাই আছে। জার্মানরা শক্তি সংহত করে দুটো কি তিনটে ডিভিশনকে নিয়ে। তার মধ্যে একটা ট্যাংক ডিভিশনও ছিল। এরা মজাইস্ক — ভলকলামস্ক বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে

গিয়েছিল। এই বড়ো রাস্তাটা আমাদের পিছনে, ফ্রণ্ট লাইনের সঙ্গে সমান্তরাল এবং ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের সঙ্গে সমকোণে। এখন ওরা ঘুরে চলেছে ভলকলাম্‌স্কের দিকে।

আমাদের ব্যাটেলিয়ন পাশে আর পিছনের আঘাতের হাত থেকে এই রাস্তায় যুদ্ধরত সৈন্যদলকে আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু জার্মানরা আমাদের দিকে এগোচ্ছেই না। শত্রু আর আমাদের মাঝখানে এখনো আট থেকে দশ মাইল ব্যাপী 'নো ম্যান্‌স ল্যাণ্ড' পড়ে রয়েছে।

৮

২০শে অক্টোবর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দন্‌স্কিখের কাছ থেকে টেলিফোন এল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, একটা লরী আমাদের দিকে আসছে। জার্মান ইনফ্যাণ্ট্রি।'

'একটা লরী?'

'হ্যাঁ।'

'তবে বাধা দিবেন না।'

কয়েক মিনিট পরে আবার দন্‌স্কিখের টেলিফোন।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, একসার লরী দেখা যাচ্ছে। এতেও ইনফ্যাণ্ট্রি রয়েছে।'

'কতগুলো লরী?'

'লাইনের শেষটা দেখা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত দশটা দেখা গেছে। দাঁড়ান, এক্ষুণি খবর এল আরো দুটো দেখা গেছে।'

আমি বললাম, 'শুনুন, দন্‌স্কিখ ..'

'মাথা ঠিক রাখবেন — এই তো?' দন্‌স্কিখ নিজেই আমার কথাটা শেষ করে দিল। রিসিভারের ভিতর দিয়ে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনতে পেলাম। 'ঠিক বলেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'ঠিক বলেছেন।'

'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। ওদের আমরা কিছুতেই পেরতে দেব না!'

দন্স্কিখ টেলিফোন ছেড়ে চলে গেল। রিসিভারটা কানে দিয়েই বসে রইলাম। মাটিতে লুকন তারের অপর প্রান্তে একজন সিগন্যালার বসে বসে আমায় সব খবর দিচ্ছিল। আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়টা খুবই তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল। শুধু কথা নয়, বলার ধরণ গলার স্বরটাও যেন ধরতে পারছিলাম। প্লেটুন থেকে মাইল পাঁচেক দূরে হেডকোয়ার্টারের ডাগ-আউটে বসেও মনে হচ্ছিল ট্রেঞ্চে থেকে সিগন্যালার যা দেখছে আমিও তা যেন দেখতে পাচ্ছি।

লম্বা লম্বা খোলা লরী ধীরে ধীরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে, অক্টোবরের আগাম বরফ জমাট রাস্তার উপর আলতোভাবে পড়ে আছে। রাইফেল আর সাবমেশিনগান নিয়ে লরীর দুপাশের আর মাঝখানের বেঞ্চিতে বসে আছে জার্মান সৈন্যরা একথা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেদিন ১৯৪১ সালে অক্টোবর মাসে মস্কোর কাছাকাছি জার্মানরা এইভাবেই এগিয়ে আসছিল — কোন অনুসন্ধান করা নেই, পেট্রল দল বা পার্শ্বরক্ষী দল কিছুই নেই। দিব্যি তারা আরামসে লরী চড়ে চলেছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস তাদের দেখা মাত্রই 'রুস্' ল্যাজ গুটিয়ে চম্পট দেবে।

কিন্তু 'রুস্' তখন বনের ধারে উপুড় হয়ে আছে। সবজে আর্মিকোট আর ফোরিজ-ক্যাপ পরা যে লোকগুলো নবাবী চালে আমাদের দেশে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে, তাদের দিকে তারা চেয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। দমবন্ধ করে বন্দুক বাগিয়ে ধরে উপুড় হয়ে অপেক্ষা করছে কখন আদেশ আসবে: 'ফায়ার!'

মনে হল যেন রিসিভারের ভিতর দিয়েই রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতসারেই চেঁচিয়ে উঠলাম:

'কী হল?'

আবার সেই আওয়াজ।

'কী হল?'

'আমরা গুলিবর্ষণ সুরু করেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, আমিও বন্দুক চালাচ্ছি।'

'একসঙ্গে, ভলিতে?'

'হ্যাঁ, কম্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'জার্মানরা কী করছে?'

অসহ্য নীরবতা।

সিগন্যালার চেঁচিয়ে উঠল, 'পালাচ্ছে! জয় ভগবান, জার্মানরা সত্যিই পালাচ্ছে ...'

সারা শরীরে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। জার্মানরা পালাচ্ছে! কায়দাটা কাজে লাগল তাহলে। এইভাবেই তাহলে ওদের ভাগাতে হবে। ঠিকই, তার মানে জার্মানদের শারীরিক আর মানসিক বল চূর্ণ করে দেবার শক্তি আমাদের আছে। একমুহূর্তে আমরা ওদের নিয়ম শৃঙ্খলা সব ভুলিয়ে দিতে পারি। ভুলিয়ে দিতে পারি ওরা 'উচ্চ-জাতি', বিশ্বজয়ী, অপরাজেয় বাহিনী। এখন যদি আমাদের কিছু ঘোড়সওয়ার বাহিনী থাকত! ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের যদি কচুকাটা করতে পারতাম! যত পালাবে তত কচুকাটা করব, যতক্ষণ না ওদের চৈতন্য হয়।

শুধু জয়ের জন্য যে আমার আনন্দ তা নয়। আমার আনন্দ জয়ের গোপন রহস্যে। সে রহস্য যেন উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। আমাদের শক্তি আছে! এই রহস্যের কী পরিচয়, কী নাম? কী একে বলা যায়? না, তখনো আমি এর কোন নাম দিতে পারিনি।

৯

কিছু পরেই দন্‌স্কিখের টেলিফোন এল। হঠাৎ আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় প্রায় শ'খানেক জার্মান মারা পড়েছে আরো শ'তিনেক পালিয়েছে। বন্দুকের আওতার বাইরে গিয়ে জার্মানরা আবার একসঙ্গে মিলে ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে শুয়ে লড়াই সুরু করেছে।

'চমৎকার। যা চেয়েছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হল। ওদের এখন খেলাও, আঁদাড়ে পাঁদাড়ে বেফয়দা লড়ুক ওরা। আপনার সৈন্যরা যেন আড়াল নিয়ে থাকে। তবে দুপাশটায় নজর রাখবেন।'

টেলিফোন মারফৎ যুদ্ধের গতি অনুসরণ করে চললাম। আমাদের গুলিবর্ষণের উত্তরে জার্মানরা প্রথমে কেবল টমিগান, রাইফেল আর মেশিনগান চালাতে সুরু করে। তারপর আনে মর্টার। আমাদের চেয়ে

হিটলারের আর্মির তখন আরেকটি সুবিধা হল মর্টারের বিপুল সংখ্যাধিক্য। মোটরবাহিত জার্মান ইনফ্যাণ্ট্রি জ্বালানি-কাঠের মত লরী বোঝাই করে মর্টার বয়ে নিয়ে যেত।

আমাদের সৈন্যেরা ট্রেঞ্চে লুকিয়ে পড়ল। দুঘণ্টার গুলিবর্ষণের পর একটা জার্মান অনুসন্ধানী দল বনের দিকে এগিয়ে আসতেই গুলি করে তাদের থামানো হল। আমাদের প্লেটুন অক্ষত, রাস্তাটা তারা ধরে রেখেছে।

কম্পানি কম্যাণ্ডারদের লড়াইয়ের খবরটা দিয়ে দিলাম। বললাম সৈন্যদের সবাইকে জানিয়ে দিতে। সঙ্গীরা জার্মানদের কেমন ধোলাইটা দিচ্ছে সেটা জানা ভাল।

২নং কম্পানির কম্যাণ্ডার সেভ্রিউকভ বলল:

'ওরা ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কেমন করে?'

'সৈন্যদের বেতার টেলিফোন কাজ করছে যে।'

টের পেলাম, সেভ্রিউকভ কথা কইছে হাসি মুখে।

'সে আবার কী রকম টেলিফোন?'

'কয়েকজন আহত সৈন্যকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। পাল্লা দিয়ে ওরা যুদ্ধের যা গল্প বলছে না — কী বলব — আমি তো একেবারে তাজ্জব বনে গেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

মনের কথাটা বলার আগে সেভ্রিউকভ একটু ইতস্তত করে নিল। তার কথা শুনতে শুনতে আমার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

'তাজ্জব বনে গেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... আহত সৈন্য — কারো বেশ জোর লেগেছে, অসহ্য যন্ত্রণা — তবু সবার মনে কী ফুর্তি। "শালাদের একেবারে ধুইয়ে দিয়েছি," মুখে খালি এই এক কথা। এই ধরনের কথা শুনে মনে হয় যেন জখম হওয়াটাকেও ওরা গ্রাহ্য করছে না। দেখছেন তো, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আহত সৈন্যও লোকের মনে কেমন উৎসাহ আর উদ্দীপনা জোগাতে পারে।'

'কজন আহত ফিরে এসেছে?'

'চারজন ... তাদের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। কিন্তু যত শীগগির

সম্ভব ওদের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু নিয়ে যায় সাধ্যি কার, ওরা কিছুতেই লড়াইয়ের গল্প ছেড়ে যাবে না।'

সেভ্রিউকভের আনন্দ স্বর আমার মনেও সাড়ার চমক তুলল। টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম।

আমার ছিপছিপে, বুদ্ধিমান স্বল্পভাষী চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভ চট করে উঠে দাঁড়াল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আহত সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। যুদ্ধের পরিস্থিতির আরো বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে। যেতে পারি?' পারি ?

'যান।'

১০

অল্প কিছু পরে দন্‌স্কিখ আবার টেলিফোন করল। জার্মানরা দুটো দলকে দুপাশ দিয়ে পাঠিয়েছে, প্লেটুনকে ঘিরে ফেলাই মৎলব। দুটো দলেই চল্লিশ জন করে লোক রয়েছে। দন্‌স্কিখের গলায় উৎকণ্ঠার ভাব। বুঝলাম একটু শংকিত হয়েছে, সরে পড়ার সময় হয়েছে কিনা সেটাই জানতে চায়। কিন্তু বরাবরই তার যেমন অহংকার তেমনি লজ্জা, তাই ওকথা সে কিছুতেই জিজ্ঞেস করল না।

'কিছু ভাববেন না, একটা দলকে পাঠিয়ে দিন জার্মানদের গতিবিধির সন্ধান নিতে। সুযোগ পেলে গুলি চালাতেও বলুন। ভয় পাবেন না। ওরাই এখন আপনাদের ভয়ে ভীত।'

দন্‌স্কিখের পরের রিপোর্ট হল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, তিনদিক থেকে আমাদের দিকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে। জার্মানরা চেঁচাচ্ছে: "রুস্, আত্মসমর্পণ কর!"'

'আর আপনারা?'

'আমরাও গুলি চালিয়ে যাচ্ছি।'

'খুব ভাল। জার্মানদের আটকে রাখুন, দন্‌স্কিখ।'

এবার সে আর থাকতে পারল না, বলে উঠল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! ওরা কিন্তু আমাদের ঘিরে ফেলতে পারে ...'

'কিচ্ছু ভাববেন না, দন্স্কিখ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অন্ধকারের মধ্যে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে আপনারা পালাতে পারবেন। জার্মানদের ঠেকিয়ে রাখুন ভায়া!'

শেষ কথাটা হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। রেগুলেশনে কোথাও ও জাতের সম্বোধন লেখা নেই। কিন্তু কথাটা বেরিয়ে এল অন্তর থেকে।

হয়ত ভাবছেন দন্স্কিখের এত উৎকণ্ঠিত হবার কী আছে? হয়ত ভাবছেন ও ভয় পেয়েছে, ধাতটা ওর যথেষ্ট শক্ত নয়। কিন্তু একথা মনে রাখবেন, ও অফিসে কি কারখানায় বসে নেই। ট্রেনিং ক্ষেত্রেও নেই। চারদিকে মৃত্যুর বেষ্টনী। মৃত্যুর শিস সে শুনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে — জার্মানিরা ট্রেসারগুলি ছুঁড়ছে। চারদিক থেকে লাল নীল জোনাকির মত উড়ে আসছে মৃত্যু। সে মৃত্যু ছুটে যাচ্ছে তার গা ঘেঁষে। বিচারবুদ্ধি সত্ত্বেও ইচ্ছাশক্তি সত্ত্বেও বুক কেঁপে উঠছে। সে তো আর যন্ত্র বা জড় পদার্থ নয়, লোহা দিয়েও তৈরী নয়। এই তার প্রথম লড়াই — প্রত্যেকের জীবনেই এটা একটা সাংঘাতিক সময়।

আমাদের মাঝখানে পাঁচ মাইলের ব্যবধান, তবু দন্স্কিখের হৃদস্পন্দন যেন অনুভব করতে পারছিলাম। তার মনের যে নৈতিক জোরটাকে আমি ভেবেচিন্তে নয় স্বতস্ফূর্তভাবে সাহায্য করতে চাইছিলাম তা সে, আগুঘাঁটির এই অফিসারটি, ফের চালু করে দেবে তার সৈন্যদের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, কোন রকম জানান না দিয়েই দন্স্কিখ উত্তেজিতভাবে খবর দিল জার্মানিরা পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রথমে তো নিজের কানদুটোকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। কিন্তু আমার ডাগ-আউটের জানলা ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। দিন শেষ। কিছুক্ষণ পরেই দন্স্কিখ আগের খবরটা সমর্থন করল। জার্মানিরা গুলি চালিয়েছে, হাঁক ডাক করেছে, তারপর লাশ নিয়ে গোধূলির অন্ধকারে সরে পড়েছে।

সামান্য ব্যাপার কিন্তু তবু আমার আনন্দ দেখে কে! ইচ্ছে হচ্ছিল গলা ফাটিয়ে হাসি, লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠে ছুটে যাই দন্স্কিখের কাছে, সৈন্যদের কাছে, আমাদের বীরেদের কাছে।

সে রাত্রে লেফ্টেনাণ্ট দন্স্কিখের প্লেটুন অন্যখানে সরে গেল।

‘মস্কো তো তুমি সংপেই দিয়েছিলে!’

১

পরের দিন সকালবেলা আমাদের পিছনে বহুদূরে আবার গোলাগুলির চাপা আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু ব্যাটেলিয়নের ফ্রণ্টের সামনে সবকিছু চুপচাপ। থেকে থেকেই দনস্কিখ আর ব্রুদনি টেলিফোনে জানাচ্ছে রাস্তা ফাঁকা। আমাদের অনেক সামনে অবজার্ভারেরা আগের মত লম্বা লম্বা গাছের মাথায় উঠে জার্মানদের উপর নজর রাখছে।

একটা জরুরী খবরের অপেক্ষায় ছিলাম। টেলিফোনিস্ট জানাল:

‘কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ঐখান থেকে ’

কী হচ্ছে টেলিফোনিস্টের ভাল করেই জানা ছিল, ব্যাখ্যানের কোন প্রয়োজন হল না। কার টেলিফোন আমিও তা জানতাম।

‘বলুন ...’

‘কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, জার্মান ঘোড়সওয়ার দল ... রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে।’

ব্রুদনির দ্রুত কথা বলার ভঙ্গী চিনতে পারলাম। এবার ওর পালা। ব্রুদনির প্লেটুন অন্য রাস্তাটার কাছে লুকিয়ে আছে।

‘কতজন ?’

‘প্রায় জনা কুড়িক।’

‘যেতে দিন।’

ঘোড়সওয়ারদের পর এল মোটর সাইকেল দল। শত্রুপক্ষ আজ অনেক বেশি সতর্ক। প্রথম দলের আগে আগে আছে পেট্রল দল। আমাদের সৈন্যরা অবশ্য তখনো বনের ভিতর ভালো করেই লুকিয়ে আছে।

ব্রুদনির প্লেটুন রাস্তার ধারের যে ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু প্রায় পাঁচশ গজ দূরে আরেকটা কুঞ্জ আছে। দরকারের সময় সেখানে লুকিয়ে পড়ে আবার জার্মানদের ফাঁকি দিয়ে রাস্তায় ফিরে আসতে পারবে।

এক ঘণ্টা পর জার্মান ঘোড়সওয়ার আর মোটর সাইকেল দল যে পথ

দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়েই ফিরে গেল। তাদের ধারণা নদী পর্যন্ত কোথাও কোন বাধা নেই, একেবারে সাফ রাস্তা।

একটু পরেই ব্রুদ্‌নি জানাল একটা মোটরবাহিত ইনফ্যাণ্ট্রি দল নজরে পড়েছে। রাস্তাটা ভাল করেই দেখা হয়ে গেছে, তাই জার্মানরা আগের দিনের মতই লরীতে চড়ে এগোতে সুরু করেছে, দুপাশে কোন পাহারা নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা তৈরী?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, তৈরী!'

'ওরা একেবারে সামনে এসে পড়লে আক্রমণ করেন। মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন!'

ব্রুদ্‌নি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গম্ভীর গলায় বলল:

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আবার একজন সিগন্যালার আমায় সব ঘটনার কথা বলে চলল। আগের দিনের ঘটনারই পুনরাবর্তন ... লুকনো জায়গা থেকে এক ঝাঁক গুলি ... তারপর আরেক ঝাঁক ... আরো এক ঝাঁক ... আবার লরী থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণভয়ে জার্মানরা দে চম্পট। কোথায় গেল তাদের নিয়ম আর শৃঙ্খলা। যা কিছু শিখেছিল সব ভুলে সবাই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়।

টেলিফোনের লোকটিকে লড়াইয়ের বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলাম।

'জার্মানরা কি এখনো পালাচ্ছে? নাকি আড়ালে লুকিয়ে দল বাঁধছে? ভাল করে জেনে ঠিক খবরটা দাও!'

'ওরা পালাচ্ছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... একেবারে ভূতে পাওয়ার মত দৌড়চ্ছে। এই মাত্র ওদের আরেক দফা সমঝে দেওয়া গেল ...'

এই তো পরশুই আমি বসে বসে ভাবছিলাম হঠাৎ অপ্রত্যাশিত গুলির ঝাঁকের মুখে পড়লে জার্মানরা কী করবে? তাড়াতাড়ি মাটিতে পড়ে আড়াল নিয়ে আবার ওদের তুমুল গুলিবর্ষণ সুরু করা উচিত। ভেবেছিলাম কোন আদেশ ছাড়াই শুধু আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই এরকম করবে। কিন্তু কোন এক বিশেষ শক্তি দেখছি জার্মানদের

ভাববার ক্ষমতা পঙ্গু করে দিয়েছে, বিচারবুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়ে ওদের সঙ্গে অদ্ভুত কৌতুক সুরু করেছে, করে তুলেছে মৃত্যুর সুলভ শিকার।

আমাদের সেই প্রথম দিনের যুদ্ধের মধ্যেই সে শক্তিকে আমি চিনতে পারি, বুঝতে পারি। কিন্তু সে কথা এখন না, যখন সময় আসবে তখন সবই বলব।

২

লড়াইয়ের একেবারে গোড়াতেই ব্রুদ্নির প্লেটুনের টেলিফোন লাইন যায় অচল হয়ে।

গোলমাল সারাতে লাইনসম্যানদের পাঠান হয়েছিল। তারা ফিরে এসে বলল, পথে হঠাৎ তারা জার্মানদের মুখে গিয়ে পড়ে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে তাদের ভাল করে জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করলাম। বোঝা গেল পথে একটা গ্রামের ভিতর থেকে জার্মানরা তাদের উপর গুলি চালায়। কজন জার্মান, তারা লরী করে গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়েছে কিনা, এসব কিছুই তারা জানে না।

ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনি বিপজ্জনক। আমাদের প্লেটুন কোথায়? কী হল তাদের? জার্মানরা ঘিরে ফেলেনি তো? ব্রুদ্নি অত্যন্ত চালাক চতুর চটপটে লোক। ঠিক সময় মত দলবল নিয়ে সরে পড়তে তার ভুল হবার কথা নয়।

এখন কী করা যায়? জার্মানরা গিয়ে আমার ঐ সৈন্যদের সাফ করে দেবে, তা তো হতে পারে না। কিন্তু তাদের রক্ষাই বা করি কী করে? কী দিয়ে? ভীষণ ইচ্ছে হল নিজেই একটা প্লেটুন নিয়ে ব্রুদ্নির প্লেটুনকে রক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই। একটা পুরো ব্যাটেলিয়নের ভার আমার উপর। পাঁচ মাইল লম্বা আমার ফ্রণ্ট। আমার কাজ হল যেখানে আছি সেখানেই থাকা।

ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল, বসে বসে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে সুরু করলাম। ধরা যাক জার্মানরা প্লেটুনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আমার ঐ এমন চমৎকার পঞ্চাশজন সৈন্য কি তাহলে আত্মসমর্পণ করবে? না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা লড়বে। এই ছিল আমার বিশ্বাস। ঐ সৈন্যদল আর তাদের কম্যাণ্ডারের উপর যে আমার অগাধ ভরসা। রাইফেল

আছে, আছে চারটে হালকা মেশিনগান আর প্রচুর গুলিবারুদ। জার্মানরা সহজে ওদের কাছে এগিয়ে আসতে পারবে না।

একটা আধখানা অনুসন্ধানী প্লেটুনকে পাঠিয়ে দিলাম ব্রুদ্‌নির দলের সাহায্যে। আধখানা প্লেটুন! কী তখন অবস্থা! এইটুকু শক্তি নিয়েই সে সময়ে আমাদের লড়াই করতে হয়েছে। কম্যাণ্ডারকে বললাম, 'লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কাছে এগিয়ে যাবেন। অযথা ঝুঁকি নেবেন না। বুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের ঠিক রাখবেন। অন্ধকারের অপেক্ষায় থাকবেন, তারপর ব্রুদ্‌নির সঙ্গে যোগাযোগ করে ওকে সাহায্য করবেন।'

কম্যাণ্ডারকে বলে দিলাম — ব্রুদ্‌নিকে বলবেন, তার প্লেটুন নিয়ে যেন হুকুম মাফিক রাস্তায় ফিরে আসেন, গুপ্ত ঘাঁটি তৈরী করে নেন এবং পরদিন আবার যেন গুলির মুখে জার্মানদের আটকান।

৩

অফিসারটিকে যেতে বলে আমিও ডাগ-আউটের বাইরে বেরলাম। সূর্য ডুবতে তখনো দুঘণ্টা বাকি। কিন্তু আকাশ অন্ধকার, মেঘে ঢাকা। কারো সঙ্গে কথা বলার তখন ইচ্ছে হচ্ছিল না। মাথায় তখন কেবল সেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্লেটুনটার কথাই ঘুরছে, পঞ্চাশ জন সৈন্য রাস্তার ধারের বনের ভিতর কোথায় যেন লড়াই করছে।

ধীরে ধীরে নদীর দিকে হেঁটে চললাম। সৈন্যরা মাঠে হিমে শক্ত হয়ে যাওয়া মাটি কাটছে, গাছের গুঁড়ি বয়ে আনছে, ভুয়ো ট্রেঞ্চ বানাতে ওরা ব্যস্ত। ওদের কাছে যেতেও ইচ্ছে হল না। দেখে মনে হচ্ছিল ওরা যেন কেমন গড়িমসি করছে, কাজে মন লাগাচ্ছে না ... আরে তাড়াতাড়ি কর! আমাদের পঞ্চাশ জন সৈন্য নদীর ওপারে শত্রুদের আটকে রেখেছে, লড়ছে। এই অবকাশের প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি মিনিট তারা আমাদের জন্য লড়াই করে অর্জন করছে। আমার মনের যা উৎকণ্ঠিত অবস্থা মনে হল ওদের কাছে গেলে বোধ হয় দোষী নির্দোষ সবাইকেই ধমকাতে সুরু করব।

কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম নদীর ওপার থেকে জার্মান মর্টারের আওয়াজ আসে কিনা। কিন্তু ওপারে সবকিছু নিস্তব্ধ। সবকিছু এতক্ষণে

শেষ হয়ে গেল নাকি? যাদের নিয়ে আমার এত ভাবনা সেই ব্রুদ্নি, কুর্বাতভ আর তাদের সঙ্গীদের কি আর কখনোই দেখতে পাব না?

পরে যুদ্ধের আগুনে আমার মন আরো শক্ত হয়ে ওঠে। এরকম গভীর যন্ত্রণা তখন আর বড় একটা অনুভব করিনি।

ডাগ-আউটে ফিরে এসে স্থির হয়ে সংবাদ আর অনুসন্ধানী দলের অপেক্ষায় থাকার চেষ্টা করতে লাগলাম।

অপারেটর বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।'

২নং কম্পানির কম্যাণ্ডার লেফ্টেনাণ্ট সেভ্রিউকভ কথা বলছে।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নির প্লেটুন অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।'

৪

তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম:

'কী করে জানলেন?'

'কী করে জানলাম? ওরা যে এখানেই রয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কোথায়?'

'বললাম যে,' সেভ্রিউকভ আবার তার সেই গদাইলস্করী চালে কথা বলছে। শুনেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। 'বললামই তো, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ওরা এখানেই রয়েছে। আমার কম্পানির লাইনে এসে ঢুকেছে।'

'কারা ঢুকেছে?'

তখনো বুঝতে পারছিলাম না, আসলে বলতে হয় আগেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ...

কিন্তু হয়ত এখন মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।

সেভ্রিউকভ বলল, 'লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নি আর তার সৈন্যরা। মানে, যারা বেঁচে এসেছে। ছজন মারা গেছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'আর জার্মানরা? রাস্তা?'

প্রশ্নটা হঠাৎ বেরিয়ে এল মুখ থেকে যদিও এখন আর জিজ্ঞেস করার কোন মানেই হয় না। ব্যাপার তো বোঝাই যাচ্ছে ... সেভ্রিউকভের জবাব শোনা গেল: শত্রু রাস্তা দখল করেছে। আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরল না। সেভ্রিউকভ জিজ্ঞেস করল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনি শুনছেন?'

'শুনছি।'

'লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রুদ্‌নিকে টেলিফোনে ডেকে দেব কি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'তার কোন দরকার নেই।'

'তবে আপনার কাছে ওকে পাঠিয়ে দেব কি?'

'তারও কোন দরকার নেই।'

'তবে এখন কী করব?'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করুন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে উঠলাম, তা নয়।

৫

সবচেয়ে খারাপ যা ঘটবার তা তবে ঘটল।

রাস্তাটা শত্রুর হাতে গেল বলেই যে খারাপ তা নয়, ওর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের কৌশল অনুসারে ব্যাপারটা ঘটত কাল কি পরশু, এই যা।

কিন্তু আজ আমার লেফ্‌টেনাণ্ট, আমার প্লেটুন, আমার সৈন্যেরা হুকুম ছাড়াই রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে। তারা পালিয়েছে!

কয়েক মিনিট পরেই ঘোড়ায় চড়ে ২নং কম্পানির কম্যাণ্ড পোস্টের দিকে রওনা হলাম। তিনদিন আগে, সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার গোধূলির আলোয় এই সৈন্যদলকে আমি কাছেরই একটা জায়গা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছি। আজও গোধূলির আলো। সেদিন ফল ইন হয়ে সৈন্যরা আমায় অভিবাদন জানিয়েছিল। অথচ আজ যারা ফিরে এল তারা অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে, শুয়ে পড়েছে বরফ ঢাকা মাটিতে।

ডাগ-আউটের কাছে, নদীর বন্ধুর তীরভূমিতে গিয়ে মেশা একটা

উঁচু ঢিবির ঢালুতে একদল অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। একটি বেঁটেখাট লোক দল ভেঙে চেঁচাতে চেঁচাতে আমার দিকে ছুটে এল:

'উঠে দাঁড়াও! এটেনশন!'

লোকটি ব্রুদ্নি। আমার সামনে এসে খট করে স্যালুট ঠুকে এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...' বেশ উত্তেজিত হয়ে সে বলতে সুরু করল।

বাধা দিয়ে বললাম:

'লেফ্‌টেনাণ্ট সেভ্রিউকভ! এখানে আসুন!'

চল্লিশ বছরের প্রৌঢ় সেভ্রিউকভ থপ থপ করে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে এল।

'এখানে সিনিয়র অফিসার কে?'

'আমি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'আপনি তবে কম্যাণ্ড দিচ্ছেন না কেন? প্লেটুন কেন সার বেঁধে দাঁড়ায়নি? এ কী বিশৃঙ্খলা! সবাই ফল ইন করুন, অফিসাররাও।'

মেশিনগান কম্পানির পলিটিকাল অফিসার বজানভ এগিয়ে এল। গলা নামিয়ে সে কাজাখীতে জিজ্ঞেস করল:

'আক্‌সাকাল। ব্যাপারটা কী?'

তাকে রুশীতে বললাম:

'কমরেড পলিটিকাল অফিসার, আমার আদেশ আপনার প্রতিও কি প্রযোজ্য নয়? যান জায়গায় দাঁড়ান!'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বজানভ তার গোল মুখটা আমার দিকে তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বোঝা গেল সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। কারণ দেখতে পেয়েছে সেই মুহূর্তে আমি কোন বাধা সইতে প্রস্তুত নই।

বরফের গায়ে সৈন্যদের লাইন কালো হয়ে ফুটে উঠল। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল দূর থেকে, পূবদিকে অনেক পিছন থেকে, গোলাগুলির চাপা গর্জন ভেসে আসছে। সৈন্যদের সারির কাছে এগিয়ে গেলাম।

সেভ্রিউকভ এবার রিপোর্ট করল। তার পাশে দমবন্ধ করে এটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্রুদ্‌নি। ব্রুদ্‌নির দিকে ফিরে বললাম:

'রিপোর্ট করুন।'

ব্রুদ্‌নি তাড়াহুড়ো করে বলতে সুরু করল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, আমার কম্যাণ্ডের বর্ধিত কম্পানি আজ শ'খানেক নাৎসীকে খতম করেছে। কিন্তু নাৎসীরা আমাদের ঘিরে ফেলে। আমি আক্রমণ করে ভেঙে বেরিয়ে আসব বলে ঠিক করি ...'

'চমৎকার! কিন্তু তারপর কেন আবার রাস্তায় ফিরে গেলে না?'

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, জার্মানরা আমাদের পিছন পিছন তেড়ে আসে ...'

'তেড়ে আসে?' রাগে আর ঘেন্নায় আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তেড়ে আসে? সে কথা আবার বলছ কৈফিয়ৎ হিসেবে? শত্রুপক্ষ ঘোষণা করেছে আমাদের তারা উরাল পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। তুমিও কি তাই ভেবেছ? মস্কো ছেড়ে দিয়ে, সারা দেশ শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে আমাদের বুড়ো বাবা মা, আত্মীয়স্বজন, স্ত্রীপুত্র পরিবারের কাছে গিয়ে নাকি কান্না কেঁদে বলবে, "জার্মানরা যে আমাদের তেড়ে এল!" কী, কথার উত্তর দাও!'

ব্রুদ্‌নি নিরুত্তর।

'তোমার কথা শুনে মেয়েরা তোমার গালে চড় মেরে থুতু দিত। লাল ফৌজের অফিসার তুমি নও; তুমি কাপুরুষ।'

আবার পিছন থেকে ভেসে এল গোলাগুলির গর্জন।

'শুনতে পাচ্ছ? জার্মানরা আমাদের পিছনেও এসে পড়েছে। শত্রু সৈন্য ঐদিক দিয়ে মস্কোয় ঢোকার চেষ্টা করছে। আমাদের ভাইরা ওখানে লড়াই করছে। পাশের আক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার ভার আমাদের ব্যাটেলিয়ন নিয়েছে। ওরা আমাদের উপর ভরসা করে আছে, ওদের বিশ্বাস আমরা জার্মানদের কিছুতেই এদিক দিয়ে এগোতে দেব না। আমিও তোমার উপর ভরসা রেখেছিলাম। তুমি রাস্তাটা আটকে রেখে শেষ পর্যন্ত ইঁদুরের মত পালিয়ে এলে, ভাবছ—একটা রাস্তা তো মাত্র শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছি! কিন্তু একটা রাস্তা মাত্র নয়, মস্কোকেই শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে এসেছ!'

'আমি ... আমি ... ভেবেছিলাম ...'

'তোমাকে আমার আর কিছু বলবার নেই। যেতে পার!'

'কোথায় ?'

'আদেশ অনুসারে তোমার এখন যেখানে থাকবার কথা, সেইখানে।' আঙুল দিয়ে নদীর ওপারটা দেখিয়ে দিলাম। ব্রুদ্নি ধাঁ করে মাথাটা ফেরাল তার পিছনে যেখানে আমি আঙুল দেখিয়েছি, সেই জায়গাটা যেন একবার দেখবে। কিন্তু নিজেকে সামলে রেখে সে এটেনশন হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রুদ্নি ভাঙা গলায় সুরু করল, 'কিন্তু ওখানে তো, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

'হ্যাঁ, ওখানে জার্মানরা আছে! এগিয়ে যাও! ওদের গিয়ে মার, নয়ত যদি চাও তবে ওদের হয়ে খাটতেও পার! আমি তো তোমায় এখানে আসতে বলিনি! পালানে লোকদের নিয়ে আমার কোন প্রয়োজন নেই! যাও!'

ব্রুদ্নি আমতা আমতা করতে লাগল, 'প্লেটুন নিয়ে যাব?'

'না! প্লেটুনের নতুন কম্যাণ্ডার হবে। একা যাও!'

যে অফিসার হুকুম মানে না তাকে ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার নানা ভাবেই শাস্তি দিতে পারে। যুদ্ধে ফেরৎ পাঠাতে পারে, কম্যাণ্ড থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে; কোর্ট-মার্শালের জন্য তাকে চালান দেওয়া যেতে পারে। তেমন তেমন হলে ঐখানেই গুলি করে শেষ করে দেওয়া যেতে পারে। আমি ... আমিও তার বিচার সারলাম এক কথায়। সামরিক মানটা ভুলে দলবলসুদ্ধ প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসে যে অফিসার তাকে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করার সামিল এটা — শারীরিক যন্ত্রণা নাই বা থাকল। অসম্মানকে আমি অসম্মান দিয়েই শাস্তি দিয়েছি।

নিশ্চুপ সেনাদলের সামনে ব্রুদ্নি তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে। তার প্রতি যে আমার আর কিছুই বলার নেই, তাকে যে ব্যাটেলিয়ন থেকে তাড়িয়ে দিলাম সে কথা যেন তার বোধগম্যই হচ্ছে না। তার পক্ষে এটা এক সাংঘাতিক মুহূর্ত। যুব কমিউনিস্ট লীগের সভ্য সে। যুদ্ধ আর মৃত্যুর কথা নিয়ে নিশ্চয় তাকে প্রায়ই মাথা ঘামাতে হয়েছে। দেশের জন্য

যে তাকে প্রাণও বিসর্জন দিতে হতে পারে তা সে জানে। কত বীরত্বপূর্ণ কাজের কল্পনা সে করেছে। জয়ের আনন্দের স্বপ্ন দেখেছে, সেই সঙ্গে পুরস্কার আর খ্যাতির স্বপ্ন। আর ব্যক্তিগত সুখের। সে স্বপ্ন সামান্য হলেও, তার কাছে তা অত্যন্ত প্রিয়।

তারপর যুদ্ধ এল। সত্যিকার যুদ্ধ। হল সত্যিকার লড়াই কিন্তু যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য ব্রুদ্নি, লেফ্টেনান্ট আর প্লেটুন কম্যাণ্ডার ব্রুদ্নি, তার প্লেটুন নিয়ে দিল চম্পট। তার শাস্তি সে পেয়েছে। তার উপরওয়ালা অফিসার ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের খোদ কর্তৃত্বে ঘোষণা হয়েছে রায়। ব্রুদ্নির সমস্ত স্বপ্ন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। নিজের জীবন সে বাঁচিয়েছে, কিন্তু জীবন বলে তার আর কিছু রইল না। তার সৈন্যদের সামনে তাকে 'কাপুরুষ' বলা হয়েছে, তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

ব্রুদ্নি দাঁড়িয়ে আছে, মৃত্যুর চেয়েও সাংঘাতিক এই সত্য বোধ হয় এখনো তার চেতনায় ধরা পড়েনি। সে যেন একটা শেষ কথার অপেক্ষায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি তখন পাথরের মানুষ। হৃদয়ে এক ফোঁটাও করুণা নেই। যুদ্ধে যে গেছে সেই আমায় বুঝতে পারবে। এই সময়ে ঘৃণা আগুনের মত জ্বলে উঠে অন্য সব বিরোধী অনুভূতিকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

অবশেষে ব্রুদ্নি বুঝল, যা বলবার তা সবকিছু বলা হয়ে গেছে। জোর করে সে কোনো রকমে টুপির কাছে হাত তুলে স্যালুট করল।

'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

প্যারেডের কায়দায় গোড়ালিতে ভর দিয়ে সে ঘুরে গেল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল রুজার ব্রিজের দিকে শত্রু যেখানে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

৬

প্লেটুনের কালো দেয়াল থেকে একটি ছায়া মূর্তি বেরিয়ে এসে ব্রুদ্নির পিছনে ছুটতে সুরু করল। সবাই শুনতে পেল তার ডাক:

'কমরেড লেফ্টেনান্ট, আমিও আপনার সঙ্গে আসছি...'

চওড়া কাঁধে টমিগান চাপান লম্বা ছায়া মূর্তিটাকে চিনতে পারলাম। গলার স্বরটাও চেনা।

'কুর্বাতিভ, ফিরে এস!'

সে থেমে গেল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমরাও দোষী।'

'কে তোমায় লাইন ছেড়ে বেরবার অনুমতি দিয়েছে?'

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ও একা ওখানে যেতে পারে না। ওখানে ...'

'কে তোমায় লাইন ভেঙে বেরিয়ে আসতে বলেছে? নিজের জায়গায় ফিরে যাও! যদি কিছু বলার থাকে, তবে লাল ফৌজের অফিসারের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতে হয় সেই ভাবে বল।'

কুর্বাতিভ লাইনে ফিরে গিয়ে বলল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমায় একটু কথা বলার অনুমতি দেবেন কি?'

'না! এটা সভা নয়! আমি জানি তোমরা সবাই তোমাদের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে পালিয়ে এসেছ। কিন্তু তোমাদের জন্য দায়ী কম্যাণ্ডার। সে যদি তোমাদের পালাতে আদেশ দেয়, তবে তোমরা পালাতে বাধ্য। তোমরা সবাই আমার কথা শুনছ তো? কম্যাণ্ডার যদি পালাবার আদেশ দেয় তবে তোমরা পালাতে বাধ্য। পালানর দায়িত্ব নেবে কম্যাণ্ডার। কিন্তু কম্যাণ্ডার "থাম" বলার পরেও যদি কেউ পালায়, তবে কম্যাণ্ডার সমেত তোমাদের প্রত্যেকের, প্রত্যেকটি সৎ সৈন্যের কর্তব্য হবে তাকে তক্ষুণি গুলি করে মারা। তোমাদের কম্যাণ্ডার তোমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, থামাতে পারেনি। অবাধ্য যারা তাদের গুলি করতে পারেনি। এর মূল্য তাকে দিতেই হবে।'

অন্ধকার ছায়ায় মিলিয়ে গিয়ে ব্রুদ্নি হঠাৎ আবার দেখা দিল। আমার মনে একই সঙ্গে নতুন ঘৃণার আবেগ আর বিরক্তি জেগে উঠল। মাফ চাইতে আসা হচ্ছে। ফের ভয় পেয়েছে?

'কী চাও?'

‘কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমার কাগজপত্তর কাকে দিয়ে যাব?’

‘কী কাগজ?’

ব্রুদ্নি আমতা আমতা করে বলল, ‘আমার লীগ সদস্যের কার্ড, অফিসারের সার্টিফিকেট আর কিছু চিঠি।’

বজানভকে ডেকে পাঠালাম।

‘কমরেড পলিটিকাল অফিসার, এর কাগজপত্রের ভার নিন।’

আর্মিকোটের ভিতর পকেট থেকে ব্রুদ্নি একটা ছোট্ট কাগজের প্যাকেট বের করে বজানভের দিকে বাড়িয়ে দিল।

বজানভ ফিসফিস করে আমায় বলল, ‘আক্সাকাল।’

ঐ একটি কথাই, আর কিছু নয়। কিন্তু ওতেই তার মিনতি ফুটে উঠল। ব্রুদ্নি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, এটাও ঐ কাপুরুষটার একটা ছল। বোধ হয় এই ভেবেই ও ফিরে এসেছে। ভেবেছে আমি পলিটিকাল অফিসারকে ডাকব আর সেও তার হয়ে কথা বলবে।

মনে মনে ভাবলাম, ‘বটে, শত্রুর ওপর চালাকি না খাটিয়ে চালাকি খাটাতে এসেছ আমার ওপরে? মান সম্মান বাঁচাবার সুযোগ তোমায় দিয়েছিলাম। কিন্তু আবার যখন কাপুরুষের মত ব্যবহার করলে তখন চুলোয় যাও তুমি। তোমায় অসম্মানেই মরতে হবে।’

বললাম, ‘ব্রুদ্নি, তোমার কাগজপত্তর তোমার কাছেই থাক। তোমায় ওখানে যেতে হবে না। আরেক পথে যেতে হবে।’

আমাদের পিছন দিকের পায়ে হাঁটা পথটা দেখিয়ে দিলাম।

‘রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারে যাও ... গিয়ে বল আমি তোমায় ব্যাটেলিয়ন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কোর্ট মার্শালের জন্যে পাঠিয়েছি ... সেখানে গিয়ে যা কৈফিয়ৎ দেবার আছে দাও।’

একটা অস্ফুট অদ্ভুত ফোঁপানর মত সরু আওয়াজ ব্রুদ্নির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

‘কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... আমি ... আমি আপনাকে করে দেখাচ্ছি ... আমি জার্মানদের মারব ...’ ওর গলা তখন কাঁপতে সুরু করেছে। আগে যা সাহস করে বলতে পারেনি সে কথাটাই যেন অন্তর থেকে

বেরিয়ে এসেছে, 'ঐ সান্ত্রীটাকে মেরে ... তার বন্দুক আর কাগজপত্তর নিয়ে এসে আপনাকে দেখাব ...'

ওর কথা শুনতে শুনতে আগেকার সেই ঘৃণার ভাবটা ক্রমশ কেটে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল ফিসফিস করে বলি, যাতে কেবল ওরই কানে যায়:

'এই ত ভাল ছেলের মত কথা, ঠিক আছে!' আমার মন কেঁপে উঠল প্রীতিতে ভরে গেল, কিন্তু কেউ তা টের পেল না।

'যেখানে খুসি যাও! তোমাকে আমার কোনো দরকার নেই।'

ব্রুদ্‌নি ফিসফিস করে বলল, 'এই নিন, কমরেড পলিটিকাল অফিসার।'

বজানভের হাতের টর্চটা জ্বলে উঠল। আলোটা সরে গেল ব্রুদ্‌নির গাল বসে যাওয়া কালো মুখের উপর দিয়ে। চোখদুটো গর্তে ঢুকে গেছে, বেরিয়ে আসা চোয়ালের হাড়ের উপর দুটো গাঢ় ছোপ। আলোটা তারপর নেমে এল কাগজের মোড়কটার উপর। বজানভ মোড়কটা হাতে তুলে নিল। আলো নিভে গেল।

ব্রুদ্‌নি উল্টো দিকে ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করে দিল। হেঁকে বললাম:

'কুর্বাতভ, লেফ্‌টেনাণ্টকে একটা টমিগান দাও!'

ব্রুদ্‌নির জন্য এছাড়া আর কিছুই আমার করার উপায় ছিল না। রুজার তীরে দাঁড়িয়ে যারা মস্কোর পথ আটকেছে তাদের নিয়মনিষ্ঠার দায়িত্ব আমার উপর। সারা ব্যাটেলিয়নের মনোবলের জিম্মাদার আমি।

পথের উপর আরেক লড়াই

১

হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে কুর্বাতভকে ডেকে পাঠালাম।

দেখলাম অত্যন্ত বিমর্ষ। শত্রুর তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসার দলে সেও ছিল। শক্তসমর্থ, সুদর্শন, দৃপ্ত লোকটি। দেখে মনে হয় বেশ সাহসী। কিন্তু সেও পালিয়েছিল। কেন? এরকমটা ঘটল কেন? সেটাই আমি জানতে চাই।

হ্কুম করলাম, 'বল কী ঘটেছিল সেখানে। সবাই পালিয়ে এলে কেন?'

কুর্বাতভ সংক্ষেপে ঘটনাটার বিবরণ দিল। জার্মানদের সঙ্গে যখন গুলি বিনিময় হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ তাদের পিছনে খুব কাছেই টমিগানের আওয়াজ শোনা যায়। পিছনের গাছগুলোর আড়াল থেকে এক ঝাঁক ট্রেসার বুলেট ছুটে আসে, বুদ্‌নি চেঁচিয়ে বলে, 'আমায় অনুসরণ কর!' যা কথা ছিল, ওরাও সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকগুলো কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরে বন ছেড়ে কাছের কুঞ্জের দিকে ছুটে যায়। কিন্তু হঠাৎ সেখান থেকেও গুলি সুরু হয়। কেউ পড়ে যায়, কেউ চিৎকার করে ওঠে। সবাই পালাতে সুরু করে, তখন আর তাদের ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। সৈন্যরা প্রাণপণ ছোটে কিন্তু পিছন পিছন তেড়ে আসে ট্রেসার বুলেট। জার্মানরা গুলি চালাতে চালাতে একেবারে প্রায় পিছু পিছু ধাওয়া করে আসে।

'কজন জার্মান ছিল? কজন টমিগানার তাড়া করেছিল?'

কুর্বাতভ গোমড়া মুখে জবাব দিল, 'তা জানি না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'এক ডজন? নাকি তার চেয়েও কম?'

কুর্বাতভ চুপ, চোখদুটো তার নিচে নামান।

'যেতে পার।'

২

কুর্বাতভ চলে গেল।

লোকটার মনের ভিতর কী চলছিল তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। নিজের আচরণে সে অত্যন্ত লজ্জিত।

লজ্জা ... জিনিসটা কী তা কখনো ভেবে দেখেছেন? যুদ্ধের সময় সৈন্যদের লজ্জাবোধ যদি অসাড় হয়ে যায়, অন্তরের এই আত্মবিচার যদি যায় পঙ্গু হয়ে তবে শত ট্রেনিং আর ডিসিপ্লিন দিয়েও সৈন্যদলকে একসঙ্গে ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

গুলির চাপে কুর্বাতভ অন্যদের নিয়ে পালিয়েছে। ভয় এসে তার কানের কাছে চিৎকার করে বলেছে:

'তোমার বারটা বেজে গেছে! এই কাঁচা বয়সেই তোমায় মরতে হবে! হয় মরবে নয়তো চিরকাল পঙ্গু হয়ে থাকবে। যে করেই হোক নিজেকে বাঁচাও। লুকিয়ে পড়, পালাও!'

কিন্তু সেই সঙ্গেই সে শুনেছিল আরেকটি গলা, তা কর্তৃত্বের সুরে ভরা:

'না, দাঁড়াও! পালানটা অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার! তোমায় দেখে সবাই ভীতু বলে নাক সিঁটকবে! দাঁড়িয়ে পড়ে লড়াই কর, দেশের প্রকৃত সন্তানের মত!'

সেই প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তে মন যখন দ্বিধাবিভক্ত, একবার এদিকে ঝুঁকছে আরেক বার ওদিকে তখন সবচেয়ে দরকার কারো কাছ থেকে পাওয়া আদেশ বা কম্যাণ্ড! কম্যাণ্ডারের শান্ত, উচ্চ, স্পষ্ট স্বর সৈনিকের মনে তার কর্তব্যবোধ ফিরিয়ে আনতে পারত। কম্যাণ্ডের ফলে সে পারত ভয়ের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে। মিলিটারী ট্রেনিংএর ফলে পাওয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি ছাড়াও সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেত সৈন্যসুলভ আবেগ: বিবেক, মর্যাদাবোধ আর দেশপ্রেম। ব্রুদ্‌নির তখন মাথার ঠিক ছিল না, সে যখন আদেশ জারী করতে পারত, করা উচিত ছিল, তখন কিছুই করেনি। তাই তার প্লেটুন পর্যুদস্ত হয়। এর ফলেই একজন সৎ খাঁটি সৈনিক এখন আমার চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে লজ্জা বোধ করছে।

৩

প্লেটুনের কম্যাণ্ডার তার ভুলের মাশুল দিয়েছে।

কিন্তু আমি? ব্যাটেলিয়নে যা কিছু ঘটেছে, ঘটবে, তার দায়িত্ব আসলে আমারই। তার প্রতিটি ব্যর্থতা, প্রতিটি পলায়ন, ব্যাটেলিয়নের প্রত্যেক অফিসার আর সৈনিকের কাজের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত আমার উপরেই বর্তায়। এই প্লেটুনটি আদেশ পালন করেনি — তার মানে আমিই আদেশ পালন করিনি।

রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারে সবকিছু জানিয়ে, প্রয়োজনীয় কৈফিয়ৎ দিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম ... তারপর সবচেয়ে কড়া

বিচারক আমার নিজের বিবেকের সামনে নিজের বিচার সুরু করলাম।

আমার ব্যর্থতার মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে। প্লেটুনের কম্যাণ্ডের ভার অনুপযুক্ত কারো উপর দিয়েছিলাম কি? লোকটি যে ভীরু তা কি ঠিক সময়টিতে আবিষ্কার করতে পারিনি? না তা তো নয়। লোকটি পালিয়ে এসেছে, সবার সামনে তাকে অপমান করা হয়েছে, কিন্তু সে তার সজীব মর্যাদাবোধের পরিচয় দিয়ে আমার মনে আবার ভালবাসার উদ্রেক করেছে।

লড়াইয়ে গিয়ে গুলির মুখে লোকটির তবে কী হল? অফিসারের কর্তব্য সে কী করে ভুলে গেল? অন্যদের ভীরুতার ছোঁয়া তাকেও বুঝি লেগেছিল? কিন্তু আমার সৈনিকরা যে ভীরু তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। হয়ত ওদের ঠিকভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়নি? কিন্তু এ ব্যাপারেও আমি নিজের কোন ত্রুটি দেখতে পেলাম না।

আসল সত্যটা ধরা পড়ল অত্যন্ত ধীরে ধীরে, খাপ ছাড়া আবছাভাবে।

বুদ্দিকে ঐ কাজে পাঠানর কয়েকদিন আগেই একদিন ভাবছিলাম, 'জার্মানরা তো আর ভেড়া নয়। প্রত্যেক বার নিশ্চয়ই আমাদের হাতে কচু-কাটা হবার জন্যে বসে থাকবে না!' কিন্তু কথাটা একবার মাত্র দেখা দিয়েই মন থেকে মিলিয়ে যায়। এর থেকে কোন রকম সিদ্ধান্ত আমি গড়ে তুলিনি। শত্রুকে আমি অত্যন্ত বেশি বোকা ঠাউরেছিলাম।

আমাদের প্রথম চোরা আক্রমণের ফলে স্বভাবতই জার্মান কম্যাণ্ডার নতুন করে ভাবতে সুরু করে। তার মনে আমার হিসেবের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়িই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আবার চোরা আক্রমণের সামনে পড়লে কী করতে হবে তা সে আগেই ঠিক করে রাখে। আমি কিন্তু সে কথাটা ঠিক সময় মত আঁচ করতে পারিনি। হঠাৎ আঘাতের জবাব দেয় সেও হঠাৎ আঘাত দিয়ে। আমার প্লেটুনকে সে পালাতে বাধ্য করে; তার নিজের সৈন্যরা যে কৌশলের ফলে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল -- একেবারে কাছ থেকে হঠাৎ গুলিবর্ষণ করা -- সে কৌশল সে আমার সৈন্যদের উপরে চালিয়ে তাদের খেদিয়ে দিয়েছে।

আজ সে জিতেছে; আমায় ছত্রভঙ্গ করে হটিয়ে দিয়েছে — আমায় বলছি আমার ব্যাটেলিয়নের কথা ভেবেই। তার সাফল্যের কারণ এ নয় যে তার অফিসার আর সৈন্যরা বেশি সাহসী বা ভাল শিক্ষাপ্রাপ্ত। সংখ্যায় ওরা বেশি বলেও তা ঘটেনি, আমাদের রণকৌশলে একটা ছোট্ট দলও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বড় দলকে আটকে রাখতে সক্ষম, সে জিতেছে কৌশলের দ্বারা, পরিকল্পনার দ্বারা। জিতেছে বুদ্ধির প্যাঁচে।

ঠিক, গতকাল আমি তেমন ভাল করে সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখিনি! লড়াইয়ের আগেই আমার হার হয়েছে। এইটেই আমার ভুল।

৪

ম্যাপটা ভাল করে দেখতে লাগলাম। লড়াই আর পালানর ঘটনাটা কল্পনায় আবার গড়ে তুললাম। ভেবে বার করতে চেষ্টা করলাম আমার শত্রু, জার্মান কম্যান্ডারটির পরিকল্পনা। তার কাজের ধারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার সৈন্যরা পালাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে। পিছনে ট্রেসারগুলির তীব্র কশাঘাত, মৃত্যুর তাড়না। দেখতে পাচ্ছি গুলি করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে তাদের পিছনে জার্মানরা দৌড়চ্ছে। ঘর্মাক্ত পিছু ধাওয়ার নেশায় উন্মত্ত। কত ঝোপঝাড়, খানাখন্দ তাদের পথের সামনে! অনায়াসেই তারা আড়াল নিয়ে, মাটিতে শুয়ে পড়ে শত্রুর দিকে বন্দুক ফেরাতে পারত। জার্মানরা এগিয়ে আসত বিজয়োল্লাসে, তাড়া করার উত্তেজনায় তারা উত্তেজিত। তখন একেবারে কাছ থেকে তাদের ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে খতম করা যেত।

কিন্তু ব্রুদনির তখন মাথার ঠিক নেই। নিজের উপর, সৈন্যদের উপর সে তার কর্তৃত্ব হারিয়েছে। এইটেই তার অপরাধ।

কিন্তু আমি ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, আমার তো তার হয়ে ভাবা উচিত ছিল। লড়াইয়ের আগে গতকালই সবকিছু আঁচ করা উচিত ছিল।

শত্রু রাস্তা দখল করেছে। কিন্তু একটা মাত্র পথ। অন্য পথটা এখনো শত্রুর হাতে পড়েনি। দন্‌স্কিখের প্লেটুন সেখানে আরেক জায়গায় গুপ্ত ঘাঁটি নিয়ে জার্মানদের অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে। আসছে কাল শত্রু ঐ প্লেটুনকেও কোন উপায়ে খেদিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।

৫

টেলিফোনে দন্‌স্কিখকে বললাম রক্ষীদল নিয়ে আমার কাছে আসতে।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে সে হেডকোয়ার্টারে এসে পেঁছল।

দন্‌স্কিখের চেহারার কোনই বদল দেখতে পেলাম না। হাতের আর মুখের চামড়া আগের মতই কোমল আর সাদা, ভিতরে ঢোকার সময় সে লজ্জায় অল্প একটু রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু তার প্রথম কথায়, প্রথম ভঙ্গীতেই বুঝতে পারলাম তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার চোখে চোখ পড়তে সে হাসল। সেই পরিচিত, স্বল্প লাজুক হাসি, কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন কী যেন একটা চোখে পড়ল, ভেতরকার কী একটা শক্তি। ও যেন জেনেছে যে হাসার অধিকার তার আছে। চলাফেরাতে আগের চেয়ে প্রত্যয়ের ছাপ বেশি, ক্ষিপ্রতাও বেড়েছে। স্যালুট করে সে রিপোর্ট করল। আগেকার সেই ইতস্তত ভাব আর নেই।

'আপনার ম্যাপ নিয়ে বসুন!'

ম্যাপে তার লুকনর বর্তমান জায়গাটার কোন চিহ্নই নেই। এরকম ক্ষেত্রে ম্যাপের গায়েও কোন গোপন খবর প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু প্রথম আক্রমণের জায়গাটা এখন আর গোপন নেই, দন্‌স্কিখ তাই বোধ হয় মনে রাখার জন্যই সে জায়গাটায় লাল পেন্সিলে একটা চক্কর এঁকে রেখেছে। চক্করটা দেখলাম। দুজনেই জানি মনোবলের প্রকৃত পরীক্ষা ঐখানে হয়ে গেছে, জয়ের প্রবল আনন্দের অভিজ্ঞতাও পাওয়া গেছে ঐখানেই। আমরা দুজনেই তা জানি, কিন্তু কেউ ও বিষয়ে একটি কথাও বললাম না।

'শুনুন দন্‌স্কিখ, গত বারের আলোচনায় আমরা ঠিক করেছিলাম শত্রু দু পাশ দিয়ে যদি এগিয়ে যেতে চায় তো তা দেব। কিন্তু এগিয়ে যেতে দেওয়া যেতে পারে একটা সীমা পর্যন্ত। কেবল দেখতে হবে একেবারে চার পাশ থেকে যেন ঘিরে না ফেলে।'

দন্‌স্কিখ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। আমি বলে চললাম:

'শত্রু অবশ্য আপনার অজান্তেই আপনাকে ঘিরে ফেলতে পারে। যেমন, ধরুন ... আপনাকে এই পাশ থেকে ঘিরে ফেলল,' পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা দিয়ে ম্যাপটা দেখিয়ে দিলাম, 'এখানে রয়েছে আপনার

বেরবার পথ। এখান দিয়ে বেরিয়ে আপনি পালাতে সুরু করলেন। কিন্তু শত্রু আপনার অলক্ষ্যেই এই পথে সৈন্য এনে ঘাপটি মেরে আছে। এগিয়ে আসামাত্র একেবারে সরাসরি আপনার উপর গুলি চালাবে। তখন কী করবেন?'

'কেন?' দন্স্কিখ বলল, 'বেয়নেট চালাব!'

'আঃ দন্স্কিখ... বেয়নেট চালানর মত কাছে তো ওরা আসবে না। আগেই গুলি করে আপনাদের শেষ করে দেবে। আপনার কি তখন আর মাথার ঠিক থাকবে, আপনি তখন পালাতে সুরু করবেন, তাই না?'

দন্স্কিখ মাথা তুলে দাঁড়াল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমি কখনোই পালাব না।'

'শুধু আপনার একার কথা বলছি না। আপনার সৈন্যরা কি পালাবে না?'

দন্স্কিখ কিছু বলল না। ম্যাপ দেখতে দেখতে সে একটা যথার্থ সত্যি উত্তর খুঁজতে লাগল।

'অত্যন্ত খারাপ অবস্থাতেও লড়াই করা দরকার, তা জানি। কিন্তু ওরকম অবস্থায় পড়বেন কেন, বলুন? জার্মানিরাই ফাঁদে পড়ুক। আমাদের কাজাখীতে একটা কথা আছে --- বেয়নেট দিয়ে একজনকে মারা যায়, বুদ্ধি দিয়ে মারা যায় হাজার জনকে।'

'কিন্তু কেমন করে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

তারুণ্যের দীপ্তিতে ভরা দন্স্কিখের নীল চোখদুটো আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বিশ্বাসে ভরা সেই দৃষ্টি।

আমি বললাম, 'পালাবেন! জার্মানরা যা চাইছে সেইভাবে একেবারে যেদিক সেদিক, ঊর্ধ্বশ্বাসে টেনে দৌড় মারবেন! লোক দেখানর জন্যে দশ-পনের মিনিট লড়াই করেই ভয়ের ভাণ করে দৌড় মারবেন। জার্মানরা তাড়া করে আসুক, এইটেই আমরা চাই! আমরাই তখন ওদের নাচাব। ওরা যে আমাদের তাড়া করছে ব্যাপারটা আসলে তা নয়। আমরাই ধাপ্পা দিয়ে ওদের বাধ্য করব আমাদের পিছন পিছন ছুটে আসতে। এই পথ ধরে আপনি যাবেন। এই থানাটায় কিছু সৈন্যকে রেখে দেবেন,' আবার পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা দিয়ে ম্যাপ দেখিয়ে বললাম, 'অন্য কোন

জায়গাও বেছে নিতে পারেন। কিন্তু সেখানে মুহূর্তের মধ্যে আড়াল নিয়ে তৈরী হয়ে যাবেন। প্রথম দলটাকে জার্মানরা পেরিয়ে যাক। দ্বিতীয় দলটার কাছে আসা মাত্র একেবারে কাছ থেকে মেশিনগান আর বন্দুক চালাতে থাকবেন। ওরা পালাতে সুরু করবে, থমকে গিয়ে দৌড় মারবে। তখন ফের এখান থেকে ওদের মুখোমুখি সোজা গুলি চালাতে সুরু করবেন। ওদের দুদিক থেকে আক্রমণ করতে হবে, তেড়ে আসা জার্মানগুলোর সবকটাকে সাবাড় করতে হবে! বুঝেছেন?'

কল্পনায় লড়াইটা শেষ করে, বিজয়ের হাসি হেসে আমি দন্স্কিখের দিকে তাকালাম। দন্স্কিখ হাসল না, কিন্তু তার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে। তবু, তার চোখের তারার গভীরে যেন ফুটে উঠল একটা চকিত শিহরণ।

দন্স্কিখের কী হল তা তখন বুঝতে পারিনি।

এক্ষুণি তার রক্তস্নান সুরু হবে, লড়াইয়ে শত্রুকে হত্যার আগে কি ওর মনে দেখা দিয়েছে বিভীষিকার মুহূর্ত?

যা হোক, দন্স্কিখ কিন্তু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই জবাব দিল:

'বুঝেছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আরো সব খুঁটিনাটি আলোচনা করার পর তাকে বললাম:

'ম্যানুভারটা আপনার সৈন্যদের বুঝিয়ে বলুন।'

দন্স্কিখ বলে উঠল, 'ম্যানুভার?'

কেন জানি না কথাটা তার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকল। আগে কখনো বোধ হয় সে 'ম্যানুভার' কথাটাকে শত্রু নিধনের সঙ্গে যুক্ত করেনি। যা হোক, সঙ্গে সঙ্গেই সে সঠিক কেতায় জবাব দিল:

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'তাহলে আসুন।'

দন্স্কিখ উঠে পড়ল।

কালই এই নরম মুখ আর কোমল স্বভাবের ছোকরা অফিসারটিকে শত্রুকে ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। একেবারে কাছাকাছি থেকে গুলি করে মারতে হবে পলায়নপর, আতঙ্কগ্রস্ত লোকগুলোকে। দেখলাম সে কাজ করার শক্তি তার রয়েছে।

৬

মনে হল সে দিনের ব্যর্থতা থেকে পরের বারের সাফল্যের পাঠ নিতে পেরেছি।

মনটা হালকা হল। দন্‌স্কিখ চলে গেলে পর কোটটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। মাথাটা কিছুক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে চলল, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

বন্ধ চোখের সামনে ম্যাপটা আর দন্‌স্কিখের মুখটা দেখতে পাচ্ছি। দন্‌স্কিখ মন দিয়ে শুনে চলেছে। পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা দিয়ে ম্যাপে কী যেন দেখাতে দেখাতে তাকে বলছি: 'ওরা সব এইদিকে ছুটে আসবে, এইখানে আবার ওদের উপর গুলি চালাতে হবে!'

তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম আরেকজন কার পেন্সিল যেন ম্যাপের উপর। ছবিটা এখনো আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার পেন্সিলটা সাধারণ লেড পেন্সিল। অন্যটার কিন্তু শীস্ ছুঁচল নীল, চকচকে লাল গা। হাতটাও আমার নয়। সাদা হাত, তাতে হালকা লাল রঙের লোম।

হাত থেকে আমার দৃষ্টি পড়ল হাতের মালিকের উপর। হ্যাঁ, আমারই প্রতিদ্বন্দ্বী। তীক্ষ্ম, কঠোর চোখ সেই জার্মান কম্যাণ্ডারটি। তার পাশে কে একজন যেন দাঁড়িয়ে। তাকে সে যা বলছে, তা আমারই কথার হুবহু পুনরাবর্তন (তার ভাষা আমি জানি না কিন্তু তবু যেন তা বুঝতে পারছি — স্বপ্ন আর স্বপ্নাভাসে যেমন হয়), 'ওরা সব এইদিকে ছুটে আসবে, এইখানে আবার ওদের উপর গুলি চালাতে হবে!' তার পেন্সিলের ছুঁচল ডগার নীচে নাৎসীদের ফাঁদে ফেলার সেই খানাটা নেই, রয়েছে আমার ব্যাটেলিয়নের লাইন। পেন্সিলটা কোন জায়গাটা দেখাচ্ছে তা লক্ষ্য করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম, ঝুঁকে পড়লাম সামনের দিকে তারপর ... চোখ খুলে গেল ...

সেই বহু পরিচিত প্যারাফিনের আলোটা জ্বলছে। এক কোণে বসে টেলিফোনের কাছে টেলিফোনিস্ট।

দেয়ালের দিকে ঘুরে আবার ঘুমবার চেষ্টা করলাম। ব্রুদ্‌নির

মুখের উপর হঠাৎ টর্চের আলো পড়েছিল — দৃশ্যটা মনে পড়ল। মুখে তার যন্ত্রণার ছাপ, মর্যাদাবোধও মিশেছে তার সঙ্গে, চোখদুটো বসে গেছে, হঠাৎ বেরিয়ে আসা গালের হাড়দুটোর উপর উত্তেজনার ছাপ। শেষ মুহূর্তে সে বলছিল: 'আপনাকে আমি করে দেখাচ্ছি... করে দেখাচ্ছি।' তার কাঁপা কাঁপা গলাটাও মনে পড়ল। আরো কী যেন সব মনের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। তারপর সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। গভীর, অস্বস্তি ভরা এক ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেলাম।

৭

পরের দিন ঘুম ভেঙে উঠতে আমার ব্যাটম্যান সিনচেংকো এগিয়ে এল। চোখে তার এক রহস্য ভরা দৃষ্টি।

দরজাটা দেখিয়ে সে বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, বাইরে লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রুদ্‌নি দাঁড়িয়ে আছেন. আপনি কখন উঠবেন, অপেক্ষা করছেন।'

'কেন এসেছে?'

বুক আমার দুলে উঠল। ব্রুদ্‌নি তবে ফিরে এসেছে! যা বলেছিল তা করেছে কি?

সিনচেংকো ব্যস্ত হয়ে বলতে সুরু করল, 'ব্রুদ্‌নি জার্মানদের কাছে গিয়েছিলেন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। কয়েকটা টমিগান নিয়ে এসেছেন। বাইরে বসে আছেন, কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। কেবল আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'ওকে আসতে দাও।'

সিনচেংকো বেরিয়ে গেল। একমিনিট পরে আবার দরজা খুলল। একটিও কথা না বলে ব্রুদ্‌নি আমার টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে দুটো জার্মান সাবমেশিনগান, দুজন জার্মান সৈন্যের সার্ভিস-পত্র, কয়েকটা চিঠি, একটা নোটবই আর কিছু জার্মান নোট আর মুদ্রা রেখে দিল। চাপা ঠোঁটদুটো স্থির হয়ে আছে এক সরল রেখায়। কালো কোটরে বসা চোখদুটো দিয়ে আমার দিকে সে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল। চাউনিটা তার ক্ষ্যাপাটে গোছের, ভুরুদুটোও কোঁচকান।

তাকে বসতে বলতে যাব, হঠাৎ দেখলাম গলার ভিতর কী যেন একটা ঠেলে উঠছে, কথা বলতে পারছি না। একটা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের জন্য কোটের কাছে এগিয়ে গেলাম, যদিও আমার ব্রীচেসের পকেটেই দেশলাই রয়েছে। সিগারেটটা ধরিয়ে কিছুক্ষণ কাঠের তৈরী ঢালু চালের ঠিক নিচে কাটা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক মুহূর্ত চেয়ে রইলাম দিনের আলোর দিকে। চেয়ে রইলাম পাইনের কাণ্ড আর বের করা শিকড়গুলোর দিকে, গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে পড়ে থাকা হালকা বরফের দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে বললাম

'বস, ব্রুদ্নি ... চা জলখাবার খেয়েছ?'

ব্রুদ্নি কোন উত্তর দিল না। তারও তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। সিনচেংকো দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল:

'জলখাবারের সঙ্গে কিছু ভোদকাও দেব কি?'

ব্যাটেলিয়নের অন্য সবার মত আমার ব্যাটম্যান ভালোমানুষ সিনচেংকোও আগের দিনের ঘটনাটা জেনেছিল। এখনো সে সবকিছুই বুঝতে পেরেছে।

'দাও, লেফ্টেনাণ্টকে এক গ্লাস ঢেলে দাও।'

দুজনে একসঙ্গে জলখাবার খেলাম। ব্রুদ্নি তার কথা বলে চলল — রাত্রে সে কোথায় কোথায় ঘুরে দুজন জার্মানকে কী ভাবে খতম করেছে এইসব কথা। থেকে থেকেই তার ভোদকায় উজ্জ্বল চোখে চমকে উঠছে আগেকার ব্রুদ্নির বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ।

'কিন্তু কালকে কী হয়েছিল তোমার, ব্রুদ্নি? আদেশ ছাড়াই তুমি পালিয়ে এলে কী বলে?'

ব্রুদ্নির ভুরুদুটো কুঁচকে গেল। ও বিষয়ে কথা বলার তার ইচ্ছা নেই।

'জানেনই তো ...'

'না, কিছুই জানি না ...'

আরো অনিচ্ছার সঙ্গে সে মিন মিন করে বলল, 'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন ...'

'ভয় পেয়েছিলে?'

বুদ্‌নি মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। কথাটা একবার বলে ফেলার ফলে ওর পক্ষে কথা বলা সহজ হল। বুদ্‌নি বলল:

'কী যে হল তা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... ঠিক যেন কী করে বোঝাব জানি না — মাথায় সে যেন একটা মুগুরের ঘা .. আমি আর তখন আমি নেই .. ভাবনাচিন্তা তখন সব থেমে গেছে ...'

বুদ্‌নির কাঁধদুটো স্নায়ুচকিত হয়ে কেঁপে উঠল।

'মুগুরের ঘা?'

নিজেব মনের ভাবটা প্রকাশ করার উপযোগী কথাটা যেন হঠাৎ পেয়ে গেলাম। মনস্তাত্ত্বিক আঘাত! যুদ্ধের রহস্য, যুদ্ধ জয়ের রহস্যটির মনে মনে শেষ পর্যন্ত ঐ নামকরণই করলাম।

মনস্তাত্ত্বিক আঘাত! মনোবলের উপর আঘাত!

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যুদ্ধের কয়েকটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঐ মুহূর্তটিই আমার সবচেয়ে ভাল করে মনে আছে। অথচ তখন কিছুই ঘটেনি।

মনস্তাত্ত্বিক আঘাত! মনে আঘাত হানার কোন বিশেষ রশ্মি আমাদের নেই। শরীরে আঘাত হানার মারণাস্ত্র নিয়েই যুদ্ধ, মনে ঘা দেবার কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু মনের উপরেও অস্ত্রের ঘা পড়ে! মনে ঘা পড়ার পর, মনোবল যখন ভেঙে যায় তখন সহজেই শত্রুকে তাড়া করে ধরে ফেলা যায়। সমূলে ধ্বংস বা বন্দী করা চলে।

আমাদের প্রতিপক্ষ ঠিক সেই চেষ্টাতেই আছে। 'হের্ মহামতি জার্মান', ও কাজে একবার তুমি সফল হয়েছে, আমার প্লেটুনের মনোবলের উপর আঘাত হেনেছ। কিন্তু আর পারবে না!

বুদ্‌নিকে বললাম:

'শোন, এই আমার বক্তব্য ... তোমায় আপাতত আমি কোন প্লেটুন দেব না, অবশ্য জানি তুমি এখন আর জার্মানদের ভয়ে ভীত নও। আমি তোমায় জার্মানদের কাছেই পাঠাব, তোমায় একটা অনুসন্ধানী প্লেটুনের সহকারী কম্যাণ্ডার করে দেওয়া হল।'

ব্রুদ্‌নি আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

ব্রুদ্‌নিকে যেতে বললাম।

মনস্তাত্ত্বিক আঘাত! কথাটা তো আদ্যিকাল থেকেই জানা। যুদ্ধের গোটা ইতিহাসে সাফল্য এসেছে তো হঠাৎ চমকে দিয়েই। শত্রুকে হঠাৎ আঘাত করে হতভম্ব করে দেওয়া আর নিজের সৈন্যদের সেরকম হঠাৎ আঘাত থেকে রক্ষা করা এইটেই তো হল লড়াইয়ের আর্ট, লড়াইযের কৌশল!

কথাগুলো নতুন নয়। বইয়েও পাওয়া যাবে। কিন্তু যুদ্ধে এসে অনেক কষ্টকর ভাবনাচিন্তা আর হার জিতের অভিজ্ঞতার পর নতুন করে তা আবিষ্কার করলাম। আগে কেবল একটা অস্পষ্ট ধারণা মাত্র ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সেই গোপন মন্ত্র এখন আমার কাছে পরিষ্কার।

আমার অন্তত তাই মনে হল।

সেইদিনই, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই, জার্মানরা দেখিয়ে দিল, সবকিছু বুঝতে আমার এখনো অনেক দেরী আছে। জার্মানরা বুঝিয়ে ছাড়ল যুদ্ধের আরো অনেক নিয়ম আর পন্থা আছে। আর জানেনই তো যুদ্ধের নিয়মকানুনের প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্র বা গণিতের পথে চলে না। যুদ্ধে প্রমাণ দিতে হয় রক্তে।

৮

দন্‌স্কিখের সৈন্যরা সেই লড়াইয়ের পর আমায় যা বলেছিল তা বলছি।

সেদিন, ২২শে অক্টোবর আমাদের ব্যাটেলিয়নের সম্মুখবর্তী শত্রু সৈন্য অধিকৃত রাস্তা দিয়ে তাদের আর্টিলারি আর রসদ নিয়ে এল। সেই সঙ্গে অন্য পথে যেখানে দন্‌স্কিখের দল লুকিয়ে আছে সেই দিক দিয়েও তারা এগোতে লাগল। ঐ পথেই দুদিন আগে দন্‌স্কিখের দল তাদের আটকেছিল।

এবার জার্মানরা অনেক সতর্ক হয়ে পায়ে হেঁটে লড়াইয়ের কায়দায় এগোচ্ছে, রাস্তার দুপাশের ঝোপঝাড় বন জঙ্গলের উপর গুলি চালাতে চালাতে। পিছনে তাদের ফাঁকা লরীগুলোও খুব আস্তে আস্তে চলেছে।

এবারেও দন্‌স্কিখের সৈন্যরা জার্মানদের উপর গুলি চালায়। কিন্তু শত্রুপক্ষ প্রস্তুত ছিল। চট করে মাটি নিয়ে ছোটো ছোটো দৌড়ে এগতে এগতে জার্মানরা প্লেটুনটাকে ঘিরে ফেলতে সুরু করে।

আমাদের পরিকল্পনাও তখন কাজে লাগান হয়। ভয়ের ভাণ করে যে যেদিকে পারে দৌড় মারার সময় আসে।

আমাদের সৈন্যদের পালাতে দেখে জার্মানরা চেঁচিয়ে উঠল, 'রুশরা পালাচ্ছে, এগোও!' জার্মানরা পিছন পিছন তাড়া করে চলল। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সৈন্যরা রাস্তা ঘেঁষে দৌড়তে লাগল। জার্মান ড্রাইভাররা গাড়িতে স্টার্ট দিল, সৈন্যরাও সব তাড়াতাড়ি লরীতে উঠে পড়ল। লরীর উপর দাঁড়িয়ে জার্মানরা আরামে আমাদের সৈন্যদের তাড়া করতে করতে গুলি চালিয়ে চলল।

আমাদের প্লেটুন একটা খানার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একদল সৈন্য চটপট ঝোপঝাড় আর ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। লরীগুলো এগিয়ে এল। তাড়া করার উত্তেজনায় জার্মানরা এক ধার থেকে গুলি চালাচ্ছে, বাতাসে ট্রেসার বুলেটের প্রচণ্ড শীৎকার।

হঠাৎ পাশ থেকে একঝাঁক গুলি। আর হালকা মেশিনগানের এনফিলাডিং ফায়ার। এনফিলাডিং ফায়ার কী ব্যাপার জানেন? কাছ থেকে হঠাৎ চালালে অবধারিত মৃত্যু। অজস্র লোক মরল। আকাশবাতাস আর্তনাদে ভরে উঠল। ড্রাইভাররা হয় মরল নয় ব্রেক না কষেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। লরীগুলো একটা আরেকটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। পাশ থেকে তখনো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

ভয়ে হতচকিত জার্মানরা লরী থেকে লাফিয়ে পড়ে গোরুর পালের মত পালাতে লাগল। পিছনে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি।

অন্য দিকে জার্মানরা যেখানে ট্রাকের আড়ালে আশ্রয় নেবে ভেবেছিল, সেখানেও হঠাৎ মৃত্যুর মুখোমুখি হল। আবার গুলির ঝাঁক, আবার হালকা মেশিনগানের এনফিলাডিং ফায়ার।

এইখানেই একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। এই দ্বিতীয় আঘাত, দ্বিতীয় বিস্ময়ের ফলে জার্মানদের যেন জ্ঞান ফিরে এল। ধ্বংসের হাত

থেকে বাঁচার জন্য যে একটি মাত্র পথ খোলা ছিল, তাই ওরা নিল। প্রচণ্ড গর্জন করে উন্মত্তের মত দলে দলে তারা ছুটতে লাগল সামনেই, গুলির মুখে, একেবারে আমাদের গুপ্ত ঘাঁটির দিকে।

জার্মানদের সঙিন ছিল না। সঙিন লাগান রাইফেলের বদলে পেটের কাছে সাবমেশিনগান নিয়ে এগোতেই তারা শিখেছে। মরীয়া হয়ে ওঠার ফলেই তাদের এ ধরনের সাহস জেগে উঠেছিল, না সংকটের মুহূর্তে কম্যাণ্ডারের কড়া অর্ডার তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল তা বলা মুশকিল। এতদিন ধরে তারা কী শিখেছে তা যেন হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল। ট্রেসার বুলেটের ঝড় তুলে তারা সোজা এগিয়ে এল আমাদের পাৎলা লাইনের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে সব ওলোটপালট হয়ে গেল। যুদ্ধের একটা সহজ নিয়ম ক্রমশ কার্যকরী হয়ে উঠল। সংখ্যার নিয়ম, সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের আধিক্যের নিয়ম। খুনের নেশায় হন্যে হয়ে উঠে দু'শরও বেশি ক্ষিপ্ত লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের সৈন্যদের উপর। আমাদের আর কটিই বা সৈন্য। অর্ধেক প্লেটুন। তার মানে মাত্র পঁচিশ জন।

পরে বুঝলাম যুদ্ধের পরিকল্পনাতেই ভুল হয়েছিল। বলবত্তর বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে কখনো তাদের জাপটে ধরাব চেষ্টা করা উচিত নয়। বহু দুঃখ পেয়েই কথাটা শিখতে হল।

এখন দন্স্কিখ কী করবে? এই রকম মারাত্মক অবস্থায় সাহস জিনিসটা হয় নিঃশেষে পালিয়ে যায় নয়ত আবার নতুন করে উৎসারিত হয়ে অমানুষিক একটা শক্তি জোগায়।

সবাইকে তাড়াতাড়ি কাছের বনে পিছু হটার হুকুম দিল দন্স্কিখ। পিছু হটার সময় সৈন্যদের রক্ষা করার জন্য একটা হালকা মেশিনগানের কাছে কয়েক জনকে নিয়ে সে নিজে রয়ে গেল।

জার্মানরা গুলি করতে করতে এগিয়ে এল। দন্স্কিখের মেশিনগানও অত্যন্ত তৎপর, পিছু ধাওয়ার সংক্ষিপ্ত পথের মুখটা আটকে দন্স্কিখ দাঁড়িয়েছে, আর একের পর এক জার্মানদের ধরাশায়ী করে চলেছে। তার গায়েও বহু আঘাত লেগেছে, কিন্তু রক্তপাতের দিকে তার নজর নেই, গুলি সে করেই চলেছে।

দন্স্কিখের পিছনে আরেকটা মেশিনগান শ্বর্ব করল গ্বলি চালাতে। দন্স্কিখের সেই অবকাশে পালানোর কথা। প্লেটুন কম্যাণ্ডারের সহকারী ভলকভ তার পালানোর পথ রক্ষা করবে। দন্স্কিখ তার সৈন্যদের দিকে দৌড়ে গেল। ঠিক তখনই আরেকটা গ্বলি লাগতে দন্স্কিখ পড়ে গেল। ভলকভ তখন দফায় দফায় গ্বলি চালিয়ে চলেছে, জার্মানদের সে কিছ্বতেই লেফ্টেনাণ্টের কাছে আসতে দেবে না। আমাদের কয়েকটি সৈন্য গ্বড়ি মেরে দন্স্কিখের কাছে গিয়ে তাকে বনের ভিতর টেনে নিয়ে গেল। তার গায়ের সাতটা ব্বলেটের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। সার্জেণ্ট ভলকভ — ট্রেনিংএর বেলায় আর লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কড়া, স্বল্পভাষী এই লোকটি, সৌনকদের ভাষায় ন্যায়ানষ্ঠ লোকটি - গ্বলি চালাতে চালাতেই মেশিনগানের কাছে মারা পড়ল।

৯

এইভাবে জার্মানরা আমাদের সেক্টরের দিকের 'নো ম্যান্স্ ল্যাণ্ডটা' দখল করে ফেলল।

আমি ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার মাত্র। মস্কোর কাছাকাছি এমনকি শ্বধ্ব ভলকলাম্স্ক অঞ্চলের সাধারণ রণনৈতিক পরিস্থিতিটা বোঝাতে যাওয়া আমার কাজ নয়।

কিন্তু তব্ব একবার অন্তত নিয়ম ভঙ্গ করে আপনাকে য্বদ্ধের একটা সাধারণ ছবি দেব। পরে পানফিলভের ডিভিশনের লড়াই সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে জেনারেল রকস্সভস্কির আর্মির প্রচারিত কয়েকটা কম্যানিকে আমার চোখে পড়ে। ভলকলাম্স্ক জেলাটা রক্ষা করছিল জেনারেল রকস্সভস্কির সৈন্যরা। তার মধ্যে ২২শে অক্টোবরের কম্যানিকেতে ছিল:

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের আর্মির বাঁ পাশে শত্রুপক্ষ তাদের প্রধান সৈন্যদলকে আর আর্মির কেন্দ্রের দিকে অক্সিলিয়ারী সৈন্যদলকে জমায়েৎ করেছে।'

আর্মির কেন্দ্রের দিকে ... এই সেক্টরে আর্টিলারি সমেত আমাদের ব্যাটেলিয়ন আর আমাদের দ্বপাশের দ্বটি ব্যাটেলিয়নই শ্বধ্ব ছিল।

তেইশে অক্টোবর

১

২৩শে অক্টোবর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই একটা জার্মান আর্টিলারি লক্ষ্যসন্ধানী বিমান আমাদের ব্যূহের উপর দিয়ে উড়ে গেল। এ জাতীয় বিমানের পাখাদুটো হয় মশার মত। লাল ফৌজের সৈন্যরা বিমানটার নাম দিয়েছিল 'কুঁজো'।

পরে ঐ 'কুঁজোদের' আবির্ভাবে আমরা অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিলাম, এমনকি তাদের মাটিতে পেড়ে ফেলার কায়দাও জেনে নিয়েছিলাম। অপর পক্ষে ওরাও আমাদের সমীহ করতে শিখেছিল, আমাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত। কিন্তু সেদিনকার 'কুঁজোটাই' ছিল প্রথম, এর আগে আর ও বস্তু কখনো চোখে দেখিনি।

বেশ নিচু দিয়ে ভেসে যাওয়া হেমন্তের মেঘের তল দিয়ে বিমানটা নির্ভাবনায় পাক খাচ্ছিল। কখনো উঠে যাচ্ছে ধূসর আকাশের উঁচুতে, কখনো ইঞ্জিন বন্ধ করে পাক খেতে খেতে নিচে নামছে আমাদের কাছ থেকে লক্ষ্য করার জন্য।

ব্যাটেলিয়নে কোন বিমানবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। আগেই বলেছি আমাদের বিমানবিধ্বংসী মেশিনগানগুলো পানফিলভ ডিভিশনের বাঁ দিকে সরিয়ে নিয়ে যান। কারণ শত্রু ওখানে ট্যাংক আর বিমান বাহিনী সহযোগে আক্রমণ সুরু করেছে। রাইফেলের গুলিতে যে বিমান নামান যায় তা তখন জানতাম না। পরে শেখা আরো অনেক কৌশলের মত এটাও দেখলাম একবার ধরতে পারলে খুবই সোজা।

সবাই 'কুঁজোটাকে' দেখছে। সে মুহূর্তটি আমার এখনো মনে আছে—বিমানটা খাড়া উঠে গিয়ে মুহূর্তের জন্য মেঘের আড়ালে চলে গেল তারপর সোঁ করে নেমে এল আর হঠাৎ যেন সবকিছু গর্জন করে উঠল।

উদ্দীপ্ত আগুনের শিখার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বিদীর্ণ মাটির স্তূপ। জমাট জমি থেকে ছিটকে ওঠা চাঙড়গুলো ধীরে ধীরে মাটিতে পড়ছে দেখতে পাচ্ছি। তা থামতে না থামতেই পর পর আবার নতুন নতুন জায়গায় মাটি ছিটকে উঠতে লাগল।

গোলার আওয়াজ আর বিস্ফোরণের প্রকৃতি দেখে বুঝতে পারলাম নানা জাতের কামান আর মর্টার থেকেই এই অগ্ন্যুৎপাৎ সুরু হয়েছে, ঘড়ির দিকে তাকালাম। নটা বেজে দু মিনিট।

বনের ভিতর লুকন আমাদের স্টাফ ডাগ-আউটে গেলাম। কম্পানি কম্যাণ্ডারদের রিপোর্ট পাবার পর রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারকে টেলিফোন করলাম। জানালাম নটার সময় জার্মানরা ব্যাটেলিয়নের গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে সম্মুখভাগে সাংঘাতিক আর্টিলারি গোলাবর্ষণ সুরু করেছে। এর উত্তরে জানতে পেলাম আমাদের ডান পাশের ব্যাটেলিয়নেরও ঐ একই দশা।

২

বেশ বোঝা গেল এই গোলাবর্ষণ আসল আক্রমণের ভূমিকা মাত্র। এ সময়ে সকলের স্নায়ু একেবারে টান টান হয়ে থাকে। মাটির ওপর অবিশ্রান্ত গুমগুম আওয়াজের প্রত্যেকটি শব্দের জন্যই যেন কান পেতে থাকতে হয়। আর শরীরে ডাগ-আউটের কাঠের গুঁড়ির কাঁপুনি। এক আধটা গোলা যখন কাছাকাছি পড়ে তখন তো জমাট মাটির বর্ষণ নেমে আসে চালের ভেতর দিয়ে, ঝরে পড়ে মেঝে আর টেবিলের উপর। তারপর হঠাৎ যখন একসময় সবকিছু চুপচাপ হয়ে যায় তখনই কিন্তু দেখা দেয় আসল উৎকণ্ঠা। কখন আবার গোলা ফাটবে তার জন্য সবাই দমবন্ধ করে বসে থাকে। গোলা ফাটছে না ... তার মানে কিন্তু আবার ঐ বুম্ বুম্ আবার বিস্ফোরণের গর্জন, কাঠের গুঁড়ির কাঁপুনি, আবার সেই সবচেয়ে ভীষণের অপেক্ষায় বসে থাকা — নিস্তব্ধতার অপেক্ষায়।

জার্মানদের কৌশলের যেন শেষ নেই। সারা দিন ওরা আমাদের মন আর স্নায়ু নিয়ে খেলল। মিনিট দু তিন গোলাবর্ষণ বন্ধ রাখে তারপর আবার সুরু করে। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। এর চেয়ে আক্রমণ করলেও যেন ছিল ভাল!

আধঘণ্টা পার হয়ে গেল, এক ঘণ্টা, আরো এক ঘণ্টা তবুও গোলাবর্ষণের সমাপ্তি নেই। এই সেদিন পর্যন্ত আমি গানার ছিলাম। যেখানে একটাও কংক্রিটের গাঁথনি নেই, সবই মামুলী মাটির তৈরী ঘাঁটি, সেখানে যে কেউ সব রকম কামান থেকে এরকম ভাবে এতক্ষণ ধরে

গোলাবর্ষণ করতে পারে তা বিশ্বাস হচ্ছিল না। মালগাড়ি কে মালগাড়ি গোলা সবই যেন দাগছে আমাদের দিকে, গতিরুদ্ধ হবার পর জার্মানরা পিছন থেকে যত গোলাগুলি নিয়ে এসেছিল সব। জমিটা একেবারে চষে ফেলতে লাগল। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে বিধ্বস্ত করা, এমনভাবে আমাদের চূর্ণ করাই ওদের উদ্দেশ্য যাতে ইনফ্যাণ্ট্রি এসে এক তুড়িতেই বাকিটা শেষ করে ফেলতে পারে।

থেকে থেকেই টেলিফোনে আমি কম্পানি কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে কথা বলে চলেছি। শুনলাম কোথাও জার্মান ইনফ্যাণ্ট্রির সমাবেশ হয়েছে বলে কোন সন্ধান তারা পায়নি। প্রায়ই টেলিফোনের সংযোগ ছিন্ন হচ্ছিল। গোলার স্প্লিণ্টারে লাইন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আমাদের সিগন্যালাররা তাড়াতাড়ি এসে গোলার মুখেই সব সারিয়ে দিতে থাকে।

বিকেলের দিকে অসংখ্য বার লাইন কাটার পর ফের যখন তার কাটল তখন টেলিফোনকর্মীর সঙ্গে আমিও ডাগ-আউট ছেড়ে বেরলাম, বাইরে কী ঘটছে দেখার জন্য।

বনের উপরেও গোলা পড়ছে। গাছগুলোর মাথা ভেদ করে কী যেন গর্জে উঠল। একটা গাছ ভীষণ জোরে ভেঙে পড়ল, হুড়মুড় করে নেমে এল সব ডালপালা। ইচ্ছা হল তাড়াতাড়ি মাটির নিচে ঢুকে পড়ি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বনের ধার পর্যন্ত হেঁটে গেলাম। 'কুঁজোটা' তখনো মাথার ওপর চক্কর দিয়ে চলেছে। বরফ ঢাকা মাঠের বুকে এখন গর্ত আর ধুলো। জায়গায় জায়গায় ধুলোর ঘন কালো রঙ। এখানে ওখানে এখনো বিদীর্ণ মাটির স্তূপস্তম্ভ লাফিয়ে উঠছে। কখনো উঁচু, কখনো নিচু। মারাত্মক আর্তনাদ করে যখন মর্টার গোলা ফাটছে তখন লালচে ঝলক দিয়ে যে মাটি ছিটকে উঠছে, তা বেশি উঁচু নয়। যখন বড় গোলা ফাটছে, তখন মাটি উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে গাছের মাথা পর্যন্ত।

কয়েক মুহূর্ত পর স্নায়ুগুলো অভ্যস্থ হয়ে গেল। স্বতস্ফূর্ত অনিচ্ছার কাঁপুনিটাও থামল। গোলার দুম দুম শব্দ কানে আর তেমন করে বাজল না।

হঠাৎ সব চুপ হয়ে গেল : চরম নিস্তব্ধতা। আবার স্নায়ুগুলো উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। তারপর মাথার উপরে একটা তীব্র বজ্রধ্বনি, সেই সঙ্গেই

সারা শরীর শিউরে দিয়ে এক তীক্ষ্ন শীৎকার। ফের একটা তীক্ষ্ন শীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে তীব্র চড়চড় শব্দ। শ্র্যাপ্‌নেলের বিস্ফোরণ। একটা গাছের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম আবার বিশ্রীভাবে কাঁপতে সুরু করেছি।

কয়েক মিনিটের বিরতির পর জার্মানরা তাদের গোলার কম্বিনেশন বদলে নিল। বদলে ফেলল বিস্ফোরণ, গর্জন আর চাক্ষুষ প্রতিক্রিয়ার ধরন। এখন সুরু হয়েছে শ্র্যাপনেল আর ফ্র্যাগমেনটেশন গোলা, ভয়ানক গর্জন ও অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ফাটছে ঠিক মাটির ওপরটায়। ট্রেঞ্চে লুকিয়ে থাকা সৈন্যদের কোন ক্ষতি এতে হয় না, অর্থাৎ শারীরিক ক্ষতি। কিন্তু জার্মানদের উদ্দেশ্য হল আমাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। ওরা গোলা দাগছে সৈন্যদের মনোবলের উপরেই। গাছ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ কটি মুহূর্তে নজব করে দেখলাম, বুঝলাম, শত্রুর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম।

তারপর শুরু হল অতি-বিস্ফোরক গোলা, কয়লার গুঁড়োর মত ঘন ধোঁয়াব মেঘ আর কালো মাটির ঝড় তুলে ফাটতে শুরু করল মাঠের বুকে।

একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে মাটির নিচে চাপা পড়া কতগুলো লম্বা লম্বা কাঠের গুঁড়ি আকাশে ছিটকে উঠল। জার্মান অবজার্ভার পাইলটটির মনে তখন নিশ্চয়ই আনন্দ ধরছিল না।

আমিও হাসলাম। আমাদের কৌশল তবে খেটেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের ভুয়ো ব্যূহের উপর গোলা দেগে চলেছে শত্রু। মাটির বাঁধের নিচে নতুন পড়া বরফে ঢাকা আমাদের ভুয়ো ডাগ-আউটগুলো ব্যাঙের ছাতার মত বিছিয়ে গেছে। নদী বরাবর তাদের সার বেশ চোখে পড়ে। বরফের বুকে আবার আমরা ইচ্ছা করেই একটা পায়ে চলা পথের দাগ রেখে গেছি।

আসল ডাগ-আউটগুলো নদীর আরো কাছ ঘেঁষে তৈরী, তীরের ঢালুতে। তাদের চালের উপর তিন চার থাক মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি।

জার্মানরা যে শুধু ভুয়ো ডাগ-আউট লক্ষ্য করেই গোলাবর্ষণ করেছে তা নয়, গোটা এলাকাটাকেই তারা ছেয়ে ফেলেছে। নদীতীরেও গোলাবর্ষণ

করেছে। কিন্তু আমাদের চালের মোটা আচ্ছাদনের উপর গোলা পড়লে ক্ষতি হবার কথা নয়, তা করতে হলে আঘাত করতে হয় পলকা দেয়ালের গায়ে। জানেনই তো বাধ্য হয়েই আমাদের ডাগ-আউটগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়াতে হয়েছে। কাজেই আমাদের ব্যাটেলিয়নের ক্ষতি হল সামান্য।

৩

বিকাল চারটে নাগাদ নভলিয়ান্‌স্কয়ে গ্রামের কাছাকাছি ২নং কম্পানির সেক্‌টরে জার্মানরা তুমুল গোলাবর্ষণ শুরু করল। সেরেদা—ভলকলাম্‌স্কের পথটা নভলিয়ান্‌স্কয়ে গ্রামের ভিতর দিয়েই গেছে।

বিস্ফোরণ আর ভাঙনের আওয়াজ থেকেই ব্যাপারটা ঠাহর করতে পেরেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ২নং কম্পানির কম্যাণ্ডার সেভ্রিউকভকে টেলিফোনে ডাকলাম।

'সেভ্রিউকভ নেই ...'

বেঁটেখাট তাতারী রানার মুরাতভের গলা চিনতে পারলাম।

'কোথায় গেছেন?'

'উনি গুঁড়ি মেরে অবজারভেশন পোস্টে গেছেন ..'

'তুমি কেন যাওনি ওঁর সঙ্গে?'

'উনি গেলেন যাতে কারো চোখে না পড়েন। কায়দা টায়দা উনি সব বেশ জানেন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

মুরাতভ কী রকম ঠেকে ঠেকে কথা বলছিল। এ সময়ে লোকের গলার স্বরের দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। গলার স্বর তখন ফীল্ড রিপোর্টের মতই প্রকাশক্ষম হয়ে ওঠে।

এমন সময়ে আরেকটা টেলিফোনে আমার ডাক পড়ল। সেভ্রিউকভ কথা বলছে:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'হ্যাঁ। আপনি কোথায় রয়েছেন? কোথা থেকে কথা বলছেন?'

'আর্টিলারির অবজারভেশন পোস্ট থেকে বলছি . দূরবীণ দিয়ে চারদিকটা দেখছি ... দারুণ কৌতূহলজনক ব্যাপার, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

এই গোলাবর্ষণের মধ্যেও তার স্বাভাবিক গদাই-লস্করী চালে কথা বলার অভ্যাস গেল না। আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন চালিয়ে গেলাম:

'কিসের কৌতূহল? কী দেখছেন বলুন!'

'বনের ধারে জার্মানরা সৈন্য জমায়েৎ করছে ... কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, জায়গাটা জার্মান সৈন্যতে একেবারে গিজগিজ করছে। একজন অফিসার বেরিয়ে এসে দূরবীণ দিয়ে আমাদেরও দেখছে।'

'কতজন ওরা?'

'দেখে মনে হচ্ছে একটা ব্যাটেলিয়ন হবে। কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমি ভাবছিলাম আমাদের কর্তব্য হল ..'

'এতে ভাববার কী আছে? কুখ্‌তারেংকোকে ডাকুন! তাড়াতাড়ি!'

'আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

সেভ্রিউকভের এই গদাই-লস্করী চাল অনেক সময়েই আমার বিরক্তির কারণ হয়েছে। কিন্তু তবু তার জায়গায় আমি আর কাউকে চাই না। এর মধ্যেই সে একাধিকবার ঐ ভয়াবহ মাঠের ভিতর দিয়ে গুড়ি মেরে ট্রেঞ্চগুলো দেখে এসেছে, অবজারভেশন পোস্টে গিয়েছে।

আর্টিলারি অবজার্ভার লেফ্‌টেনাণ্ট কুখ্‌তারেংকো টেলিফোন ধরল। বনের ভিতর আমাদের আটটা কামান লুকন ছিল। সারাদিন সেগুলোর স্বর শোনা যায়নি। কারণ চরম মুহূর্তের আগে তাদের অবস্থান প্রকাশ করতে চাইনি। সেই মুহূর্ত এবার এসেছে। ব্যাটেলিয়ন সেক্‌টরের সামনের পুরোটা লাইন আগে থাকতে নিশানা করে রাখা ছিল। বনের ধারে জার্মানরা যেখানে জমায়েৎ হয়েছে সে জায়গাটাও বাদ পড়েনি। শত্রুর হানাদার দলটা আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ তৈরী হবার পরেই কামানগুলো চালান হবে — এই ছিল আমার মৎলব। হঠাৎ প্রবল গোলাবর্ষণের ফলে তাদের হতচকিত করে দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে ফেলে, আক্রমণ ব্যর্থ করতে হবে।

ইচ্ছা হচ্ছিল জমায়েৎ শত্রু সৈন্যের উপর সবকটা কামান একসঙ্গে চালিয়ে দিই, কিন্তু প্রথমে সই ঠিক করার জন্য কয়েকটা মাত্র কামান চালান দরকার। গোলাগুলো কোথায় পড়ে দেখে নিয়ে হাওয়ার গতি, বাতাসের চাপ, কামানের নিচে মাটির অবস্থা ইত্যাদি বুঝে লক্ষ্য ঠিক করতে হবে।

তাতে বেশি সময় লাগবে না — কয়েক মিনিটের কাজ।

সময় সম্বন্ধে পানফিলভের সেই ধাঁধাটার কথা ভোলেননি নিশ্চয়। যুদ্ধক্ষেত্রে দু-তিনটি মিনিটের মধ্যে কত কীই না ঘটে যেতে পারে!

৪

অর্ডার দেবার পরেও আর্টিলারি লাইনের টেলিফোনটা ধরে রইলাম। শুনতে পেলাম কামানের অফিসারদের প্রতি অর্ডার দেওয়া হচ্ছে।

'ঠাঁই নাও! গোলা ভরে রিপোর্ট দাও!'

বনের ভিতর লুকনো কামানগুলোর চোখের কাজ করছে কুখ্‌তারেংকো, সে লক্ষ্য নির্দেশ করে। তার কথার পুনরাবর্তন করে আরেকজন। কামানের মুখগুলো ধীরে ধীরে ঘুরে যায়। কিন্তু সময় যে নেই, সময় যে নেই ...

অবশেষে শুনতে পেলাম:

'প্রস্তুত!'

আর ঠিক তারপরেই কুখ্‌তারেংকোর কম্যাণ্ড:

'দু রাউণ্ড, ফায়ার!'

আবার সব চুপচাপ, কোন খবর নেই, ওদিকে সেকেণ্ডগুলো দ্রুত ছুটে চলেছে . . নিশ্চয়ই কিছু একটা এখনো তৈরী হয়নি। জলদি জলদি! হঠাৎ তারের ভিতর দিয়ে ভেসে এল ঐ কথাটাই।

কুখ্‌তারেংকো চেঁচিয়ে উঠেছে:

'জলদি!'

মাঝখানেই বলে উঠলাম, 'কুখ্‌তারেংকো, ওদিককার কী ব্যাপার?'

'জার্মানরা তৈরী হচ্ছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। কাঁধের থলে আর হেল্‌মেট্ পরছে ...'

তারপরেই সে চেঁচিয়ে উঠল:

'গান পজিশন অফিসার!'

'হাজির!'

'জলদি!'

'এই তো দিচ্ছি! পয়লা, দোসরা!'

কানের পর্দাদুটোয় যে অবিশ্রাম বিস্ফোরণের একঘেয়ে আওয়াজ বেজে চলেছে তার মধ্যে আমাদের গোলার আওয়াজ ঠাওর করতে পারছি না। কিন্তু আমাদের কামানও তখন গর্জে উঠেছে। গোলাগুলো ছুটে চলেছে, যদিও এখনো পর্যন্ত কেবল নিশানা ঠিক করবার জন্যই। এখন পর্যন্ত মাত্র দুটো গোলাই ছোঁড়া হয়েছে। কুখ্‌তারেংকো বিস্ফোরণটা লক্ষ্য করছিল। লক্ষ্যের খুব দূরে পড়ল কী? একবারেই হয়ত লক্ষ্যভেদ করেছে? এমনও ত হয় কত সময়।

না! কুখ্‌তারেংকো ভুল শুধরে দিচ্ছে।

'টার্গেট জিরো প্লাস ওয়ান . রাইট জিরো ...'

হঠাৎ রিসিভারের কানের অংশে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ধ্বনিত হল, কুখ্‌তারেংকোর কথাটাও মাঝপথে গেল থেমে।

'কুখ্‌তারেংকো!'

কোন উত্তর নেই।

'কুখ্‌তারেংকো!'

সব নিশ্চুপ .. রাইট জিরো .. জিরো নাইন? জিরো থ্রি? নাকি জিরো-জিরো থ্রি?

আমাদের আটটা কামান, গোলাও প্রচুর। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনের সেই সময়টায় লড়াইয়ের দৈব দুর্বিপাকে তারা কানা হয়ে পড়েছে।

একজন আর্টিলারি লাইনম্যান সেই মুহূর্তেই লাইনের দিকে ছুটল। কিন্তু ওদিকে যে সময় বয়ে যাচ্ছে।

টেলিফোনের তার কোথাও কাটেনি। বিপদটা তার চেয়েও গুরুতর।

আরেকটা টেলিফোনে আমার ডাক পড়ল। কয়েক মিনিট আগেই যে মুরাতভ খুব খুশ মেজাজে আমার কথার জবাব দিয়েছিল সেই আবার ২নং কম্পানির কম্যাণ্ড পোস্ট থেকে আমায় ডাকছে। এবার কিন্তু গলা শুনে মনে হল ঘাবড়েছে।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, কম্পানি কম্যাণ্ডার জখম হয়ে পড়েছেন।'

'কোথায়? খুব গুরুতর জখম?'

'সেটা ঠিক জানি না ... এখনো ওঁকে আনা হয়নি .. আরো কেউ কেউ ওখানে হয় মারা পড়েছে নয় জখম হয়েছে, ঠিক জানি না।'

'ওখানেটা কোনখানে?'

'অবজারভেশন পোস্টে . . সবাই এখান থেকে বেরিয়ে গেছে কম্যাণ্ডার আর অন্যদের নিয়ে আসতে .. আমায় রেখে গিয়েছে ... বলে গেছে আপনাকে খবরটা দিতে।'

'কিন্তু .. অবজারভেশন পোস্টে ... ওখানে ... কী হয়েছে?'

জানি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে, জোর করেই কথাটা জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

'সোজা এসে গোলা পড়েছে ...'

আমি চুপ। কিছুক্ষণ পর মুরাতভ করুণ সুরে জিজ্ঞেস করল:

'আমি এখন কোথায় যাব, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার? আমরা এখন কার সঙ্গে থাকব?'

কম্যাণ্ডারহীন সৈন্যের অনাথ ভাবটা আমি বুঝতে পারছিলাম।

যে কোন মুহূর্তে এখনকার এই ভয়ংকর আওয়াজের জায়গায় দেখা দেবে এক ভয়ংকর নিস্তব্ধতা। আক্রমণের জন্য প্রস্তুত জার্মান ইনফ্যাণ্ট্রি যে কোন মুহূর্তে নদী পার হয়ে চলে আসবে। অবজারভেশন পোস্ট গুঁড়ো হয়ে গেছে। কামানগুলো এখন অচল, কম্পানির কোন কম্যাণ্ডার নেই।

আমি বললাম, 'রানারদের সব জোগাড় কর, ওদের বল, প্রত্যেক প্লেটুনে ওরা কথাটা চালিয়ে দিক, যে লেফ্‌টেনাণ্ট সেভ্রিউকভ আহত হয়েছেন, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার নিজে তার জায়গায় কম্পানির হেডকোয়ার্টারে আসছেন। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।'

রিসিভারটা রেখে দিয়ে চীফ-অফ-স্টাফ রহিমভকে বললাম:

'ক্রায়েভকে বলুন, এক্ষুণি এসে যেন আমার কাছে রিপোর্ট করেন, ২নং কম্পানির কম্যাণ্ডের ভার ওঁকে নিতে হবে।'

তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম:

'সিন্‌চেংকো! ঘোড়া তৈরী কর!'

জোর কদমে ছ্নটছি মাঠ পেরিয়ে। লিসাংকার পিঠে আমি চলেছি আগে আগে, সিন্‌চেংকো আমায় অন্নসরণ করছে। লিসাংকার পাৎলা, আধা স্বচ্ছ কানদ্নটো বিড়ালের কানের মত খাড়া হয়ে রয়েছে। ওকে সোজা ছ্নটিয়ে চলেছি, লাগামটা শক্ত করে ধরা, গোলাগ্নলির বিস্ফোরণে যাতে ভয় না পায়।

মনে মনে বলে চলেছি: 'আরো জোর! আরো জোর! সবকিছ্ন যেন চুপচাপ হয়ে না যায়। সময় মত পেণছতে পারলেই হয়!'

পথে দেখলাম একটা আর্মির ঘোড়াগাড়ি নর্ভালিয়ান্‌স্কয়ের ওদিক থেকে আমাদের দিকে ছ্নটে আসছে। গাড়োয়ান ঘোড়াগ্নলোকে বেদম পিটচ্ছে। একটা ঘোড়ার গা থেকে ঘন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'থাম!'

গাড়োয়ান কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই লাগাম টানতে পারল না।

'থাম!'

দেখলাম পিছনের আসনে বসে আছে কুখ্‌তারেংকো। তার মড়ার মত সাদা ম্নখ ধ্নলো কাদায় ভর্তি। কপালে একটা টাটকা ক্ষত, কাটাটা ফুলে গেছে, দ্নপাশে জমাট রক্ত। কাদা লাগা আর্মিকোটের গায়ে দূরবীণটা লাফালাফি করছে।

'কোথায় চলেছ, কুখ্‌তারেংকো?'

'যাচ্ছি ... যাচ্ছি ...' কথাটা তার ম্নখ দিয়ে আর বেরয়ই না। 'কামানগ্নলোর ওখানে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ...'

'কেন?'

'অবজারভেশন পোস্ট .. '

'তা জানি! কেন যাচ্ছ, সেকথা জিজ্ঞেস করছি? পালাবার তাল? ফিরে যাও!'

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমি ...'

'ফিরে যাও!'

কুখ্‌তারেংকো সচকিত অথচ মড়ার মত চোখে আমার দিকে চেয়ে

রইল। তার সেই চাউনিতে ফুটে উঠেছে বিভীষিকা। যা কিছু সে এতক্ষণ দেখেছে সয়েছে তার ভয়।

কম্যাণ্ডারের আদেশের দৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুখ্‌তারেংকোর চাউনি পাল্টে গেল, কেউ যেন ভিতর থেকে তার বদল ঘটিয়ে দিল। লাফিয়ে উঠে সে আমার চেয়েও রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে বলল:

'ঘোরাও!'

এক পশলা মুখখিস্তি করল সে।

আমি গ্রামের দিকে জোর কদমে এগিয়ে গেলাম। আমার পিছন পিছন পথঘাটের পরোয়া না করে, পাগলের মত গাড়ি টানতে টানতে ছুটতে লাগল এক জোড়া আর্টিলারির ঘোড়া।

গ্রামের গির্জাটায় সৈন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে। গির্জার উঠনের পাঁচিলের আড়ালে ব্যাটেলিয়নের রান্নাঘর, গোলার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই এই ব্যবস্থা। হেডকোয়ার্টারের প্লেটুনের কম্যাণ্ডার লেফ্‌টেনাণ্ট পনমারিওভ আমায় দেখেই এটেনশনের ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

'পনমারিওভ, আপনার টেলিফোন কাজ করছে?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কোথায় টেলিফোন?'

'ঐখানে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, দারোয়ানের ঘরে।'

মনে মনে হিসাব করে দেখলাম গির্জার ঘণ্টা থেকে দারোয়ানের ঘরটা শদেড়েক গজ হবে।

'আপনার কাছে কেব্‌ল্‌ আছে?'

আছে শুনে বললাম:

'এক্ষুণি টেলিফোনটা ঘণ্টাঘরে নিয়ে যান! দৌড়োন! প্রতিটি মুহূর্তের এখন অনেক দাম, পনমারিওভ!'

পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে গির্জার ভিতর ঢুকলাম। নাকে এসে পেঁছিল রক্তের গন্ধ। খড়ের উপর গ্রাউণ্ড শীট বিছন। তার উপর আহত সৈন্যরা শুয়ে আছে।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার..'

ক্ষীণকণ্ঠে সেভ্রিউকভ ডেকে উঠল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সেভ্রিউকভের অদ্ভুত রকম ভারী আর হলদে হয়ে যাওয়া হাতটা তুলে নিলাম।

'আমায় ক্ষমা করুন, সেভ্রিউকভ, আমার এখন দাঁড়াবার সময় নেই ...'

কিন্তু সে কিছুতেই আমায় যেতে দেবে না। তার রগের পরিষ্কার করে ছাঁটা চুলে পাক ধরেছে, বয়সের ছাপ পড়া মুখটা রুক্ষ আর রক্তশূন্য। তাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ।

'আমার জায়গায় কে আসবে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'আমি, সেভ্রিউকভ ... কিন্তু আর আমার দাঁড়াবার সময় নেই, ক্ষমা করুন ...'

তার নিঃসাড় হাতদুটিতে চাপ দিয়ে নামিয়ে রাখলাম। করুণভাবে হেসে সেভ্রিউকভ আমার দিকে চেয়ে রইল।

ঘণ্টাঘরের চূড়ায় টেলিফোনিস্ট ততক্ষণে টেলিফোন নিয়ে উঠে গেছে। পাৎলা তারের সূত্র তার পথের উপর পড়ে আছে।

আমাদের ডাক্তার ক্রাস্নেংকো আমার পথ আটকে দাঁড়ালেন।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, অবস্থাটা কী?'

'নিজের কাজ করে চলুন। আহতদের ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ ওষুধ লাগিয়ে ওদের তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলুন!'

ভয় পেয়ে বলে উঠলেন, 'তাড়াতাড়ি!'

আমি রেগে উঠলাম।

'তাড়াতাড়ি শুনেই যদি আপনার মুখ আবার কখনো ওরকম হয়ে ওঠে তবে ভীতুদের প্রতি যে ব্যবস্থা করা হয় আপনার উপরেও তাই করব! বুঝেছেন? যান, কাজ করুন গে ...'

ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ঘণ্টাঘরের মাথায় উঠলাম। কুখ্‌তারেংকো আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে। পাথরের রেলিঙের পিছনে গুড়ি মেরে বসে সে দূরবীণ দিয়ে দেখছিল। টেলিফোনিস্ট তখন টেলিফোনে তার লাগাতে ব্যস্ত।

'জিরোর কতটা রাইট?' জিজ্ঞেস করলাম।

কুখ্‌তারেংকো হাবার মত কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর কথাটা বুঝতে পেরে বলল:

'জিরো ফাইভ।'

টেলিফোনের লোকটির দিকে ফিরে বললাম।

'কখন তৈরী হবে?'

'এক্ষুণি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

দূরবীণটা কুখ্‌তারেংকো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। লেন্স ঠিক করে নিতেই দেখতে পেলাম হঠাৎ ভেসে আসা বনের আঁকাবাঁকা প্রান্তটা। তারপর দূরবীণটা নামাতেই চোখে পড়ল জার্মানরা — এত পরিষ্কার যেন মাত্র পঞ্চাশ পা দূরে। সবাই সাধারণভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু সার বেঁধে। প্রত্যেকটা ইউনিট দেখতে পাচ্ছিলাম: একেকটা দল দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয় প্লেটুনই হবে। প্রত্যেকটার সামনে একটা সেকশন পিছনে দুটো। প্লেটুনগুলোর মাঝখানে অল্প বিরতি। অফিসাররা হেল্‌মেট পরেছে, রিভলভারের খাপগুলোকে খুলে ফেলেছে। এই প্রথম দেখলাম রিভলভারের খাপটা জার্মানরা রাখে বাঁ দিকে পেটের কাছে। এই তবে সেই মস্কো অভিযাত্রী, পেশাদার যুদ্ধজিতিয়ের দল! সেই মুহূর্তে ওরা নদী পেরবার তোড়জোড় করতে ব্যস্ত।

৬

টেলিফোনের লোকটি বলে উঠল, 'তৈরী! সব ঠিক হয়ে গেছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কামানের পজিশনকে টেলিফোনে ডাক...'

শেষ পর্যন্ত আদেশ দেওয়া গেল। শেষ হল সেই অসম্পূর্ণ বাক্যটি।

'এলিভেশন প্লাস ওয়ান! ফাইভ ডিগ্রীজ রাইট অফ জিরো! দ্রুত দু রাউন্ড!'

কুখ্‌তারেংকোকে দূরবীণটা ফিরিয়ে দিলাম।

বনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। জার্মানদের আর ঠাওর করতে পারছি না। অধীর হয়ে অপেক্ষা করে আছি বিস্ফোরণের। গাছগুলোর মধ্যে আলো চমকে উঠল, তারপরেই দেখা গেল দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। বিশ্বাস করতে ভরসা হল না, কিন্তু মনে হল এবার সত্যিই লক্ষ্যভেদ করেছি।

'একেবারে ঠিক লেগেছে!' দূরবীণ নামিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল কুখ্‌তারেংকো। কাটাটা ফুলে উঠেছে, মুখটা ধুলো কাদায় ভর্তি, কিন্তু তবু মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'এবার আমরা . '

তার কথা শেষ হবার আগেই আমি রিসিভারটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম:

'সবকটা কামান আট রাউণ্ড শ্র্যাপনেল, জলদি ফায়ার!'

সঙ্গে সঙ্গে কুখ্‌তারেংকো সগর্বে দূরবীণটা আমার হাতে তুলে দিল।

দূরবীণ চোখে লাগালাম। বোঝা গেল নিশানা ঠিক করার গোলাটায় কেউ কেউ আহত হয়েছে। এক জায়গায় কয়েকজন জার্মান আমাদের দিকে পিছন ফিরে কারো উপর ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু সৈন্য বাহিনী তখনো ঠিক নিয়মমত দল বেঁধে দাঁড়িয়ে।

ইষ্ট দেবতার শরণ নাও এখন! চারদিকের যে গুরু গর্জন আমাদের কানে আর বাজছেই না, তার মধ্যে শোনা গেল আমাদের কামানের গর্জন। দূরবীণ নিয়ে দেয়ালের উপর ঝুঁকে পড়লাম। বনের যেখানে জার্মানরা জমায়েৎ হয়েছিল সেদিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ দেখলাম সেখানে আগুন জ্বলে উঠল, বিক্ষিপ্ত মাটি আকাশে উঠল। গাছ ভেঙে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠছে টমিগান আর হেল্‌মেট।

হঠাৎ কুখ্‌তারেংকো আমায় এক হ্যাঁচকা টান মেরে চেঁচিয়ে উঠল:

'শুয়ে পড়ুন!'

শত্রু আমাদের দেখে ফেলেছে। কানে তালা ধরিয়ে দেওয়া বিশ্রী আওয়াজ করে 'কুঁজো' ঘণ্টাঘরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। পাইলট আমাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালাল। একটা থামের গায়ে কয়েকটা বুলেট ঢুকে গেল, আর বেরল না। বিমানটা এত নিচু দিয়ে উড়ে গেল যে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা পাইলটের ক্রূর মুখটাও দেখতে পেলাম। দুজনেই দুজনের দিকে এক মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। জানি এখন আমার মাটিতে শুয়ে পড়া উচিত। কিন্তু একটা জার্মানের সামনে কিছুতেই শুয়ে পড়তে পারলাম না। রিভলভারটা বের করে বিমানটার দিকে চোখ রেখে ম্যাগাজিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রিগারটা টিপে রাখলাম।

বিমানটা চলে গেল, কিন্তু আমাদের ঘণ্টাঘরের দিকে তখন গোলাবর্ষণ সুরু হয়ে গেছে। একটা গোলা এসে ঠিক আমাদের নিচের মোটা ইঁটের দেয়ালটার উপর পড়ল। গুঁড়ো গুঁড়ো ইঁটে বাতাস ভরে গেল, আমাদের দাঁতে বালি কিচ্ কিচ্ করতে লাগল। তবু আমার মনে হতে লাগল যেন ওটা সত্যিকার গোলা নয়। মনে হল সবকিছু যেন সিনেমায় দেখছি। পর্দার উপর খুব কাছেই গোলাগুলো ফাটছে, কিন্তু অন্য জগতে – আমাদের গোলার মত নয়। আমাদের গোলায় শত্রুর শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আবার 'কুঁজো' আমাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল। আবার মেশিনগান গর্জে উঠল। পাথরের থামের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। টেলিফোনের লোকটির গোঙানি শোনা গেল।

'কোথায় লাগল? নিজে নেমে যেতে পারবে?'

'পারব, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

রিসিভারটা তুলে নিয়ে পনমারিওভকে ডাকলাম।

'টেলিফোনের লোকটি আহত হয়েছে। আরেক জনকে ঘণ্টাঘরের চূড়ায় পাঠিয়ে দিন।'

কথাটা শেষ করার আগেই টের পেলাম আমার গলাটা কী অস্বাভাবিক জোরালো হয়ে উঠেছে।

চারিদিক চুপ। এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার ভারে কানের ভেতরটা যেন দপ দপ করতে থাকে। কেবল দূরে আমাদের পিছনে অনেক দূরে ক্ষীণ গোলাগুলির আওয়াজ। আমাদের সৈন্যরা লড়াই করছে। আমাদের ব্যূহ ভেদ করে ঐখানে পেঁাছনর জন্যই জার্মানরা এই নতুন তীরমুখী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

কুখ্তারেংকোকে বললাম:

'কামান দাগার ব্যাপারটার পরিচালনা কর! জার্মানরা কিছু সুরু করলেই ওদের একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেবে।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

তাড়াতাড়ি একসঙ্গে দু তিন ধাপ পেরিয়ে নামতে সুরু করলাম। এখন আমায় অবিলম্বে কম্পানির কাছে যেতে হবে।

৭

আবার লিসাংকার উপর সওয়ার হয়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে ছুটে চললাম। চারিদিক কী নিস্তব্ধ!..

তুষার কণা ছড়ান নদীর তীর। এখানে ওখানে গোলার আঘাতের কালো কালো হাঁ। তীর ধরে কে একজন যেন রাইফেল নিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার দিকেই ছুটে আসছে। তার দিকে এগিয়ে গেলাম। মুরাতভ থেমে গেল। কালো চোখদুটি আমার দিকে চেয়ে আছে।

'নেমে পড়ুন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, নেমে পড়ুন,' সে তাড়াতাড়ি বলল।

'কোথায় চলেছ তুমি?'

'প্লেটুনে পলিটিকাল অফিসার বজানভ কম্পানির কম্যাণ্ডের ভার নিয়েছে, সে কথা বলতে চলেছি।' তারপর কৈফিয়ৎ হিসাবে বলল, 'আপনার আসতে অনেক সময় লাগল তাই বজানভ '

'ঠিক আছে। এগোও তুমি!'

দুজনে যে যার পথে চলে গেলাম।

কম্পানি হেডকোয়ার্টারের ডাগ-আউটের কাছে এসে লিসাংকাকে থামিয়ে নেমে পড়লাম। হেডকোয়ার্টারটা ফ্রন্ট-লাইনের ট্রেঞ্চগুলো থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে। সংযোগ ট্রেঞ্চগুলোর আবছা রেখার জন্য ফ্রন্ট-লাইনের ট্রেঞ্চগুলো অল্প অল্প ঠাওর করা যায়।

লিসাংকার গায়ের চামড়ার কাঁপুনি থেমেছে, কানাদুটোও আর খাড়া হয়ে নেই। খাসা ঘোড়া! আজ আমাদের দুজনের একসঙ্গে অগ্নিদীক্ষা হল। ইচ্ছে হল ওকে একটু আদর করি, কিন্তু সময় নেই, সময় নেই! লিসাংকাও বুঝতে পেরে আদরের আশায় ছিল। ছুটে আসা সিন্‌চেংকোর দিকে লাগামটা ছুঁড়ে দিয়ে লিসাংকার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিলাম। লিসাংকা একমুহূর্তের জন্য নরমভাবে আমার আঙুলগুলোয় মুখ ঘষে দিল। তার চোখদুটো দেখলাম জলে ভিজে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে ডাগ-আউটে যাবার বরফ ঢাকা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। সিন্‌চেংকোকে চেঁচিয়ে বললাম:

'লিসাংকাকে থানায় নিয়ে যাও!'

ডাগ-আউটের অল্প আলোয় বজানভকে প্রথমটা চিনতেই পারিনি। কয়েকজন লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে মেঝের উপর বসেছিল। তারা লাফিয়ে উঠল। তার ফলে সামনের ঢালু দেয়ালের ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু আসছিল সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল। কারো মুখই চিনতে পারলাম না। ব্যাপারটা কী, এত লোক এখানে কেন!

বজানভ বলল, আহত সেভ্রিউক্ভের কাছ থেকে সে কম্যাণ্ডের ভার নিয়েছে। বজানভ হচ্ছে মেশিনগান কম্পানির পলিটিকাল অফিসার: আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে মেশিনগান পোস্টগুলো ফ্রণ্ট জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তাই এক মেশিনগান পোস্ট থেকে আরেক মেশিনগান পোস্টে সারাদিন সে গুড়ি মেরে, ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে বেড়িয়েছে। কম্পানির সবার সঙ্গে কথা বলেছে। আধঘণ্টা আগে শত্রুপক্ষ তাদের গোলাবর্ষণের লক্ষ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বজানভ নভলিয়ান্স্কয়েতে ২নং কম্পানির দিকে ছুটে গেছে।

বজানভকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম·

'কম্পানির ব্যুহের সামনে কী হচ্ছে? শত্রুপক্ষের মৎলবটা কী?'

'জার্মানরা মোটেই এগচ্ছে না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আমার চোখ তখন অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাল্লিউলিন: দেখে মনে হচ্ছে সে যেন নোয়ানো মাথাটা দিয়ে কাঠের চালটা ধরে রেখেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা সব কারা? এখানে এরা কী করছে?'

বজানভ বলল জার্মানরা যদি আক্রমণ করে তাই কম্পানি কম্যাণ্ড পোস্টে একটা মেশিনগান আনা হয়েছে। সম্ভাব্য হঠাৎ আক্রমণ ঠেকাবার জন্য সেটিকে বজানভ মোবাইল রিজার্ভ হিসেবে রেখে দিয়েছে।

আমি বললাম, 'ভাল করেছেন!'

বজানভের শরীরটা বেশ ভারী, মুখটাও খুব বড়। কাজাখীদের একটি উপজাতি 'বিচারক' নামে পরিচিত তাদেরই বৈশিষ্ট্য এটা, 'যোদ্ধা' যারা তারা ছিপছিপে পাৎলা, হাড়ও অনেক কম চওড়া। বজানভ কিন্তু তা সত্ত্বেও অত্যন্ত সজীব আর চটপটে, সব কাজেই এগিয়ে আছে। এটেনশন হয়ে

দাঁড়িয়ে সে সংক্ষেপে সবকিছু বলে গেল। তার চোখ, শক্ত করে চেপে রাখা ঠোঁট আর সংযত কাটাকাটা অঙ্গভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় ভিতরটা তার অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। ফিন্‌দের সঙ্গে যুদ্ধেও সে পলিটিকাল অফিসার ছিল। সরাসরি লড়াইয়ে সে একাধিক বার অংশ নিয়েছে। 'সাহসের পদক'ও পেয়েছে। অনেকবারই সে লড়ুয়ে অফিসার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ইচ্ছা তার পূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধের এই বিপজ্জনক মুহূর্তে।

রুখা গুলির মালা লাগান মেশিনগানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মেশিনগানটা এমব্র্যাসুরের মধ্যে বসান। সবাইকে ইচ্ছেমত বসতে বলা সত্ত্বেও রুখা বসল না, এমনকি দেয়ালে ভর দিয়েও দাঁড়াল না। তার মুখের ভাবটা অত্যন্ত গম্ভীর।

অস্থির মুরিন অবজার্ভারের পাশে শুয়ে সামনের দেয়ালের ফুটো দিয়ে বাইরে উঁকি ঝুঁকি মারছিল।

আমি ওদের কাছে এগিয়ে গেলাম। বন্ধুর পাড় আর ট্যাংক আটকানর খাড়াইয়ের ফলে নদীটার অনেক জায়গায়ই ঢাকা পড়ে গেছে, কিন্তু তবু অপর তীরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমাদের কামানের ঘায়ে বিধ্বস্ত জায়গার স্‌প্লিণ্টার খাওয়া, ছিন্নবিচ্ছিন্ন গাছগুলো দূরবীণ ছাড়া চোখে পড়ল না। কেবল বুঝতে পারলাম বরফের উপর কয়েকটা ফার গাছ পড়ে আছে। ঐ গাছগুলোই এখন আমাদের দিক নির্দেশকারী। ওদের আড়াল থেকেই জার্মানরা যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে। একবার দেখা দিক না! কুখ্‌তারেংকো ঘণ্টাঘরের চূড়ায় বসে আছে: কামানগুলো উঁচিয়ে আছে: মেশিনগানগুলোও তাক করে আছে, আমাদের রাইফেলগুলোও।

সবকিছু চুপ, কোন শব্দ নেই ... কিছু দেখাও যাচ্ছে না ...

শোনা গেল একটা একলা জার্মান কামানের তীব্র গর্জন। আপনা থেকে চোখদুটো স্থির হয়ে সামনে তাকাল, এই বুঝি দেখা যাবে সবুজ পোষাক পরা সৈন্যরা ছুটে আসছে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল পাৎলা লোহার পাতের উপর হাজার হাজার হাতুড়ি পেটার মত ভীষণ শব্দ। জার্মানরা আবার আমাদের সামনের ব্যূহে গোলা দাগতে সুরু

করেছে। গোলা দাগছে গির্জার উপরে। আমাদের অবজার্ভারকে তারা সেখানে দেখেছে। আমাদের কামানের অবস্থানটা জেনে ফেলে সেখানেই গোলাবর্ষণ সুরু করেছে।

রুখা বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'তার মানে, এখন সুরু করবে না।'

সেকথা আমরা সবাই বুঝেছিলাম। প্রথম আক্রমণটা সুরু হবার আগেই প্রতিহত হয়েছে, আমাদের আর্টিলারির আঘাতে ব্যর্থ হয়েছে। যেখান থেকে এগবে সে জায়গাটা আমাদের আর্টিলারির লক্ষ্যের মধ্যে পড়ায় জার্মানিরা ইতস্তত করছে। কিন্তু দিন তখনো শেষ হয়নি। ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। গোলাবর্ষণের সপ্তম ঘণ্টা।

ব্যাটেলিয়নের হেডকোয়ার্টারে টেলিফোনে বললাম, কামানগুলো আর অবজার্ভাররা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। গির্জায় আরেকজন আর্টিলারী-অবজার্ভার আর একটা বাড়তি টেলিফোন পাঠাতে হবে, যাতে সরাসরি ঘা খেলেও ঘণ্টাঘরের অবজারভেশন পোস্টটা আবার গড়ে তোলা যায়। কোয়ার্টার মাস্টার প্লেটুনের অফিসার আর সৈন্যদের ও স্ট্রেচার বইয়েদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আহত সৈন্যদের নালার মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি গির্জা থেকে বনে সরিয়ে ফেলতে বললাম।

রহিমভ বলল, 'আপনার আদেশানুযায়ী ক্রায়েভ এসেছেন! ওঁকে পাঠিয়ে দেব কি?'

'না। ওঁকে অপেক্ষা করতে বলুন। আমি এখনি ফিরে আসব।'

৮

হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাবার আগে ঠিক করলাম সৈন্যদের ট্রেঞ্চগুলো ঘুরে যাব। ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে একটা ট্রেঞ্চের ভিতর গুড়ি মেরে ঢুকলাম। চারদিকে তাকালাম ... আকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। নদীর ওপারে মেঘের ফাটলের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছে সূর্য। তার বাঁকা আলোয় ধুলোয় ঢাকা বরফের বুকে আলো জ্বলে ওঠেনি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে।

জার্মানদের গোলার আওয়াজ আর ফায়ারিংএর চাপ দেখে বুঝলাম

আক্রমণ একটা হবেই এবং আজকেই আমাদের ধারে কাছেই কোথাও। দিনের শেষ দিকটা শুধু গোলাবর্ষণেই সীমিত থাকবে না।

আমাদের সামনের এলাকাটার ওপর জার্মানরা তখন সব রকমের কামান আর মর্টার চালিয়ে যেন নিজের রাগ প্রকাশ করছে। কোন কোন গোলা শীস্ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আমাদের কামানগুলো যেখানে লুকনো রয়েছে তার ওপর দিয়ে। কোনো কোনোটা এসে পড়ছে ট্রেঞ্চের কাছাকাছি। কালো মাটির স্তূপ মাঠের মাঝখানে আগের মত অত ঘন ঘন আর ছিটকে উঠছে না। নদী তীরের দিকেই তারা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শত্রুপক্ষের লক্ষ্য পরিবর্তন দেখে বোঝা গেল আমাদের লুকনো প্রতিরক্ষা ব্যূহটা ওরা দেখতে পেয়েছে। খুব সম্ভব আমাদের আর্দালী আর অফিসারদের চলাফেরা দেখেই ধরে ফেলেছে।

সংযোগ ট্রেঞ্চের সিঁড়ির উপর গুঁড়ি মেরে আমি গোলাবর্ষণ দেখছিলাম। ঠান্ডা লাগতে লাগল। গায়ে আর্মিকোট ছিল না, শুধু একটা তুলো ভরা বেল্ট আঁটা খাট জ্যাকেট।

সৈন্যদের ট্রেঞ্চে যাবার আর কোন মানে হয় না। কথাটা মনে হওয়া মাত্র বুঝতে পারলাম, ভয় পেয়েছি। মনে হল হাজার খানেক থাবা যেন আমার জ্যাকেটটা চেপে ধরেছে, হাজার মন ওজন যেন আমায় টেনে রেখেছে। সেই থাবার হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে হাজার মনের ওজন হটিয়ে দিয়ে সোজা নদী তীরের দিকে ছুটতে লাগলাম।

মাঠের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া আর ঘণ্টাঘরের চূড়ার সেই উত্তেজনার সময়ে কামানের গোলাগুলোকে খেয়ালও করিনি। কিন্তু এখন... ভীষণ গোলাবর্ষণের ভিতর দিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ গজ একবার দৌড়ে দেখবেন। একপাশ গরম হাওয়ার হলকায় পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় পড়ে যাবার যোগাড়। সেই সঙ্গেই আবার সাদা আগুনের শিখা অপর পাশ দিয়ে ঝলকে উঠে খাড়া করে দিচ্ছে। পরে হয়তো এর বর্ণনা দিতে চেষ্টা করবেন, হয়তো সফলও হবেন। আমার কথা বলি, সংক্ষেপেই বলব, দশ পা এগোবার পরেই আমার পিঠ বেয়ে ঘাম গড়াতে লাগল।

তবুও অফিসারের মর্যাদা বজায় রেখে ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়লাম।

'নমস্কার!'

'নমস্কার, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

খোলা মাঠের পর ঐ মোটামোটা কাঠের গঁড়ির • ছাউনি দেওয়া স্বল্পালোকিত ট্রেঞ্চটা ভারি আরামের মনে হল। যে ট্রেঞ্চটায় ঢুকেছিলাম সেটা এক জনের ট্রেঞ্চ।

ট্রেঞ্চের লোকটির মুখ আর তার নাম আজও আমার মনে আছে। পরিচয়টা লিখে নিন: সুদারুশ্‌কিন, রুশ সৈন্য, চাষী, আলমা-আতা অঞ্চলের যৌথখামারী। ফ্যাকাশে গম্ভীর মুখ। লাল ফৌজের তারা লাগান টুপিটা এক পাশে সরে গেছে। প্রায় আট ঘণ্টা ধরে এই মাটি ছিটকন, ট্রেঞ্চের দেয়াল কাঁপান গোলাবর্ষণের আওয়াজ সে শুনছে। এম্‌ব্র্যাসুরের ফাঁক দিয়ে সে সারা দিন নদী তীরের দিকে তাকিয়ে আছে, একেবারে একলা।

ফাঁকের ভিতর দিয়ে আমিও তাকালাম। অনেকটা জায়গা দেখা যাচ্ছে। অপর তীরের বরফ ঢাকা প্রান্তর চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। লোকটিকে কী বলব? সব কিছুই তো পরিষ্কার· জার্মানিরা দেখা দেওয়া মাত্রই একে বন্দুক তুলে নিয়ে জার্মানি মারার কাজে লেগে যেতে হবে। আমরা যদি ওদের না মারি, তবে ওরা আমাদের মারবে। বন্দুক ছোঁড়ার জায়গায় সঙিন বের করা একটা গুলি ভরা রাইফেল রয়েছে। গোলাবর্ষণের আলোড়নের ফলে কিছু জমাট মাটির গুঁড়ো রাইফেলের উপর এসে পড়েছে, রাইফেলের তেলে কিছু কিছু আটকেও গেছে।

কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'সুদারুশ্‌কিন, তোমার রাইফেলটা ওরকম নোংরা কেন?'

'মাপ করবেন ... এখনি মুছে ফেলছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... এক্ষুণি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাকড়ার সন্ধানে পকেটে হাত ভরে দিল। এই সময়ে এমনভাবে ধমকে দেওয়ার জন্য সে খুসিই হল, মনে হল সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছে। কম্যাণ্ডারের দৃঢ় কর্তৃত্বের চাপে নিজের প্রতি তার প্রত্যয় বাড়ল, আরো স্থির হয়ে উঠল। বোল্টের গা থেকে ধুলো ঝেড়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, যেন বলতে চায়:

'আবার বকুন: আরো কিছু ত্রুটি খুঁজে বের করুন; আরো কিছুক্ষণ থাকুন!'

হায় সুদারুশ্‌কিন, আমিও যে থেকে যেতেই চাই, বাইরের ঐ নরককাণ্ডের মধ্যে যাবার আমার যে এতটুকু ইচ্ছে নেই তা যদি টের পেতে। আবার সেই থাবাগুলো আমায় চেপে ধরল; আবার সেই মস্ত ভার আমার উপর চেপে বসল। আরেক মিনিট থেকে যাবার জন্য সত্যিই কিছু ত্রুটি কোথাও চোখে পড়ে কিনা খুঁজে দেখলাম। কিন্তু সুদারুশ্‌কিন, তুমি সবকিছুই একেবারে ঠিকঠাক করে রেখেছ — এমনকি গুলিগুলোও খোলা থলের ভিতর রয়েছে, মাটির মেঝের উপর পড়ে নেই। চারদিকে তাকালাম, উপরেও। মাথার উপরে ডাল ছাঁটা ফার গাছের গুঁড়িগুলো দেখতেও কী আরাম। সুদারুশ্‌কিনও উপরে তাকাল, মনে পড়ে গেল পাৎলা চাল সরিয়ে দিয়ে সবাইকে দিয়ে মোটামোটা গাছ টেনে আনানর ঘটনাটা, ফাঁকিবাজদের দিয়ে কাজ করানর কথা, দুজনেই হেসে ফেললাম।

সুদারুশ্‌কিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কী মনে হয়, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, জার্মানরা আজ আসবে?'

আমি নিজেই ঐ কথাটা কাউকে জিজ্ঞেস করতে চাই, সুদারুশ্‌কিন। কিন্তু তবু শান্তভাবে জবাব দিলাম:

'হ্যাঁ, আজই আমরা ওদের উপর আমাদের রাইফেল চালানর পরীক্ষা নেব।'

মিথ্যা সন্তোষে তো কোন লাভ নেই। 'হয়তো আজকের দিনটা কোনরকমে কেটে যেতেও পারে...' জাতীয় অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথা বলে স্তোক দেওয়াটা অন্যায়। ওতে কোন ফলও হয় না। সৈন্যদের যুদ্ধের মাঝখানেই থাকতে হবে। তাদের জানতে হবে, মানুষ খুনের জায়গায় তারা এসে পড়েছে, এসেছে শত্রু সৈন্য মারতে।

'টুপিটা সোজা করে পর। কড়া নজর রেখ ... ঐ ছোট্ট নদীটার কাছে জার্মানদের আমরা আজ শেষ করব।'

তারপর আবার সেই থাবার মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এবার কিন্তু ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে গেল — সে কথাটা খেয়াল রাখবেন।

একথাও খেয়াল রাখবেন: ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের পক্ষে গোলাগুলির মাঝখান দিয়ে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে দৌড়নর কোনই যৌক্তিকতা নেই। এ হল অকারণে মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করা। তা উচিতও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। কিন্তু আমার মনে হল ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার তার প্রথম যুদ্ধের বেলায় এই ব্যতিক্রমটুকু করতে পারে। সৈন্যরা তবে বলবে, 'আমাদের কম্যাণ্ডার মোটেই ভীতু নন। গোলাবর্ষণের ভিতরেই তিনি আমাদের দেখতে এসেছিলেন, আর কেউ হলে প্রকৃতির অত্যন্ত জরুরী ডাকে সাড়া দিতেও ভয়ে মরে যেত।'

সৈন্যরা আমার উপর আস্থা রাখতে পারবে সেই কারণেই একাজ একবার অন্তত করা যেতে পারে। সবাই তা মনেও রাখবে। যুদ্ধের সময় এর অসীম মূল্য। কোন কম্যাণ্ডার কি সত্যিই বলতে পারে: আমার সৈন্যদের উপর আমার ভরসা আছে। পারে, যদি কম্যাণ্ডারের উপর সৈন্যদের ভরসা থাকে!

৯

ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে দৌড়ে বেড়ানর সময় একটা ব্যাপারে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। এক জায়গায় হঠাৎ একজন মাটির নিচ থেকে লাফিয়ে উঠে ঘাড় মুড়ো গুঁজে আমার দিকে প্রাণপণ জোরে ছুটে আসে। কে ও! বোকা কোথাকার (নিজের বেলায় অবশ্য ওকথাটা প্রয়োগ করিনি), এই গোলাগুলির মধ্যে ফ্রন্ট-লাইনে এরকমভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে! লোকটি তলস্তুনভ... ওর কথা বোধ হয় আপনাকে এখনো বলিনি?

লড়াইয়ের কিছু আগে তলস্তুনভ আমাদের বাহিনীতে এসে রিপোর্ট করে বলে, 'রেজিমেণ্টাল প্রপাগাণ্ডা ইন্‌স্ট্রাক্টর। আপনার ব্যাটেলিয়নে আমি কাজ করব।' সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটা ওকে আমার একটুও পছন্দ হয়নি।

ব্যাটেলিয়নে সে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আসে। তখন ব্যাপারটাকে আমার কর্তৃত্বের ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে হয়েছিল। নিয়মানুসারে তলস্তুনভের ব্যাটেলিয়নে কোন বিশেষ অধিকার ছিল না। সে আমার

কমিসার নয় (তখন ব্যাটেলিয়ন কমিসার বলে কিছু ছিল না), কিন্তু... নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলে, 'রেজিমেণ্টাল কমিসার আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।' কোন উত্তর দিলাম না, মনে মনে বললাম

'যাও গে, যা জান কর গে। লড়াইয়ের বেলায় কেমন মরদ তা দেখা যাবে।'

তারপর হঠাৎ -- নদী তীরের এই মোলাকাৎ।

'ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!' (তলস্তুনভ আমায় সর্বদা ঐ নামেই ডাকত।) 'ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! করছ কী! তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়!'

'তুমি নিজে শোও।'

'আমিও শুচ্ছি।'

দুজনেই মাটির উপর শুয়ে পড়লাম।

'ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, তুমি এখানে কেন?'

'তুমিই বা কেন?'

'রুটিন ডিউটি .'

বাদামী চোখদুটো তার হেসে চলেছে। লোকটা কি ওর প্রতি আমার মনোভাবটা ধরে ফেলেছে নাকি?

'রুটিন ডিউটি?'

'হ্যাঁ। অফিসাররা এসে দেখা করলে সৈন্যরা খুবই খুসি হয়। ওরা মনে করে কম্যাণ্ডার যখন রয়েছেন, তখন তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়...'

কাছেই কোথাও একটা গোলা ফাটল। ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার আর প্রপাগাণ্ডা ইন্‌স্ট্রাক্টর দুজনেই আমরা মাথা গুঁজে দিলাম। হলকাটা উপর দিয়ে চলে গেল। তলস্তুনভ মুখ তুলল, সে মুখ বেশ ফ্যাকাশে। গম্ভীরভাবে বিড়বিড় করে বলল:

'মাথা গুঁজে রাখলে তেমন ভয়ের নেই... ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, তোমার এখানে দৌড়ে বেড়ানর কোনই প্রয়োজন নেই। তোমাকে ছাড়াই আমরা এ কাজটা চালিয়ে নেব... আচ্ছা আসি... তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভাল লাগল...'

লাফিয়ে উঠে সে আমার উদ্দেশে হাত নাড়ল। পরমুহূর্তেই আবার

প্রাণপণ জোরে দুজনে বিপরীত দিকে ছুটতে সুরু করে দিলাম। 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভাল লাগল ...' লোকটি তবে এই রকমের ... সত্যি বলতে কি সে দিনই আমাদের সত্যিকার পরিচয় হল। কখন যে দুজনে 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' সুরু করেছি তা খেয়ালই হয়নি।

আরো দুটো তিনটে ট্রেঞ্চ ঘুরলাম। তলস্তুনভ আগেই সেগুলো ঘুরে গেছে। এই সব ট্রেঞ্চের সৈন্যরা দেখলাম সত্যিই অনেক প্রফুল্ল, আর ধীরস্থির।

জার্মানদের 'মনস্তাত্ত্বিক' গোলাবর্ষণ আমরা কম্যাণ্ডার আর পলিটিকাল অফিসার, এই ভাবেই প্রতিরোধ করলাম। লড়াইটা এই ভাবেই চলল। এ পর্যন্ত তাতে একটি সৈন্যকেও গুলি ছুঁড়তে হয়নি।

তখন মনে হতে লাগল আমার আর ছুটোছুটির সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে কিনা।

নদী আর ট্রেঞ্চগুলো ছেড়ে আমি বনের দিকে ঘুরলাম। ঠিক বনের ধারটায় আসতেই সামনেই একটা ফ্র্যাগ্‌মেণ্টেশন শেল ফেটে পড়ল। থমকে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এই জাতীয় গোলার টুকরোগুলো বাতাসে ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই সামনে ছিটকে যায়। একটা পাইন গাছ থর থর করে কেঁপে উঠল। ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল বরফ। গাছের গায়ে তাজা সাদা ক্ষত দেখা দিল। বুকটা ভীষণ ধুক্‌ ধুক্‌ করছিল।

সিন্‌চেংকো লিসাংকাকে নিয়ে বনের ধার দিয়ে সারাক্ষণ আমায় অনুসরণ করছিল। সে তাড়াতাড়ি নিয়ে এল ঘোড়াটা।

আর নয়, এবার হেডকোয়ার্টারে ফেরার সময় হয়েছে!

তেইশে অক্টোবর — দিনের শেষে

১

মেশিনগান কম্পানির কম্যাণ্ডার ক্রায়েভ হেডকোয়ার্টারে আমার অপেক্ষায় বসেছিল। তার রগ থেকে গাল আর চিবুক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বিরক্ত হয়ে রক্তটা সে মুছে ফেলছে, কোনাকাটা মুখটায় রক্তের ছোপ লেগে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার দেখা দিল লাল ধারা।

'কী হয়েছে তোমার, ক্রায়েভ ?'

'কে জানে... আঁচড়ে গেছে..'

'প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে যাও... রহিমভ, আহত সৈন্যদের গির্জা থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে ?'

'সরান হচ্ছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। ড্রেসিং স্টেশন বনের ভিতর বনরক্ষকের ঘরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'ভাল। ক্রায়েভ, তুমি সেখানে যাও ...'

'আমি যাব না।'

বেশ জোর দিয়ে, ক্ষেপে উঠেই সে বলল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী ভেবেছ, সৈন্যদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যে তোমায় আমি এই ভাবে পাঠাব ? চেহারাটা আগে সৈন্যদের মত করে তোল। আগে মুখ ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ লাগাও তারপর কথা বলব। সিন্‌চেংকো, লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রায়েভকে দু মগ জল এনে দাও।'

কাষ্ঠ হাসি হেসে ক্রায়েভ বেরিয়ে গেল। কিন্তু কাটাটায় ওষুধপত্তর, ব্যাণ্ডেজ লাগানর সুযোগ সে পেল না।

রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার মেজর ইয়েলিন আমায় টেলিফোনে ডাকলেন।

'কে কথা বলেছে, মমিশ-উলি ? ক্রাস্নায়া গরার ওখানে ৬নং কম্পানিকে জার্মানরা আক্রমণ করেছে। এই মাত্র ডাগ-আউটের লাইনে এসে পড়েছে। ওদের সাহায্য কর। হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি কারা রয়েছে ?'

মেজর ইয়েলিন দুটো যুদ্ধে লড়াই করেছেন। খুব ধীরস্থির লোক, জোরালো ধাত। 'সাহায্য কর' বলতে গিয়েও তাঁর গলা এতটুকু কাঁপল না।

ক্রাস্নায়া গরা গ্রামটা নভলিয়ান্‌স্কয়ের দেড় মাইল ডাইনে। হেডকোয়ার্টারের কাছে কারা রয়েছে ? সান্ত্রীরা, সবে কাজ থেকে ছুটি পাওয়া কয়েকজন টেলিফোনের লোক আর হেডকোয়ার্টারের প্লেটুন। কথাটা তাঁকে জানালাম।

'ডাব্‌ল্‌ মার্চে এদের ৬নং কম্পানির সাহায্যে পাঠিয়ে দাও। মনে রেখ লেফ্‌টেনাণ্ট ইস্‌লামকুলভের নেতৃত্বে একটা প্লেটুন উত্তর থেকে

আসছে, দেখো তোমার সৈন্যরা ওদের উপর যেন আবার গুলি চালিয়ে না দেয়। কাজটা হয়ে গেলেই আমায় খবর দিও!'

রাহিমভকে বললাম হেডকোয়ার্টার প্লেটুন আর হেডকোয়ার্টারের চারপাশের সবাইকে জড় করতে। আমিও ডাগ-আউট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। বনের ভিতর তখন গোধূলির আলো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ক্রায়েভ মুখ ধুচ্ছিল। মোটা চোয়াল, ঝুলে পড়া ভুরু। মুখটা সে ধুয়ে ফেলেছে। কিন্তু তখনো গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত মাখা লালচে জল ঝরে পড়ছে।

'ক্রায়েভ!'

ক্রায়েভ তাড়াতাড়ি দৌড়ে এল। আবার তার ভেজা মুখ বেয়ে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে। বিরক্তির সঙ্গে ক্রায়েভ রক্তটা মুছে ফেলল। আমার ইচ্ছে ছিল ক্রায়েভকে ২নং কম্পানির কম্যাণ্ডার করে দেওয়ার। কিন্তু ... তাকে এখন ক্রাস্নায়া গরার সাহায্যে যেতে হবে।

একজন টেলিফোনের লোক ডাগ-আউট থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনার টেলিফোন এসেছে!'

'কে করছে?'

'রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার। আপনাকে এক্ষুণি টেলিফোনে আসতে বলছেন।'

মেজর ইয়েলিন এবার বেশ উত্তেজিতভাবে তাড়াতাড়ি কথা বলছেন:

'মমিশ-উলি? সাহায্যের দরকার নেই! বড্ড দেরী হয়ে গেছে! ব্যূহের ভাঙনের ভিতর দিয়ে শত্রু এগিয়ে গেছে, মাঝখানের ছেদ বাড়িয়ে চলেছে। একটা দল এদিকেই আসছে রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারের দিকে। আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। আরেকটা দল তোমার পাশের দিকেই ফিরেছে, কতজন সৈন্য তা জানি না। ফ্ল্যাংক ফেরাও! টিঁকে থাক! তারপর ...'

আর কিছু শোনা গেল না। লাইন কেটে গেছে। রিসিভারে কোন শব্দ নেই, এতটুকু গুঞ্জনও নয়। একেবারে চুপ...

রিসিভারটা রেখে দিলাম। এই অদ্ভুত নীরবতা আবার আমার মনের উপর হাতুড়ি পিটতে লাগল। শুধু যে রিসিভারটাই চুপ হয়ে গেছে তা

নয়; চারিদিকই চুপ হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষ আমাদের অঞ্চলে গোলাবর্ষণ বন্ধ করেছে। এর অর্থ কী? আক্রমণ সুরু হয়ে গেল কি? ২নং কম্পানির ফ্রণ্টে ভাঙন ধরাবার জন্য ইনফ্যাণ্ট্রিরা কি ছুটে আসছে? না তা নয়, ফ্রণ্টে ভাঙন আগেই ধরেছে।

২

ফ্রণ্ট ভেঙেছে আগেই। এর মধ্যেই জার্মানরা নদীর এপারে আমাদের দিকে এসে পেঁছেছে। আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যূহের গভীরে ঢুকে পড়ছে। আমাদের এদিকেও এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের ট্রেঞ্চগুলো যেখানে তাদের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেঞ্চের ভিতর বসে আমাদের সৈন্যরা জার্মানদের দেখলেই গুলি চালাবে বলে এমব্র্যাসুরের ফাঁক দিয়ে যে দিকে তাকিয়ে আছে, আমাদের বন্দুক, মেশিনগানে যে দিকটা ছেয়ে আছে সে দিক থেকে তারা আসছে না। আসছে একটা মাঠ পেরিয়ে আমাদের পাশের দিকে আর পিছন দিকে। মাঠটায় প্রতিরক্ষার কোন প্রস্তুতি নেই, জার্মানদের আটকাবার জন্য নেই কোন ব্যূহ।

মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে ছবি ফুটে উঠল, অন্ধকার গর্তের ভিতর আমাদের সৈন্যেদের ওরা এসে ধরে ফেলছে। নদী তীরের ঢালুতে ট্রেঞ্চগুলো খোঁড়া হয়েছে। ট্রেঞ্চের পিছনে কোন এমব্র্যাসুর নেই। তাড়াতাড়ি ঘড়িটা দেখে নিলাম।

সোয়া চারটে।

রহিমভ সবসময় কিছু না বললেও প্রয়োজনটা বুঝতে পারে, আমার সামনে একটা ম্যাপ বিছিয়ে দিল। তার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে আমি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

রহিমভ জিজ্ঞেস করল, 'ক্রাস্নায়া গরা অঞ্চলে?'

'হ্যাঁ।'

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘড়ির টিক টিক শুনতে লাগলাম। সেকেণ্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, এখন আর দেখার সময় নেই এখন কাজের সময়। জোর করে নিজেকে দাঁড় করিয়ে ম্যাপ দেখতে লাগলাম। সেই মুহূর্তটির বর্ণনা যদি দিতে পারেন তবে বুঝি — সেই একটি মাত্র

মিনিট আমার হাতে রয়েছে। তার মধ্যেই আমায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নভলিয়ান্‌স্কয়ে ছেড়ে দেব জার্মানদের হাতে? মস্কোর পথের গ্রামটা? শত্রুর পক্ষে এই পথটা দখল করা বিশেষ প্রয়োজন। এখান থেকে ট্রাকে চড়ে ওরা সরাসরি এগিয়ে গিয়ে পাশের পথটায় আমাদের অন্য যে রেজিমেণ্ট লড়াই করছে তার উপর চড়াও হবে। হ্যাঁ, গ্রামটা ছেড়েই দাও! নিজেকে একথা বোঝান সহজ সাধ্য হল না। কিন্তু তা নাহলে আমার ব্যাটেলিয়নকে রক্ষাই বা করি কী করে? ব্যাটেলিয়নকে বাঁচাতে পারলে ... তখন দেখব কে হয় রাস্তার মালিক।

ম্যাপের উপরে — তখনো শুধু ম্যাপের উপরেই — একটা নতুন লাইন এংকে দেওয়া হল। লাইনটা সোজা মাঠ পার হয়ে পথ আটকে দাঁড়াল এগিয়ে আসা জার্মানদের। আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে রহিমভকে বনের ধারে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যূহয় আমাদের কামানগুলো নিয়ে যেতে বললাম। তারপর দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম।

'সিন্‌চেংকো!'

'এই যে!'

'ঘোড়া! রহিমভেরটাও আন ক্রায়েভের জন্যে। ক্রায়েভ, আমার সঙ্গে এস!'

আবার সেই একই মাঠ পেরিয়ে ২নং কম্পানির দিকে ছুটে চললাম। চারিদিক চুপচাপ। আকাশ পরিষ্কার, নিচু সূর্যের লাল আলো আমাদের চোখের উপর এসে পড়ছে।

৩

লিসাংকাকে জোর কদমে সামনে ছুটিয়েছি। হঠাৎ মাথার উপরে লাল স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। রেকাবের উপর এক সেকেণ্ড উঠে দাঁড়ালাম, এক পাশে তাকাতেই দেখতে পেলাম জার্মানদের। ঐ মাঠের উপর দিয়েই তারা মার্চ করে এগিয়ে আসছে। আমাদের থেকে প্রায় হাজার খানেক গজ দূরে। ওরা এগোচ্ছিল 'ওপ্‌ন্‌ অর্ডারে', প্রত্যেকের মাঝখানে দু তিন পা ফাঁক। জার্মানদের আর্মিকোট আর হেল্‌মেট সবুজ তা জানি,

কিন্তু তখন বরফের উপরে তাদের কালো দেখাচ্ছিল। মার্চ করে এগিয়ে আসতে আসতে জার্মানরা যথারীতি তাদের টমিগান চালিয়ে চলেছে। হাজার হাজার ট্রেসার বুলেট চালিয়ে আমাদের ভড়কে দিতে চায়।

কম্পানি কম্যান্ড পোস্টে গাল্লিউলিন এর মধ্যেই পিঠের উপর মেশিনগান তুলে নিয়েছে। একজন রানার নদীর দিকে ছুটে চলেছে ব্যাটেলিয়নের পার্শ্বাংশের উদ্দেশে। রহিমভ এর মধ্যেই সবাইকে ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে।

বজানভ বাইরে দাঁড়িয়ে মেশিনগানারদের রওনা করে দিচ্ছিল। তার পাশে দুজন রানার দাঁড়িয়ে: বেঁটেখাট বসন্তের দাগওয়ালা মুরাতভ আর লম্বা রোগা বেলভিৎস্কি, যুদ্ধের আগে সে ছিল শিক্ষণ শিক্ষা কলেজের ছাত্র। মুরাতভ পাদুটো মাটিতে ঠুকছিল, যেন জমে গেছে।

ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এসে বললাম:

'বজানভ, তুমি মেশিনগানারদের সঙ্গে যাবে। আমার আদেশের পুনরাবৃত্তি কর!'

নিচু গলায় বজানভ বলল:

'মরতে হলে মরব, কিন্তু '

'বাঁচতে হবে! তোমাদের মেশিনগানকে কিছুতেই থামালে চলবে না! আমাদের ফ্ল্যাংক ঘোরান পর্যন্ত আটকে রাখতে হবে!'

'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডাব। আমাদের মেশিনগান কিছুতেই থামবে না...'

'খানার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাও। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ কর। সময় বুঝে গুলি চালাবে, জার্মানদের কাছে আসতে দিও..'

মেশিনগানারদের দিকে তাকালাম, মুরিন, দব্রিয়াকভ আর ব্লখা গুলির বেল্টের ভারে ঝুঁকে পড়েছে।

'ডাব্‌ল্‌ মার্চ! কমরেডরা, গুণ্ডাদের মাটিতে শুইয়ে দেবে! ক্রায়েভ, আমার সঙ্গে এস। সিন্‌চেংকোও!'

মুরাতভ আমার দিকে এগিয়ে এল।

'আমরা কী করব; কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার?'.

'তোমরা পলিটিকাল অফিসারের সঙ্গে যাও। অবজার্ভার, টেলিফোনিস্ট — সবাই পলিটিকাল অফিসারের সঙ্গে থাক!'

নভোলিয়ান্‌স্কয়ে পার হয়ে নদী আর গ্রামের মাঝখানের ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে আমরা ছুটে চললাম ব্যাটেলিয়নের ফ্ল্যাংকের দিকে। কিন্তু আর্দালী তখনো এসে পেঁছিয়নি। এখান থেকে জার্মানদের দেখা যায় না, কারণ মাঝখানে একটা টিলা রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই শেষ দিকের ট্রেঞ্চগুলো থেকে সৈন্যরা সব বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কেউ কেউ সংযোগ ট্রেঞ্চের ভিতর বসে আছে শুধু মাথাটুকু বের করে। অন্যেরা জটলা পাকাচ্ছে। সবাই তাকিয়ে আছে ট্রেঞ্চের পিছন দিকে জার্মানদের টমিগানের শব্দ আর বেপরোয়া ট্রেসার বুলেটের লাল স্ফুলিঙ্গের দিকে।

অস্তোন্মুখ সূর্যের লাল গোলাটা থেকে বাঁকা রশ্মি ছিটকে পড়ছে।

২নং কম্পানির এক তরুণ প্লেটুন কম্যান্ডার লেফ্‌টেনাণ্ট বুর্নাশেভ গুলিবর্ষণের দিকে কয়েক পা ছুটে গিয়েই থেমে গেল। অসহায়ভাবে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লড়াইয়ের সময় তার মানে ধরতে এতটুকু দেরী হয় না। রিভলভারটা সে এমন জোর চেপে ধরেছে যে আঙুলগুলো একেবারে সাদা হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও হাতটা কিন্তু নিচেই ঝুলে আছে অসহায়ের মত। এমন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির ফলে বুর্নাশেভ হতভম্ব হয়ে গেছে, কী করবে, কী আদেশ দেবে কিছুই বুঝতে পারছে না। সবশুদ্ধ বোধ হয় এক মিনিট বুর্নাশেভ এরকম হতভম্ব অবস্থায় ছিল, কিন্তু সেই এক মিনিটের মধ্যেই, ভীষণ সংকটের সময়ে তার সৈন্যরা তাদের কম্যান্ডারকে হারাল। নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসার কাউকে দেখতে পেলাম না। ধারে কাছেই ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কেউ দেখা দিল না, সবাই বিশৃঙখল দলের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

আর্মির মেরুদণ্ড যে মিলিটারী ডিসিপ্লিন তা আছে কি নেই তা এক নজরেই ধরতে পারি। সেই মেরুদণ্ড আকস্মিকতার আঘাতে ভেঙে গেছে। বুঝলাম: এইভাবেই একেকটা ব্যাটেলিয়ন ধ্বংস হয়। হ্যাঁ, ধ্বংসই হয়।

তখনো কেউ পালাতে সুরু করেনি, কিন্তু .. একজন সৈন্য স্ফুলিঙ্গের রেখার দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে নদীর তীর ধরে চলতে

সুরু করেছে। এখন পর্যন্ত আস্তে আস্তেই চলেছে… এখনো পর্যন্ত ও একা .. কিন্তু হঠাৎ যদি ও ঘুরে দৌড় মারে, তখন কী হবে, অন্যরাও কি তখন ঐ দিকেই ছুটতে সুরু করবে না?

হঠাৎ একজন বেশ কর্তৃত্বের সুরেই পলাতক সৈন্যটিকে দেখিয়ে দিল। আশ্চর্য . এখানকার কম্যাণ্ডে কে? এমন দৃঢ়তার সঙ্গে হাত তুললও কে? দূর থেকে তলস্তুনভের স্মার্ট চেহারাটা চিনতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে মন আশ্বস্ত হয়ে উঠল। ওর সম্বন্ধে আমার পূর্ব ধারণা ভুলে গেলাম। মনের ভিতর কে যেন বলে উঠল: ও এখানে আছে, যাক, বাঁচা গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা জোর হাঁক শুনতে পেলাম:

'কোথায় চলেছ? ফিরে যাও! নইলে গুলি করব, ভীতু কোথাকার! বিনা হুকুমে আর এক পা এগিয়েছ কি দেখবে!'

কম্পানির পার্টি সংগঠক, ছোটখাট, চোখা নাক কাজাখী প্রাইভেট বুক্রেয়েভ চেঁচিয়ে উঠল। বন্দুকটা তার দৃঢ়ভাবে বাগিয়ে ধরা।

এতক্ষণে চোখে পড়ল ছাড়া ছাড়া হয়ে নানা জায়গায় কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে: মাঝখানে তলস্তুনভ, তার সংহত দৃঢ়তা আর নিস্তব্ধ একাগ্রতা অন্যেরাও যেন গ্রহণ করেছে। আমার বহু পরিচিত স্বাভাবিক মেরুদণ্ড এটি নয় যাকে অবলম্বন করে প্লেটুন দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এও দেখলাম যে এই লোকগুলোই খাড়া হয়ে আছে, প্লেটুনকে জোড়া লাগিয়ে তুলছে।

সেই সঙ্গে আরেকটি শক্তির উপস্থিতি এখানে দেখা গেল, কমিউনিস্ট পার্টি।

ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বললাম, 'বুর্নাশেভ! এখানকার ভার কার উপর? অমন চুপ করে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? সেকশন কম্যাণ্ডাররা সব কোথায়?'

বুর্নাশেভ চমকে উঠে লাল হয়ে গেল। এরকম দিশেহারা হয়ে যাওয়ার জন্য সে লজ্জিত। সে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠল, 'সেকশন কম্যাণ্ডাররা আমার কাছে এস!'

আমার সিদ্ধান্তটা সংক্ষেপে, বেশ চেঁচিয়েই বললাম: গ্রামটা শত্রুর হাতে ছেড়ে দিয়ে ফ্ল্যাংক ঘোরাতে হবে। তারপর আদেশ দিলাম:

'১নং সেকশন কম্যাণ্ডার! তোমার সৈন্যদের নিয়ে এস! র‍্যাংকের নম্বর অনুসারে প্রত্যেকে দাঁড়াও। আমি ১নং সেকশনের নেতৃত্ব করব, তলস্তুনভ ২নং সেকশনের আর বুর্নাশেভ ৩নং সেকশনের! ক্রায়েভ কম্পানির কম্যাণ্ডের ভার নেবে। পরের প্লেটুনটাকে নিয়ে এস। তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। ব্রিজটাকে উড়িয়ে দিতে হবে।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'তলস্তুনভ, তোমার সেকশনে যাও '

'ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমার মনে হয়. '

'এখন আর মনে করার কিছু নেই... আমার পঞ্চাশ পা দূরে দূরে তুমি এস। পিছিয়ে পড় না! ভীড় কর না! ১নং সেকশন, এটেনশন্! ডাবল্ মার্চ, ফলো অন!'

উঁচু জমির উপর দিয়ে, জানলায় অস্ত সূর্যের আলো চমকান গাঁয়ের অন্ধকার বাড়িগুলো পার হয়ে, গোলার ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত মাঠের ভিতর দিয়ে বনের দিকে প্রাণপণে দৌড়ে এগিয়ে চললাম। পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেকশন আমায় অনুসরণ করে চলেছে।

৪

বনের অর্ধেক পথ পার হয়ে আবার জার্মানদের দেখতে পেলাম। কত কাছে এসে পড়েছে ওরা। বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে আসা কালো কালো মূর্তিগুলোর আকারও কত বেড়ে গেছে। চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে জার্মানদের থেকে আমাদের ব্যবধান পাঁচশ গজ পর্যন্ত কমে গেল। দ্রুত এগচ্ছে: মিনিটে একশ গজ। অথচ আমাদের এখনো কতটা যেতে হবে, কতটা দৌড়তে হবে. বনের প্রান্ত তখন বহু দূরে। মনে হল যেন পৃথিবীর এক প্রান্তে। প্রথম সারের গাছগুলোই তো প্রায় পাঁচশ গজ দূরে।

হঠাৎ এক ঝটকায় গতি বাড়িয়ে দিলাম।

জার্মানরা আমাদের দেখে ফেলেছে। আমাদের সামনে আর পিছনে

আকাশে লাল বাঁকা রেখার কাটাকুটি দেখা গেল। তার কয়েকটা আমাদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কয়েকটা আবার ক্ষীণ শীস দিয়ে পড়ছিল পায়ের কাছেই।

এগিয়ে আসতে আসতে জার্মানরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে চলেছে। কিন্তু সে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ।

পিছনে কে যেন পড়ে গেল। একটা তীব্র হৃদয় বিদারক চিৎকার শুনতে পেলাম :

'কমরেডরা ! .'

পিছন ফিরে চেঁচিয়ে উঠলাম·

'থেম না! ওকে অন্য প্লেটুনের লোকরা নিয়ে যাবে এখন!'

জার্মানরাও গতি বাড়িয়ে দিল। তাড়া করার নেশায় পেয়েছে তাদের - ওহোঃ রুশীরা পালাচ্ছে - -গোছের ভাব। কিন্তু একশ পা দূরেই বন। হঠাৎ আতঙ্কে অনুভব করলাম দম আমার ফুরিয়ে এসেছে। মাঠের মাঝখানে হঠাৎ দৌড় মারার ফল ফলেছে। পিছনের নিশ্বাসের শব্দ পায়ের আওয়াজ ক্রমশ কাছিয়ে এল। সৈন্যরা আমায় ধরে ফেলল। বেশি এগিয়ে এসে জটলা পাকাতে বারণ করেছিলাম, কিন্তু তবু ওরা সেই কাণ্ডই করল। শত্রুর চোখের সামনে, টমিগানের গুলির মধ্যে দিয়ে কানে বাজছে আহতের মর্মভেদী চিৎকার। এই অবস্থায় এইভাবে ছুটে যাওয়া আর ট্রেনিংএর সময় ফ্ল্যাংকে আবার দলবদ্ধ হওয়া এক জিনিস নয়।

জোরে অনেকটা খোলা হাওয়া টেনে নিলাম।

'সেকশন, থাম!'

ঐ একটি মুহূর্তে 'থাম' এই একটিমাত্র আদেশে আমাদের মানে পানফিলভ ডিভিশনের একটি ব্যাটেলিয়নের সমস্ত ইতিহাস সংহত হয়ে ফুটে উঠল। তার ভেতর প্রবেশ করল কর্তব্যের চেতনা, 'হাত পাশে,' সৈন্যদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া কঠোর অনুজ্ঞা, 'যা বলছি কর, কথা বল না!' প্রভৃতি আদেশ, সবার সামনে দাঁড় করিয়ে এক কাপুরুষকে গুলি করে মারা, সেরেদার সেই নিশীথ অভিযান, যেখানে জার্মানদের আমরা হারিয়েছি আর সেই সঙ্গে জয় করেছি ভয়কেও : এই সব কিছু।

কিন্তু সৈন্যেরা যদি না থামত, তারা যদি সোজা বনের দিকে দৌড়

মারত? তাহলে.. তাহলে ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার বাউরজান মমিশ-উলি ঐখানেই শেষ হয়ে যেত। এই হল আমাদের আর্মির নিয়ম — কাপুরুষ সৈন্যদের পলায়নের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় মুখে চুণকালি মাখা কম্যাণ্ডারকেই।

ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে সৈন্যরা থামল — সেটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। থামল আমার কাছে!

'সেকশন কম্যাণ্ডার!'

'হাজির।'

'শুয়ে পড়! ফায়ার! রাইট্ মার্কার!'

'হাজির!'

'এখানে এস! শুয়ে পড়! ফায়ার! তারপরে কে?'

'হাজির!'

'এখানে এস! শুয়ে পড়! ফায়ার! ছড়িয়ে পড়! প্রত্যেকের মাঝখানে পাঁচ পায়ের ব্যবধান রেখ। ওহে, শোন, ওখানে শুয়ো না! আরেকটু সরে যাও। এইখানে! ফায়ার!'

৫

একটা ভুল করেছিলাম। উচিত ছিল গুলি না চালিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে তৈরী হয়ে নেওয়া, বুকের প্রচণ্ড ধকধকানি কমে আসার জন্য কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করা। তারপর সই ঠিক করে, কম্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে একত্র গুলি।

সৈন্যরা সব ক্ষ্যাপার মত এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল। আমাদের এই ছোট দলের দিকে জার্মানরা তখনো ট্রেসার বুলেটের ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে, একজনও আহত হল না।

উজ্জ্বল সূর্য, সন্ধ্যার মত নয়। এক পাশ থেকে রোদ এসে পড়েছে জার্মানদের কিছুটা সামনে। জার্মানদের আর অবয়বহীন, কালো দেখাচ্ছে না। সূর্যের আলোয় রং ফুটেছে। সবুজ হেল্মেটের নিচে দেখা যাচ্ছে, সাদা মুখ, কারো কারো চোখে চশমার চমক। কিন্তু ওরা গুলি খেয়ে পড়ছে না কেন?

ঠিক সেই সময়েই বুঝতে পারলাম জার্মানরা তখনো অনেকটা দূরে

রয়েছে — তিন চারশ গজ দূরে। আর আমরা তাড়াহুড়ো করে শ'খানেক গজ দূরে টিপ করে গুলি চালিয়ে চলেছি।

সব গোলমাল ছাপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আড়াই শ গজ দূরে লক্ষ্য করে গুলি চালাও!'

তলস্তুনভের সেকশন আমাদের পথ ধরে মাঠ পার হয়ে ছুটে এল। নভলিয়ান্‌স্কয়ের বাড়িগুলোর পিছন থেকে ৩নং সেকশনও দেখা দিল।

বোঝাই ঘোড়ার গাড়ি সব গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে, গাড়োয়ানরা প্রাণপণ জোরে ঘোড়াগুলোর উপর চাবুক কষিয়ে চলেছে।

জার্মানরা এগিয়ে আসছে। ওদের দলের একজন পড়ল তারপর আরেকজন.. কিন্তু আমাদেরও একজন আর্তনাদ করে উঠল .. জার্মান সৈন্যদলের দূরের প্রান্তটা তখন বাড়ির আড়ালে। শত্রু এর মধ্যেই নভলিয়ান্‌স্কয়েতে পেঁছে গেছে। গ্রামটা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

জার্মানরা ওদিকে এগিয়েই আসছে, এগিয়েই আসছে .. যে কোন মুহূর্তে তাদেব ডাব্‌ল্‌ মার্চের হুকুম দেওয়া হবে। এক নজরে দূরত্বটা আঁচ করে নিলাম। আমাদের শেষ করে দেবে! ভাবনাটা যে কী অসহ্য তা যদি বুঝতেন — আমাদের ওরা শেষ করে দেবে। মেশিনগান? বজানভ, মুরিন, ব্লখা তোমরা কোথায়? মেশিনগান কোথায়, মেশিনগান?

কাছেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠল:

'আ-আ গেলাম, মরলাম! ও ..'

সে এক পাগল করে দেওয়া, ভয় পাইয়ে দেওয়া আর্তনাদ।

প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবল: মিনিটখানেকের মধ্যে আমারও ঐ দশা হবে; আমিও গুলি খেয়ে পড়ব; ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, আমিও মৃত্যু যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠব। 'প্রত্যেকে' একথা ভাবছে .. হ্যাঁ আমিও ... ঐ বীভৎস চিৎকারে আমার শরীরেও কাঁপুনি লেগেছে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত শিরশির করে আমার গা বেয়ে নেমে গেল, নিয়ে গেল আমার সব শক্তি আর মনোবল।

যেদিক থেকে চিৎকারটা আসছিল, সেদিকে তাকালাম। ঐ যে বরফের উপর বসে আছে, মাথায় টুপি নেই। তাজা খুনে মুখ ভরে

গেছে। চিবুক বেয়ে কোটে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। বিস্ফারিত চোখের সাদা অংশটা দেখে ভয় লাগে।

আরেকটু দূরে আরেকজন বরফে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, দুই হাতে মাথাটা ধরা যেন কোন কিছু দেখতে বা শুনতে সে চায় না। মারা গেছে নাকি? না। হাতদুটো থরথর করে কাঁপছে। সেমি-অটোমেটিকটা পাশেই বরফের উপর পড়ে আছে। কে ও? জিল্‌বায়েভ, কাজাখী আমার জাতেরই লোক! জখম হয়নি ভয় পেয়েছে! হারামজাদা ব্যাটা! এক মুহূর্ত আগে আমিও ভেবেছিলাম যা হয় হোক বরফে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি।

তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম জিল্‌বায়েভের কাছে।

'জিল্‌বায়েভ!'

শিউরে উঠে জিল্‌বায়েভ তার ফ্যাকাশে মুখটা বরফ থেকে তুলল।

'বেজন্মা কোথাকার! গুলি চালাও!'

চট করে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়ে হঠাৎ এক পশলা গুলি চালিয়ে দিল।

'ভাল করে সই ঠিক করে নাও, মার!'

জিল্‌বায়েভ আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। চোখে তার তখনো ভয়ের ছাপ, কিন্তু অনেকটা প্রকৃতিস্থ। শান্তভাবে সে বলল:

'গুলি করব, আক্‌সাকাল।'

জার্মানরা তখনো এগিয়ে আসছে . দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে, দ্রুত, খাড়া হয়ে টমিগান ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যেন আগুনের ছুঁচ লম্বা হয়ে এগিয়ে আসছে আমাদের কাছ পর্যন্ত। ক্রমাগত ট্রেসার বুলেট ছুঁড়ে চললে ঐ রকমই দেখায়। বুঝলাম জার্মানরা আমাদের চোখ কান ধাঁধিয়ে দেবার মৎলবে আছে। কিছুতেই মাথা তুলে ঠাণ্ডা হয়ে সই ঠিক করে নিতে দেবে না। বজানভ কোথায় গেল? মেশিনগান কোথায়? মেশিনগান চুপ করে কেন?

সেই আহত লোকটি তখনো চেঁচিয়ে চলেছে। তার কাছে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম রক্তে মুখ ভেসে যাচ্ছে, হাতদুটোও ভেজা, লাল।

'শুয়ে পড়! চুপ করে থাক!'

'ও ...'

'চুপ করে থাক! ব্যথা লাগলে কোট কামড়ে পড়ে থাক, কিন্তু চেঁচিয়ো না!'

. লোকটি সাঁচ্চা সৈন্য - চুপ করে গেল।

অবশেষে এতক্ষণ পরে শোনা গেল মেশিনগানের আওয়াজ ... দীর্ঘ একপশলা গুলি র‍্যাট্‌-ট্যাট্‌-ট্যাট্‌-ট্যাট্‌ বাবাঃ, বজানভ ওদের কতোটা কাছে এগিয়ে আসতে দিয়েছে! একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চুপ করে অপেক্ষা করে থেকেছে। তারপর হঠাৎ একেবারে সামনে থেকে গুলি চালিয়ে ওদের সাবাড় করছে।

প্রথম দফাটা এসে লাগল জার্মান লাইনের মাঝখানটায়। একেবারে সিধে নামিয়ে দিল। এই প্রথম শুনলাম শত্রু সৈন্যের আর্তনাদ। পরে অনেকবার দেখে বুঝেছি জার্মানদের একটা বৈশিষ্ট্য হল: লড়াই একবার প্রতিকূলে গেলেই, হারতে শুরু করলেই আহত যারা তারা প্রাণপণে সাহায্যের জন্য চেঁচাতে থাকে। আমাদের সৈন্যরা প্রায় কখনই ওরকম ভাবে চেঁচায় না।

তবু আমাদের সামনে রয়েছে সুশিক্ষিত ও সুপরিচালিত সৈন্যদল। বিদেশী ভাষায় একটা কম্যান্ড শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে জার্মান লাইন মাটিতে শুয়ে পড়ল।

এবার একটু নিশ্বাস ফেলার সময় পাওয়া গেল।

মিনিটখানেক পরে তলস্তুনভ আমার দিকে গুড়ি মেরে এগিয়ে এল।

'কী বল ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার? হুররা চালাব নাকি?'

মাথা নাড়লাম। সস্তা গল্পেই তা মানায়। 'হুররা বলে এগিয়ে যেতেই জার্মানরা পালিয়ে যায়।' কিন্তু বাস্তবে তা অত সহজে ঘটে না।

তা সত্ত্বেও সেদিন সন্ধ্যাবেলাই শোনা গেল আমাদের 'হুররা'। পৃথিবীতে আমারই একটিমাত্র ব্যাটেলিয়ন বিরাজমান আর আমি তার একমাত্র লড়াই পরিচালক কম্যান্ডার তা তো নয়। 'হুররা!' শোনা গেল এমন এক জায়গা থেকে, যা জার্মানদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অবাক করে দিয়েছিল।

৬

বনের একপাশ থেকে শুয়ে পড়া জার্মানদের একটু পিছন দিকে হঠাৎ একদল সৈন্য চড়াও হল। তারা ছুটে আসছিল 'ওপ্‌ন্‌ অর্ডার'এ। অস্ত সূর্যের আলোয় লাল ফৌজের টুপি, কোট আর বাগিয়ে ধরা সঙিন চিনতে পারলাম। দলটা বড় নয়, সবশুদ্ধ চল্লিশ পঞ্চাশ জন। বুঝলাম এটা লেফ্‌টেনাণ্ট ইসলামকুলভের প্লেটুন। জার্মানরা যেখানে ব্যূহ ভেদ করে এসেছিল সেখানে তাদের পাঠান হয়েছিল।

আমাদের বদলে জার্মানদেরই এবার বোঝার পালা ফ্ল্যাংক আর পিছন থেকে ঘা খেলে কেমন লাগে। কিন্তু ফ্ল্যাংক ঘোরানর ব্যাপারটা ওরাও ভাল রকমই জানে। জার্মানদের লাইনের প্রান্তভাগের লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল; আমাদের গুলির জবাব দিতে দিতে একটা বৃত্তাংশের আকারে সেনা বিন্যাস করল।

তলস্তুনভ চেঁচিয়ে উঠে উত্তেজিতভাবে বলল, 'ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম:

'কথাটা চালিয়ে দাও, আক্রমণ করব!'

নিজের গলা নিজেই চিনতে পারলাম না। কেমন একটা চাপা ভাঙা আওয়াজ। 'আক্রমণের' কথাটা মুখে মুখে ছড়াতেই সবার হৃৎস্পন্দন মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার বিপুল বেগে ধুকধুক করে উঠল।

বনের দিক থেকে ছুটে আসা সৈন্যরা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ওদিক থেকে একটা ক্ষীণ 'হুর-রা!' শোনা গেল। জার্মানরা ওদিকে তাড়াতাড়ি ফিরে দল বাঁধছে। আমাদের ঠিক সামনের লাইনটা পাৎলা হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মানরা দুটো হালকা মেশিনগান নিয়ে এল, খুব সম্ভব আগুয়ান প্রথম দলের পিছনেই কোথাও মেশিনগানদুটো ছিল। একটা মেশিনগান ততক্ষণে কাজ করতে সুরু করে দিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের বিশ্রী শব্দটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে।

এদিকে আমাদের লাইনের গুলিবর্ষণ কমে এসেছে। সবাই মাটিতে শুয়ে রাইফেল বাগিয়ে ধরে অপেক্ষা করে রয়েছে। সৈন্য দলে যোগ দেবার প্রথম দিন থেকে যে মুহূর্তটির কথা তারা ভেবে এসেছে, যুদ্ধের

সেই ভীষণ মুহূর্তটির অপেক্ষাই তারা করছে। অপেক্ষা করছে আক্রমণের আদেশের।

আপনা থেকেই গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাজ্জব বনে গেলাম। ভীষণ ভুল করেছে ওরা! কিন্তু তখন আর ভুল শোধরাবার সময় নেই। আমাদের তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। শত্রু হতভম্ব অবস্থায় থাকতে থাকতেই সব করে ফেলা চাই। আরো মেশিনগান এনে কাজে লাগাবার আগেই।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বুর্নাশেভ!'

লেফ্‌টেনান্ট বুর্নাশেভ আমার বাঁয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে শুয়েছিল। সেই প্লেটুন কম্যান্ডারটি কিছুক্ষণ আগে মুহূর্তের বিভ্রান্তির জন্য যে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। বুর্নাশেভ ডাক শুনেই হাত তুলে নামিয়ে নিল, তার মানে আমার ডাক সে শুনেছে।

'বুর্নাশেভ, এগোও!'

এক সেকেন্ড পেরল। লাল ফৌজের সর্বজনীন বীরত্বের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন, পড়েছেন। সর্বজনীন বীরত্বটা নিশ্চয় মিথ্যা নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও খেয়াল রাখতে হবে নেতা বিনা, প্রথম এগিয়ে যাবার লোক বিনা সর্বজনীন বীরত্ব সম্ভব নয়। লাফিয়ে উঠে আক্রমণে ছুটে যাওয়া মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। আগে একজন না উঠলে কেউ উঠতে চায় না। একজন কেউ উঠে অন্যদের পথ দেখিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।

বুর্নাশেভ লাফিয়ে উঠে পড়ল। সূর্যাস্তের পটভূমিতে তার উৎকণ্ঠিত সাগ্রহ শরীরের কালো রেখা ফুটে উঠল। সামনে তার কাঁধ বরাবর এগিয়ে গেছে সঙিনের তীক্ষ্ন কালো রেখা। আর কারো রাইফেল সে নিশ্চয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তার খোলা মুখ নড়ছে। যে কম্যান্ড শুনেই সে উঠে পড়ছে সে কম্যান্ড শুধু আমার নয়, তার আদরের জন্মভূমিরও। লাফিয়ে উঠেই সে তারস্বরে হাঁকল।

'জন্মভূমির জন্য! এগোও!'

এর আগে খবরের কাগজে প্রায়ই আক্রমণের বিবরণ পড়েছি। তাতে দেখেছি সৈন্যেরা সবসময় ঐকথা বলেই আক্রমণে নেমেছে। খবরের কাগজে ব্যাপারটাকে কেমন খানিকটা কৃত্রিম বলে মনে হত। আমি ভাবতাম আমাদের

যখন পালা আসবে, তখন আমাদের আক্রমণ হবে অন্য রকমের। আমাদের মুখ দিয়ে বেরবে অন্য কোনো একটা ধ্বনি। বন্য, জিঘাংসু একটা কিছু। 'মার! মার!' নয় তো শুধুই 'রেরে রেরে' জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু তবু এই ভীষণ মুহূর্তে গুলির সামনে যে অজস্র টানে মানুষ কেবল মাটিতে মুখ গুঁজে থাকতে চায় সেই হাজার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে বুর্নাশেভ এগিয়ে গেল ঐ একই কথা বলে।

'জন্মভূমির জন্য! এগোও!'

বুর্নাশেভের গলা হঠাৎ চুপ করে গেল। মনে হল যেন কী একটা তারে পা জড়িয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। মনে হল, বুর্নাশেভ বুঝি এখুনি আবার উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে সুরু করবে, ছুটে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর যারা এখনো ওঠেনি তারাও তক্ষুণি নিজেদের সামনে সঙিন তুলে ধরে ওর পেছু পেছু শত্রুর দিকে ছুটে যাবে।

কিন্তু বুর্নাশেভ হাত ছড়িয়ে শুয়েই রইল। কম্পানির সৈন্যরা বরফের উপর পড়ে যাওয়া লেফ্‌টেনান্টের শরীরটার দিকে চেয়ে রইল। কিসের যেন অপেক্ষা করছে সবাই।

আবার এক উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত। সৈন্যরা মাটি চেপে শুয়েই আছে।

আবার একজন লাফিয়ে উঠে সামনে এগিয়ে গেল। আবার মেশিনগানের আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল প্রবল আহ্বান:

'জন্মভূমির জন্য! এগোও!'

অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ গলাটা। উচ্চারণ শুনে বোঝা যায় যে বলছে সে রুশ নয়। আকাশের গায়ে রোগা ছায়া মূর্তিটা দেখে সবাই প্রাইভেট বুকেয়েভকে চিনতে পারল।

কিন্তু বুকেয়েভও দু পা এগিয়েই পড়ে গেল। বুকে কিম্বা মাথায় বুলেট লেগেছে। কিন্তু আমাদের মনে হল লেফ্‌টেনান্ট বুর্নাশেভের মত তারও বোধ হয় পাদুটো কেউ ধারাল কাস্তে দিয়ে কেটে নিয়েছে।

আমার সারা শরীর শক্ত হয়ে গেল, বরফ আঁকড়ে শক্ত করে মুঠো বেঁধে উঠল হাতটা। আরেক সেকেন্ড পার হল। সৈন্যরা তখনো মাটিতে শুয়ে।

দুটো মেশিনগান আমাদের দিকে অবিশ্রাম গুলি চালিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাদের নল থেকে ছুটে আসা দীর্ঘ স্পন্দিত শিখাগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তার স্বল্প আলোয় গানশীল্ডের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা মেশিনগানারদেরও দেখা যাচ্ছে। ফিরে দল বাঁধায় ব্যস্ত জার্মানদের তারা রক্ষা করে চলেছে। সঙিন নিয়ে ওদের আক্রমণ করায় আমাদের বাধা দিচ্ছে। গুলি করে আমাদের ঠেকিয়ে রাখছে।

শত্রুর পিছন দিকে যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লাল ফৌজের সৈন্য ঠিক সময় মত আঘাত হেনেছিল তারা জার্মানদের কাছে এগিয়ে আসতে থাকল। জার্মানরা এর মধ্যেই একটা ফ্রন্ট তৈরী করে সে দিকেও গুলি করতে সুরু করেছে। অথচ আমরা এদিকে তখনো মাটি চেপে পড়ে রয়েছি। পড়ে আছি আমাদের মুষ্টিমেয় সাহসী কমরেডদের মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে।

আমাদের সবাই আমারই মত উত্তেজিত। সবাই এগিয়ে যেতে চায়। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠে পড়তে চায়, কিন্তু উঠছে না।

হল কী? ভীতুর মত শুধু শুয়েই থাকব, আমাদের কমরেডদের এরকম ভাবে মৃত্যুর হাতে ঠেলে দেব? তৃতীয় বার লাফিয়ে উঠে সারা কম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লোক নিশ্চয়ই কেউ আছে!

হঠাৎ অনুভব করলাম সবাই আমার দিকেই স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সবার উত্তেজিত উৎকণ্ঠিত মনোযোগ আমার প্রতিই নিবদ্ধ। সিনিয়র কম্যাণ্ডার, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমি যেন যুদ্ধের কেন্দ্র হয়ে উঠেছি যদিও আমার অবস্থান এক ধারে। মনে হল ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার কী বলে, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার কী করে সেই অপেক্ষাতেই সবাই রয়েছে। জানি পাগলের মত কাণ্ড করছি, তবু একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য সামনে ছুটে গেলাম।

কিন্তু লাফানর সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমায় কাঁধে ধরে বরফের উপর ফেলে দিল। লোকটা তলস্তুনভ। একপশলা গালাগালও সুরু করল সে!

'মাথা ঠিক রাখ। খবরদার, ব্যাটেলিয়ন কম্‌-ম্যাণ্ডার! আমি ...'

তলস্তুনভের অমায়িক সরল মুখ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গিয়ে কঠোর ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সেও লাফিয়ে উঠবার চেষ্টা করল, এবার আমি ওকে হাত ধরে টেনে রাখলাম।

না, তলস্তুনভকে হারালে আমার চলবে না। ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে এসেছে, আবার আমি ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার হয়ে গেছি। লাফিয়ে ওঠার ঠিক আগে যে অনুভূতিটা আমায় পেয়ে বসেছিল সেটা এখন আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। মনে হল প্রত্যেকেই যেন আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সৈন্যরা সবাই নিশ্চয়ই দেখেছে আমি লাফাতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত লাফাইনি। সিনিয়র পলিটিকাল অফিসারও উঠবার চেষ্টা ক'রে আর ওঠেনি। যুদ্ধের সময় সদা বর্তমান কম্যাণ্ডারসুলভ প্রবৃত্তিবশে :টের পেলাম আমার এই ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে সৈন্যবা একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার স্বয়ং উঠতে চেষ্টা করেও ওঠেনি, তার মানে ওঠা অসম্ভব।

কম্যাণ্ডারের জানা উচিত যে লড়াইয়ের সময়ে তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চলাফেরা, মুখের ভাব সবাই নজর করে দেখে, তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়। জানা উচিত, যুদ্ধ পরিচালনা মানে শুধু গুলি চালনা আর গতিবিধি পরিচালনাই নয়, সৈন্যদের মনোবল পরিচালনাও।

আমি ততক্ষণে আবার আত্মস্থ হয়েছি। শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি সংগ্রামে সৈন্যদের নেতৃত্ব করা ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারের কাজ নয়। যা কিছু শিখেছি সব মনে করে দেখলাম। পানফিলভের নির্দেশও মনে পড়ল 'ইনফ্যাণ্ট্রির মাথা দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না সৈন্যদের বাঁচাতে হবে। ম্যানুভারের সাহায্যে আর গুলি দিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে .'

আপনাকে বেশ খুঁটিয়ে, সময় নিয়ে বলছি কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এসব কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। সেই কয়েক সেকেণ্ডে আমিও আমাদের অন্য সবার মত যুদ্ধ করতে শিখছিলাম। শিখছিলাম শত্রুর কাছ থেকেই। চেঁচিয়ে উঠলাম:

'মেশিনগানারদের উপর দ্রুত গুলি চালাও! হালকা মেশিনগান, জার্মান মেশিনগানারদের উপর চালাও দফায় দফায় গুলি! ওদের মাটি থেকে উঠতে দিও না!'

সবাই বুঝল ব্যাপারটা। জার্মানদের মাথার উপর দিয়ে এবার আমাদের বুলেট সশব্দে ছুটে চলল। আমাদের একটা হালকা মেশিনগান কাছাকাছিই ছিল। বুর্নাশেভকে এগোতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ঐ

মেশিনগানটাও চুপ করে গিয়েছিল। একজন মেশিনগানচালক ঝট করে একটা নতুন চাকি লাগিয়ে নিচ্ছে। তলস্তুনভ সেখানে তাড়াতাড়ি গুড়ি মেরে এগিয়ে গেল। সবাই উত্তেজিতভাবে গুলি চালিয়ে চলেছে। মেশিনগানটার কাজও সুরু হল।

ঐ তো, জার্মান মেশিনগানাররা মাটিতে শুয়ে পড়ে শীল্ডের পিছনে আড়াল নিয়েছে। আচ্ছা! একজন খতমও হয়েছে। মেশিনগানটা আওয়াজ করে থেমে গেল, আগুনের লম্বা ছুঁচগুলোও অদৃশ্য। কে জানে বুলেট বেল্ট বদল করছে না তো? না, গুলির মুখে বুলেট বেল্ট বদল করা অত সহজ নয় এই বার, অর্ডার দেবার সময় এসেছে। কিন্তু আমি অর্ডার দিতে যাবার আগেই তলস্তুনভের ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল:

'কমিউনিস্টরা!..'

তার এই আবেদন যে শুধু কমিউনিস্টদের প্রতিই তা নয়, প্রত্যেক সৈন্যের প্রতিই। দেখলাম: তলস্তুনভ একটা সাবমেশিনগান নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সচিৎকারে ছুটে এগিয়ে গেল। তারপর আবার এই নিয়ে তৃতীয় বার, মাঠ জুড়ে ধ্বনিত হল সেই আবেগময় ভয়াবহ চিৎকার:

'জন্মভূমির জন্য! হু-র-রা!'

অন্যদের গর্জনের মধ্যে তলস্তুনভের গলা ডুবে গেল। সবাই লাফিয়ে উঠে ভীষণ চিৎকার করে তলস্তুনভকে পেরিয়ে ছুটে গেল শত্রুর দিকে, মুখ তাদের ক্রোধে বিকৃত।

আকাশে হালকা মেশিনগানের বিশেষ আকারের কুঁদোটা একনজর চোখে পড়ল। তলস্তুনভ নলের দিকটা ধরে ভারী মেশিনগানটা গদার মত মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলেছে।

জার্মানরা আমাদের হাতাহাতি লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ মেনে নিল না, আমাদের সঙিনের অপেক্ষায় বসে রইল না। তাদের সুশৃঙ্খল বাহিনী ভেঙে গেল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওরা ছুট মারল।

শত্রুদের তাড়া করে চললাম। বেশ কয়জন জার্মানকে তাড়া করে ধরা গেল, তাদের খতম করে আমরা (তার মানে আমাদের ২নং কম্পানি আর

লেফ্‌টেনাণ্ট ইসলামকুলভের প্লেটুন; শত্রুর পিছন দিকে যারা ওই চমৎকার প্রতি-আক্রমণ সুরু করেছিল তারা) দু দিক থেকে এসে ঢুকে পড়লাম নভলিয়ান্‌স্কয়েতে।

আমরা এখানেই !

১

সৈন্যদের পিছন পিছন আমিও গ্রামে ঢুকে পড়লাম। চারিদিকে খালি বন্দুকের গর্জন, চিৎকার আর দৌড়নর শব্দ। যে সব জার্মান তখনো গ্রাম ছেড়ে পালাতে পারেনি লাল ফৌজের সৈন্যরা তাদের সাবাড় করেছে।

আবিল জিল্‌বায়েভ একটা সেমি-অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে আমার পাশ দিয়েই দৌড়ে গেল। আমার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই তার নেই। কোটের তলটা তার বেল্টের ভিতব গোঁজা। টুপির কানঢাকাদুটো খুলে গেছে। মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটন্ত কুকুরের বাচ্চার কানের মত কানঢাকাদুটো পৎ পৎ করছে।

জিল্‌বায়েভ হাঁপাতে হাঁপাতে আরেকটি কাজাখী কমরেডের কাছে গিয়ে একটা জায়গার দিকে দেখিয়ে বলল:

'কয়েকজন জার্মান ওখানে লুকিয়ে আছে .. হারামজাদারা আবার গুলিও ছুঁড়ছে, ... চল ..'

একসেকেণ্ড কথা বলেই তারা ছুটতে সুরু করল। জিল্‌বায়েভ পুরোদমে সামনে সামনে ছুটে চলেছে সেমি-অটোমেটিকটার ঘোড়াটায় আঙুল চেপে, উত্তেজনায় সে ফেটে পড়ছে।

তার সঙ্গী নিশ্চয় শত্রুদের পাশ থেকে আক্রমণ করার মতলবেই অন্য দিকে ঘুরে গেল।

জিল্‌বায়েভ হঠাৎ থেমে গিয়ে তার সঙ্গীর দিকে ঘুরে চেঁচিয়ে উঠল:

'এই! মনারবেক, জার্মানে যেন কী বলে? হুল্‌ট্‌, তাই না?'

কথাটা শুনে আমি হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। কয়েকদিন আগেই ব্যাটেলিয়নের সবাইকে কয়েকটা জার্মান শব্দ শিখে নিতে আদেশ দেওয়া হয় — 'থাম', 'আত্মসমর্পণ কর', 'আমার পিছন পিছন এস' ইত্যাদি। কিন্তু পাঠ কতদূর এগিয়েছে তার খোঁজ নেবার সময় আর আমার হয়নি।

মনারবেকও থেমে গেল। দুজনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাজাখী ভাষায় কথা বলতে লাগল:

'কী যেন বললে কথাটা?'

'হুল্‌ট্‌, তাই না?'

'ঠিক হয়েছে।'

তারপর আবার দুজনে চলতে সুরু করল। আমি তখন ওদের ডেকে বললাম:

'ঠিক বলনি, জিল্‌বায়েভ! কথাটা হচ্ছে হাল্‌ট্‌!'

জিল্‌বায়েভ ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারকে দেখেই আরো জোর ছুটতে সুরু করল, পৎ পৎ করতে লাগল কানঢাকাদুটো। আবার না হেসে থাকতে পারলাম না।

হাসতে হাসতে আর এই অবাধ্য হাসির কারণে বিস্মিত হয়ে এগিয়ে চললাম। এ হল লড়াইয়ের প্রথম উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার হাসি।

'এত হাসির কারণটা কী, বাউরজান?'

কে? আমার প্রথম নাম ধরে অনেক দিন কেউ আমায় ডাকেনি। দেখলাম লেফ্‌টেনাণ্ট মহামৎকুল ইসলামকুলভ হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সাগ্রহে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইসলামকুলভ স্যালুট করল।

'কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট! অবস্থাচক্রে একটা প্লেটুন নিয়ে আপনার অধীনে এসে গেছি। প্লেটুনের ক্ষতি: একজন মারা গেছে, চারজন জখম। প্লেটুন কম্যাণ্ডার লেফ্‌টেনাণ্ট ইসলামকুলভ।'

দু হাতে ইসলামকুলভের হাতটা টেনে নিয়ে কিছু না বলে চাপ দিলাম। ইসলামকুলভের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। সেই আলমা-আতাতেই। ইসলামকুলভ ছিল 'সোৎসিয়ালিসতিক্‌ কাজাখস্তান' খবরের কাগজের সাংবাদিক। সুগঠিক চেহারা হাসিমুখ অফিসারটির সুন্দর ব্রোঞ্জের মত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তার প্রতি এমন ভালবাসা আর স্নেহ যুদ্ধের আগে আর কখনো অনুভব করিনি।

চরম সংকটের মুখে ইসলামকুলভ সাহসী, চতুর যোদ্ধার পরিচয়

দিয়েছে। গুঁড়ি মেরে শত্রুর পিছনে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকা তারপর ঠিক সময়টিতে নিঃশব্দে পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ করা বড় সোজা কাজ নয়।

ইসলামকুলভকে বললাম, 'তোমার প্লেটুনকে সাজিয়ে দাঁড় করাও। তারপর হেডকোয়ার্টারে এস। কথাবার্তা বলা যাবে।'

লড়াই শেষ হয়ে গেছে। জার্মানদের যারা পালাতে পারল, তারা তখন বরফ ঠান্ডা জলে কোমর বা গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে নদী পার হয়ে অপর তীরে গিয়ে উঠেছে। একটা দল ছিল নদী থেকে অনেক দূরে তারা ক্রাস্নায়া গরার দিকে দৌড় মেরেছে, আমাদের সৈন্যরাও লেগে আছে তাদের পিছনে। গোধূলির আলোয় রাইফেলের গুলির চমক দেখা যাচ্ছে, দলছাড়া জার্মানরা একা একা বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

২

নদীর যেদিকে জার্মানরা মোটের ওপর দলবদ্ধভাবে পালাতে পেরেছিল, সেদিক থেকে হঠাৎ আকাশে সিগন্যালের হাউই উঠল। তার আলোয় তীর দেখা গেল না। কেবল অন্ধকার জলে চঞ্চল রঙীন আলোগুলোর ম্লান ছায়া।

দুটো সবুজ, একটা কমলা, একটা সাদা, পরপর আবার দুটো সবুজ হাউই। অন্ধকার। কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর ঐ একই ভাবের ছটা হাউই।

জার্মানরা নিঃসন্দেহে একটা কিছু খবর পাঠাচ্ছে। কিসের খবর? লড়াইয়ে যা ঘটেছে তার খবর, নাকি আবার দল বেঁধে নতুন আক্রমণের নির্দেশ?

বিভিন্ন দিক থেকে আরো হাউই উঠল। প্রথম হাউইগুলোর উত্তর।

আকাশের এদিক থেকে ওদিকে তাকালাম। জ্বলন্ত ধূমকেতু আকাশ চিরে ফেলেছে। এত ভিতরে, এত দূরে শত্রু সৈন্য ঢুকে পড়েছে, দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা একেবারে জানোয়ারের হাঁয়ের মধ্যে।

স্ভেৎকি, জিতাখা তারপর নদীর অপর তীরের গ্রামগুলোয় আমাদের পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চগুলোর উল্টো দিক থেকে হাউই উঠতে লাগল।

এখানেই দেড় মাইলের মত ফ্রণ্ট ভেঙেছে। আমাদের এ তীরেও রুজায় উজানে ক্রাস্নায়া গরা থেকে হাউই উঠছে, আরো পিছনে কিছুটা বাঁকাভাবে নভশ্চুরিনোতেও শুরু হয়েছে। সেদিন সকালে ঐখানেই আমাদের রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার ছিল। আমাদের আরো ঘেরাও করে ইয়েমেলিয়ানভো আর লাজারেভো থেকেও হাউই উঠল . তারপর একটুকরো শান্ত সন্ধ্যার আকাশ, তার গায়ে কোন আগুনের খেলা নেই... কিন্তু এই বিচ্ছেদটিও অদ্ভুত রকম সংকীর্ণ। ক্রাস্নায়া গরার দিকে পিছন ফিরতেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। একেবারে সিপুনভো গ্রামের মাথাতেও হাউই। এটা কী রকম হল ? ক্যাপ্টেন শিলভের ব্যাটেলিয়ন তো ওখানেই। ওটাই তো তাঁর ঘাঁটি।

আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে হাউইগুলো মিলিয়ে গেল . সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু গেল আঁধারে ডুবে।

না, ওটা কিছুতেই সিপুনভো হতে পারে না। সময় আর ব্যুহ ভেদের প্রকৃতি বিচার করে দেখলাম, শত্রু এত তাড়াতাড়ি কখনো অত দূরে পৌঁছতে পারে না। জার্মানরা নিশ্চয়ই একটা কিছু চালাকি করছে। বোধ হয় ওদের স্কাউটরা আগেই এসে আমাদের পিছনে হাউই নিয়ে লুকিয়ে ছিল, আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই এসব করেছে। তবুও এক্ষুণি হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ক্যাপ্টেন শিলভের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর পিছন দিক থেকে ঐ অদ্ভুত হাউই ওঠার মানেটা জানতে হবে, একটা অনুসন্ধানী দল পাঠাতে হবে। রহিমভ যদি এর মধ্যেই কিছু করে থাকে, আমাকে ছাড়াই অর্ডার দিয়ে থাকে, তবে খুব ভাল হয়! সিপুনভোর ধাঁধাটা সে যেন এর মধ্যেই সমাধান করে ফেলে!

সিপুনভোকে বাদ দিলেও আমরা বেশ শক্ত কলেই আটকা পড়েছি বলতে হবে... নভোলিয়ান্‌স্কয়ের প্রায় সবকটা রাস্তাই শত্রু দখল করেছে। জার্মানরা যদি এখন লরী চালিয়ে বা ডাব্‌ল্‌ মার্চ করেই এখানে ইনফ্যাণ্ট্রি নিয়ে আসে, তবে সবকিছু মুহূর্তের মধ্যে একেবারে উল্টে যাবে। আমরা পিছন থেকে আক্রান্ত হব। জার্মানদের তাড়া করতে ব্যস্ত আমার ছন্নছাড়া সৈন্যদের তবে কিছুতেই বাঁচান যাবে না।

ক্রায়েভকে খুঁজে বের করে বললাম, কম্পানিকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝখানে জার্মানদের যেখান থেকে আক্রমণ করেছিলাম সেইখানে ট্রেঞ্চ কেটে সাজাতে হবে। তারপর রওনা হলাম হেডকোয়ার্টারের দিকে।

আমাদের ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারের ঠিক সামনে বনের ধারে গাছের আড়ালে আমার আটটা কামান দাঁড়িয়ে।

আমার হুকুম অনুসারেই এদের এখানে আনা হয়েছে। তাদের কালো মুখগুলো নভশ্চুরিনোর রাস্তার দিকে তাক করা। আর্টিলারি অফিসারকে ডেকে পাঠালাম।

'রাস্তাটা আটকেছ?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'জার্মানরা যদি এসে পড়ে, তবে তাদের নভলিয়ান্স্কয়ের দিকে যেতে দিও।'

'ওদের ঢুকতে দেব?'

'হ্যাঁ। গ্রামটা দেখতে পাচ্ছ তো?'

আমাদের সামনে, প্রায় সাতশ গজ দূরে দেখা যাচ্ছিল গ্রামের বাড়িগুলোর কালো ছায়ার বুকে প্রধান রাস্তাটা। আমাদের সৈন্যরা গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসছে। চলতে চলতে একে অন্যকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে নিজের সেকশন আর প্লেটুন খুঁজে নিচ্ছে।

'দেখতে পাচ্ছি।'

'রাস্তাটা আটকে দাঁড়াও। শত্রুকে ভিতরে ঢুকতে দিও। তারপর একেবারে মুখোমুখি কামান দাগবে।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

আবার দিগন্তে হাউই দেখা গেল। প্রথম হাউইটা জ্বলে উঠল নভশ্চুরিনোর মাথার উপরে, তারপর সুরু হল চারদিক থেকে তার উত্তর দেওয়া। বন থেকে বহুদূরে, সিপুনভোর দিক থেকে আবার রঙিন আলোর ফুলঝুরি আকাশ চিরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কী? নাঃ, এই মুহূর্তে হেডকোয়ার্টারে না গেলে চলছে না!

৩

স্টাফ ডাগ-আউটে ঢোকামাত্রই সবাই লাফিয়ে উঠল। অফিসারদের মধ্যে ইসলামকুলভকেও দেখলাম।

কিন্তু একজন কেবল এক কোণে বসে রইল। বাতির আলোও সেখানে পেঁছয় না। লোকটি একদৃষ্টে মেঝের দিয়ে চেয়ে রয়েছে, চারপাশের আর সবকিছু যেন সে ভুলে গেছে। আমরা প্রত্যেকেই কানঢাকা টুপি পরেছি, এই লোকটির মাথায় কিন্তু ইনফ্যান্ট্রির লাল ব্যান্ড লাগান খাকি টুপি।

'ক্যাপ্টেন শিলভ, আপনি?'

টেবিলের উপর ভর দিয়ে ক্যাপ্টেন শিলভ উঠে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে হাতটা টুপির কাছে তুলল।

ক্যাপ্টেন শিলভকে দেখেই সর্বাগ্রে মনে হল তার কী একটা যেন অসীম দুঃখ। নিজেকে সামলাবাব চেষ্টা করছে। কী হয়েছে ওর? আহত নাকি? এখানে কেন?

'কী হয়েছে, ক্যাপ্টেন?'

সে কোন উত্তর দিল না।

আবার বললাম, 'কী হয়েছে আপনার? ব্যাটেলিয়নেরই বা কী খবর?'

'ব্যাটেলিয়ন ' ক্যাপ্টেন শিলভের মুখের একটা কোণ কেঁপে উঠল। ঢোঁক গিলল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'বিধ্বস্ত।'

চোখদুটো তার আরো প্রশ্নের অপেক্ষায় স্থির দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। আমিও তার চোখের দিকে তাকালাম। ক্যাপ্টেন শিলভ টেবিলের উপর পুরো ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই রইল, আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল না।

আর জিজ্ঞেস করার কীইবা আছে? 'ব্যাটেলিয়ন বিধ্বস্ত .' আর তুমি, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, পালিয়ে এলে? না, স্থান কাল কিছুই এ প্রশ্নের অনুকূল নয়।

'ব্যাটেলিয়ন বিধ্বস্ত ...' শিলভ এখন আমার ডাগ-আউটে, আমার হেডকোয়ার্টারে . . তার মানে ফ্রণ্টটা আমাদের বাঁয়েও ভেঙেছে।

শিলভ আবার বসে পড়ে মাথা নোয়াল।

রহিমভ বলল, 'আমায় রিপোর্ট করতে আজ্ঞা দিন।'

বললাম, 'বল।'

৪

রহিমভ একটা ম্যাপ খুলল। তারপর রিপোর্ট করতে করতে নানা জায়গা দেখিয়ে চলল। আমিও যন্ত্রবৎ তার চিরাচরিত সুন্দর ছুঁচল পেন্সিলটা অনুসরণ করে চললাম। রহিমভ একভাবে দুর্যোগের বর্ণনা দিয়ে চলল, গলার ওঠা নামা নেই।

ব্যাপারটা যেন আমার ঠাহর হচ্ছিল না। রহিমভের কথাও যেন তেমন কানে ঢুকছে না। মনে হল যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কথাগুলো: 'কোন আর্টিলারি প্রস্তুতি বিনাই জার্মানরা হঠাৎ ক্যাপ্টেন শিলভের ব্যাটেলিয়নের উপর আক্রমণ চালায়। তারপর সিপুনভো গ্রামের কাছে ফ্রন্ট ভেদ করে ফেলে . .'

তারপর কী হয়েছে তা আর বুঝতে বাকি রইল না, এক্ষুণি যা দেখে এসেছি তাই। সৈন্যরা ট্রেঞ্চ ছেড়ে এসেছে . কেউ কেউ একা একাই সংযোগ ট্রেঞ্চে তাদের গর্তের কাছে দাঁড়িয়েছে, কেউ কেউ দুজন তিনজন করে দল বেঁধে। সবাই পিছনে তাকিয়ে, যেদিক থেকে টমিগানের আওয়াজ আসছে, লাল ফোঁটা ঝরছে। সবাই বিব্রত, কোথায় লুকবে? সামনে জার্মান, পিছনে জার্মান . . শুধু একটি মুহূর্ত তারপর ... তারপর ব্যাটেলিয়নের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।

রহিমভ বলেই চলেছে। সেদিন সন্ধ্যার দিকে যে দুটো জার্মান বাহিনী ব্যাটেলিয়নের দু পাশ থেকে ফ্রন্ট ভেদ করে এগিয়ে আসে তারা সম্ভবত তখনো আমাদের পিছন দিকে গভীরে সংযুক্ত হয়নি। আমাদের ঘোড়সওয়ার পাহারাদলকে পিছনে পাঠান হয়েছিল, একাধিকবার তারা শত্রুসৈন্যের গুলির মুখে পড়ে। কিন্তু কয়েকটা গ্রামে কেউ তাদের কোন বাধা দেয়নি: জার্মানরা ঐ গ্রামগুলো পার হয়ে চলে গেছে। এখনো ঐ গ্রামগুলো পেরিয়ে মেঠো রাস্তা দিয়ে সরে পড়া সম্ভব। ম্যাপের গায়ে পথটা রহিমভ দেখিয়ে দিল।

প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ, সেই বৃত্তগ্রথিত ব্যূহটার তখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। রবার দিয়ে পেন্সিলের দাগগুলো তুলে ফেলা হয়েছে, ম্যাপের চকচকে গায়ে তার চিহ্ন প্রায় চোখেই পড়ে না।

ম্যাপের গায়ে ব্যাটেলিয়নের যে নতুন ফ্রন্টটি এখন আঁকা হয়েছে সেটা ঘোড়ার নালের মত বাঁকা, প্রান্তদুটো শেষ হয়েছে শূন্যে। না, শূন্যে নয়। আমাদের প্রতিবেশীরা আছে। ডানদিকের প্রতিবেশী জার্মান, বাঁদিকের প্রতিবেশীও জার্মান, পিছনে, উন্মুক্ত পশ্চাদ্ভাগে, রহিমভ যেখানে দুটো মেশিনগান বসিয়ে পাহারাদল পাঠিয়েছে, সেখানেও জার্মান।

রহিমভের ধারণা অন্ধকার হয়ে গেছে, জার্মানরা এখন তাই লড়াই বন্ধ রাখবে। জার্মানদের কায়দা আমরা জানি, রাতে ঘুমিয়ে দিনের বেলায় ওরা যুদ্ধ করে। ভোরের আগে তাই ওরা আর এগবে বলে মনে হয় না। প্রধান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে আমাদের ব্যাটেলিয়ন যে সংকীর্ণ সূত্রটির দ্বারা যুক্ত, সেটি বোধ হয় ভোরের আগে বিচ্ছিন্ন হবে না।

রহিমভ বেশ শান্তভাবে দক্ষতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারে সব খবর দিল। ওর এই পরিপাটী ভাবটা আমার ভারি ভালো লাগে। যা ওর জানা নেই, সে সম্পর্কে ও পরিষ্কার বলে দেবে — আমি জানি না। ও দুটো জায়গায় কতো শত্রুসৈন্য ব্যূহ ভেদ করেছে তা সে জানে না। সে জানে না রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার এখন কোথায়? তার অস্তিত্ব আছে না শত্রুরা তা দখল করে নিয়েছে তাও সে জানে না। আমাদের সেনাবাহিনী কোথায় পিছিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়েও সে কিছু জানে না। কিন্তু এটুকু সে বলতে পারে যে প্রধান সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার মত একটা সংকীর্ণ পথ আছে।

আমি না থাকতেই সে কয়েকটা প্রাথমিক অর্ডার দিয়ে রেখেছে। মজুৎ গোলাগুলি, খাবার ট্রেঞ্চের সাজসরঞ্জাম আর প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রকে গাড়িতে চাপিয়ে ঘোড়া জুতে দেওয়া হয়েছে।

সংকটের সময়ে রহিমভ খুব বুদ্ধির কাজই করেছে। সবকিছু সে জানাল, গলার স্বরে এতটুকু ভয় বা উৎকণ্ঠার প্রকাশ নেই।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমি 'হ্যাঁ' বলা মাত্র ব্যাটেলিয়ন প্রস্তুত হয়ে শত্রুর হাত এড়িয়ে পালাতে সুরু করবে। কিন্তু তবু কিছু বললাম না।

বুঝতে পারলেন কথাটা। দু ঘণ্টা আগে রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার মেজর ইয়েলিন আমায় টেলিফোন করেন। তাঁর প্রতিটি কথা আমার মনে আছে। খুব ব্যস্ত হয়ে একেকটা কথা বলছিলেন, 'মমিশ-উলি? সাহায্যের দরকার নেই। বড্ড দেরী হয়ে গেছে! শত্রু সৈন্য ঢুকে পড়েছে... একটা দল রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারের দিকেই আসছে। আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। আরেকটা দল, তোমার পাশের দিকে এগচ্ছে, কতজন সৈন্য তা জানি না। তোমার ফ্ল্যাংক ফেরাও! টিঁকে থাক! তারপর .' তারপর হঠাৎ যেন কাঁচি কাটা হয়ে কথাগুলো থেমে যায়।

'তারপর .' তারপর কী? পিছু হটা?

স্বীকার করতে লজ্জা করছে, কিন্তু তবু বলব, মুহূর্তের জন্য আত্মবঞ্চনার সহায় নিলাম। নিজেকে বোঝাতে চাইলাম 'কিন্তু তার পরের কথাটাও তো শুনতে পেয়েছিলে, পুরোটা না, কিন্তু আরম্ভটা, প্রথম শব্দটা: তারপর পিছু...'

মিথ্যা কথা! নিজের বিবেককে ঠকাতে চেও না! সত্যি করে বল তো, কথাটা সত্যিই শুনেছিলে কিনা? তোমার উপরওয়ালা অফিসার সত্যই তোমায় পিছু হটতে বলেছিলেন, নাকি তেমন কোনো অর্ডারই দেননি?

রহিমভ তখনো দাঁড়িয়ে আছে। সবাই তৈরী। কেবল আমার 'হ্যাঁ'র অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাটেলিয়ন শত্রুর হাত এড়িয়ে সরে পড়বে। আমি কিন্তু কিছুই বললাম না। অর্ডার পাইনি যে।

মেজর ইয়েলিন কী বলতে গিয়েছিলেন, 'পিছু হট?' হ্যাঁ তাই। তিনি নিজেও যে পিছু হটছেন, সেকথা তো আমায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু 'পিছু হট' না বলতেও তো পারতেন। দু ঘণ্টা আগে লড়াইয়ের অবস্থা ছিল অন্য রকম। আমাদের বাঁয়ের ফ্রণ্ট তখনো ভাঙেনি, কোন ফাঁক দেখা দেয়নি সেখানে।

কিন্তু এখন? রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার এখন কোথায়? মেজর ইয়েলিন

বলেছিলেন, 'আমি পিছু হটছি।' কোথায় হটছেন? কোথায় যাচ্ছেন তা বলার আগেই টেলিফোনের লাইন গেল কেটে। কোন দিকে যাচ্ছেন, প্রায় অসহায় স্টাফদের নিয়ে কোন রাস্তা দিয়ে — হয়ত রাস্তা ছাড়াই — কোথায়? তা জানা গেল না। রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কোন রিজার্ভ নেই। হেডকোয়ার্টারে কেবল একটা মেশিনগান। আর স্টাফ অফিসার সমেত সব মিলিয়ে ত্রিশ চল্লিশজন লোক। তারা সব কোথায় এখন? এখনো বেঁচে আছে কি? হয়ত কোথাও ঘেরাও হয়ে এখনো লড়াই করে চলেছে। নয়ত খুব সতর্কতার সঙ্গে সিংগ্‌ল্‌ ফাইল করে বনের ভিতর দিয়ে পথ করে চলেছে। কিম্বা হয়ত ডানদিকে চলে গিয়ে, ক্রাস্নায়া গরার ঐ অঞ্চলে যে ব্যাটেলিয়নগুলো আছে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আমাদের ব্যাটেলিয়ন যে ফাঁদে পড়েছে সে কথা রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার কি জানেন? তাহলে তিনি হয়ত বারবার বলতেন, 'অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পিছু হটে যেও, তারপর সকালের মধ্যেই শত্রুর সামনে হঠাৎ নতুন প্রতিরক্ষা লাইনে বেরিয়ে এস!'

কিন্তু কারো সঙ্গে আমাদের কোন সংযোগ নেই। আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন।

রহিমভ তখনো অপেক্ষা করে আছে। ডাগ-আউটের দেয়ালের ওদিকে ব্যাটেলিয়ন ঘোড়ার নালের আকারে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করছে।

আমি কিন্তু কিছুই বললাম না, অর্ডার নেই আমার।

৬

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আপনার টেলিফোন।'

'কে করছে?'

'লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রায়েভ।'

রিসিভারটা তুলে নিলাম। কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে তখন আমার ছিল না। একটা অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আমার মন আর শরীরের উপর চেপে বসেছে।

ক্রায়েভ জানাল, শত্রুরা পরিত্যক্ত নভোলিয়ান্স্কয়ে আবার দখল করেছে। তার অবজার্ভারদের রিপোর্ট অনুসারে ইনফ্যান্ট্রি বোঝাই চোদ্দটা লরী গ্রামে এসেছে।

'কোথা থেকে? কোন রাস্তা দিয়ে?'

'নভশ্চুরিনো থেকে।'

তার মানে নভশ্চুরিনো হচ্ছে জার্মানদের জমায়েৎ হবার ঘাঁটি। সেখান থেকে মোটর বাহিত ইনফ্যান্ট্রিকে আমাদের বিরুদ্ধে পাঠান হচ্ছে।

কে একজন যেন ঘরে ঢুকল। অন্য সময় হলে আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে তাকাতাম.. কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে কাউকে দেখার ইচ্ছে হল না, ইচ্ছে হল না কারো কথা শোনার, কথার জবাব দেওয়ার রিসিভারটা ধরে রেখেই মুখ না ঘুরিয়ে বললাম:

'রহিমভের সঙ্গে কথা বলুন '

ক্রায়েভ তার রিপোর্ট তখনো খুঁটিয়ে বলে চলেছে।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, জার্মানরা গ্রামে থিতু হয়ে বসেছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। জানলাগুলোকেও ওরা ঢেকে রাখেনি। নদীর কাছেও কয়েকটা লরী এসেছে। আমার ধারণা ওরা পনটুন নিয়ে আসছে।'

আগের ব্রিজটা তো আমরা ভেঙে ফেলেছি। জার্মানরা কি আরেকটা নতুন ব্রিজ আজ রাত্তিরেই বসাবে? মনে হচ্ছে আজ রাতের জন্য জার্মান যুদ্ধযন্ত্র বন্ধ থাকবে না, রাত্তিরেও কাজ করে চলবে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে?'

'না... তবে আমাদের এদিকেও ওরা বহির্ঘাঁটি বসিয়েছে। খুব সম্ভব মেশিনগানও কোথাও বসিয়েছে। সকালের আগে আক্রমণ সুরু করবে বলে মনে হয় না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

ক্রায়েভ বরাবরকার মত এখনো যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কথা বলে চলেছে। ক্রায়েভ চুপ করে গেল। কিন্তু টেলিফোনে তখনো তার হাঁপানি শুনতে পাচ্ছি। আমার কাছ থেকে কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। ক্রায়েভও আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়।

কিন্তু কী বলব, কী বলা উচিত?

৭

'ঠিক আছে,' রিসিভারটা রেখে দিলাম।

শিলভ তখনো কোণে বসে আছে, একটুও নড়েনি। ইসলামকুলভ দাঁড়িয়ে আছে আলোটার কাছে গম্ভীর, চিন্তামগ্ন।

জিজ্ঞেস করলাম, 'রহিমভ কোথায়?'

'অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তারা আরো খবর নিয়ে ফিরেছে .'

'কী খবর শুনি?'

'তা তো জানি না, তবে মনে হচ্ছে অসাধারণ কিছু না।'

ইসলামকুলভের দিকে অনেকক্ষণ নিরানন্দ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি: 'আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছ, বন্ধু?' ইসলামকুলভের কালো সতর্ক, বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো বলল: 'পারছি।'

ইসলামকুলভ হেসে বলল, 'আমরা ভেঙে বেরিয়ে যাব, বাউরজান।'

না, সে আমায় বুঝতে পারেনি।

একটু রূঢ়ভাবে বললাম, 'আপনার মতামত আপনার মনেই রাখুন, কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট, আমি যুদ্ধ পরামর্শ সভা ডাকিনি, ডাকার ইচ্ছেও নেই।'

ইসলামকুলভ সঙ্গে সঙ্গে এটেনশন হয়ে দাঁড়াল।

'মাপ করুন, কমরেড সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ... আমি যেতে পারি?'

ক্ষমা চাওয়ার কথা তো ওর নয়, আমারই। আমিই তো দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম, আমার চোখের দৃষ্টিতে বিভ্রান্তি আর মিনতি ফুটে উঠেছিল: 'আমায় সাহায্য কর!' তুমি ক্ষুব্ধ হয়েছ ইসলামকুলভ, আমি কিন্তু তোমায় ধমকাইনি।

আপোসের সুরে বললাম, 'বসুন।'

৮

সেই পুরনো কাজাখী প্রবাদটা মনে আছে: 'জানের চেয়ে মান বড়!' তিনমাস আগে আল্‌মা-আতার কাছে তালগা গ্রামে জুলাইয়ের এক গ্রীষ্মের দিনে বেসামরিক পোষাক পরা কয়েক শ লোকের এক ব্যাটেলিয়নের

কাছে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম -- এখন সেই ব্যাটেলিয়নই রাইফেল নিয়ে মস্কো অঞ্চলের বরফ জমা মাঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই প্রবাদটা, যুদ্ধের এই আপ্তবাক্যটা তিনমাস আগে সেদিন ওদের কাছে আউড়েছিলাম।

ঐ আল্‌মা-আতাতেই একরাত্রে জেনারেল পানফিলভের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। যাদের ডিউটি ছিল না তারা তখন ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের বিরাট পাথরের তৈরী বাড়িতে ঘুমচ্ছে। অনেক রাত। পরিশ্রান্ত পানফিলভ তাঁর সামরিক পোষাক খুলে ফেলে, একটা হাতকাটা ভেস্ট পরে, হাতে তোয়ালে নিয়ে আমাদের ডিউটি-ঘরে এসেছিলেন। আমি তখন সেখানে ডিউটিতে। 'বসুন বসুন, কমরেড মমিশ-উলি, বসুন।' পানফিলভ নিজেও বসলেন। আলাপ সুরু হল। সে আলাপ আমার এখনো খুব ভাল করেই মনে আছে। কয়েকটা প্রশ্নের পর পানফিলভ চিন্তামগ্নভাবে বলেছিলেন, 'না, কমরেড মমিশ-উলি, আপনার পক্ষে ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডারের কাজটা সহজ হবে না।' আমি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। রেগে উঠে বলেছিলাম, 'কিন্তু সসম্মানে মরতে আমি জানি, কমরেড জেনারেল।' 'পুরো ব্যাটেলিয়ন শুদ্ধ?' 'হ্যাঁ, পুরো ব্যাটেলিয়ন শুদ্ধ!' পানফিলভ হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, 'দোহাই আপনার কম্যান্ডারীতে। খুব অনায়াসে তো বললেন ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে মরব। একটা ব্যাটেলিয়নে সাতশ সৈন্য, কমরেড মমিশ-উলি। দশ, কুড়ি, ত্রিশটা আক্রমণ আটকে ব্যাটেলিয়ন নিয়ে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসাই অনেক বেশি ভাল! তাহলেই সৈন্যরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে!'

কয়েকদিন আগেই তাঁর কাছ থেকে যে শেষ কথা শুনেছি, তা শুনিয়েছে প্রায় মন্ত্রের মত, তাতেও সেই একই কথা বলেছেন: 'সৈন্যদের দেখবেন। মস্কোর কাছে এখন আর কোন বাহিনী বা কোনো সৈন্য নেই। এরা গেলে জার্মানদের ঠেকাবার আর কেউ থাকবে না।'

আর কেন নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়া? রহিমভ সবকিছুই তৈরী করে রেখেছে। আমাদের রসদ আর কামান গাড়িতে প্রস্তুত। আমি আদেশ দিলেই ব্যাটেলিয়ন চলতে সুরু করবে, ব্যাটেলিয়ন রক্ষা পাবে।

কোন অর্ডার বা বেতারবার্তা পাইনি, কিন্তু ফ্রণ্ট এখন বিধ্বস্ত,

জার্মানরা দু দিক দিয়ে ভলকলাম্‌স্কের দিকে এগচ্ছে, পশ্চাৎ ভাগে ছড়িয়ে পড়ছে, রাস্তা দখল করছে, তার কাটছে, সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এসময়ে লিয়াজঁ অফিসার এসে আমায় লিখিত অর্ডার এনে দেবে একথা ভাবার অধিকার কি আমার আছে, তা কি থাকতে পারে?

লিয়াজঁ অফিসার যদি না আসতে পারে? জার্মানরা যদি পথ আটকে থাকে? যদি সে মারাই পড়ে কিম্বা পথ হারায়?

কেমন একটা দিবাস্বপ্ন গোছের পেয়ে বসল আমায় — কিছুতেই তা তাড়াতে পারছিলাম না। কেবলি মনে হচ্ছিল আমার বুদ্ধির দরজায় পানফিলভ যেন টোকা মেরে ডাকছেন। সারাক্ষণ মনে হতে লাগল দূরে থেকে শুনতে পাচ্ছি, বলা উচিত ধরতে পারছি, পানফিলভ বলছেন, 'বেরিয়ে যান! ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে সরে পড়ুন! মস্কো রক্ষার জন্যে আপনাকে প্রয়োজন! জলদি বেরিয়ে যান!'

মনে হল দেখা হওয়া মাত্র পানফিলভ সানন্দে হাত ধরে বলবেন:

'ব্যাটেলিয়ন অক্ষত আছে তো?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল!'

'কামান, মেশিনগান?'

'সে সবও ঠিক আছে, কমরেড জেনারেল।'

না, এসব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিলে চলবে না! এসব রহস্যবাদ আর আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। দৈব বাণী শোনার কোন অধিকার নেই কম্যাণ্ডারদের। কম্যাণ্ডারের কাজ হল বুদ্ধি খাটান।

'যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে,' পানফিলভ বলেছেন।

৯

আমাদের শেষ সাক্ষাতে পানফিলভ যা বলেছিলেন তার প্রতিটি কথা আমার মনে পড়ল।

'... আমাদের এই সুতোর মত পাৎলা ব্যূহ তাকে আটকাতে পারবে না।'

'... তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে নিয়ে স্থানান্তরিত করতে পারা চাই।'

'এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে জার্মানরা যেখান দিয়েই ব্যূহ

ভেদ করে বেরক না কেন, আমাদের সৈন্যরা আবার তাদের সামনে এসে পড়বে।'

পানফিলভের সেই সর্পিলবৃত্ত স্প্রিংএর কথাও মনে পড়ল।

ক্যাপ্টেন শিলভের ওখানে সেদিন পানফিলভ তাঁর মনের কথাটা আমার কাছে কিছু প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন আমি, একজন ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, যেন তাঁর ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের পরিকল্পনার মূল কথাটা বুঝে রাখি। যুদ্ধক্ষেত্রের নানা ঘাত প্রতিঘাত, পরিবর্তনের মধ্যে যেন লড়াইয়ের পরিচালক আমার কাছে কী চান সেটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, — আঁচ করতে পারি বলাটাই যুক্তিযুক্ত।

কোন দৈব বাণী এ নয়, কল্পনার খেলা বা আত্মবঞ্চনাও নয়।

তবে আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছি? যথেষ্ট আত্মপীড়ন হয়েছে। এই অভিশপ্ত বিতৃষ্ণা ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমার কথার জন্য সবাই অপেক্ষা করে রয়েছে। আমায় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কম্যাণ্ড দিতে হবে।

১০

রহিমভ ফিরে এল।

'কী খবর?'

'একটু অপ্রিয় ব্যাপার। দলগরুকভ্‌কা জার্মানিরা দখল করেছে।'

'দলগরুকভ্‌কা?'

'হ্যাঁ... যে রাস্তাটা খোলা ছিল সেখানে। খবর পেলাম ছোট্ট একটা দল, জনা চল্লিশেকের একটা প্লেটুন গ্রামে ঢুকেছে।'

রহিমভ ম্যাপের উপর দলগরুকভ্‌কার অবস্থান দেখিয়ে দিল। অস্পষ্ট লাল ফোঁটায় আঁকা তীরের ফলার মত একটা সংকীর্ণ পথের উপর রহিমভ একটা ঘন নীল বৃত্তাংশ টেনে দিল। বেরিয়ে যাবার মুখটা আটকা তাতে পড়ল।

তার মানে... জার্মানিরা আর সময় নষ্ট করতে চাইছে না। এগিয়েই আসছে। জার্মান যুদ্ধযন্ত্র রাত্রের জন্যও তবে থামেনি।

রহিমভ বলল, 'অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে কথা বলেছি। যদি অনুমতি দেন তবে আমার মত প্রকাশ করতে পারি...'

'বলুন।'

রহিমভ বলল, ঐ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি অনুসারে দুটো জিনিস করা যায়। দলগরুকভ্কার এক মাইলের মধ্যে এসে মাঠে নেমে গিয়ে গ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে ঘুরে যাওয়া যায় দুটো বনভূমির মাঝখান দিয়ে। বনের ঐ জায়গাটায় কোনো খানাখন্দ বা কাটা গাছের গুঁড়ি নেই। তাই কামান আর গাড়িগুলো সহজেই ইনফ্যান্ট্রির মত পেরিয়ে যেতে পারবে। এইভাবে পাশ কাটিয়ে গিয়ে আমরা আবার রাস্তায় এসে পড়ব। দলগরুকভ্কার জার্মান দলটাকে অবশ্য খতম করে দেওয়া যায়, কিন্তু নিঃশব্দে তো আর করা যাবে না। শত্রুসৈন্যের কান অমনি খাড়া হয়ে উঠবে ...

'অঞ্চলটা কে দেখে এসেছে? তাকে এক্ষুণি এখানে পাঠিয়ে দিন।'

দরজা খুলে রহিমভ চেঁচিয়ে ডাকতে লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নি ভিতরে এল।

১১

লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নি! কয়েক দিন আগেই ওকে ধমকেছিলাম, 'ভীতু! মস্কোকে তো তুমি সঁপেই দিয়েছ!' ব্যাটেলিয়ন থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্রুদ্নি শত্রুর কাছে ফিরে গিয়ে সেই রাত্রেই দুজন জার্মানকে মেরে পর দিন সকালে তাদের অস্ত্র আর কাগজপত্তর নিয়ে এসে তার হারিয়ে গিয়ে সদ্যখুঁজে পাওয়া সম্মানের মত আমার সামনে নামিয়ে রাখে। নিশ্চয়ই মনে আছে, ব্রুদ্নিকে আমি অনুসন্ধানী প্লেটুনের সহকারী কম্যাণ্ডারের পদে নিযুক্ত করেছিলাম।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নি উপস্থিত।'

ব্রুদ্নি আমার সামনেই এসে দাঁড়াল, চঞ্চল, দ্রুত চোখদুটো তার উৎসাহে উদ্দীপ্ত।

ব্রুদ্নির দিকে তাকিয়ে ভীষণ নাড়া খেলাম। একেই আমি 'ভীতু! মস্কোকে তো তুমি সঁপেই দিয়েছ!' বলে ধমকেছি। অর্ডার ছাড়া পিছু হটার ব্যাপারটা তাহলে এই। এই ভাবেই লোকে পিছু হটে! কল্পনা আবেগ, সৈন্যদের মঙ্গল চিন্তা আর যুক্তিবিচার সবই একটিমাত্র পথের নির্দেশ দিতে থাকে — 'পিছু হট!'

এই ভাবেই ব্যাপারটা ঘটে। বুদ্ধির বিচারও আমায় ঐ দিকেই নিয়ে চলেছে, বুদ্ধির বিচারও তবে ভয়ের দাসত্বে নেমেছে।

পিছু হটার কোন আদেশ পাইনি তাই জাহান্নমে যাক বুদ্ধির বিচার! না, তা তো ঠিক নয়! পানফিলভ তো বারবার বলেছেন কম্যাণ্ডারকে সব অবস্থাতেই ভাবতে হবে, বুদ্ধি খাটাতে হবে।

জার্মানরা ব্যূহ ভেঙে দেবার পর আমাদের ডিভিশনের অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে তা আবার কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম, মনে মনে ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম পানফিলভের কার্য ধারা, তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা। কিছুদিন আগে পানফিলভ আমায় বলেছিলেন, 'রক্ষা ব্যূহটা জরুরী নয়, জরুরী ব্যাপার হল রাস্তাটা।' নভলিয়ান্‌স্কয়ের ভিতর দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেটা আটকাবার ভার আমাদের উপর। পানফিলভ আমাদের জানেন, আমাকেও জানেন। হয়ত এই মুহূর্তেই তিনি ভাবছেন: 'মমিশ-উলির ব্যাটেলিয়ন কিছুতেই রাস্তাটা ছেড়ে দেবে না, আদেশ না পেলে পিছু হটবে না।' হয়ত এই মুহূর্তেই তিনি আমাদের উপর ভরসা করে পশ্চাৎ ব্যূহের গভীরে লাইন সংহত করার জন্য ছোট ছোট সৈন্যদল নিয়ে কৌশলী সংঘাত চালাচ্ছেন, জার্মানদের পথে বাধা তৈরী করছেন।

কিন্তু তা যদি না হয়? না হতেও তো পারে? ভাঙন জুড়বার মত যথেষ্ট সৈন্য যদি পানফিলভের হাতে না থাকে? হয়ত এই মুহূর্তেই তাঁর আমাদের ব্যাটেলিয়নকে ভীষণ প্রয়োজন? হয়ত পিছু হটার আদেশ তিনি পাঠিয়েছেন, কিন্তু লিয়াজঁ অফিসার আমাদের কাছে পৌঁছতে পারেনি? সে সব জানি না, ও কথা ভাবারও ইচ্ছা নেই। অর্ডার নেই, ব্যস্‌ আর কোন কথা নেই।

আমার মনে যে দ্বিধা চলছে বাইরে তা কোনরকমেই এতটুকুও প্রকাশ হতে দিইনি। আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা একমাত্র আমিই জানি। ব্যাটেলিয়নে ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার হিসাবে আমারই পূর্ণ কর্তৃত্ব। কম্যাণ্ডারই সিদ্ধান্ত নেয়, সিদ্ধান্ত জারী করে। সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করেছি।

বললাম, 'ব্রুদ্নি, তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে? ফাঁকগুলো দেখে রেখেছ তো?'

ব্রুদ্নি উল্লসিতভাবে বলে উঠল:

'এতো একেবারে জলের মত সোজা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... আমি ঠিক পথ দেখিয়ে বের করে নিয়ে যাব.. দলগরুকভ্কা আমরা সহজেই পার হয়ে যাব।'

হঠাৎ ক্যাপ্টেন শিলভ লাফিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ হল শিলভ মাথা তুলে আমাদের কথা মনোযোগ দিয়েই শুনছিল:

'কমরেড সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট... আমার কয়েকজন সৈন্য এখানে আমার সঙ্গে রয়েছে। ওরা চায় ব্যাটেলিয়ন ব্যুহ ভেদ করে এগবার সময় তাদের যেন সামনে রাখা হয়...'

খুব সংক্ষেপেই আগের মত বলল কথাটা। তারপর ঠোঁট এমন জোরে চেপে রাখল মনে হল যেন আরো কিছু কথা পাছে বেরিয়ে যায় এই তার ভয়। কিন্তু নিজেকে দোষমুক্ত করার জন্য একটা কথাও বলল না।

আমার উত্তরটা একটু রূঢ় হল:

'ভেঙে বেরবার চেষ্টা আমি করছি না। সেরকম কোন অর্ডার আমি পাইনি।'

সবাই চুপ করে রইল, কম্যাণ্ডার তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় যে ভাবে চুপ করে থাকা উচিত।

ঐ একটি কথায় আমার অবর্তমানে জারী করা রহিমভের সব আদেশ নাকচ হয়ে গেল। কিন্তু তার শুকনো আবেগহীন মুখে মনোযোগের ভাব ছাড়া কোন বিকারই ফুটে উঠল না। মাথাটা একটু নুইয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। আগের মতই শুনতে বুঝতে আর আদেশ পালন করতে সে প্রস্তুত।

আমি বলে চললাম, 'এই ঘেরাওয়ের মধ্যেই লড়াই করব...'

আগেই বলেছি, লাল ফৌজের রেগুলেশন অনুসারে কম্যান্ডার তার ইউনিটের কথা বলে উত্তম পুরুষে 'আমি আমি' করে। কম্যান্ডারের 'আমি' মানে তার সৈন্যরা। তারাই ঘেরাওয়ের মধ্যে লড়াই করবে।

'লেফ্‌টেনাণ্ট ব্রুদ্‌নি, আজ রাত্রে আপনাকে জার্মানদের মাঝখানে একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে। কুর্বাতিভের সঙ্গে আপনি যাবেন।'

ম্যাপের উপরে গোটা দশ বার গ্রাম আর পাড়া দেখিয়ে দিলাম। এর যে কোন একটাতেই রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারের পক্ষে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব।

ব্রুদ্‌নিকে বললাম, 'এ গ্রামে যদি জার্মানরা থাকে, তবে পরের গ্রামটায় চলে যাবেন। সেখানেও যদি জার্মানদের দেখেন, তবে তার পরেরটায় যাবেন। আপনার কাজ হল, ধরা পড়বেন না, রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার খুঁজে বের করবেন, অবস্থার বিবরণ জানাবেন তারপর ওখান থেকে অর্ডার নিয়ে ফিরবেন।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

ব্রুদ্‌নি ডাগ-আউট ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

শিলভ বেশ চেষ্টা করেই ম্যাপের কাছে এগিয়ে এল। বেশ কষ্ট করে বলল:

'আমার কামানগুলো রয়েছে এখানে।'

'কোথায়? উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'না ... বনে ফেলে এসেছি . . এইখানে .. '

ম্যাপের উপর একটা পেন্সিলের দাগ কাটল।

'কটা কামান?'

'ছটা কামান আর চারশ গোলা।'

আমি বললাম, 'দেখুন ক্যাপ্টেন, ওগুলো নিয়ে আসা ভালো তাই না? আমার ঘোড়া আর লোকজন নিয়ে আপনি যান .. যাবেন?'

শিলভ কাষ্ঠ হাসি হাসল।

'না, আমার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কোটের তলটা তুলে ফেলল। ব্রীচেসের একটা পায়া ছিঁড়ে নেমে পড়েছে, বুটের উপরটাও কাটা। ফোলা পাটায় ব্যাণ্ডেজ। গজের ভিতর দিয়ে রক্ত চুঁয়ে উঠেছে, ট্রাউজারের পায়াটাও ভিজে গেছে।

'প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন? হাড়টা ঠিক আছে তো?'

'কে জানে ... সৈন্যরাই ব্যান্ডেজ করে দেয় ... কামানগুলো ওখানেই ফেলে রেখে ওরা', — এতক্ষণে এই প্রথম একটা তীব্র গালাগাল শিলভের মুখ দিয়ে বেরল, — 'আমায় এখানে নিয়ে আসে ...'

জখম পায়ের হাঁটুটা না বেঁকিয়েই শিলভ থপ করে একটা টুলে বসে পড়ল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সিন্‌চেংকো! একটা স্ট্রেচার আনতে বল! তাড়াতাড়ি!'

শিলভ কিছুক্ষণ কিছুই বলল না। তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠল:

'এখানে বসে আছি আর ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না, বুঝতে পারছি না আমার ব্যাটেলিয়নের এই বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা। একথা ঠিক, সৈন্যদের ট্রেনিং ছিল খুব খারাপ ...'

আবার একবার কটুকাটব্য করে আমার দিকে তাকাল। তারপর অপ্রত্যাশিত জোরের সঙ্গে বলে উঠল:

'আপনি কি ভাবছেন সবাই ভেড়ার মত পালিয়ে গেল? তা মোটেই না, দুটো কম্পানি শেষ পর্যন্ত লড়েছিল ... ওদের কম্যান্ডারকে ফেলে ওরা অন্তত পালায়নি, অন্তত ...'

আবার কথাটা শেষ না করেই মুখ বুজল।

ডাগ-আউটের দরজার কাছে স্ট্রেচার আনা হল। সিন্‌চেংকোর উপর ভর দিয়ে শিলভ বহু কষ্টে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।

১৩

ইসলামকুলভকে বললাম দলগরুকভ্‌কার পাশ কাটিয়ে তার প্লেটুন নিয়ে চলে যেতে।

ইসলামকুলভের ইউনিট আমাদের ব্যাটেলিয়নের অংশ নয়। ওদিকে পানফিলভ ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে আসা শত্রু সৈন্যদের পথ বন্ধ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জানি। তাই চল্লিশ পঞ্চাশজন সৈন্যকে আটকে রাখা উচিত বলে মনে হল না। পানফিলভের হাতে অল্প সৈন্য

তাই প্রতিটি ইউনিট, প্রতিটি প্লেটুনের তাঁর কাছে তখন অসীম মূল্য।

আদেশ শুনে ইসলামকুলভের মুখ লাল হয়ে উঠল, আপত্তি করার চেষ্টাও সে করল। আমাদের দুর্ভাগ্যের অংশীদার হতে সে চায়। কিন্তু কোন তর্কের সুযোগ আর দিলাম না।

রহিমভ জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি বনে ঢুকে তার ধারে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলব?'

'হ্যাঁ।'

আর কোন প্রশ্ন না করে রহিমভ একটা কাগজ তুলে নিয়ে বনের বহিঃরেখাটা এঁকে ফেলল। তারপর তাতে প্রত্যেক কম্পানির স্থান নির্দেশ করতে শুরু করল।

ইসলামকুলভের সঙ্গে ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে এলাম।

চারিদিক অন্ধকার নিস্তব্ধ। কোথাও গোলাগুলির শব্দ নেই, কাছে দূরে কোথাও যুদ্ধ চলছে না। কালো ডালগুলোর উপরে জ্বলছে তারা।

আমি বললাম, 'যাও, ওখানে তোমার আরো দরকার।'

ইসলামকুলভ ইতস্তত করে বলল, 'বাউরজান...'

নাম ধরে ডাকার ব্যাপারটা গায়ে মাখলাম না -- বিদায়ের সময়টা। ইসলামকুলভ আরো সাহস পেয়ে বলল.

'বাউরজান, তাই যদি হয়, একটা প্লেটুনের যদি ওখানে এতই দরকার পড়ে, তবে একটা ব্যাটেলিয়ন... তুমি নিজেই ভেবে দেখ .'

'আমি তা পারি না ইসলামকুলভ। আমার অধিকার নেই। তুমি বেরিয়ে পড়!'

বিদায়ের সময়টায় আমরা চুমু খাইনি। আমাদের কাজাখীদের মধ্যে ও রেওয়াজ নেই।

১৪

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রহিমভ তার খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে ফেলল: আমাদের অংশের বনটুকু, কাছাকাছি গ্রামগুলো, বনের ধারে ফাঁকা জায়গা, পথঘাট সব নক্সায় এঁকে ফেলল। বনটাকে ভাগ করে দেওয়া

হয়েছে বিভিন্ন কম্পানির সেক্টরে। মাঝখানে বনরক্ষকের কাঠের ঘর। ওখানেই হবে আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র। ঘরটা বেশ বড়ই। আমার অনুমতি নিয়ে রহিমভ তার উপর একটা পতাকাও আঁকল। জায়গাটা সবকিছুর মাঝখানে, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ড পোস্টটাও তাই ওখানেই নিয়ে যাওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটার চারটে পাকা নকল তৈরী হল। কম্পানি কম্যাণ্ডারদের দেওয়া হবে। সই করার জন্য আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে রহিমভ বলল:

'আজ রাত্রেই লুকিয়ে লুকিয়ে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলব। সকালবেলাতেও ওরা দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

সত্যি সত্যিই বিরক্ত হলাম।

আঃ, রহিমভ! ওর মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব — চীফ-অফ-স্টাফ থেকে কম্যাণ্ডার হওয়ার পক্ষে যা প্রয়োজনীয়।

আমি বললাম, 'টেলিফোনিস্ট ব্যাটারিতে ফোন কর ..'

'করছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... এই যে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। ব্যাটারি কম্যাণ্ডার টেলিফোন ধরেছেন।'

রিসিভারটা তুলে নিলাম।

'শত্রুর দিকে নজর রাখছেন তো? জার্মানরা গাঁয়ে রয়েছে?'

'হ্যাঁ রয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। আপনার কথা মত ওদের যেতে দিয়েছি।'

'জার্মানরা কী করছে?'

'নদীর কাছে আগুনের আলোয় ওরা ব্রিজ তৈরীতে ব্যস্ত। অন্য সবাই বাড়িতে আর রাস্তায় ট্রাকগুলোর কাছে রয়েছে।'

'আপনার কামান বসান হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'পয়েন্ট ব্ল্যাংক, ভলিতে চল্লিশটা গোলা। ওরা চেঁচামেচি সুরু করুক!'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ভলিতে চল্লিশটা গোলা!'

এক মিনিট পর ডাগ-আউটের মোটা দেয়ালের ভিতর দিয়ে আর্টিলারি গোলাবর্ষণের চাপা গর্জন শোনা গেল।

জার্মানদের জানাতে চাই আমরা এখানেই আছি।

কামানের গর্জন হঠাৎ নিস্তব্ধ মাঠের উপরে জেগে উঠে অন্ধকারের মধ্যে দূর দূরান্তে ভেসে যেতে যেতে ঘোষণা করল: আমরা এখানেই আছি!

আমাদের আক্রমণ কর! তোমাদের আর্টিলারি আর ইনফ্যাণ্ট্রিকে আমাদের বিরুদ্ধে ফেরাও! আকাশ থেকে আঘাত হান! আমরা এখানেই!

কারো সঙ্গে আমাদের সংযোগ নেই, সাঁড়াশী আক্রমণে আমরা আবদ্ধ, তবু পিছু হটিনি। শেষ যে খোলা রাস্তাটার লোভনীয় হাতছানি ছিল, সেই সংকীর্ণ পথটা কাল আর থাকবে না। তবু আমরা হটিনি।

আমরা এখানে রয়ে গেছি লুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে থাকার উদ্দেশ্যে নয়। আমরা চাই শত্রুর নজর আমাদের দিকে ফেরাতে, চাই নতুন সেক্টরে যারা মস্কোর পথ আটকে দাঁড়িয়েছে তাদের আঘাত নিজেরা বুক পেতে নিতে।

আমাদের কামানগুলো একেবারে সোজাসুজি, মাত্র সাতশ গজ দূরের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে গোলা দেগে চলেছে। প্রত্যেক ভলিতে ঘোষিত হচ্ছে — আমরা যাইনি, আমরা এখানে!

অজানা কোন জায়গায় রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারেও আমাদের কথা পেঁছিবে। ইভান ভাসিলিয়েভিচ পানফিলভও কোনখানে যেন ভুরু কুঁচকে মাথাটা একটু তুলে সানন্দে বলে উঠবেন, 'আচ্ছা!'

ব্যাটারি কম্যাণ্ডারকে আবার টেলিফোনে ডাকলাম।

'জার্মানদের কী খবর? চেঁচামেচি সুরু করেছে? আরেক দফা চালাও! বাড়িগুলোর উপর হাই এক্‌স্‌প্লোসিভ!'

তারপর ডাগ-আউট ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

কাছেই কামানের গর্জন। আকাশে একটা সাদা ছটা। এই তো চাই, আচ্ছা হয়েছে, খাসা!

বনের ভিতর আবার অন্ধকার হয়ে গেল, আবার চারিদিক চুপচাপ... হঠাৎ একটা বিলম্বিত প্রতিধ্বনির মত ভেসে এল অন্য কামানের চাপা

গর্জন। গলা বাড়িয়ে ভাল করে শুনলাম। আবার, আবার সেই কামানের গর্জন। মাইল বার দূরে ডান দিক থেকে আসছে। ঠিক ভাবে বলা মুশকিল, তবু মনে হচ্ছে রুজার তীরেই আমাদের লাইনে লড়াই হচ্ছে। পিছন থেকে, খুব দূরের কিন্তু প্রবল ও দীর্ঘায়িত গর্জনও শোনা গেল। ওখানটায় যেন কেউ আকাশে টাঙানো অদৃশ্য এক তারে গম্ভীর জলদ সুরের ঘা দিয়েছে। 'কাতিউশা!' একই সঙ্গে দাগা শত শত গোলা সোরগোল তুলে দূরে, বহুদূরে কোথাও জার্মানদের রাতের আস্তানা চুরমার করছে।

কামানের গর্জনের গুম্ গুম্ শব্দ ভেসে এল . তারপর বনের ভিতর আবার অন্ধকার, আবার নিস্তব্ধতা .

বনরক্ষকের কুটির

১

একটা বড় তাপব্যবস্থাহীন করিডর বনরক্ষকের বাড়ি বিভক্ত করেছে। এক দিকে সব আহত সৈন্যদের আনিয়ে নিলাম। অন্য দিকটায় যেখানে আগেই টেলিফোন বসান হয়েছিল, অফিসার আর পলিটিকাল অফিসারদের ডেকে পাঠালাম।

'আদেশ শুনুন। প্রথম: জার্মানরা আমাদের ব্যাটেলিয়ন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। পিছু হটার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই অবস্থাতেই লড়াই করব। আমাদের বৃত্তাকার প্রতিরক্ষার একটা করে সেক্টর প্রত্যেক কম্পানি কম্যাণ্ডারকে দেওয়া হয়েছে। রাত্তিরে কাজ করতে হবে, ভোরের মধ্যেই প্রত্যেক সৈনিককে নিজের নিজের জন্যে পুরোগভীর ফায়ার-ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয়: আত্মসমর্পণ করা আর বন্দী হওয়া চলবে না। কাপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে মারার অধিকার প্রত্যেক কম্যাণ্ডারকে দিলাম। তৃতীয়: গুলি সাবধানে খরচ করতে হবে। দূর পাল্লায় রাইফেল আর মেশিনগান চালান নিষিদ্ধ। প্রতিটি গুলিতে লক্ষ্যভেদ করা চাই। আহত আর মৃত সৈন্যদের রাইফেল গুলি নিয়ে নিতে হবে: একটা গুলি বাদে সব গুলি শেষ

করতে হবে। শেষ গুলিটা রেখে দিতে হবে নিজের জন্যে। চতুর্থ: আর্টিলারিকে পয়েণ্ট ব্ল্যাংক ফায়ারে সরাসরি সজীব লক্ষ্যে ঘা দিতে হবে। শেষ একটি গোলা বাদে প্রত্যেকটি গোলা নিঃশেষ করতে হবে। শেষ গোলাটা থাকবে কামান উড়িয়ে দেবার জন্যে। পঞ্চম: এই নির্দেশ সৈন্যদের সবাইকে জানিয়ে দিন।'

২

কেউ কোন প্রশ্ন করল না। মেশিনগান কম্পানির পলিটিকাল অফিসার বজানভ ছাড়া আর সবাই চলে গেল। বজানভকে আমিই থাকতে বলেছিলাম।

'আপনার বীররা সব গেল কোথায়, বজানভ?'

'এখানেই রয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, হেডকোয়ার্টারের আশেপাশে।'

'কজন?'

'আটজন।'

এরা হল রানাররা আর ব্লখার মেশিনগান-দল। এরাই একটু আগের লড়াইয়ে আগুয়ান শত্রু সৈন্যদের কাছে আসতে দিয়ে একেবারে সামনে থেকে শুইয়ে দেয়।

'এই দল নিয়ে আপনাকে জার্মান ব্যূহের কাছে যেতে হবে।'

ম্যাপে ক্যাপ্টেন শিলভের নির্দিষ্ট জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম।

ঐখানেই বনের মধ্যে সেই ফেলে আসা কামান আর গোলাগুলো পড়ে আছে। বললাম, 'এগুলোকে একেবারে শত্রুর নাকের ডগা থেকে নিয়ে আসতে হবে।'

'ঘোড়া নিন। সাবধানে, নিঃশব্দে কাজ সারবেন ...'

বজানভ হেসে বলল, 'আক্‌সাকাল ...'

'কী?'

'আক্‌সাকাল, আমার এই দলকে আপনি আমার স্থায়ী সেকশনে পরিণত করে দিন।'

আপনি তো জানেনই, আমাদের মেশিনগানগুলো রাইফেল কম্পানির

সঙ্গে যুক্ত। আলাদা মেশিনগান কম্পানি বলে কিছু একটা ব্যাটেলিয়নের আসলে আর নেই। আপনার হয়ত মনে আছে বজানভ ছিল তারই পলিটিকাল অফিসার।

'সে আবার কী রকম ইউনিট হবে?'

বজানভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারের রিজার্ভ. আপনার রিজার্ভ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার।'

'আচ্ছা, রিজার্ভের কম্যান্ডার, চলুন আপনার "সেনাদল" দেখে আসি।'

৩

চাঁদের ম্লান আলো বনের ভিতর চুঁইয়ে পড়েছে।

'থাম! কে যায়?'

বজানভ বলল, 'মুরিন, তুমি?'

'আমি, কমরেড পলিটিকাল অফিসার।'

বজানভের 'সেনাদলের' সবাই একটা ফার গাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে কুঁকড়ি মুকড়ি হয়ে শুয়ে আছে। মাথা শুদ্ধ গ্রাউন্ড শীটে মুড়ে দিয়েছে।

মুরিনের পাহারার ডিউটি। পিরামিডের মত দাঁড় করান রাইফেলগুলোর কাছে একটা মেশিনগান।

বজানভ বলল, 'সবাইকে উঠতে বল, মুরিন।'

হোঁৎকা গাল্লিউলিনকে তোলা এক কান্ড বিশেষ! মাথাটা তুলে, উঠে বসে তারপর আবার সে নরম ফার গুচ্ছের উপর শুয়ে পড়ল। মুরিনকে খোঁচাতে হল।

বজানভ গলা নামিয়ে হুকুম দিল, 'রাইফেল নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াও!'

ছোট্ট দলটা একবার দেখে নিয়ে সে আমার কাছে এসে জানাল সবাই তৈরী।

'আমার আদেশ ওদের শুনিয়ে দিন।'

দলের কাছে গিয়ে বজানভ বলল, 'কমরেডরা, আমাদের ব্যাটেলিয়ন শত্রুরা ঘেরাও করেছে।'

তারপর সেই একই ভাবে নিচু স্বরে সে আমার আদেশের প্রত্যেকটি বিষয় ওদের শুনিয়ে দিল: চক্রাকার প্রতিরক্ষা ব্যূহ, গুলি বাঁচান, প্রত্যেক আঘাতে লক্ষ্য ভেদ করা, একটিমাত্র গুলি বাদে সব কটি খরচ করা, সেই গুলিটা নিজের জন্য রেখে দেওয়া — আত্মসমর্পণ নৈব নৈবচ।

'শেষ গুলিটা নিজের জন্যে,' কথাটা বজানভ ফিরে বলল, ধীরে ধীরে, প্রত্যেকটি শব্দ যেন সে তৌল করে দেখতে চায়, 'বাঁচতে চাও তো প্রাণপণ লড়াই কর।'

এ জাতীয় যুৎসই কথা বলার বিশেষ ক্ষমতা আছে বজানভের। বেশ অনায়াসেই সে কিছু একটা বলে দেয়, তারপর দেখা যায় কথাগুলো যেমন দার্শনিক গোছের তেমনি জ্ঞানগভীর ... লড়াইয়ের সময়ে এ জিনিস বজানভ ছাড়া আরো অনেকের মধ্যেই দেখেছি। সত্যিকার সৈন্য যে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সব যুদ্ধের সময়ে প্রকাশ পায়, সে প্রায়ই অত্যন্ত জ্ঞানগভীর কথা বলে থাকে। কিন্তু তার জন্য খাঁটি সৈন্য হওয়া চাই।

বজানভ বলে চলল:

'আমাদের বন্দুক আছে, মেশিনগান, কামান আছে আর আছে নিজেদের মধ্যে সত্যিকার দোস্তী... জার্মানরা একবার লড়ে দেখুক না আমাদের সঙ্গে ...'

আমি বললাম, 'কমরেড পলিটিকাল অফিসার, সৈন্যদের কী করতে হবে জানিয়ে দিন।'

বজানভ ধীরেসুস্থে বুঝিয়ে বলল, জার্মান ব্যূহের পিছন থেকে বনে ফেলে রাখা কামান নিয়ে আসতে হবে।

বজানভের কথা শেষ হলে পর বললাম, 'এবার ওদের ফল-আউট করতে বলতে পারেন। সবাই তৈরী হয়ে নাও। বন্দুক পরীক্ষা করে নাও। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। কিন্তু প্রথমে, বন্ধুরা, তোমরা সবাই এখানে আমার কাছে এস।'

মুহূর্তের মধ্যে ওরা আমায় ঘিরে ফেলল। কেবল দীর্ঘকায় মুরিন একা মেশিনগানের কাছে ডিউটিতে রইল। তারও ইচ্ছা আমার কথা শোনে। তাই গলা বাড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের দিকে কান পেতে রাখল। চাঁদের আলোয় তার চশমার কাঁচ চকচক করছিল।

'বন্ধুরা!' সৈন্যদের এই প্রথম এভাবে সম্বোধন করলাম। 'ভাই বেরাদর' বা 'বাপুবাছা' করে কখনো ওদের সঙ্গে কথা বলিনি, আমরা তো আর 'সৈন্য সৈন্যখেলা' খেলছি না 'বন্ধু' কথাটা অবশ্য একেবারেই স্বতন্ত্র।

'আজ, কমরেডরা, তোমরা সুকৌশলে চমৎকার লড়েছ।'

ওরা তো আর প্যারেডে নেই, কোনো উত্তরও ওদের কাছ থেকে আশা করা হয়নি। কেউ কিছু বলল না।

'এখন কিন্তু তোমরা সত্যি কেমন কাজের তা দেখান চাই: ঐ কামান আর গোলাগুলো নিঃশব্দে সরিয়ে আনতে পার কিনা দেখি। আমাদের মজুৎ তবে অনেক বাড়বে।'

মুরাতভ বলে উঠল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, সঙ্গে কিছু সসেজ নেওয়া উচিত।'

কথাটা রসিকতা কিনা কে জানে, কিন্তু কেউ হাসল না। সবার নীরব ভর্ৎসনাটা লক্ষ্য করে মুরাতভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

'রসিকতা করছি না, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার। জার্মানরা হয়ত ওখানে ট্যাংক রেখে থাকতে পারে।'

বজানভ বলল, 'বাজে কথা, মুরাতভ।'

'সত্যি বলছি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার। শুনেছি রাত্তিরে জার্মানরা ট্যাংকের সঙ্গে কুকুর বেঁধে রেখে ট্যাংকের ভিতরেই ঘুময়।'

ব্লখা ধমকে উঠল, 'বাজে বক না।'

কিন্তু কথাটা মোটেই ফেলনা নয়। কুকুরগুলোর কথাও সত্যিই ভাবতে হবে: কিন্তু সে সময়ে প্রয়োজন অন্য কথার। কিন্তু কী কথা তা কেউ খুঁজে পাচ্ছে না। সবাই নীরব।

মুরিন বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, আপনার অনুমতি পেলে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

কান খাড়া করে রইলাম মুরিনের কথার জন্য। মুরিন কিন্তু কেবল বলল:

'মেশিনগানটা কাকে দিয়ে যাব?'

মনে পড়ল তিন মাস আগের কথা। মুরিন প্রথম আমার কাছে আসে।

জ্যাকেট পরা, টাইটা তেড়াবেঁকা, চোখে চশমা, দীর্ঘকায় জবুথবু, অফিসারের সামনে কী ভাবে দাঁড়াতে হয় জানে না, জানে না ফ্যাকাশে রোগা হাতদুটো নিয়ে কী করবে। সে এসেছিল নালিশ করতে। 'আমায় লড়াই না করতে হয় এমন কাজ দেওয়া হয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ঘোড়ার গাড়ির কাজ। ঘোড়ার আমি কিছুই জানি না। সে জন্যে তো আসিনি।' মনে পড়ল, হঠাৎ কাছেই মেশিনগানের আওয়াজ আর 'জার্মান' চিৎকার শুনে অন্যদের সঙ্গে মুরিনও ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। সব সৈন্যদের সামনে আমার আদেশ অনুসারে এক বিশ্বাসঘাতক আর কাপুরুষকে গুলি করতে গিয়ে তার বন্দুক ঠকঠক করে কেঁপে উঠেছিল।

যুদ্ধের ভয়ের অভিজ্ঞতা হয়ত অন্য সবার চেয়ে মুরিনেরই বেশি হয়েছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের মর্ম সেই জানে। বাড়ির জন্য এক মারাত্মক মন-কেমন-করার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে আর্মিতে পুনর্জন্মের যন্ত্রণা তার জানা। যে তাকে মারতে এসেছিল, তার মনে ভয় ঢুকিয়েছিল, তাকে খুন করতে পারার বন্য বীরোচিত উল্লাসও তার অপরিচিত নয়।

অথচ এখন শত্রুর একেবারে মাঝখানে যাবার আদেশ শুনে সে শুধু বলল:

'মেশিনগানটা কাকে দিয়ে যাব?'

মুরিনের হল কী? সব অনুভূতি সে কি হারিয়ে ফেলেছে? এসবের কোন অর্থই কি তার কাছে নেই?

'ওখানে তোমায় দিয়ে তো কোন কাজ হবে না, কমরেড মুরিন। তুমি তো ঘোড়া চালাতেও জান না। তুমি এখানেই মেশিনগান নিয়ে থাক।'

স্বভাবতই সাধারণ নিয়ম মাফিক 'বহুৎ আচ্ছা!' গোছের জবাবই আশা করেছিলাম, কিন্তু মুরিন সে রকম কিছুই বলল না। একটুখানি চুপ করে থেকে সে বলে উঠল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমার অনুরোধ ... এরকম সময়ে ...' মুরিন থেমে জোরে নিশ্বাস টানল, তারপর আরো চেঁচিয়ে বলে চলল: 'এরকম সময়ে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমি আমার কমরেডদের সঙ্গে থাকতে চাই। আপনাকে অনুরোধ আমায় ওদের সঙ্গে যেতে দিন...'

আমার কথাটা সে তবে ভালো করেই উপলব্ধি করেছে। সে এখন যে শুধু কর্তব্য আর শৃঙ্খলা বোধের দ্বারা পরিচালিত তা নয়, তার চেয়েও বড় কিছু, আরো মানুষোচিত কিছু মুরিনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা কঠিন তবু ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের মনের ঐ প্রেরণা আমিও অনুভব করতে পারছিলাম। দৃঢ় বিশ্বাস হল আমরা প্রচণ্ড লড়াই করতে পারব, যতক্ষণ বুলেট থাকবে ততক্ষণ আমরা জার্মানদের খতম করে যাব।

বললাম, 'বেশ। গাল্লিউলিন, মেশিনগান আর গুলির বেল্ট হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এস। বৃথা সৈন্যদের ফল ইন করাও। কমরেডরা, এবার লেগে পড়।'

৪

রাত্রি ধীর পায়ে এগিয়ে চলল, সেই সঙ্গে রাত্রির যত চিন্তাও।

বনের ধারে সৈন্যরা গাছগাছড়া শিকড়বাকড় কেটে শীতে জমা শক্ত মাটি খুঁড়ে চলেছে। কামানের পথ করার জন্য বড় বড় গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে।

আমাদের উপস্থিতিটা গোপন রাখার কোন চেষ্টাই আমরা করলাম না। জার্মানরা জানুক আমরা এখানেই আছি! নভলিয়ান্‌স্কয়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া রাস্তাটা তারা কিছুতেই পাবে না: ঐ রাস্তা আমাদের কামানের মুখে। আমাদের বনের দ্বীপের কাছ দিয়ে জার্মানদের লরী আর কামান কিছুতেই পেরতে পারবে না।

কিন্তু তাতে কী বা এসে যায়? জার্মান বাহিনী অন্য পথে সিপুনভো, ক্রাস্নায়া গরার মধ্যে দিয়ে এগচ্ছে। তবুও ক্রাস্নায়া গরার ওদিক থেকেও আমাদের কামানের উত্তরে কামান গর্জন শোনা গেছে, কোথাও না কোথাও রুখে আছে আমাদের সৈন্যরা, আমাদের মতই ট্রেঞ্চ কেটে নানা জায়গায় জার্মানদের পথ আটকে আছে।

কিন্তু একটি অবিচ্ছিন্ন ফ্রণ্ট কোথাও নেই। জার্মানরা বাধা ভেঙে আমাদের পার হয়ে ভলকলাম্‌স্কের দিকে এগিয়ে চলেছে, চলেছে মস্কোর দিকে। ভলকলাম্‌স্কের কাছে জার্মানদের আমরা আটকাতে পারব কি?

ফের সেই একটা অদম্য ইচ্ছে হল — চলে যাই ওখানে, পানফিলভের কাছে, আমাদের প্রধান সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিই।

ব্রুদ্নি এখন কোথায়? ভোরের আগে ও ফিরতে পারবে কি? আদেশ পালনে সে সমর্থ হবে কিনা কে বলতে পারে। অন্ধকার থাকতে থাকতে জার্মান বেষ্টনী পার হতে পারবে তো?

না বাউরজান, আর অপেক্ষা কর না ... রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারের বোধ হয় অস্তিত্বই নেই। ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারও খুব সম্ভব জার্মানরা ঘিরে ফেলেছে। কাল কিম্বা পরশুই লড়াইয়ের লাইন হয়ত আমাদের কুড়ি তিরিশ মাইল পিছনে চলে যাবে। কোন অর্ডার আমাদের কাছে পেঁছিবে না। কোন অর্ডারই থাকবে না।

তখন কী হবে? আমি কম্যাণ্ডার, সবচেয়ে বিপদের সমস্ত সম্ভাবনাকেই ধীরস্থির ভাবে হিসেব করে দেখা আমার কর্তব্য। কোন অর্ডার পাব না। তারপর কী হবে?

শত্রু চারদিক থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে। বলবে, আত্মসমর্পণ কর। আমরা তার জবাব দেব বুলেট দিয়ে। আমার সৈন্যদের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। জানি তাদেরও বিশ্বাস আছে আমার ওপর, তাদের কম্যাণ্ডারের ওপর। আমার কথা, আমার আদেশ তাদের জানান হয়েছে।

এই মুহূর্তে তারা মাটি খুঁড়ে চলেছে। মাটিমার বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। তিনিই তাদের বর্ম, তাদের কবচ কুণ্ডল। আমাদের গভীর গর্তে কোন গোলা বা বোমার সাধ্যি নেই ঢুকতে পারে। আর্টিলারি দিয়ে আমাদের ধ্বংস করতে হলে ভাঙনের অঞ্চলে একত্রিত সমস্ত আর্টিলারিকে এখানেই নিয়োগ করতে হবে। গোলাবর্ষণ? তার বিরুদ্ধেও আমরা অটল থাকব। ক্ষিধের বিরুদ্ধেও। আমাদের ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়ার মাংস অনেক দিন চলবে। করুক আক্রমণ, আমাদের সাবাড় করতে চেষ্টা করুক!

আমার কাছে রয়েছে সাড়ে ছশ সৈন্য। প্রত্যেকেই বেশ কয়েকজন করে জার্মানকে মেরে তবে মরবে। আমাদের ব্যাটেলিয়নকে শেষ করতে একটা গোটা ডিভিশনের প্রয়োজন। সে ডিভিশনের অর্ধেকই শেষ হয়ে যাবে! পানফিলভ ডিভিশনের একটা ব্যাটেলিয়নের জন্য জার্মানরা এই মূল্য দিতে চায় তো দিক।

বনরক্ষকের শক্ত, কাঠের তৈরী ঘরে আমাদের হেডকোয়ার্টারের কম্যাণ্ড পোস্টে বসে বসে এই সবই ভাবছি। সবকটা কম্পানি আর কামান ঘাঁটির সঙ্গে এর মধ্যেই টেলিফোন সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে।

এখানে বসেই আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিচালনা করা যাবে, শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য সৈন্য পাঠান যাবে। জার্মানিরা যদি ভেদ করে বনের ভিতর ঢুকে পড়ে তাহলে বনের মধ্যেও লড়াই চালিয়ে যাব, গাছের আড়াল থেকে তাদের মারব।

শেষ প্রতিরক্ষার লাইন -- শেষ ব্যূহটা হবে এখানে, বনরক্ষকের এই কুটিরে।

সান্ত্রী আর টেলিফোনের লোকরা কাজ থেকে ছুটি পাবার পরেও ঘুমোয় না। কম্যাণ্ড পোস্টের চারদিকে তারা গর্ত আর ট্রেঞ্চ খোঁড়ে, রিজার্ভ মেশিনগানের নীড় বানায় আর প্রতিবন্ধ গড়ার জন্য গাছ কাটে। গাছেব গুঁড়ি দিয়ে জানলাগুলোয় ব্যারিকেড করা হবে, বন্দুক চালাবার জন্য ফুটো থাকবে, এই বাড়ির ভিতর থেকেও আমরা লড়াই করব। দু কেস গ্রেনেড এখানে আনা হয়েছে, করিডরে একটা মেশিনগানও রাখা আছে।

আমার অফিসার আর সৈন্যদের উপর আমার ভরসা আছে। জার্মানিরা কাউকে জ্যান্ত ধরতে পারবে না।

হঠাৎ একটা ভয়াবহ কথা মনে পড়ে গেল· আহতদের কী হবে?

৫

আহতদের নিয়ে কী করব? করিডর পার হয়ে বাড়ির অন্য ঘরে আহত সৈন্যদের কাছে গেলাম।

প্যারাফিনের আলোটা কমিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের ডাক্তার কিরেয়েভ, নীলচোখ বয়স্ক লোকটি, তখন চুল্লীতে কাঠ দিচ্ছিল। চুল্লীর দরজাটা খোলা। আগুনের কম্পিত ছায়া পড়েছে গাছের গুঁড়ির দেয়ালের গায়ে, ধূসর কম্বলের উপরে আর সৈন্যদের চোখে মুখে।

কে যেন খুব প্রলাপ বকছিল। একজন আস্তে করে ডেকে উঠল, ‘কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!’

আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। ডাক দিয়েছিল সেভ্রিউকভ। তাড়াহুড়ো করে তৈরী করা একটা বাংকের উপর সে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। বালিশের উপর থেকে মাথাটা সে তুলল না। নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কেমন ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। বুকে স্‌প্লিন্‌টার লেগেছে, আঘাত মারাত্মক না হলেও সাংঘাতিক। কেন জানি মনে হচ্ছিল — সেভ্রিউকভ যে আহত সে কথা যেন অনেক দিন আগে থেকেই জানি। অথচ সেভ্রিউকভ জখম হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে।

তার পায়ের কাছে বসতে কনুইয়ে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে সেভ্রিউকভ যন্ত্রণায় একটা চাপা আওয়াজ করল আর সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় পড়ে গেল। কিরেয়েভ ছুটে এল। সেভ্রিউকভকে ভালভাবে বালিশে মাথা দিয়ে শুইয়ে কিরেয়েভ তাকে স্নেহের সুরে একটু ধমকে দিল, যেন দুষ্টু ছেলেকে ধমকাচ্ছে।

সেভ্রিউকভ বলে উঠল, 'এখান থেকে যান, কিরেয়েভ।'

তারপর কিরেয়েভ চুল্লীর কাছে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল। শেষ কালে ফিসফিস করে বলল:

'মাথাটা একটু নিচু করুন। ওখানকার কী খবর জানতে চাই।' সেভ্রিউকভ দেয়ালের দিকে চোখ দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ব্যাপারটা কী, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'ব্যাপারটা কী, মানে?'

'আমাদের পিছনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন না কেন?'

এর উত্তরে কী বলব? মিথ্যা কথা বলে ঠকাব? না। সেভ্রিউকভের জানাই উচিত।

'ব্যাটেলিয়ন অবরুদ্ধ।'

সেভ্রিউকভ চোখ বুজল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রগের কাছে কাঁচা পাকা কদমছাঁট চুল। বালিশের উপর তার পাণ্ডুর মুখ মড়ার মত পড়ে আছে। কিছু একটা ভাবছে। কালো চোখের পাতা তুলে সে বলল:

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার .. আমায় একটা বন্দুক দিন ...'

'হ্যাঁ তাও করতে হবে, সেভ্রিউকভ, পরে দেখব।'

উঠে পড়তে চাইলাম, কিন্তু সেভ্রিউকভ আমায় ধরে ফেলল।

'আপনি... আপনি আমাদের এখানে ফেলে চলে যাবেন না?'

তার চোখদুটি আর হাত আমায় ধরে রাখল। আমার উপর যেন এ'টে রইল।

'না সেভ্রিউকভ, তোমাদের ফেলে আমি যাব না।'

সেভ্রিউকভের আঙুলগুলো আলগা হয়ে এল। একটা পাণ্ডুর হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারকে সে বিশ্বাস করে।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগতে লাগলাম। কিন্তু আবার সেই, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার..'

যে দিক থেকে ডাকটা এল, সেদিকেই ফিরে গেলাম, যদিও মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

'সুদারুশ্‌কিন?'

ধবধবে সাদা ব্যাণ্ডেজে বাঁধা তার মাথাটাকে অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছিল। ব্যাণ্ডেজে কপালটা ঢাকা, মুখটা খোলা। ব্যাণ্ডেজ করা অদ্ভুত রকম মস্ত একটা হাত অসাড়ভাবে কম্বলের উপর পড়ে আছে, দেখে মনে হয় যেন ওর নিজের হাত নয়।

'কখন জখম হলে?'

'আপনার মনে নেই, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার? আপনি নিজেই তো আমায় চুপ করে থাকতে বলেছিলেন।'

ও হো, সে লোকটি তাহলে সুদারুশ্‌কিন.. রক্তে ভেসে যাওয়া মুখটা মনে পড়ল, হাতদুটোও রক্তে লাল, আর সেই একঘেয়ে বীভৎস চিৎকার। চুপ করতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে অতি নিরীহ বাধ্যের মত চিৎকার থামিয়ে দেয়।

সুদারুশ্‌কিন জিজ্ঞেস করল, 'জার্মানদের হটিয়ে দিয়েছি তো?'

শুধু শুধু আগেভাগেই কেন ওকে ঘাবড়ে দেওয়া?

বললাম, 'হ্যাঁ'।

'জয় হোক। সেরে উঠার জন্যে বাড়ি যাবার ছুটি পাব তো, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'নিশ্চয়ই পাবে।'

সুদারুশ্‌কিন হাসল।

'তারপর আবার ফিরে আসব, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার। আবার এসে আপনার সৈন্যদলে জায়গা নেব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

পাছে আর কোন প্রশ্নের উত্তরে আবার মিথ্যা বলতে হয় তাই তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়লাম।

ঘুরতেই দেখতে পেলাম - ক্যাপ্টেন শিলভ। দেয়ালে পিঠ দিয়ে আধশোয়া অবস্থায়, কম্বলে শুধু কোমর পর্যন্ত ঢাকা। চোখদুটো তার আমার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে। ঘরে রাতের বাতিটার ম্লান আলো, ক্যাপ্টেন শিলভের গাল বসা মুখের উপর ঘন ছায়া। বোধ হয় ঘুমতে পারেনি, চেষ্টাও করেনি। পা ভাঙা অবস্থায় তাকে এখানে আনা হয়েছে। অন্য আহত সৈন্যরা যা জানে না একমাত্র সে তা জানে। সবই জানে, কিন্তু কাউকে কিছুই বলেনি। এখনো সে চুপ করে আছে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে না, ঠোঁটদুটো চাপা।

অসহায় প্রতিরক্ষায় অসমর্থ এদের নিয়ে এখন কী করি? বলুন, কী করব?

তাই করব? ...

... সব যখন শেষ হয়ে আসবে, হাতে মেশিনগানের একটা মাত্র গুলির বেল্ট, তখন মেশিনগান নিয়ে এখানে আসব, মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে বলব:

'সৈন্যরা সবাই একটি মাত্র গুলি বাকি রেখে শেষ পর্যন্ত লড়েছে। তারা সবাই মারা গেছে। কমরেডরা, আমায় ক্ষমা কর। তোমাদের স্থানান্তরিত করার কোন পথ নেই। জার্মানদের হাতে পীড়নের জন্যে তোমাদের ফেলে রেখে যাবার অধিকারও আমার নেই। এস, আমরা সোভিয়েত সৈন্যের মত মৃত্যুকে বরণ করে নিই ...'

... আমি মরব সবার শেষে। প্রথমে মেশিনগানটা উড়িয়ে দেব। তারপর আত্মহত্যা করব।

তাই করব? কিন্তু এছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না। অত্যাচার সওয়ার জন্য এই বেচারীদের শত্রুর হাতে তুলে দিতে কি পারি? তা ছাড়া আর কী করতে পারি, বলুন?

পানফিলভ ডিভিশনের এই ব্যাটেলিয়নটি, তালগার রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ন কী ভাবে ধ্বংস হল সে কথা বলার জন্য একটি লোকও বেঁচে থাকবে না।

যুদ্ধের পর কোন সময়ে হয়ত জার্মান মিলিটারী নথিদপ্তর ঘেঁটে জানা যাবে, একটা পরিবেষ্টিত সোভিয়েত ব্যাটেলিয়ন কতজন জার্মান সৈন্যকে খতম করেছিল তার সংখ্যাটা। তা থেকেই হয়ত লোকেরা জানতে পারবে আমাদের যুদ্ধের বিবরণ, মস্কো অঞ্চলের অনামা বনের ভিতর আমাদের মৃত্যুর বৃত্তান্ত কিম্বা হয়ত সেকথা কখনোই কেউ জানবে না।

গড়িয়ে চলল রাত্রের প্রহর আর রাত্রের যতো ভাবনা।

৬

ব্রুদ্নি ফেরেনি। বজানভও না।

বনের ধারে সৈন্যরা যেখানে কেউ কোমর পর্যন্ত কেউ বা কাঁধ পর্যন্ত কেউ আরো বেশি গভীর গর্তের মধ্যে মাটি কাটছিল, ঘোড়া নিয়ে সেখানে গেলাম। সৈন্যরা কেউ কেউ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছে, কেবল মাটি ছুঁড়ে ফেলার সময় কালো গর্তের উপরে তাদের কোদালগুলো চমকে উঠছে।

চাঁদ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ছে। হিম কমে এসেছে, আকাশ মেঘে ঢাকা।

অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে রইলাম ব্রুদ্নির ফেরার পথের দিকে। নভলিয়ান্স্কয়ে আর নভশ্চুরিনোর দিকে আরেক দফা কামান দাগার ইচ্ছে হল। আমরা ঘুমচ্ছি না, তোমাদেরও ঘুমতে দিতে চাই না! কিন্তু গোলাগুলো সাবধানে খরচ করতে হবে। রাস্তাটা আটকে রাখার জন্য সেগুলো প্রয়োজন, সময় এলে পর আক্রমণোদ্যত শত্রুকে কাছ থেকে আঘাত হানার জন্য দরকার।

রাত যেন আর ফুরতেই চায় না। লিসাংকাকে আবার হেডকোয়ার্টারের দিকে ফেরালাম। বুদ্ধিমান ঘোড়াটি গাছের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে পথ করে চলল। আমিও তাড়াহুড়ো করলাম না। কীই বা দরকার?

ঘরে এসে এক মনে ভাবতে লাগলাম।

রাত একটার সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

অপারেটর বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার, আপনার টেলিফোন।'

মুরাতভের টেলিফোন। বজানভের দল কামান আর গোলা বারুদ নিয়ে আসছে। খবরটা দেবার জন্য বজানভ তার রানারকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

লিসাংকার জিন তখনো খোলা হয়নি। তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেলাম ওদের দিকে। চারশ গোলা! নভলিয়ান্স্কয়ে আর নভশ্চুরিনোর উপর এখন তাহলে কামান দাগা যেতে পারে। 'বিজয়ী' মশায়রা এবার আপনাদের চেঁচামেচি শুরু হবে, ঘরের গরম ছেড়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়তে হবে আপনাদের! আমরা ঘুমচ্ছি না, আপনাদেরও ঘুমতে দেব না!

সাতাশি

১

সিনচেংকোকে সঙ্গে নিয়ে বজানভের দলের সঙ্গে বনের কাছে দেখা করতে গেলাম।

কামান-টানা ঘোড়াগুলোকে রাস্তা দেবার জন্য থামলাম। বড় বড় কামানগুলোর চাকা বরফ ভেদ করে কালো মাটিতে গিয়ে ঠেকছে। বজানভ খুব সোৎসাহে জানাল, জার্মানিরা সতর্কতার কোন ব্যবস্থাই রাখেনি। পাহারাও বসায়নি। বজানভের ছোট দলকে কোন বাধাই পেতে হয়নি।

জালমহম্মদকে চিনতে পেরে লিসাংকা তার দিকে মুখ বাড়িয়ে দিল। জালমহম্মদ প্রায়ই তাকে আদর করত, এটা ওটা খেতে দিত। এবারও লিসাংকার কপালে একটুকরো চিনি জুটে গেল।

বজানভের ছোট দল ... কোথায় ছোট্ট! এরা সব কারা? কোথা থেকে এদের বজানভ জোটাল?

ঘোড়া কামান আর গোলার বাক্সের পাশে পাশে আর্মিকোট পরা সৈন্যরা রাইফেল নিয়ে হাঁটছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কাদের জোটালেন, এরা কারা?'

বজানভ সোল্লাসে জানাল, 'প্রায় শখানেক সৈন্য, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার। শিলভের ব্যাটেলিয়নের লোক এরা। দুজন তিনজন করে বন থেকে বেরিয়ে আসে আমাদের দেখে। কী খুসি ওরা।'

কম্যাণ্ড জানালাম, 'কলাম্, থাম!'

ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল, চাকার ক্যাঁকোও থামল।

'অন্য ইউনিটের সৈন্যরা সব বেরিয়ে এস। কামানের পিছনে তোমাদের যাবার দরকার নেই! সেকশন কম্যাণ্ডার ব্লখা!'

'হাজির।'

'আমার আদেশ যাতে পালিত হয় তা দেখ! সিন্‌চেংকো!'

'হাজির।'

'কাছের কম্পানি কম্যাণ্ডারদের আর তারপরে হেডকোয়ার্টারে রাহিমভকে আমার আদেশ জানিয়ে দাও: ব্যাটেলিয়নের ব্যূহতে অন্য কোন ইউনিটের একজন সৈন্যকেও রাখা চলবে না...'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'এগও!'

সিন্‌চেংকো ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লম্বা বাহিনীটা থেকে সরে এল কালো কালো মূর্তিগুলো। কেউ দাঁড়িয়ে রইল সার ছেড়ে দূরে, কেউ এগিয়ে এল আমার কাছে। ব্লখা জানাল শুধু আমাদের সৈন্যরাই এখন বাহিনীতে রয়েছে।

'কলাম্, মার্চ!'

কামানগুলো চলতে লাগল। আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলাম। সবার শেষে ছিল মুরিন, হাতে তার রাইফেল।

লাগামে টান দিতে লিসাংকা চলতে সুরু করল, ঠিক মুরিনের পিছন পিছন।

'আমরা কী করব? আমরা কোথায় যাব, কমরেড কম্যাণ্ডার!'

'যেখানে খুসি... দলপালান সৈন্যদের আমি চাই না!'

২

ওরা ভীড় করে আমার পিছন পিছন চলছে, আমার কাছে আশ্রয় চায়।

'কমরেড কম্যাণ্ডার, আমাদের নিয়ে নিন . '

'কমরেড কম্যাণ্ডার, জার্মানিরা সামনে পিছনে চারদিক থেকে আমাদের উপর চড়াও হয়। তাই তো ব্যাপারটা ঘটে যায়, কমরেড কম্যাণ্ডার।'

'আমরা বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসি, কমরেড কম্যাণ্ডার।'

'আপনি কি আমাদের জার্মানদের হাতে বন্দী হবার জন্যে পাঠাতে চান? সে অধিকার আপনার নেই ..'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। 'বেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসি' — আবার সেই কথা। আর্মিকোট পরা ইউনিট ছাড়া লোকগুলোর মুখে এ কথার পুনরাবৃত্তি অনেক বার শুনেছি। এ আর কানে শুনতে পারছি না, অসহ্য হয়ে উঠেছে।

ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে উঠি: 'তোমাদের অফিসাররা কোথায়? তারা তোমাদের ঠিক রাখতে পারেনি কেন?' কিন্তু আহত শিলভের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল কী রকম আবেগ দিয়ে সে বলেছিল, 'কিন্তু দুটো কম্পানি লড়েছিল। অন্তত তাদের আহত কম্যাণ্ডারকে ছেড়ে তারা পালায়নি।'

তা সত্ত্বেও শিলভের ব্যাটেলিয়ন বিধ্বস্ত হয়ে সারা বনে ছন্নছড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 'এটা কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?' কিছুক্ষণ আগে আমার ডাগ-আউটে শিলভ ঐ প্রশ্নটাই সোচ্চারে নিজেকে জিজ্ঞেস করছিল। জিজ্ঞেস করেছিল — কিন্তু উত্তর দেয়নি।

যুদ্ধের আগে এই সৈন্যদের ট্রেনিংএ ঢিলে দেওয়া হয়। শত্রুকে দেখে ওরা পালিয়েছে। ওদের মনে ভয় ঢুকেছে। এবারেও ওরা পালাতে পারে। না, আমাদের দ্বীপে ওদের ঢুকতে দেব না। সে অধিকার আমার নেই।

কে যেন আমার রেকাবটা টেনে ধরল।

কাজাখীতে বলল বজানভ, 'আক্‌সাকাল, এটা কিন্তু ঠিক করছেন না।'

বটে, মুখপাত্রও জুটেছে দেখছি। জুটিয়ে আনা এই দলপালান সৈন্যদের নিয়ে সেও আমার পিছু নিয়েছে।

বজানভ আবার বলল, 'এটা আপনি ঠিক করছেন না। এরা সোভিয়েত দেশবাসী, লাল ফৌজের সৈন্য। এদের প্রতি এমন ব্যবহার আপনি করতে পারেন না, আক্‌সাকাল।'

বজানভকে থামিয়েও দিলাম না, তার কথার জবাবও দিলাম না। বজানভ বলে চলল:

'এদের তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না, আক্‌সাকাল... আমায় এদের কম্যাণ্ডার করে দিন। আমি এদের এনেছি, আমিই এদের নিয়ে লড়াই করব। আমাদের একটা কিছু কাজ দিন; একটা সেক্‌টর।'

বললাম, 'না।'

৩

শিলভের সৈন্যরা কেউ কাজাখী জানে না, কিন্তু তবু তারা লিসাংকাকে ঘিরে ধরে সাগ্রহে আমাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। বোধ হয় কথা বলার ধরন দেখে বুঝেছিল যে ষণ্ডামার্কা পলিটিকাল অফিসারটি তাদের হয়েই কিছু বলছে; আর ওদিকে ঘোড়ার উপরের ঐ যে খ্যাংড়া কাঠিটা, এতক্ষণ চুপ করে থেকে কী একটা বলে উঠল, সে এ সব কিছুই শুনতে চায় না। কেউ কেউ চাঁদের ম্লান আলোয় আমার মুখটা দেখারও চেষ্টা করতে লাগল।

লিসাংকা খালি বনের দিকে ঘুরবার চেষ্টা করছিল, সেও যেন ওখানে যেতেই বলছে।

বজানভের কথাটা ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখে বললাম, 'না!' তারপর লিসাংকাকে বনের উল্টো দিকে ফেরালাম।

শিলভের সৈন্যরা আমার সঙ্গে যাবার জন্য কাকুতি মিনতি করতে লাগল। ঝোলাঝুলি সুরু করল।

কিন্তু আমি নাচার। বুঝতে পারছেন কথাটা, ওদের আমি কিছুতেই আমার ব্যাটেলিয়নে জায়গা দিতে পারি না। ওদের তালিম দিয়ে শক্ত

সমর্থ করে তোলার সুযোগ যদি পেতাম, তবে ওরা নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর সৈন্য হয়ে উঠত। কিন্তু কাজটা সময় সাপেক্ষ, আমার হাতে একেবারেই সময় নেই, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সুরু হবে তুমুল লড়াই।

এই সৈন্যদের জন্য কীই বা করা যেতে পারে? ওদের বরং চলে যাওয়াই ভাল। যেখানে ওদের গড়ে পিটে সত্যিকার সৈন্যের রূপ দেওয়া যেতে পারে সে জায়গায় ওদের পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে বরং সাহায্য করতে পারি। এখানে... এখানে ওদের কোনই দরকার নেই।

বনের দিক থেকে ঘুরে পিছনে না তাকিয়ে মাঠ পেরিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের সান্ত্রীরা বহুবার চ্যালেঞ্জ করল।

সিন্‌চেংকো ফিরে এল।

'আপনার আদেশ মত সব কাজ করা হয়েছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'রহিমভকে ফোন?'

'হ্যাঁ।'

সিন্‌চেংকো রহিমভের দেওয়া কিছু খবর শোনাবে এই আশায় কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কিন্তু সিন্‌চেংকোও চুপ।

বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে।'

দলগরুকভ্‌কার রাস্তার কাছে এসে পড়েছি। রাস্তাটা আমাদের প্রধান সৈন্য বাহিনীর কাছে গেছে। সেখানে একটা সংকীর্ণ পথের উপর আমাদের ঘোড়সওয়ার পেট্রল দল পাহারা দিচ্ছে। পথটা পরিষ্কার আছে কিনা, ঐ একটি মাত্র ফাঁক বন্ধ হয়ে গেল কিনা তার ওপর অনবরত নজর রাখার ভার তাদের ওপর।

মনে মনে তখনো আমার আশা আছে -- অর্ডার আসবে, এই ফাঁকটা থাকতে থাকতে দিনের আলোর আগেই আমরা সটকে পড়তে পারব।

ঘোড়সওয়ার পেট্রলদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'কোন খবর আছে?'

'না। নতুন কিছুই ঘটেনি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'এখানে পথ চেনে কে?'

'আমি, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'দলগরুকভ্কাকে পাশ কাটিয়ে যাবার পথ চেন?'

'হ্যাঁ।'

'এই পিছিয়ে পড়া সৈন্যদের তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

ওরা তখন ঘিরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। রাস্তাটা ওদের দেখিয়ে দিয়ে বললাম:

'ওখানে ভলকলামস্ক। আমাদের সৈন্য বাহিনী ওখানেই রয়েছে। তোমাদের ওখানে পেঁাছে দেওয়া হবে। এগও।'

লিসাংকাকে বনের দিকে ঘোরালাম।

৪

হঠাৎ শুনি পিছনে দুপ দাপ পায়ের শব্দ।

'কমরেড কম্যাণ্ডার . কমরেড কম্যাণ্ডার . '

'কী চাও?'

'কমরেড কম্যাণ্ডার ... আমাদের আপনার দলে নিন।'

ধমকে উঠলাম, 'আর একটা কথাও নয়! আমার অর্ডার শুনেছ? ব্যাটেলিয়নের ব্যূহতে অন্য ইউনিটের একটি লোককেও নেওয়া হবে না!'

'অন্য ইউনিট কী বলছেন? আমরা তো একই আর্মির লোক, তাই না? এমনকি আপনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবেও চেনেন। আমার নাম পলজুনভ। জেনারেল সেদিন আমার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তখন আপনিও সেখানে ছিলেন। মনে পড়ছে?'

পলজুনভ ... অন্ধকারে তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তার তরুণ মুখটা মনে পড়ল। মোটা ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক করা। গম্ভীর ধূসর চোখ। মনে পড়ল তার একরোখা উত্তর: 'চমৎকার, কমরেড জেনারেল!' এই তোমার 'চমৎকার!'

'তোমার এ কী হাল, পলজুনভ? জেনারেল বলেছিলেন, "তোমার কথা আরো শুনতে চাই, পলজুনভ।" আর তুমি কিনা ...'

পলজুনভ নিরুত্তর।

'তুমি কিনা পালালে, এ্যাঁ!'

'নইলে তো ওখানে শুধু শুধু মরতে হত... বেফয়দা মরার জন্যে আমি ব্যগ্র নই, কমরেড কম্যাণ্ডার।'

পলজুনভের পিছন থেকে কে যেন সাহসে ভর করে বলে উঠল:

'পিছন থেকে হঠাৎ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমরা কী করব বলুন? ট্রেঞ্চের ভিতর বসে অপেক্ষা করে থাকব কখন ওরা এসে আমাদের খতম করে দেয়? তাই সরে পড়লাম। সত্যি কথাই বলব, আমিও দৌড় মেরেছিলাম... কেন, তাই জানতে চান? ভাবলাম, আমাকে এখন ওরা জব্দ করেছে, কিন্তু দাঁড়াও না আমিও ওদের পরে দেখাব... শোধ তুলব। কমরেড কম্যাণ্ডার, আপনি আমাদের যেখানে পাঠাচ্ছেন, আমি সেখানে যাব না। এখানে যদি আমায় একা থাকতে হয় তাহলেও একাই পার্টিজান হয়ে লড়ব! পরিষ্কার বলে দিচ্ছি. আমাকে আপনি মারুন ধরুন যাই করুন, আমি কিছুতেই এখান থেকে নড়ছি না!'

জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী?'

'প্রাইভেট পাশ্‌কো।'

পলজুনভ তাড়াতাড়ি তার সমর্থনে বলে উঠল.

'ও সত্যি কথাই বলেছে, কমরেড কম্যাণ্ডার। ও হচ্ছে পাশ্‌কো। আপনি হয়ত ভয় পাচ্ছেন, ভাবছেন আমাদের মধ্যে যদি কোন গুপ্তচর থাকে। তা মোটেই নয়, কমরেড কম্যাণ্ডার। এদের প্রত্যেককে আমি চিনি.. তাছাড়া সবার কাগজপত্রও আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কী হে, তোমাদের সবার সার্ভিস পত্র আছে তো, এ্যাঁ?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সবার বন্দুক আছে?'

'আছে... প্রত্যেকেরই আছে...'

'যে যার নিজের জবাব দেবে। গ্রেনেড আছে?'

'আমার আছে!'

এবার গলা কিছু কম শোনা গেল।

'ভয়ের তাড়ায় গ্রেনেড ফেলে এসেছ, তাই না? পলজুনভ তোমাদের কম্যাণ্ডের ভার নেবে। ফল ইন! পলজুনভ, ওদের ঠিকভাবে দাঁড় করাও। যাদের গ্রেনেড আছে তারা ডান পাশে দাঁড়াবে।'

আর কোন কম্যাণ্ডের অপেক্ষা না করেই সবাই তাড়াতাড়ি সার বেঁধে দাঁড়াতে লেগে গেল।

পলজ্নভ বলে উঠল, 'কমরেড কম্যাণ্ডার! আমার চেয়ে সিনিয়র র‍্যাংকের লোক এখানে রয়েছে।'

'র‍্যাংক ট্যাংক পরে দেখা যাবে। এখন তোমাদের একটি মাত্র র‍্যাংক: দলছাড়া পলাতক।'

ফের পাশ্‌কোর গলা শোনা গেল:

'ও কথা আমায় খাটে না!'

'চুপ!'

মনে হল অন্য সকলের চেয়ে পাশ্‌কোই বেশি সাহসী। কিন্তু সৈন্যের প্রধান গুণ — বিনা বাক্যে কম্যাণ্ডারের আদেশ মেনে নেওয়া — ওর ধাতে নেই। ঠিকই, পানফিলভ যা বলেছিলেন, অপূর্ব মাথা সত্ত্বেও সৈন্যদের ট্রেনিংএর অভাবে কিছুই করা যায় না। না, সত্যিই ওদের দলে নেওয়া উচিত নয়.. ভাবাক্রান্ত মনেই অর্ডার দিলাম:

'রাইট্ ড্রেস! পলজ্নভ, সবাইকে ড্রেস করাও! এটেনশন! কথা বল না! নড় না! নম্বর!'

পলজ্নভ রিপোর্ট দিল, তাকে ধরে সাতাশিজন সৈন্য।

আমি বললাম, 'সৈন্য নয়! সাতাশিজন পলাতক, সাতাশিটা খরগোস। তোমাদের সঙ্গে বেশি কথা বলতে চাই না। "আমাদের নিন, আমাদের নিন" করে তোমরা নাকি কান্না জুড়েছিলে। শুধু শুধু চোখের জল, দেয় না মোটে কোন ফল। আমার আদেশ সেই একই রইল: সেক্টর ছেড়ে পালান কোন কাপুরুষকে আমার ব্যাটেলিয়নের ব্যূহতে ঠাঁই দেওয়া চলবে না। কেবল সত্যিকার যোদ্ধা যারা তারাই আমাদের দলে যোগ দিতে পারে। যেখান থেকে পালিয়েছিলে সেখানে আবার ফিরে যাও। আরো এগিয়ে যেতে হবে, শত্রু ব্যূহের ঠিক পিছনে। যাও, এক্ষুণি রওনা হও। জার্মানদের চেয়ে তোমরা যে ভাল যোদ্ধা তার প্রমাণ দিয়ে যদি ফিরে আসতে পার তবেই তোমাদের আমার ব্যাটেলিয়নে নেওয়া যেতে পারবে। পলিটিকাল অফিসার বজানভকে এই ইউনিটের কম্যাণ্ডার করে দেওয়া হল। রাইট্ টার্ণ! আমায় অনুসরণ কর, তাড়াতাড়ি... মার্চ!

৫

লাগাম তুলে নিলাম। লিসাংকা ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে চলল। আমার পিছনে দুজন দুজন করে ওরা সাতাশিজন। বজানভ আমার পাশে পাশে মার্চ করে চলেছে।

সে জিজ্ঞেস করল, কী করতে হবে।

বিড়বিড় করে বললাম, 'একটু দাঁড়াও ...'

আমি তখন অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছি। এদের কোথায় নিয়ে চলেছি? চলেছি লক্ষ্যহীনভাবে, অনুসন্ধান করা হয়নি, পরিকল্পনা নেই, নিজেই জানি না কোথায় যাচ্ছি। সৈন্যরা সবাই বিশৃঙ্খল, কোন সেকশন বা প্লেটুন নেই। কেউ তার নিজের জায়গা জানে না। লড়াইয়ের শৃঙ্খলায় এরা কিছুতেই যেতে পারবে না। দুজন করে সার বাঁধলেও বিশৃঙ্খল জনতা ছাড়া এদের আর কিছুই বলা যায় না।

প্রথমে যে ভ্যান্‌গার্ড পাঠান উচিত তা আমি জানি। জানি আমার নিজের দু একটা প্লেটুনও পাঠান দরকার, জার্মানদের যাতে দু তিন দিক থেকে আক্রমণ করা যায়।

উচিত ... আরো কত কীই না করা উচিত ...

একেক সময় কর্তব্যবোধ জিনিসটা আমায় সাংঘাতিক পীড়িত করে তোলে, জানি আমার ব্যাটেলিয়নের আমাকে প্রয়োজন। আমার স্থান এখানে নয়! কিসের ঠেলায় এই এদের নিয়ে চলেছি, কে জানে? কোথায় চলেছি তাই বা কে জানে? ব্যাটেলিয়ন ছেড়ে এরকম অবিবেচনা প্রসূত বিপজ্জনক একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়, যার ফল অবধারিত বিপর্যয়।

কিন্তু অন্য কিছু করার ক্ষমতা বা মনোবল কিছুই আমার নেই।

মনে হল, ব্রুদ্‌নি হয়ত হঠাৎ সেই অর্ডার নিয়ে ফিরে এসেছে, অথচ আমি নেই। একটু কেঠোহাসি হাসলাম: নিজেকে ওসব বুঝ্‌ দিয়ে কোন লাভ নেই, কোন অর্ডারিই আসবে না।

আমাদের সামনে ধুলোয় কালো কিছু বরফ ছড়িয়ে রয়েছে। লিসাংকা গোলার আঘাতের গর্তগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছে। চলেছি নীরবে জনশূন্য ট্রেঞ্চগুলো পার হয়ে।

এখানকার সবকিছুই পরিচিত: প্রত্যেকটি পথ, প্রত্যেকটি সংযোগ ট্রেঞ্চ আমার জানা — অথচ সেই সঙ্গেই তারা আবার একান্ত অপরিচিত, বন্য। একপাশে নভলিয়ান্‌স্কয়েতে দুটো তিনটে জানলায় আলো দেখা যাচ্ছে, জার্মানরা আমাদের কেয়ার করে না। ব্ল্যাক আউট করাতেও তাদের তাচ্ছিল্য। মাথায় রক্ত চড়ে গেল -- দাঁড়াও, দেখাচ্ছি!

পিছন ফিরে লম্বা খাপছাড়া লাইনটার দিকে তাকালাম। সাতাশি জন পলাতক। এরা কী করবে? না না না, এভাবে একাজে হাত দেওয়া উচিত নয়...

মনে পড়ল ঠিক একসপ্তাহ আগে আমার নিজের ব্যাটেলিয়নের একশ জন লোককে নিশীথ অভিযানে পাঠিয়েছিলাম। তখন সে কী উত্তেজনা, কী হবে তা আগেই টের পেয়ে বিজয়ের আনন্দের সে কী শিহরণ। তাকেই বলে সত্যিকার অভিযান -- ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে বের করা একটা পরিকল্পনা, শত্রুর প্রতি মরণ আঘাত হানা।

কিন্তু এখন কোথায় চলেছি? এই অবধারিত ব্যর্থতার দিকে কোন ভূত আমায় ঠেলে দিচ্ছে?

৬

ফাঁকা ট্রেঞ্চগুলো পার হয়ে আমরা নদীর কাছে এসে পড়লাম। নদীর প্রত্যেকটা চড়া, এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিছনো প্রত্যেকটা কাঠ আমাদের পরিচিত।

একটা ছোট্ট সাঁকোর কাছে সবাইকে দাঁড় করালাম। নদীর বুকে জোড়ায় জোড়ায় গাছের গুঁড়ি ফেলা, তার উপর দিয়ে কুল্‌কুল্‌ করে জল ছুটে চলেছে ফেনা তুলে।

অপর তীরে জল থেকে প্রায় শখানেক পা দূরে সুরু হয়েছে কালো বন।

গলা নামিয়ে কাজটা সবাইকে বুঝিয়ে বললাম: নভলিয়ান্‌স্কয়ের তীরে যেতে হবে নদীর ওপার দিয়ে, বনের আড়ালে আড়ালে গ্রামের উল্টো দিকে এসে আবার নদী পেরতে হবে। তারপর গ্রামে ঢুকে জার্মানদের নিশ্চিহ্ন করে তাদের ট্রাক আর পন্‌টুন ব্রিজে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সবাই বুঝতে পেরেছ?'

কয়েকজন মাত্র চাপা গলায় বলল·

'হ্যাঁ . '

যুদ্ধের আগে যে সর্বজনীন উৎসাহ উত্তেজনা দেখা যায় তার কোন চিহ্নই নেই। জার্মানদের দেখে এরা সদ্য সদ্য পালিয়ে এসেছে, তাই বিশ্বাস করতে পারছে না এরা নিজেরাই জার্মানদের ভয় পাইয়ে দিতে সক্ষম। আর আমি? আমারও কি সে বিশ্বাস আছে?

অর্ডার দিলাম, 'একজন একজন করে এখান দিয়ে নদী পার হও। তারপর সিংগ্‌ল্‌ ফাইল্‌ করে এগবে। পলজুনভ, সামনে চল।'

রাইফেল নিয়ে পলজুনভ গুড়ি মেরে ছুটে এগিয়ে গেল। সাঁকোর কাছে একবার থেমে সে পিছল কাঠের উপর পা বাড়াল। তারপর মিলিয়ে গেল নদীর অন্ধকারে। কিছুক্ষণ পরেই অপর তীরের সাদা চড়ায় তার ছায়া ফুটে উঠল।

গুড়ি মেরে ঢালু বেয়ে উঠে পলজুনভ উঁকি মেরে উপরটা দেখে নিল, তারপর লাফিয়ে উঠে এগিয়ে গেল বনের দিকে।

আমি বললাম, 'সামনের ফাইল্‌, এগও! বনের ভিতর দিয়ে সিংগ্‌ল্‌ ফাইল্‌ করে যাবে একজনের পিছনে আরেকজন, যে ভাবে নম্বর গুণেছিলে। প্রত্যেকের মাঝখানে পাঁচ কি আট পায়ের মত ফাঁক রাখবে।'

আমার ইঙ্গিত অনুসারে লিসাংকা নদীতে নেমে পড়ল। নদীটা এখানে খুবই অগভীর, জল মাত্র লিসাংকার পেটের কাছ পর্যন্ত উঠল।

বনের ভিতর দিয়ে সিংগ্‌ল্‌ ফাইল্‌ করানর অর্থ কী? প্রত্যেকের মাঝখানে এতখানি ফাঁকই বা কেন? কারণটা তাহলে বলি . আমি ভেবেছিলাম ভীতুরা নিশ্চয়ই চুপি চুপি কেটে পড়বার তাল করবে। অন্ধকার বনের ভিতর তা খুবই সোজা। চট করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেই হল। তারপর আর কি -- যেখানে খুসি যাও, না আছে দেশ, না আছে সম্মান! ভেবেছিলাম অর্ধেক, এমনকি তারও বেশি, এইভাবে কেটে পড়বে। যারা থেকে যাবে তারাই নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণ হবে। ঠিক করেছিলাম তাদের ফিরিয়ে এনে ব্যাটেলিয়নে জায়গা দেব।

পলজ্নভকে পার হয়ে আমি আগে আগে দ্ল্কি চালে চলতে লাগলাম বনের ধার ঘেঁষে। একবারও পিছন ফিরে তাকালাম না।

তখন গরম পড়ে গেছে, গাছের ডাল থেকে জলের ফোঁটা ঝরছে। মেঘের দল চাঁদের উপর পর্দা টেনে দিয়েছে, তার ভিতর দিয়েই ফুটে উঠছে চাঁদের ম্লান আলো।

অবশেষে বনের অপর প্রান্তে পেঁছন গেল। এখান দিয়েই গেছে নভলিয়ান্স্কয়ের পথটা।

কাছেই পন্টুন ব্রিজ, তারপর একটা নিচু টিলা আর গ্রাম। কয়েকটা জানলায় বেশ জোর আলো।

একে একে সবাই এসে পড়ল। সবশেষে এল বজানভ। ফল ইন করতে বললাম।

'পলজ্নভ! সবাই এসেছে কিনা দেখে নাও।'

এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত দেখে এসে পলজ্নভ ফিসফিস করে বলল ...

৭

'সাতাশিজন, কমরেড কম্যান্ডার!'

সাতাশিজন! তার মানে সবাই রয়েছে! সবাই লড়াই করতে এসেছে!

আমার মনে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। এর মধ্যেই এরা আমার প্রিয় হয়ে উঠেছে, অন্তরে স্থান পেয়েছে। উত্তেজনার আরেকটা কারণও থাকতে পারে, হয়ত ওদের স্নায়্উত্তেজনার স্রোত আমাতে এসেও লেগেছে।

হঠাৎ একটা মোটরগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে মাথা ঘোরানর সঙ্গে সঙ্গেই দ্টো সাদা আলো গাছের ফাঁক দিয়ে আমাদের উপর এসে পড়ল। অল্প ঢাল্ বেয়ে গাড়িটা উঠছে, তারই হেড্লাইট্ বাঁক ফিরতে গিয়ে আমাদের উপর এসে পড়েছে।

কেউ নড়ল না। সৈন্যদের সবার ম্খ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চকচকে রাইফেলগ্লো শক্ত করে ধরে তারা একদ্ষ্টে সামনের দিকে চেয়ে আছে। গাছের কালো ছায়াগ্লো ধীরে ধীরে সরে গেল।

আলো দুটো লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল। শেষকালে গুটিয়ে গিয়ে রাস্তার উপরে পড়ল।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। ঐ চোখ ধাঁধান আলোর পর কাউকেই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কেবল লিসাংকার সাদা পাগুলো ঠাওর করতে পারছিলাম।

বললাম, 'শুয়ে পড়! নজর রেখ!'

আস্তে আস্তে চোখদুটো অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেল.. হেড্‌লাইট্‌দুটো জলের উপর পড়েছে। ব্রিজের গায়ে গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠিক গাড়িটার সামনে একটা টর্চ লাইটের লাল আলো জ্বলে উঠল। ব্রিজ পেরিয়ে গাড়িটা থামল। হেড্‌লাইটের আলোয় দেখা গেল একজন সান্ত্রী এগিয়ে এসেছে। তার হাতের ভঙ্গী কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। দুবার সে বনের দিকটা দেখিয়ে দিল, যেখানে আমাদের ব্যাটেলিয়ন ঘাঁটি নিয়েছে। তারপর দেখাল ক্রাস্নায়া গরার দিকটা। বোঝা গেল, ওখান দিয়ে ঘুরে যাওয়া যায়।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করে টিলার গা বেয়ে উঠতে লাগল। হেড্‌লাইটের আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা গেল বাড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা লরী। তারপর আলোর রেখাটা নদীর তীর ধরে ঘুর পথে এগিয়ে গেল।

সৈন্যদের একজন এগিয়ে এসে বলল:

'কমরেড কম্যাণ্ডার, আমি যাব।'

গলাটা পরিচিত।

'পাশ্‌কো?'

'হ্যাঁ। আমি যাব।'

'কোথায়?'

'ও লোকটাকে আমি শেষ করব...'

'ঐ সান্ত্রীটাকে? কী ভাবে করবে?'

পাশ্‌কো তার কোট খুলে ফেলল, ভিতর থেকে চমকে উঠল একটা ছুরির ফলা।

পাশ্‌কো বলল, 'কিছু ভাববেন না, সব শেষ করে আমি সিটি দেব।'

পাশ্‌কোকে আমার টর্চটা দিলাম, 'খবরদার না। এই নাও, তিনবার আলো জেব্‌ল তবেই হবে।'

টর্চটা পাশ্‌কো টুপির নিচে ভরে ফেলল।

'সান্ত্রীর ঐ লাল টর্চটা দিয়েও কাজ সারতে পারি।'

'হ্যাঁ, তাও করতে পার। তিনবার জেব্‌ল, তাহলে বোঝা যাবে পথ পরিষ্কার। একা পারবে তো ?'

তার বিদ্রূপের হাসিটা টের পেলাম।

'ঠিক পারব '

'তবে যাও . .'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাশ্‌কো অদৃশ্য হয়ে গেল।

কপালে যাই থাক, এখন আর ফেরা যায় না এই বিশৃঙ্খল জনতা নিয়েই কি শেষকালে লড়াই করতে হবে ? বজানভকে ডেকে পাঠালাম।

'সৈন্যদের সবাইকে দশজন দশজন করে একেকটা দলে ভাগ করে দিন। একটা দল নিয়ে আপনি ব্যাটেলিয়নের ঠিক সামনের বহির্ঘাঁটিটাকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করবেন। আরেকটা দল তখন ব্রিজে আগুন ধরিয়ে দেবে। অন্যরা গ্রামে ঢুকে পড়বে। গ্রামে যারা যাবে তাদের প্রত্যেকের কাছে গ্রেনেড্‌ থাকা চাই '

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!' বলে সে আমার আদেশ হাসিল করতে গেল।

আরো দুটো গাড়ি চলে গেল। হেড্‌লাইটের আলোয় আবার সান্ত্রীকে দেখা গেল। আবার গাড়ির আলোয় রুপোলি হয়ে উঠল রাস্তাটা। একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল। আড়ামুড়ি ভাঙতে ভাঙতে একজন লম্বা লোক বেরিয়ে এল, শুধু আণ্ডারওয়ার পরা, খালি পা অলিন্দে দাঁড়িয়েই সে রাস্তায় পেচ্ছাপ করতে লাগল। শুয়ার কি বাচ্চা! ফ্রণ্টে এসেও শুধু আণ্ডারওয়ার পরে দিব্যি আরামে ঘরের ভিতর বিছানা পেতে ঘুমন হচ্ছে।

আবার সবকিছু অন্ধকারে ডুবে গেল। সাদা আলোদুটো কেঁপে উঠে এগিয়ে গেল ঘুর পথে।

আমরা সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুয়ে আছি, তাকিয়ে আছি পাশ্‌কোর পথের দিকে। পাশ্‌কো পারবে কি ? আলোর সিগ্‌ন্যাল জ্বলবে

কি? যদি জ্বলে, তারপর কী হবে? এই 'তারপরটা' দাঁড়াবে কী রকম?

মুহূর্তের জন্য আমার মনটা এক অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মনে হল গোটা ব্যাপারটা, এই মুহূর্তে যা কিছু ঘটছে হুবহু তা সবই যেন আগেই কখনো ঘটে গেছে (কখন, তা বলতে পারব না, হয়ত অন্য কোন জন্মে), ঠিক এইভাবেই আমবা যেন অন্ধকারে লুকিয়ে শুয়ে থেকেছি, গুড়ি মেরে মেরে এগিয়ে গেছি শত্রুর ছাউনির ঠিক পিছনেই, এখনকার মতই যে কোন মুহূর্তে শত্রুর উপর লাফিয়ে পড়ব বলে। কী বিচিত্র! একি সত্যিই আধুনিক যুদ্ধ? এরকম ঘটতে পারে তা তো কখনো কল্পনা করিনি।

কিন্তু পাশ্‌কোর সিগ্‌ন্যালের কী হল? মিনিটগুলো কী লম্বা, কী পীড়াদায়ক! ঐঃ, নিশ্চয় পাশ্‌কোর সিগ্‌ন্যাল ...

অন্ধকারের মধ্যে কার অদৃশ্য হাতে একটা লাল আলো একবার চমকে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল... একবার... ঐ আবার... দুবার... ঐ তিন বার!

বলে উঠলাম, 'উঠে পড় সবাই! গ্রেনেড্ ঠিক করে রাখ! কমরেডরা, এখন হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার। নিঃশব্দে পা টিপে টিপে গ্রামে ঢুকতে হবে। বজানভ, আগে আগে যান!'

'ব্রিজ পেরিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

বজানভ ফিসফিস করে কম্যাণ্ড দিল:

'অনুসরণ কর!'

বজানভ সামনে ছুটে এগিয়ে এল, অন্যেরাও তার পিছু নিল। মিনিটখানেক পরেই ব্রিজের উপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম।

৮

সবকিছু ভালভাবেই চুকল... অত্যন্ত সহজেই।

আস্তে আস্তে ব্রিজ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকলাম। গ্রাম তখন আগুনের আভায় গাঢ় লাল।

সর্বত্রই গ্রেনেডের বিস্ফোরণ, রাইফেলের আওয়াজ; সেই সঙ্গে আক্রোশের বা আতঙ্কের চিৎকার। এতো লড়াই নয়, হত্যা।

আমাদের ব্যাটেলিয়ন যে বনে আছে তার সামনে জার্মানরা সান্ত্রী মোতায়েন করে দিব্যি নিশ্চিন্তে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় কিম্বা শুকনো ঘাসের গাদায় ঘুম মারছিল। হঠাৎ গ্রেনেড আর রাইফেলের আওয়াজ শুনে সবাই বেরিয়ে এসে ইঁদুরের মত এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে যে যেখানে পারে লুকবার চেষ্টা করতে লাগল। ভয়ে আর হিমে কাঁপতে কাঁপতে কেউ ঢুকল খাটের তলে কেউ উনুনের ভিতর। কেউ মাটির নিচের ভাঁড়াবে কিম্বা গোলাঘরে।

তার বর্ণনা দেব না।

ব্রিজটাকে পেট্রলে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গির্জার কালো চূড়াটা আকাশে ফুটে উঠল। তার পাথরের সিঁড়ির কাছে ফিরে এলাম। এই একই দিনে আরো কতবার এই সিঁড়ির কাছে এসেছি। জানলার কাচগুলো সব চূর্ণ। অধিকাংশ জানলার ফ্রেমই শূন্য, অন্ধকার; শুধু টিঁকে থাকা অল্প কয়েকটা কাচের গায়ে আগুনের শিখা চমকে উঠল।

সিন্‌চেংকোকে বজানভের খোঁজে পাঠালাম। বলে দিলাম সৈন্যদের সবাইকে ব্যাটেলিয়নের ঘাঁটিতে নিয়ে আসতে।

৯

আবার লিসাংকা বনের পথ ধরে এগল বনরক্ষকের ঘরের দিকে।

মন আমার আবার ভারাক্রান্ত। জিনের উপর অসাড় হয়ে বসে রয়েছি। সাফল্যের উল্লাস, বিজয়ের আনন্দ কিছুই আমার নেই।

পানফিলভ শিখিয়েছেন, লড়াইয়ের আগেই জয়লাভ নিশ্চিত হয়ে যায়। তাঁর কাছ থেকে এ কথাটা শিখেছি, শিখেছি আরো অনেক কিছু।

কিন্তু এই লড়াইটার আগে আমি কী করেছি?

পলাতকদের নিয়ে এলোমেলো ভাবে এগিয়ে গেছি। তার বেশি কিছু না। জয়লাভ করেছি - - অফিসার হিসেবে আমার আদর্শের কথা আপনি জানেন। 'সহজ সাফল্যে রুশেদের মন খুসি হয় না,' কথাটা বলেছিলেন সুভরভ।

মনে নানা বিষণ্ণ চিন্তা দেখা দিতে লাগল। শ দেড়েক কিম্বা শ দুয়েক জার্মানকে না হয় মারলাম, কিন্তু তাতে ফলটা হল কী? এরপর? আমাদের ব্যাটেলিয়ন তো এখনো বেষ্টিত, প্রবল শত্রু বাহিনীর মাঝখানে দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন।

হেডকোয়ার্টারে ফেরার পথে ব্রুদ্নি অর্ডার নিয়ে ফিরেছে কিনা এই কথাই বারবার মনে হতে লাগল। সারাক্ষণ খালি পিছু হটার আদেশের জন্য মুখিয়ে থাকাটা যে কাপুরুষতার লক্ষণ, অসম্মানজনক তা জানি, কিন্তু তবু যা সত্যি তা তো বলতেই হবে। অন্য সবার কাছ থেকে তা লুকিয়ে রেখেছি, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছ থেকে লুকব কী করে?

১০

হেডকোয়ার্টারের বড় ঘরটায় একটা আলো জ্বলছিল। আমি ঢুকতেই রহিমভ উঠে দাঁড়াল। মুখে তার ক্লান্তির ছাপ। তলস্তুনভ মেঝেতে একটা আর্মিকোট মুড়ি দিয়ে পড়েছিল। সেও মাথা তুলল। দুজনেই তারা আমার দিকে উৎসুকভাবে চেয়ে.

জিজ্ঞেস করার কোন মানে হয় না, উত্তরটা তো জানাই, তবু জিজ্ঞেস করলাম। না, ব্রুদ্নি ফেরেনি, কোন অর্ডারও আসেনি।

রাত্রের খাবার এল। আমার মুখে তখন কিছুই রুচছে না. . তলস্তুনভ উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বজানভও এসে গেল। আমার জন্য সে একটা উপহারও নিয়ে এসেছে, একটা জোরাল জার্মান দূরবীণ। অন্য সময় হলে কী খুসিই না হতাম . . কিন্তু সে সময় আমি একেবারে উদাসীন।

সকাল হয়ে আসছে, তিনটে বেজে গেছে। মনে হল ভোর হওয়ার আগে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া উচিত, কিন্তু টের পেলাম ঘুম আসবে না।

সিন্‌চেংকোকে ডাকলাম।

'সিন্‌চেংকো, ভোদকা আছে নাকি? রহিমভ, একটু ভোদকা নিন।'

রহিমভ নিল না। তলস্তুনভ আর আমার জন্য কিছুটা ভোদকা ঢেলে নিলাম। ভোদকা খেলে হয়ত ঘুম আসতে পারে।

সকাল

১

শুয়ে পড়লাম কাঠের ধোঁয়াব গন্ধে ভরা তুলোর জ্যাকেটটা মাথার তলে চালিয়ে দিয়ে। তারপব একটা সিগারেট ধরিয়ে একবার ঘড়িটা দেখে নিলাম। বেশ কিছুটা দূরে বেঞ্চের উপর আমার ফারের টুপিটা চোখে পড়ল। ঠিক জায়গা মত রাখা হয়নি টুপিটা। টুপিটার কানঢাকাদুটো বেল্টের সঙ্গে বেঁধে রাখা উচিত, হঠাৎ এলার্ম হলে যাতে আবার খুঁজতে না হয়। কিন্তু তখন আর ওসব বিপদ সংকেত বা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ইচ্ছা করছিল না। তবু উঠে পড়ে টুপিটা নেবার জন্য জোর করে পা বাড়ালাম। টুপিটা বাস্তবের কথা মনে করিয়ে দিল। মনে হল সবকিছু ভুলে যেতে পারলে হত, এই ঘর, বন সবকিছু।

আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম. চোখের পাতার আড়ালে ফুটে উঠল অতীতের প্রিয় দিনগুলির নানা দৃশ্য। নানা রকম সব কথা। এখন এ আর মনে পড়ছে না।

একটা কথা অবশ্য স্পষ্ট মনে আছে: শুধু একার কথা আমি ভাবিনি, সারা ব্যাটেলিয়নের কথাই ভেবেছি। অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে সেটাও আমারই কথা।

নিজের ইউনিটকে উত্তম পুরুষে সম্বোধন করার অধিকার মিলিটারী নিয়মের যে ধারায় কম্যাণ্ডারকে দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে অবশ্য এই বিষণ্ণতার মুহূর্তে, এই তন্দ্রাবেশের অবস্থায় আমার অসংলগ্ন স্বপ্নগুলোর কোনই যোগ ছিল না। আমার কাছে এটা তো রেগুলেশনের ধারা নয়, এ হল আমার সম্মান, বিবেক, সৃজনের উৎসাহ ও আবেগের ব্যাপার। তাছাড়া আর কী ভাবে ভাবব? আমার সমস্ত সত্তা আমার ব্যাটেলিয়নের

সঙ্গে মিশে গেছে। এই ব্যাটেলিয়ন আমারই সৃষ্টি, পৃথিবীতে আমার একমাত্র সৃষ্টি।

অনেক কিছুই মনে পড়ল। ছোট বড়, হাসিকান্নার বহু কথা।

দৃষ্টান্ত? আচ্ছা, একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

২

অগস্টের একটি দিন। বেশ রোদ উঠেছে। আমার ব্যাটেলিয়ন গেছে রাইফেল রেঞ্জে।

আমাদের ছাউনি পড়েছে খরস্রোত পাহাড়ে নদী তালগারকার কাছে। কাছেই তালগার গ্রামের ধারে দেখা যাচ্ছে সবুজ বাগান। এইসব বাগানেই পৃথিবীর সেরা আপেল, আলমা-আতার আপেলের জন্ম। চারপাশে রোদে জ্বলে যাওয়া সমতল স্তেপ। দক্ষিণে অবশ্য স্তেপের বুকে মাথা তুলে উঠেছে তিয়েনশান পাহাড়। সেই দিগন্তে জ্বলে উঠেছে পাহাড়ের বার মাস বরফ ঢাকা চূড়াগুলো, আকাশের আলোব সঙ্গে তফাৎ করা যায় না। দক্ষিণ কাজাখস্তানের সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত।

চাঁদমারির জায়গা হিসেবে এই স্তেপটা আদর্শস্থানীয়। স্তেপটা তো শুধু হাতের কাছে নয়, সত্যি সত্যিই পায়ের তলায়। একেবারে ইস্ত্রী করার টেবিলের মত মসৃণ।

এরকম সমান জমিতে মাইল দুয়েক মার্চ করা, তারপর একটুখানি বন্দুক ছোঁড়া অভ্যাস করে ছাউনিতে ফিরে আসা অত্যন্ত সহজ এমনকি আনন্দের কাজ। কিন্তু আমি তখন সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছি। সহজ কাজ? আরামের? তবে তো চলবে না! চুলোয় যাক এই আদর্শ চাঁদমারি।

ব্যাটেলিয়নকে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলাম। পাহাড়ের গায়ের প্রথম সমতল জায়গাটায় উঠে দেখতে পেলাম সমস্ত জায়গাটা 'কুরাই' নামে একরকম কাঁটা ঝোপে ভরা। না, এখানে বন্দুক ছোঁড়ার অনুশীলন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সমতল জায়গাটায় যেতে হলে একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে হবে। ব্যাটেলিয়ন ফরোয়ার্ড! আমায় অনুসরণ কর! পাহাড়ে চড়া

সুরু হল। খাড়া পাহাড়, সৈন্যদের বুটের তল থেকে হুড়মুড় করে পাথর গড়িয়ে পড়ছে।

দ্বিতীয় ধাপে উঠেও দেখলাম বন্দুক ছোঁড়া অনুশীলনের পক্ষে জায়গাটা মোটেই সুবিধার নয়। বড় বড় ঘাস এখানে প্রায় এক মানুষ উঁচু দেয়াল বানিয়ে ফেলেছে। কোথায় তবে যাওয়া যায়? আরো উঁচুতে ওক বনের ঘন সবুজ রং।

এই হল পাহাড়ের মজা, দুটো জায়গা একেবারে দুরকমের। প্রসঙ্গত বলি, সারা কাজাখস্তানটাই তাই। কাজাখস্তানের কী করে সৃষ্টি হল তার একটা গল্প আছে। গল্পটা জানেন? ভগবান তো স্বর্গমর্ত্য, সমুদ্রমহাসমুদ্র, দেশমহাদেশ সবই সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কাজাখস্তানের কথা তাঁর স্মরণ রইল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে কথা খেয়াল হল, তখন সৃষ্টির মালমশলা গেছে সব ফুরিয়ে। তাড়াতাড়ি তিনি নানা জায়গা থেকে কিছুটা করে মাটি খাবলে তুলে নিলেন — একটুকরো আমেরিকা, এক চিমটি ইতালী, এক চিল্‌তে আফ্রিকার মরুভূমি আর ককেশাসের কিছুটা। তারপর এইসব টুকরো জুড়ে সৃষ্টি করলেন কাজাখস্তান। আমার জন্মভূমিতে সবকিছুই পাবেন - একদিকে দেবতার অভিশাপ নিয়ে পড়ে আছে নোনা মরুভূমির অনন্ত বিস্তৃতি, আরেক দিকে কী সুন্দর, অতি উর্বর, সবুজশ্যামল অঞ্চল।

কিন্তু আমাদের রাইফেল প্র্যাক্‌টিসের কী হবে? পব পর চারজন এইভাবে সবাইকে ফল ইন করিয়ে, মানুষের দেয়ালটাকে চালিয়ে দিলাম ঘাসের দেয়ালের বিরুদ্ধে। কয়েকবার মার্চ করে আসা যাওয়া। শক্ত, ভারী আর্মি বুট ঘাসগুলোকে ছিঁড়েখুঁড়ে, মাড়িয়ে মাটিতে পিষে দিল। মাঠের মধ্যে দিয়ে শেষ বার মার্চ করে যাবার সময় সৈন্যরা হাত লাগিয়ে সাফ করে ফেলল বাকি ঘাসগুলো। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে তারিফ করছিলাম। ব্যাটেলিয়নের কী শক্তি! শীগগিরই আমাদের পালা আসবে। আমার এই সুনিয়ন্ত্রিত, যুদ্ধপ্রস্তুত, শক্তসমর্থ ব্যাটেলিয়ন তখন শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এই ঘাসের মতই তাদের পদদলিত করবে। আসল যুদ্ধ কী বস্তু তা আমি জানতাম, কিন্তু তবু মনে মনে তখন ঐ ছবিটাই এঁকেছিলাম।

বেশ একটা বড় আয়তক্ষেত্র পরিষ্কার হয়ে গেল। একপাশে প্লাইউডের টার্গেট রাখা হল। ব্যাটেলিয়ন তখনো একভাবে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। টার্গেটের গায়ে স্বস্তিকা চিহ্নওয়ালা হেল্‌মেট পরা মাথা আঁকা। সবাই তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। আরেকবার ব্যাটেলিয়নের শক্তি পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছে হল। সামনের র‍্যাংককে শুয়ে পড়তে বললাম, পিছনের দ্বিতীয় র‍্যাংককে বললাম হাঁটু গেড়ে বসতে। তারপর কম্যাণ্ড দিলাম...

'ফ্যাসিস্টদের লক্ষ্য করে, ব্যাটেলিয়ন, চালাও ভলিতে গুলি...'

একটু থামলাম। কয়েক শ রাইফেল চারটে টার্গেট নিয়ে সই ঠিক করেছে। সে সময়ে ব্যাটেলিয়নের ভলি ফায়ারের কোন ব্যবস্থা মিলিটারী রেগুলেশনে ছিল না। কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করে দেখার জন্য বললাম:

'ফায়ার!'

শালার কাণ্ড! প্রথম দফাতেই টার্গেট গেল উড়ে। একেবারে টুকরো টুকরো। একসঙ্গে সাতশ রাউণ্ড গুলি, সাংঘাতিক ব্যাপার। যে খুঁটির গায়ে টার্গেটগুলো লাগান ছিল সেগুলো তো বুলেটের ঘায়ে একেবারে খুবলে খুবলে গেছে। প্লাইউডগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো। প্রথমে একদফা মুখখিস্তি করে তারপর হো হো করে হেসে উঠলাম: এত হাঙ্গামা হুজ্জৎ করে পাহাড়ে উঠে, চাঁদমারি বানালাম, কিন্তু টার্গেট প্র্যাক্‌টিসের কোন সুরাহাই হল না।

এইভাবেই আমরা প্রস্তুত হয়েছি। এইভাবেই আসল লড়াইয়ের বহু আগেই শত্রুকে আমরা ধূলিসাৎ করেছি। আর এখন কিন্তু সেই 'এখন'এর কথা আমি ভাবতেও চাই না।

আবার অতীতের নানা দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। না, তার সবই যে ব্যাটেলিয়ন সংক্রান্ত তা নয়। অন্য কথাও ছিল। সব রকম কথাই ভেসে যাচ্ছিল মনের ওপর দিয়ে।

৩

হঠাৎ ব্রুদ্‌নির গলা শুনতে পেলাম।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার...'

জোর করে নিজেকে বোঝাচ্ছিলাম, ব্রুদ্‌নি অর্ডার নিয়ে আসবে, সে

অপেক্ষায় থাকবে না – তবু তার প্রতীক্ষাই করছিলাম। আধঘুমে হাসি দেখা দিল।

লাফিয়ে উঠলাম। রহিমভ আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে। কোটটা মেঝেতে লুটচ্ছে। কিন্তু আমার সদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অচল অটল চীফ-অফ-স্টাফেরও এবার কোটটা তোলা হল না। ব্রুদ্‌নি আর কুর্বাতভের দিকে তাকিয়ে তার মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে।

ব্রুদ্‌নি আর কুর্বাতভ একসঙ্গেই ফিরেছে। তাদের কোটের গায়ে না শুকনো কাদার প্রলেপ। বোঝা গেল কিছুটা পথ তাদের বুকে হেঁটে পার হতে হয়েছে।

'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, অনুমতি দিন '

বুঝলাম, এ স্বপ্ন নয়। এ তো সেই সদা সজীব ব্রুদ্‌নিরই দ্রুত কথা বলার ভঙ্গী। ঐ তো তার ক্ষিপ্র চাউনি আর লাল গাল।

'অর্ডার এনেছেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, আমাদের পিছু হটার অর্ডার দেওয়া হয়েছে . .'

ব্রুদ্‌নি একটা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

অত্যন্ত আকাঙ্খার বস্তু হাতে পাবার পরেও বিশ্বাস হতে চায় না। আবার একবার সন্দেহ হল, স্বপ্ন দেখছি না তো! না, আমার স্বপ্নের ঘোর তখন কেটে গেছে। ঘড়ির দিকে একবার তাকালাম। সাড়ে তিনটে। তন্দ্রা এসেছিল তাহলে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য?

রেজিমেণ্টাল কম্যাণ্ডার মেজর ইয়েলিন তাড়াতাড়ি করে দুয়েক লাইন লিখে দিয়েছেন। দলগরুকভ্‌কা গ্রামের প্রান্তে যে বন আছে সেখানে একজন স্টাফ অফিসার আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কোন পথ দিয়ে ভলকলাম্‌স্কে যেতে হবে সেকথা তার কাছ থেকেই জানতে পারব। আমাদের রেজিমেণ্ট ভলকলাম্‌স্কেই জমায়েৎ হচ্ছে।

ভলকলাম্‌স্ক! কুড়ি মাইল পিছু হটতে হবে! কিন্তু তখন আর খেদ করার সময় নেই। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে, সাতটার মধ্যেই আলো হয়ে যাবে।

বরফগলা পিছল কাদা পথে অন্ধকারে সুরু হল ব্যাটেলিয়নের পিছু হটা। কম্পানি অনুসারে দল বাঁধা হয়েছে। সৈন্যদল, কামানগুলো, মেশিনগান সমেত দু চাকার গাড়ি, গোলাগুলির গাড়ি, এম্‌বুলেন্স্‌ তারপর আবার সৈন্যদল।

অভ্যাসবশত দলটাকে আমার আগে পেরিয়ে যেতে দিলাম। তারপর লিসাংকাকে আবার এগিয়ে নিয়ে গেলাম। দলটাকে আরেকবার পেরিয়ে যেতে দিলাম।

আবছা চাঁদটা কালো আকাশের গায়ে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। অন্ধকারও তখন ফিকে হয়ে ওঠে।

ব্যাটেলিয়নকে আবার পেরিয়ে গেলাম।

ক্রায়েভ চলেছে সবার সামনে। তার কম্পানিই ভ্যান্‌গার্ড। কাদা ছিটকে লম্বা লম্বা হাতদুটো দুলিয়ে সে গতির বেগ নির্দেশ করে সমান তালে মার্চ করে চলেছে, শরীরটা যথারীতি একটুখানি সামনে ঝুঁকে পড়েছে। সৈন্যরা চারজন চারজন করে তাকে অনুসরণ করছে। কম্পানিটা পেরিয়ে গেল।

এর পরেই লড়ুয়ে ইউনিটগুলোর মাঝখানে এম্‌বুলেন্স্‌ প্লেটুনের গাড়িগুলো। চল্লিশজন আহত লোককে আমরা নিয়ে চলেছি। আমাদের ডাক্তারের মোটাসোটা ভুঁড়িওয়ালা চেহারাটি চোখে পড়ল। কিরেয়েভ গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলেছেন; আর রুগীদের তদারকী করছেন। থেকে থেকেই কারো উপর ঝুঁকে পড়ছেন, কারো বা আর কিছু করে দিচ্ছেন। তারপর আবার তিনি ঢাকা পড়ে গেলেন অন্ধকারে।

তারপর এল বজানভের আর্মি। পলাতকের দল।

দলগরুকভ্‌কাকে পাশ কাটিয়ে আমরা এই গল্পে বহুবার উল্লিখিত পথটার দিকে এগিয়ে গেলাম। বাঁধান রাস্তাটা ভলকলাম্‌স্কের দিকে গিয়ে ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের উপর প্রায় সমকোণে এসে মিলিত হয়েছে।

এই কয়েকদিন আগেই, ১৬ই অক্টোবর, জার্মানরা তাদের ফৌজ জমায়েৎ করে এই রাস্তায় এগিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল এক আঘাতে আমাদের প্রতিরক্ষা বিধ্বস্ত করে তারা ট্যাংক, লরী মোটরসাইকেলে চড়ে

ভলকলাম্স্কয়ে সড়ক ধরে মস্কোয় পেঁছবে। সেই দিনই বুলিচেভো রাষ্ট্রীয় খামারের কাছে জার্মানিরা হটতে বাধ্য হয়। পরের কয়েক দিন অন্যান্য সেক্টরেও তারা বাধা পায়। তবু তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে তারা ব্যর্থ হয়েছে, এ অঞ্চলে তাদের বাধা দেবার জন্য যে সোভিয়েত সৈন্য দল দাঁড়িয়েছে তারা যে সংখ্যায় কতো নগণ্য তা তারা জানত। জার্মানিরা তাই মনে করল আরেকটু চাপ দিলেই, আরেকবার আঘাত করলেই এই বাধা ভেঙে পড়বে। মস্কো যাবার এস্ফল্ট বাঁধান ভলকলাম্স্কয়ে সড়ক বাধামুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের যে ইউনিটগুলো এই রাস্তাতেই লড়াই করছিল তারা পিছু হটছিল। কিন্তু একবার পিছু হটেই পরের দিন আবার সেই একই ব্যাটেলিয়ন, একই রেজিমেণ্ট শত্রুর পথ জুড়ে দাঁড়াচ্ছিল। দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে শত্রুকে আটকে রাখছিল। প্রত্যেক বার এরকম হয় আর জার্মানিরা ভাবে — এই বোধ হয় শেষ প্রতিরোধ, শেষ লড়াই। আবার তারা অদম্য বেগে এগিয়ে চলে, যে পথ তারা নিয়েছে তা তারা কিছুতেই ছাড়তে রাজী নয়। ভলকলাম্স্কয়ে সড়ক তাদের প্রধান আক্রমণের মূল লক্ষ্য হয়ে রইল।

৫

দলগরুকভ্কার অপর প্রান্তে রেজিমেণ্টাল চীফ-অফ-স্টাফের সহকারী লেফ্টেনাণ্ট কুরগান্স্কির সঙ্গে দেখা হল। দিলদরিয়া, অফুরন্ত উৎসাহে ভরা কুরগান্স্কি সানন্দে আমার হাত জড়িয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গেই বলতে সুরু করল, দ্বিতীয় আর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে। সৈন্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অল্প কয়েকজন করে লড়াই চালিয়েছে, পিছিয়ে এসেছে। তারপর আবার পথের ধারে গর্ত খুঁড়ে জার্মান বধের জন্য, শত্রুর শক্তিক্ষয় করার জন্য অপেক্ষা করে থেকেছে। কতগুলো ইউনিট রিয়ারগার্ড এক্শনে লড়াই করছে, আমাদের আর্টিলারি জার্মান ট্যাংক বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সেই সুযোগে আমাদের সৈন্যেরা সড়কটাকে আটকাবার প্রধান কেন্দ্র ভলকলাম্স্কের দিকে দ্রুত পিছু হটে চলেছে। সেই হল আমাদের ডিভিশনের নতুন ব্যূহ।

কুরগান্স্কি তার সঙ্গে আমাদের ব্যাটেলিয়নের জন্য কয়েক গাড়ি খাবারদাবার নিয়ে এসেছিল। তার মধ্যে এক টন পাঁউরুটিও ছিল। সে রুটি সেই রাত্রেই ভলকলাম্স্কে সেঁকা হয়েছে।

গাড়িগুলো আমাদের জন্য বনের ভিতরে অপেক্ষা করছিল। ঠিক করলাম, এই বনেই আশ্রয় নিয়ে সৈন্যদের একটু খাওয়া দাওয়া জিরিয়ে নেওয়ার সময় দেব। ঘোড়াগুলোকেও খাওয়ান দরকার।

কিন্তু আর্টিলারির বড় ঘোড়াগুলোকে আবার ফিরতে হবে। আমরা যে বন ছেড়ে এসেছি সেখানে ছটা কামান আর চারশ গোলা লুকন রয়েছে। রাত্রে এগুলোকেই জার্মান ব্যূহ পেরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল। জার্মানদের নাকের ডগা দিয়ে আবার ওগুলোকে নিয়ে আসতে হবে।

পূর্বদিকে আকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে, কিন্তু চার দিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ব্যাটেলিয়ন বনের ভিতর ঢুকছে। বজানভের কাছে এগিয়ে গেলাম।

'বজানভ! তোমার দলকে দাঁড় করাও! রাস্তা ছেড়ে দশ পা বেরিয়ে এস।'

অন্য ইউনিটদের এগতে বলে আমার রিজার্ভ ইউনিটের দিকে তাকালাম। এই ইউনিট আমার পড়ে পাওয়া, নিয়ম মাফিক পাওয়া নয়। মেশিনগানের গাড়িটার কাছে আমার মেশিনগানাররা দাঁড়িয়ে ছিল। তারও পরে ছিল গতকাল রাত্তিরে যাদের আমার ব্যাটেলিয়ন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম তারা। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারা লড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।

বজানভকে বললাম আর্টিলারির ঘোড়া নিয়ে কুয়াশার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে কামান আর গোলাগুলো নিয়ে আসতে।

'তোমার পুরো ইউনিটকে সঙ্গে নাও। কামানগুলোকে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে। যদি কোন ছোট্ট জার্মান দলের সঙ্গে দেখা হয়, তবে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা কর। কিন্তু দেখ, কোন জটিল গুরুতর লড়াইয়ে জড়িয়ে পড় না। সে অবস্থায় পড়লে কামানগুলোকে ধ্বংস করে পালিয়ে এস। তাড়াতাড়ি কাজ কর। মনে রেখ আমরা তোমাদের অপেক্ষায় বসে থাকব।'

গোড়ালির শব্দ করে বজানভ চটপট স্যাল্বট ঠুকে বলল:

'ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার।'

বজানভকে আগের চেয়েও অনেক বেশি স্মার্ট দেখাচ্ছিল। ম্বখে তার উৎসাহ আর আগ্রহের ছাপ। বোঝা যাচ্ছিল কম্যান্ডার হতে পেরে সে খ্বসি। স্বাধীনভাবে বিপজ্জনক কাজ করতে ওর ভালোই লাগছে।

৬

সৈন্যরা আগ্বন জ্বালিয়ে চায়ের জন্য জল গরম করল, জামা কাপড় শ্বকিয়ে নিল। অনেকে আবার পাইন ডালপালা কেটে নিয়ে মাটিতে বিছিয়ে তার উপর শ্বয়ে পড়ল — এই হল সৈন্যদের সব্বজ পালকের বিছানা। ফীল্ড-কিচেনে তখন স্বন্দর মাংসের স্বপ রান্না হচ্ছে। চক্রাকার পাহারাদল স্থাপন করার পর ব্যাটেলিয়ন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

ভোর হচ্ছে। বরফ গলতে স্বর্ব করল। কুয়াশাও কেটে যাচ্ছে। দেখা দিল মেঘের ঘোমটা পরা সকাল।

প্রায় আটটা নাগাদ — আমার হিসেব অন্বসারে বজানভদের ততক্ষণে ফিরে আসার কথা — দ্রুত উড়ে আসা বিমানের গর্জন শোনা গেল। কাছেই, নিচু মেঘের ঠিক তল দিয়ে জার্মান বোমার্ব বিমানগ্বলো উড়ে চলেছে আকাশে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে শ্বর্ব হল অদৃশ্য মেশিনগান আর কামানের গর্জন। আকাশে ধ্বনিত হল প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের শব্দ। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত ঝাঁক বেঁধে এল বিমানগ্বলো। একদলের পর আর একদল বোমা ফেলছিল দ্ব তিন মাইল দ্বরের কোনো একটা লক্ষ্যে ভলকলাম্স্কয়ে সড়কের দিকে।

হঠাৎ কামানের গর্জন বেড়ে উঠল। আকাশে তখন আর কোন বিমান নেই, তব্ব যেখানে এই মাত্র বোমা পড়েছে সেখান থেকে ভারী কামানের গর্জন বেড়েই চলেছে — দশ কুড়িটা নয় — যেন শ খানেক, কি শ দেড়েক কামান। ঘোড়সওয়ার পাহারাদল পাঠান হল। জানা গেল জার্মানরা ট্যাংক আক্রমণ স্বর্ব করেছে, আমাদের আর্টিলারিও প্যান্জার ধ্বংসের কাজে লেগেছে।

কিছুক্ষণ পরেই উল্টোদিক থেকেও শুরু হল কামান দাগা। সে জায়গাটাও তিন চার মাইল দূরে। কামানগুলোর আওয়াজ তত জোরালো নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে বন্দুক আর মেশিনগানের শব্দ।

কিন্তু বজানভ এখনো ফিরল না .. ব্যাটেলিয়নকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছি কেন? হঠাৎ ঘোড়া দিয়ে ঐ দলটাকে কামান নিয়ে আসার জন্য পাঠালামই বা কেন! কামানগুলোকে ঐখানে উড়িয়ে দিলেই তো সব চুকে যেত!

আর্টিলারির ঘোড়া নেই, এখন চলিই বা কী করে? ঘোড়াও আসল কথা নয় বজানভের দল ফিরে না এলে রওনা হওয়া অসম্ভব। নিজেদের লোকেদের ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না।

দু দিক থেকেই কামানের গর্জন। কিন্তু বজানভ ফিরছে না ... মহা মুশ্‌কিল! আবার কি গতকালের মত হবে নাকি? অর্ডার অনুসারে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সবে পড়া উচিত। অথচ আমরা বসেই আছি ..

রহিমভের দিকে ফিরে বললাম:

'কম্পানি কম্যাণ্ডারদের বলুন সৈন্যদের দিয়ে গোল প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরী করাতে।'

রাস্তার মোড়ে

১

স্বল্প বিরতির পর রাজপথে আবার তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ সুরু হয়ে গেল। একটানা গর্জনের মধ্যে তখন আর কামান দাগার শব্দ আলাদা করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

অন্য দিকেও লড়াই তখনো থামেনি। সেখানেও গর্জন যেন ক্রমশই বেড়ে উঠছে।

অথচ বজানভ এখনো এসে পেঁছিল না! নিজের আর বজানভের দুজনেরই অনেক মুণ্ডপাত করলাম, ঘোড়সওয়ার অনুসন্ধানী দল পাঠালাম। পথে যদি তার সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু হাজার রাগেও আমাদের যাত্রার কোন সুবিধা হল না। নিজেই নিজের হাত পা বেঁধে রেখেছি ...

বনের ধারে ধারে সৈন্যরা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ফেলল। এতক্ষণ পর্যন্ত সতর্কতার জন্যই ট্রেঞ্চ খোঁড়া হচ্ছিল .. ঠিক ছিল বজানভ এলেই আমরা সব বেঁধে ছেঁদে বেরিয়ে পড়ব। সৈন্যরা অবশ্য বেফয়দা ট্রেঞ্চ কাটার জন্য গজগজ করবে। কিন্তু ভগবান করুন কাজটা সত্যিই যেন বেফয়দা হয়!

রহিমভের সঙ্গে কম্পানিগুলো ঘুরে দেখলাম। কিছুটা বিশ্রাম, পাঁউরুটি আর মাংসের সুপের ফলে সৈন্যেরা বেশ খুশ মেজাজে আছে। আমি আসতে তারা হাসি ঠাট্টা রসিকতাও করল। কাছেই কামানের গর্জন, নানা দিকে বন্দুকের আওয়াজ সৈন্যদের মনে কিন্তু তা কোন রেখাপাত করতে পারেনি। কামান বন্দুকের গর্জন এই তো প্রথম নয়। ভয় জিনিসটা এখন অতীতের ব্যাপার। ব্যাটেলিয়নের ইতিহাসের পাতায় তার স্থান। আমিও আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে উঠেছি।

আমার তখন স্থির বিশ্বাস, আমরা নিরাপদেই ভলকলামস্কে পেঁছব।

২

কম্পানি কম্যাণ্ডারদের ডেকে পাঠালাম। বললাম বজানভের ইউনিট গেছে কামানগুলো আনার জন্য, তাদের ফিরে আসার সময় অনেকক্ষণ হল পার হয়ে গেছে। কিন্তু বজানভরা না ফিরতে ব্যাটেলিয়ন এখান থেকে নড়বে না, দরকার হলে আমরা তাদের সাহায্যে বেরব।

কম্পানি কম্যাণ্ডারদের মুখ দেখে বুঝলাম তারা আমার অর্ডার শুনে খুসিই হয়েছে। জিনিসটা ঠিক বুঝতে পেরেছে।

আরো কিছুক্ষণ কথার পর ওদের যেতে বললাম। একসঙ্গেই আমরা তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

গাছের ফাঁক দিয়ে একজন ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল। দূর থেকেই সে সোল্লাসে বলে উঠল:

'ওরা আসছে!'

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকটি নিয়ে এসেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খবর: বজানভরা প্রায় বনের ধার পর্যন্ত এসে গেছে, কামানগুলোও এনেছে।

ভলকলাম্‌স্কের উদ্দেশে মার্চ করার আদেশ এতক্ষণে তবে দেওয়া যেতে পারে।

বললাম, 'যে যার জায়গায় ফিরে যাও! যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হও! ফিলিমনভ, এখানে এস।'

লেফ্‌টেনান্ট ফিলিমনভের বয়স পঁয়ত্রিশ। লম্বা রোগা প্রাণশক্তিতে ভরা লোকটি, ৩নং কম্পানি কম্যাণ্ডার।

ফিলিমনভকে বললাম, তার কম্পানি সবার সামনে থাকবে এড্‌ভান্স গার্ড হিসেবে। ব্যাটেলিয়ন যখন মার্চের জন্য লাইন করে এগোয় এড্‌ভান্স গার্ড তখন তার দু মাইল কি আড়াই মাইল আগে আগে যায়।

ফিলিমনভ আর আমি ম্যাপটা একবার দেখে নিলাম। রাজপথ ধরে যাওয়াটাই দেখলাম সবচেয়ে সোজা আর সুবিধাজনক। বরফ গলা সুরু হওয়ায় অন্য সব পথ নিশ্চয় জলকাদায় ভরে গেছে। কিন্তু জার্মানদেরও দুটো তিনটে দল নানা দিক থেকে এই বাঁধান রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। যে পথটা নির্দেশ করলাম, সেটা কঠিন হলেও অনেক নিরাপদ। সড়কটা পার হয়ে আমাদের উত্তরে মোড় নিতে হবে, তারপর গ্রামের পথে ভলকলাম্‌স্কের দিকে এগতে হবে।

এই পথে ফিলিমনভের এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া দরকার।

সে ডাব্‌ল্‌ মার্চ করে তার কম্পানির কাছে চলে গেল।

সিন্‌চেংকো লিসাংকাকে নিয়ে এল। ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে বজানভের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

তাগড়াই আর্টিলারি ঘোড়াগুলো একটা সরু খাদের ভিতর দিয়ে কামানগুলোকে টেনে আনছিল। কুয়াশা এসে বরফের পাৎলা চাদরটাকে জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে গেছে। চাকাগুলো মাটি কেটে বসে যাচ্ছে। পাগুলো মুড়ে ভেজা পিছল ঘাসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সৈন্যরা ঘোড়াগুলোকে সাহায্য করছে।

আমি যেতে ওরা গোমড়া মুখে আমার দিকে তাকাল। একজন নিজের মনে মুখ খিস্তি করেও উঠল। আরেকজন বলল:

'উফ্‌, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার... সব পথ দিয়ে ওরা নির্বিবাদে চলে আসছে ...'

আরেকজন গজগজ করে বলল:

'ওঁর আর তাতে কী? উনি ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যাবেন, তোমরা এখন পড়ে থাক ...'

পাশ্‌কোর গলাটা চিনতে পারলাম।

'পাশ্‌কো! কী বললে, শুনি?'

'কিছু না ...'

ওকে ধমকে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কিছু বললাম না। এদের হঠাৎ কী হল, বুঝতে পারলাম না। এমন একটা গুরুতর বিপজ্জনক কাজ সেরে ফিরে এল নিরাপদে সসম্মানে, সাফল্যের সঙ্গে। কোথায় গর্ব করবে, খুসি হবে, তা না, সবাই একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

বজানভ এগিয়ে এল। তার মত সদা প্রফুল্ল সজীব সতেজ লোকটিরও দেখলাম মুখ গোমড়া।

নিয়ম মাফিক রিপোর্ট সুরু করতেই তাকে থামিয়ে দিলাম।

'কী হয়েছে তোমাদের? এমন বদ মেজাজ কেন?'

গলা নামিয়ে বজানভ অনিচ্ছার সঙ্গে বলল:

'ওরা টের পেয়ে গেছে ...'

'কী টের পেয়েছে?'

'সারা অঞ্চলে আমাদের সৈন্যরা পিছু হটে গেছে আর আমরা আবার ...'

'আবার কী? এসব কী বাজে বকছ?'

সোজা আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বজানভ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই বলল:

'আক্‌সাকাল, আমার সঙ্গে আপনি ওরকমভাবে কথা বলছেন কেন? আপনি তো জানেনই, আমি ...'

আবার তাকে থামিয়ে দিলাম।

'তোমার "আমি" রয়েছে ঐখানে!' কামান ঠেলা বিরক্ত মানুষগুলোকে দেখিয়ে বললাম, 'ওদের কথা ভাব। ওদের হয়ে জবাবদিহির দায় তোমার। কী বলছিলে বল, "আমরা আবার" কী?'

'আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি...'

'কী করে তা বুঝলে?'

'আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সবকটা বহির্ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়া হল . প্রত্যেকে চলে গেছে। অনেক আগেই, আক্সাকাল।'

এই ব্যাপার! সেভ্রিউকভের সেই 'সৈন্যদের বেতার টেলিফোনের' কথাটা মনে পড়ল। তখন, সেই জয়ের মুহূর্তে, এই টেলিফোন কী আনন্দই না বহন করে এনেছিল। আর এখন এই পিছু হটার সময় তার সংবাদের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ অন্য রকম

কামান আর গোলাবাহী গাড়িগুলো ধীরে ধীরে চলেছে। চিন্তান্বিতভাবে সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবার পাশ্কোর দিকে চোখ পড়ল। মাটির উপর চোখ রেখে সেও অন্যদের মত কামান ঠেলছিল, পেশীবহুল শরীরটা শক্ত হয়ে আছে, গোড়ালি দুটো বরফ গলা মাটির কাদায় ঢুকে যাচ্ছে। হাই বুট জোড়ায় কাদা মাখা, কিন্তু তার শৌখিন খয়েরী চামড়াটা তখনো চোখে পড়ছে। বজানভকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না:

'বুট জোড়া ও কোথায় পেল?'

বজানভ বলল, 'নভলিয়ান্স্কয়েতে জার্মান অফিসারকে মেরে তারটা নিয়েছে . '

সত্যিই পাশ্কো অসাধারণ ছেলে। সাহসী বেপরোয়া, কিন্তু .. একটা জিনিসের ওর অভাব। সেদিন রাত্রেই দেখেছি সৈন্যদের সবচেয়ে বড় যে গুণ ওর মধ্যে সেটারই অভাব বাধ্যতা আর নিয়মানুবর্তিতা, কড়া মিলিটারী ট্রেনিংএ যা সৈন্যদের প্রকৃতিগত হয়ে ওঠে।

পাশ্কোকে কয়েক মিনিট আগেই সমঝে না দেওয়াটা আমার ভুল হয়েছে। তাতে অন্য সবাইকেও সমঝে দেওয়া হত ... তাই করার দরকার ছিল। সবাই তাহলে কম্যান্ডারের উপস্থিতিটা অনুভব করতে পারত।

কিন্তু তখন আর ওসবের সময় ছিল না। বজানভের খবরটা সত্যি কিনা জানতে হবে। অবস্থাটা যাচিয়ে দেখতে হবে। তারপর সেই বুঝে সব স্থির করতে হবে।

কোন অবস্থাতেই যে ভুল কোন কম্যান্ডারেরই করা উচিত নয়, সেই ভুলই আমি করে বসলাম: একজন সৈনিকের অবাধ্যতা অবজ্ঞা করে গেলাম।

তার ফলে — অবাধ্যতা করলে কখনো ছেড়ে দেবে না, এই নিয়মের অন্যথা হল। কর্তৃত্বের হুকুম শুনিয়ে সবাইকে যে চাঙা করে তুলব তা আর করলাম না।

এর যে বীভৎস পরিণাম কয়েক মিনিট পরেই রক্তপাতের মধ্যে ফুটে উঠল তার আর তাহলে কোন প্রয়োজন হত না।

৩

একটু আগেই যে একটানা কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, তাতে এখন মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও আওয়াজ অনেক বেশি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। হয় কামানগুলো এগিয়ে এসেছে নয়ত আমরা বনের বাইরে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছি বলেই গাছের বাধা না থাকায় শব্দটা জোর হয়ে উঠেছে। অন্য দিকের মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দ তখন দূরে সরে গিয়ে কমে এসেছে।

আমাদের সামনে চারিদিক আগের মতই নিস্তব্ধ, জনহীন। ধূসর আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে খোয়াইয়ের বন্ধুর পাড়। তার ওপারে আর নজর চলে না। পিছনে বন।

চারদিকে কী ঘটছে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিছু করবার নেই — যুদ্ধের মাঝখানে এ অবস্থাতে পড়া বড়ই কষ্টকর। ঘোড়সওয়ার পেট্রল ব্যাটেলিয়নের নিরাপত্তার কাজ করে চলেছে। কিন্তু বজানভের কথা শুনে ঠিক করলাম, কাছের পাহাড়টায় গিয়ে একবার দেখে আসব চারদিকে কী ঘটছে।

বজানভকে বললাম, 'কামানগুলোকে বনের ভিতর নিয়ে যাও। আমি ঐ পাহাড়টায় গিয়ে চারদিকটা একেবারে দেখে আসি ...'

সিন্‌চেংকোও আমার সঙ্গে আসতে চাইল, তাকে আমি বনের ধারেই রেখে এলাম।

. এক মিনিট পরেই লিসাংকা আমাকে নিয়ে একটা ছোট্ট টিলার মাথায় গিয়ে উঠল। দেখতে পেলাম রাজপথের পাশে একটা গ্রাম। থেকে থেকে কামান দাগার সাদা ঝলক চোখে পড়তে লাগল। দূরবীণটা চোখে লাগালাম।

আমাদের আর্টিলারি পিছু হটছে। ট্র্যাক্টর টানা কামানগুলো গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। গানাররা অস্থিরভাবে ডাইনে বাঁয়ে তাকাচ্ছে আর তাদের কামানের পাশে পাশে মার্চ করে চলেছে। আর্টিলারি রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কর্ণেল মালিনিনের লম্বা রোগা চেহারাটা চিনতে পারলাম। দূরবীণের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম মালিনিন একবার দাঁড়ালেন। সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেট নিলেন। দেশলাই জেবলে সিগারেটটা ধরালেন। সবই অত্যন্ত ধীরেসুস্থে, একটা চেষ্টাকৃত শান্ত ভাব। তারপর একটা ট্র্যাক্টর টানা কামানকে থামিয়ে একটা দিক দেখিয়ে দিলেন। ট্র্যাক্টরটা সরে গেল, কিন্তু গানাররা ওইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। মালিনিনের নির্দিষ্ট দিকে দূরবীণটা ঘোরাতে দেখতে পেলাম জার্মান ট্যাংক, এর আগে কখনো দেখিনি — নীল কালো আর্মারের ওপর সাদা ক্রস্, কামানের সরু সরু নল দিয়ে আগুন বেরচ্ছে ... কামান দাগতে দাগতে ট্যাংকগুলো গ্রামে ঢুকছে।

ইচ্ছে ছিল, চোখের সামনে আধুনিক যুদ্ধের যে চলচ্চিত্র ঘটে যাচ্ছে সেটা দেখি, কিন্তু দূরবীণটা নামিয়ে চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। আমার ঘোড়সওয়াররা রাজপথে পড়বার রাস্তাটা ধরে ছুটে চলেছে। জার্মানদের এদিকে হয়ত আসতে দেখেছে। আমাদের যে ইউনিটগুলো উত্তরের দিকে পিছু হটছিল তারা বোধ হয় এতক্ষণে রাস্তা ছেড়ে চলে গেছে।

ওদিকে কোন পথ, কোন রাস্তা ধরে আমরা এখন বেরব? চৌমাথাটা খোলা থাকতে থাকতেই কাঁচা পথটার অন্য দিকে অবিলম্বে আমাদের ব্যাটেলিয়নকে সরান দরকার, যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ি, আটকা না পড়ি রাস্তাগুলোর মোড়ে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে চারদিকটা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল ফিলিমনভের কম্পানি, এর মধ্যেই ওরা আমার আদেশ অনুসারে বেরিয়ে পড়েছে।

খোয়াইয়ের নিচু দিয়ে ওরা চলেছে, গ্রামের ভিতরে কী ঘটছে তা ওরা দেখতে পাচ্ছে না। ট্যাংকের কথাও ওরা জানে না। সোজা এগিয়ে চলেছে একেবারে জার্মানদের খপ্পরেই। ফিলিমনভের হল কি? পাগল হয়ে গেল নাকি? ও যে একেবারে অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে! ভীষণ

জোর জুতোর কাঁটা দিয়ে লিসাংকার পেটে গুঁতো মারলাম, লিসাংকা যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল।

বনের ধারটা পার হয়ে, ব্যাটেলিয়ন পার হয়ে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম ফিলিমনভের কম্পানির উদ্দেশে।

৪

ওদের ধরে ফেলা গেল।

'কম্পানি, থাম! ফিলিমনভ, কোথায় চলেছ শুনি?'

অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল·

'কী বলছেন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার?'

'কোথায় চলেছ?'

'ভাবছি এই খাদটার ভিতর দিয়ে গ্রামে যাব তারপর মার্চের পথ ধরে চলব।'

'আগে পাহারাদার দল পাঠাওনি কেন? জার্মানরা গ্রামে রয়েছে!'

ফিলিমনভের লালচে মুখে একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠল। ইয়েফিম ইয়েফিমভিচ ফিলিমনভ পরে আমাদের ব্যাটেলিয়নের শ্রেষ্ঠ বীরদের একজন হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই বার তার কম্পানি প্রায় জার্মানদের ট্যাংকের মুখেই গিয়ে পড়েছিল অথচ তাদের কাছে ট্যাংকবিধ্বংসী কোন হাতিয়ারই ছিল না। ফিলিমনভ তার সৈন্যদের নিয়ে ঢুকে পড়েছিল গভীর খাদে যেখান থেকে কোন দিকে কিছুই দেখা যায় না।

আমি ঠিক সময় মত ওদের থামানয় ওরা সবাই রক্ষা পেল, কিন্তু সময় নষ্ট হল অনেকটা।

দেখলাম খাদ দিয়ে কে যেন জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। সিন্‌চেংকোর ছাই রঙা ঘোড়াটা চিনতে পারলাম।

সিন্‌চেংকো বলল, 'কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার! ওরা পালাচ্ছে...'

'কারা?'

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিতভাবে সে বলে চলল:

'ওরা আপনাকে দেখতে পায় ... তারপর চেঁচিয়ে ওঠে: "ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার পালাচ্ছে!" ব্যস, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে সুরু করে ..'

'কারা?'

'ঐ যে সেই দলটা .. গতকাল .. আপনি যাদের দলে নিয়েছিলেন..'

'আর ব্যাটেলিয়ন?'

'তা জানি না .. জার্মানরা ইতিমধ্যেই রাস্তায় এসে পড়েছে। ঐ দলটা "ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার পালাচ্ছে!" বলে চেঁচিয়ে উঠে সব এদিক সেদিক ছিটকে পড়ল .. আমিও আপনার খোঁজে চলে এলাম ..'

বললাম, 'ফিলিমনভ! তোমার কম্পানিকে ডাব্‌ল্‌ মার্চে ফিরিয়ে আন! সিন্‌চেংকো, আমার সঙ্গে এস!'

সেই দিনে দ্বিতীয় বার লিসাংকার পেটে জুতোর কাঁটা কষিয়ে দিলাম।

৫

বনের দিকে ছুটে চললাম। দূর থেকে জায়গাটা মনে হল জনশূন্য। সত্যিই কি সবাই পালিয়েছে? সত্যিই কি সবাই ভয় পেয়েছে? আমার দামাস্কাস ছুরি, আমার ব্যাটেলিয়ন কি মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল? তবে আর কী নিয়ে বেঁচে থাকব! কিন্তু তা বিশ্বাস

এগিয়ে যেতেই দেখলাম, বনের ধারে সৈন্যরা অনেকে দাঁড়িয়ে। মনে হল আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি তাদের কাছে গেলাম। বিষণ্ণ মূর্তি ক্রায়েভের সঙ্গে দেখা হল। চোখে পড়ল অসমাপ্ত ট্রেঞ্চগুলো, সদ্য কাটা মাটির ছোট ছোট স্তূপ। কিন্তু সৈন্যরা কেউ নেই।

'ক্রায়েভ! ব্যাটেলিয়নের কী হল? সৈন্যরা কোথায়?'

স্যালুট করে সে বলল:

'যাবার জন্যে প্রস্তুত হবারই তো অর্ডার ছিল, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'বেশ ... কিন্তু কম্পানি কোথায়?'

'ওরা বনে দাঁড়িয়ে আছে ... কম্পানি ঠিক আছে, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

'কিন্তু এখানে কী হয়েছে? কোথায়...'

কয়েক মিনিট আগেই যেখানে বজানভের দলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ক্রায়েভ সেদিকটা দেখিয়ে দিল। গম্ভীর মুখ করে বলল, 'ঐ যে!'

না, এ লোকটার কাছ থেকে চটপট কথা বের করা অসম্ভব! আবার লিসাংকাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

চলতে চলতে গাঁয়ের রাস্তাটা এক এক ঝলক চোখে পড়ছিল। লরীর পর লরী চলেছে, তার পিছনে ক্যাটারপিলার টানা কামান। জার্মানরা!

উৎরাই বেয়ে খাদের মধ্যে নেমে পড়লাম। আরো দুটো কামান এখনো বনের ভিতরে টেনে নিয়ে যাওয়া বাকি আছে। কাদায় ঢুকে যাওয়া চাকা আর ঘোড়াগুলোর কাছে জটলা করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, গতকাল নভলিয়ান্‌স্কয়ের নিশীথ হত্যার পর যাদের ব্যাটেলিয়নে নিয়েছি। সবাই হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে। বজানভকে দেখতে পেলাম। মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁটদুটো জোরে চাপা, হাতে একটা রিভল্‌ভার।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বজানভ! এরাই কি পালিয়েছিল? এরাই কি ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার পালাচ্ছে বলে চেঁচিয়েছিল?'

বজানভ নীরবে মাথা নেড়ে জানাল এরাই। ঠোঁটদুটো তখনো তার জোরে চাপা। পরিচিত গোল মুখটা অসম্ভব কঠোর, চেনাই যায় না। গালদুটো বসে গেছে। রুক্ষ চেহারা।

চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এই তো তোমাদের ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডার! দেখতে পাচ্ছ সবাই? বজানভ, কে চেঁচিয়েছিল? সবাই?'

'ঐ, ওরা . '

মাথা নেড়ে বজানভ একটু দূরে একটা ঢালুর গায়ে উপুড় হয়ে থাকা দুটো লাশ দেখিয়ে দিল। ঘোড়ার নালের একটা গভীর দাগের ভিতর রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। ভাল করে দেখার আগে আন্দাজেই ওদের একজনকে চিনে ফেললাম। একদিন সে বিখ্যাত বীর হয়ে উঠতে পারত... কিন্তু মরল সে বেইমান কাপুরুষের মত। হ্যাঁ, পাশ্‌কোই। অস্বাভাবিকভাবে গুটন পাদুটো যেন শূন্যেই থেমে গেছে। তাতে কাদা মাখা, খয়েরী রঙের বাছুরের চামড়ার হাই বুট।

বজানভ ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে যথাযোগ্য রিপোর্ট করার মত অবস্থায় এসেছে।

'রিপোর্ট করতে আজ্ঞা দিন, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার ... আতঙ্ক শুরু হতে আমায় বাধ্য হয়ে অস্ত্র গ্রহণ করতে হয়েছে ...'

'আর এই দঙ্গলটা এরাও পালিয়েছিল নাকি? যারা যারা পালিয়েছিল তাদের প্রত্যেককে কেন গুলি করে মারলে না?'

বজানভ চুপ।

'আমার হুকুম -- ভীতুরা যদি ফের পালাতে সুরু করে তবে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। সাবধান করার দরকার নেই। এই আমার আদেশ।'

'বহুৎ আচ্ছা, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।'

না, আমি রক্ত পিপাসু নই। অর্থহীন নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি না। কিন্তু পরিস্থিতি এত সংকটজনক যে এদের শিক্ষা দিতেই হবে। যুদ্ধের নিয়ম, আর্মির নিয়ম যাতে তারা চিরদিনের মত শিখে নেয়। ভীড়ের দিকে চোখ ফেরালাম।

'কী, ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডারকে দেখতে পেয়েছ? তার কথা শুনতে পাচ্ছ? বজানভ, তোমার সৈন্যদের চাঙা করে তোল! কামানগুলো টেনে তোল! তারপর হেডকোয়ার্টারে যাও, নিজের প্রতিরক্ষা সেক্টরের জন্যে।'

লাগামে টান দিলাম। আমার প্রভুভক্ত ঘোড়া ততক্ষণে একটু জিরিয়ে নিয়েছে। বনের ভিতর হেডকোয়ার্টারের তাঁবুর দিকে সে ছুটে চলল।

৬

কোনাকুনি দুটো জার্মান বাহিনীর মাঝখানে আমরা রয়েছি। ব্যাটেলিয়ন আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এই গল্পের ভাবী সমালোচকরা যদি এর জন্য কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমি তাঁদের পরিশ্রম লাঘব করে দেব। দোষী আমিই! বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে কোন লড়াই হতে পারে না। আমি ঝুঁকি নিয়ে, শত্রু ব্যূহের পিছনে একদলকে ফেলে আসা

কামান আর গোলা আনতে পাঠিয়েছিলাম। কামানগুলো উদ্ধার হল কিন্তু ব্যাটেলিয়ন আটকা পড়ল, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। অন্ধকার হওয়ার আগে এখন আর বেরনর উপায় নেই।

ঐ কাণ্ডটা করতে গিয়ে কি ভুল করলাম? সম্ভবত তাই। আরো ভেবেচিন্তে, সতর্ক হয়ে কাজ করাই কি উচিত ছিল না? হয়ত তাই ছিল।

শাস্তি যদি সত্যিই আমার প্রাপ্য হয়, তবে এ ভুলের জন্য এতটুকু দয়া মায়া ক্ষমা আমি চাইব না। সম্পূর্ণ ভুল ত্রুটি মুক্ত কম্যাণ্ডার হবার ভাণ আমার নেই।

দুটো জার্মান বাহিনীর মাঝখানে আমরা আটকা পড়েছি। রাজপথ দিয়ে ট্যাংক এগিয়ে চলেছে, তার পিছন পিছন দুই সারে লরী, মোটর সাইকেল, ট্র্যাক্টর, ইনফ্যাণ্ট্রি, আর্টিলারি আর গোলা বারুদের গাড়ি — জার্মান আর্মির প্রধান হানাদার বাহিনী ভলকলাম্‌স্কের পথে মস্কোর দিকে এগোচ্ছে। আর অন্য দিকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে রাজপথের দিকে এগিয়ে চলেছে অক্সিলিয়ারি দলের যানবাহন। আগের দিন এরাই আমাদের কাছাকাছি ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে আসে।

রাস্তার মোড়ে ট্র্যাফিকের ভীড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। জার্মান মিলিটারী পুলিশ একবার এ সারিকে আর একবার ও সারিকে দাঁড় করিয়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিল।

দূরবীণ তুলে নিলাম। লরীর জার্মান সৈন্যদের প্রায় প্রত্যেকেরই অত্যন্ত অল্প বয়সী চেহারা, নভোলিয়ান্‌স্কয়েতে আগের দিন যেমন দেখেছিলাম সে রকমই। তেমন হাসি ঠাট্টা, ফুর্তি বা উত্তেজনা চোখে পড়ল না; মাথায় সবার ফোরিজ টুপি। গায়ে পাৎলা আর্মিকোট। অনেকে শীতে কাঁপছে। কোটের হাতার মধ্যে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। অক্টোবরের স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায় ওদের অবস্থা কাহিল। তবে ওরা বিজয়ী, এ তো ওদের সাধারণ কাজের দিন: এতে ওরা অভ্যস্ত — আগে চল ... আগে চল!

আর্টিলারি অফিসার আমার কাছে এগিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম:

'কামান বসান হয়েছে?'

'হ্যাঁ, কমরেড ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার!'

'গোলা ভরে রিপোর্ট দাও!'

মোড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া একটা ফালির মত বনের জায়গায় আটটা কামান রাখা হয়েছে। আরেক জায়গায় শিলভের ব্যাটেলিয়নের ছটা কামান। কয়েকজন আর্টিলারি সৈনিককেও সেখানে পাঠালাম। বন থেকে মোড়টার দূরত্ব প্রায় হাজার গজ। টার্গেট বেশ ভাল করেই দেখা যাচ্ছে। গান্‌-সাইট্‌ দিয়ে জার্মান লরীগুলো দেখতে এতটুকুও অসুবিধা হচ্ছে না। একেই বলে পয়েণ্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ।

কামানের ওখান থেকে রিপোর্ট এল, 'তৈরী!'

'ব্যাটারি ফায়ার! ভলি'তে গোলাবর্ষণ, ভলি'তে!'

কম্যাণ্ড দেওয়া হল:

'ব্যাটারি ...'

একটু বিরতি।

'ফায়ার!'

কামানগুলো ঝলক দিয়ে গর্জন করে উঠল। মাটি কেঁপে উঠল। দূরবীণ দিয়ে দেখলাম টুকরো টুকরো ধাতুর পাত আর কাঠের কুচো ছিটকে উঠছে।

'ফায়ার!'

ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ে জার্মানরা পথের ধারের নালাগুলোর দিকে ছুটল। মিলিটারী পুলিশরা ততক্ষণে স্রেফ অদৃশ্য।

'ফায়ার!'

না, হের্‌ বিজয়ী, এখান দিয়ে আপনাদের যেতে দেব না। ভাবছেন, আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন? মোটেই না। কামান দেগে আপনার পথই আমরা বন্ধ করে দিলাম, বিচ্ছিন্ন করে দিলাম আপনাদেরই বাহিনী দুটোকে। দাঁড়ান, দাঁড়ান, অতো হন্তদন্ত হয়ে মস্কো নাই বা গেলেন। আগে কষ্ট করে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা করে নিন। আগে লাল ফৌজের একটা ব্যাটেলিয়নকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে দেখুন। তবে তো!

রাইফেলে কি রক্ষা পাব?

১

রাস্তার সব ট্র্যাফিক বন্ধ হয়ে গেল। পিছনের গাড়িগুলো গাড়ির ভীড়ের বাইরে এসে, বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকগুলোকে পাক খেয়ে গ্রামের দিকে ফিরে গেল।

দুটো কামান বনের ফাঁড়িটাতেই রেখে দিলাম। জার্মান ট্র্যাকগুলোকে ধ্বংস করার অর্ডার রইল। শত্রু গোলাবর্ষণ সুরু করলে জায়গা বদলাতে বললাম।

কুড়ুল করাত নিয়ে তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে পথ কেটে গ্রামের সবচেয়ে কাছের বনটার প্রান্তে অন্য কামানগুলো নিয়ে এলাম।

আর্টিলারি পর্যবেক্ষকরা সঙ্গে দূরবীণ আর টেলিফোন নিয়ে পাইন গাছের মাথায় উঠল। সেখান থেকেই তারা জানাল, গ্রামটা নানা জাতের লরীতে ভরে গেছে। গাড়িগুলো এখন কাঁচা রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। কিন্তু লরীগুলো কাঁচা রাস্তার কাদায় গেছে আটকে।

ব্যাটারি কম্যাণ্ডারকে বললাম, 'ব্যাটাদের আচ্ছা করে ধোলাই দেওয়া চাই! ঐ ভীড়ের মধ্যে ষাট রাউণ্ড চালিয়ে অর্ডারের অপেক্ষায় থাকতে হবে। আবার নড়লেই আবার আরেক দফা।'

তারপর হেডকোয়ার্টারের দিকে চললাম। কম্পানিগুলো বনের মধ্যে গোল প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলেছে। সৈন্যরা সবাই ট্রেঞ্চ খুঁড়ে ভিতরে ঢুকেছে। আগের দিনের বনটুকুর চেয়ে এবারকার বনটা বড়। কিন্তু তবু সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। প্রত্যেক সৈন্যের মাঝখানের ফাঁক বাড়ানর দিকে বিশেষ নজর দিলাম, জার্মানরা গোলাগুলি চালাতে সুরু করলে যাতে বেশি লোক মারা না পড়ে। জার্মানরা যে শীগগিরই গোলাবর্ষণ সুরু করবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একটা মেশিনগান আর তিনটে রাইফেল প্লেটুনকে বনের অনেক ভিতরে নানা জায়গায় বসিয়ে রাখলাম, রিজার্ভ হিসেবে। আর সৈন্যদের নিজেদের জন্য গর্ত খোঁড়ার হুকুম দিলাম। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র আর আহত সৈন্যদের সরু আঁকাবাঁকা

ট্রেঞ্চের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হল। হেডকোয়ার্টার প্লেটুন তখন ঘোড়াগুলোর জন্য ট্রেঞ্চ খুঁড়ছিল।

ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ড পোস্ট ততক্ষণে তাঁবু ছেড়ে একটা ডাগ-আউটের ভিতরে ঢুকেছে। তার চালের উপর থরে থরে কাঠের গুঁড়ি চাপান। আবার সেখানে আলো জ্বলেছে, সেই পরিচিত টেবিলটাও রয়েছে; সিগন্যালাররা এক কোণে জায়গা নিয়েছে। আমি ভিতরে ঢোকা মাত্র বরাবরকার মত এগিয়ে এল রহিমভ।

শিলভের কামানগুলো যে সব জায়গায় বসান হয়েছে সেখানে টেলিফোন করলাম। এ কামানগুলো গ্রামের রাস্তাটাকে নিশানা করেছে। ও চৌমাথাটাও তখন বিধ্বস্ত গাড়িতে ভরে উঠেছে।

রাস্তার ওপর সবচেয়ে কাছের গ্রামটায় পঞ্চাশ রাউণ্ড গোলাবর্ষণের আদেশ দিলাম। ঐ গ্রামেও ট্র্যাফিক জ্যাম হয়েছে। বুঝতে পারছিলাম, শত্রুকে বেশ জবর খোঁচা দিয়েছি। শীগগিরই তার নখদন্ত বেরবে। তাতে কিছু এসে যায় না, দেখব কেমন করে সে আমাদের গিলে খায়, গলার মধ্যে কাঁটার মতই বোধ হয় আমরা বিঁধে থাকব।

এমন কখনো আপনার হয়েছে কিনা জানি না — মনে হয় যেন সবকিছু একেবারে পুরোপুরি তৈরী, মাথাটা চমৎকার পরিষ্কার, সারা শরীরে আশ্চর্য হালকা ভাব। আমার কামানগুলো নানা দিক থেকে গর্জন করে চলেছে। আমরা আক্রমণ করে চলেছি। আমরাই খেল দেখাচ্ছি। গতকালের বিষণ্ণতা, গতকালের দুশ্চিন্তার কথা নিঃশেষে ভুলে গেছি।

২

জানেন বোধ হয়, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আর ফ্রান্সে জার্মান ব্লীৎস ক্রীগের অন্যতম রণকৌশল ছিল বহু জায়গায় ফ্রণ্ট ভেদ করে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। পিছনে পড়ে থাকত শুধু বিতাড়িত বিচ্ছিন্ন হতাশ্বাস শত্রুসৈন্য, মস্কোর কাছে কিন্তু নাৎসীদের এই চেষ্টা সফল হয়নি।

আমার ব্যাটেলিয়নের কথাই নিন না।

যখন দেখলাম মার্চের মাঝখানেই রাজপথের কাছে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি (আবার বলছি, আমার নিজের দোষে) তখন আমরাই উল্টে

কামান দেগে রাস্তাটাকে আটকে দিলাম কারণ এ অঞ্চলে ঐটাই একমাত্র বাঁধান রাস্তা। একমাত্র ঐ রাস্তা ধরেই জার্মানরা সবেগে এগোতে পারে। মিলিটারী ভাষায় একে বলে গুলি করে রাস্তা নিয়ন্ত্রণ।

জার্মানদের দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার বদলে এখন সময় নষ্ট করে আমাদের এই প্রতিরোধ দলটিকে নিশ্চিহ্ন করতে বাধ্য করলাম। বাধ্যই করলাম ... মিলিটারী ভাষায় একে বলে শত্রুর উপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া।

জার্মানরা কামান আর মর্টার দিয়ে বনগুলোকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে লাগল। আমরাও আমাদের আর্টিলারি নিয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলাম। চৌদ্দটা কামান একত্র করে আমরা একবার শত্রুর পশ্চাৎ ব্যূহের উপর কয়েক ভলিতে গোলাবর্ষণ করি, আবার তাড়াতাড়ি কামানগুলোকে দুই দুই বা চার চার ভাগ করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য লক্ষ্যে দ্রুত কামান দাগি। পাইন গাছের মাথাগুলো থেকে আমরা ছটা গ্রামের উপর নজর রেখেছি। ছটাই জার্মানদের দখলে। আমরা ঘুরে ঘুরে এই প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই কামানের আক্রমণ চালিয়ে চলেছি। ভাগ্য ভাল, গোলা আর কামানের অভাব আমাদের হয়নি।

নটা বোমারু বিমান উড়ে এল। আমাদের ব্যূহের উপরেই ডাইভ দিয়ে নেমে এল। বিস্ফোরণে বন কেঁপে উঠল। কিন্তু ফল হল কী? মা ধরণী আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। ঘোড়াগুলোর ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি হল কেন না ওদের ট্রেঞ্চগুলো ঠিকমত খুঁড়তে পারিনি। চৌদ্দটা ঘোড়া মারা পড়ল, দুটো কামান চূর্ণ হল, সৈন্যদের মধ্যে জখম হল ছজন। এইটুকুই হল বিমান আক্রমণের ফল।

দুপুরের দিকে বহুদূরে প্রায় দশ মাইল উত্তরে, অর্থাৎ ভলকলাম্‌স্কের দিক থেকে আবার সকালের মত একটানা কামান গর্জন সুরু হল। একেক সময় সেই দূরের গোলাবর্ষণ একটি দীর্ঘায়িত গর্জনে একাকার হয়ে যায়। আওয়াজ শুনে মনে হল, অল্প কয়েকটা ব্যাটারি মাত্র নয়, সকালের মত শ খানেক কিম্বা শ দেড়েক কামান একসঙ্গে গোলাবর্ষণ করে চলেছে। পরে শুনেছিলাম ফ্রণ্ট ভেদ করার পর জার্মান ট্যাংকগুলো ঐদিকে একটা আর্টিলারি রেজিমেণ্টের হাতে আক্রান্ত হয়। আমরাও

এদিকে জার্মানদের আর্টিলারি, মোটর-চালিত ইনফ্যাণ্ট্রি আর গোলাবারুদের রসদ আটকে রেখেছি, রাস্তা দিয়ে কোনো রিইন্‌ফোর্সমেণ্ট যেতে দিচ্ছি না।

জার্মান ইনফ্যাণ্ট্রি তিনবার আমাদের উপর আক্রমণ চালাল। প্রতিবারই ওদের কাছে আসতে দিয়ে তারপর রাইফেলের ভলিতে আর এনফিলেডিং মেশিনগানের অবিশ্রাম গুলিবর্ষণে শুইয়ে দিলাম। যারা মারা পড়ল না তারাও মাটি থেকে মাথা তুলতে পারল না, গুড়ি মেরে ফিরে যেতে বাধ্য হল। একবার তো আমাদের কয়েকটা কামান এক জায়গায় সদ্য ঘাঁটি গেড়েছে, জার্মানরা হঠাৎ সেখানেই আক্রমণ করে বসল। তার ফলে শত্রুর ইনফ্যাণ্ট্রির উপর ক্যানিসটার আক্রমণের সুযোগ পাওয়া গেল, সাঁচ্চা গানার মাত্রেরই মনে মনে এই বাসনাটা থাকে। ব্যাপারটা কী তা জানেন? কামানের মুখ থেকে বেরিয়ে গোলাগুলো শূন্যেই ফেটে যায় আর শত শত বুলেট বেরিয়ে আসে। সেই তীক্ষ্ম তপ্ত লাল বুলেটগুলো সাংঘাতিক জিনিস। সোজা গিয়ে লাগে আক্রমণোদ্যত ইনফ্যাণ্ট্রির মুখে।

সেদিন তিন তিনবার শত্রুকে যুদ্ধের একটা অত্যন্ত প্রাথমিক সত্য বুঝিয়ে ছেড়েছিলাম: এনফিলেডিং গুলিবর্ষণের সামনে এগিয়ে যাওয়া বেফয়দা। বেফয়দা ফায়ারিং পয়েণ্টগুলো ধ্বংস না করে, প্রতিরক্ষীদের মনোবল ভেঙে না দিয়ে তাদের ব্যূহ আক্রমণ করা।

আমাদের ধ্বংস করতে জার্মানদের কত সময় আর কত গোলাই না ব্যয় হবে। সময় — শত্রুর কাছ থেকে ঐ জিনিসটাই আমরা ছিনিয়ে নিতে চাই। সেই সঙ্গে ওদের লোকবলও কমিয়ে আনছি।

ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। এবার পিছু হটার কথা ভাবতে হয়। কিন্তু তখন আর পিছু হটার কোন ইচ্ছেই আমার নেই। আমাদের গোলা বারুদের রসদ কমে এল বলে, নইলে এখানে দাঁড়িয়ে সানন্দে আরো একদিন লড়াই করে যেতাম। শত্রুকে তার ল্যাজ ধরে আরো একদিনের জন্য টেনে রাখতাম, তাকে খেলিয়ে ছাড়তাম ...

ভয় জিনিসটা তখন একেবারেই অদৃশ্য। গতকালের সেই চিন্তার উৎপীড়ন আর নেই। বন-দ্বীপের মধ্যেই তাকে রেখে এসেছি।

শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার ভয় থেকে এই ভাবেই মুক্তি পেলাম। উচ্চ মিলিটারী শিক্ষার প্রথম কোর্স আমরা এই ভাবেই শেষ করলাম।

৩

ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। অনুসন্ধানী দল খবর দিল আশেপাশের প্রত্যেকটি গ্রামেই জার্মান সৈন্য। প্রত্যেক গ্রামে শক্তিশালী শত্রু ফাঁড়ি। ব্যাটেলিয়নের জন্য কোন পথই খোলা নেই।

তবু আমরা যতক্ষণ এখানে আছি, সড়কটা কিছুতেই শত্রুর হাতে যাচ্ছে না। বেষ্টনী পার হবার নানা পরিকল্পনাও আমি ভেবে ফেলেছিলাম। বনের ভিতর দিয়েই পথ করে যাব। এই ম্যাপটা দেখুন। দেখতে পাচ্ছেন এই লম্বা সরু বনের ফালিটা উত্তরে চলে গেছে একেবারে প্রায় ভলকলামস্ক পর্যন্তই। বনের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে যাওয়া ইনফ্যাণ্ট্রির পক্ষে সহজ। কিন্তু গাড়িগুলোর কী হবে? কামান আর ঘোড়ার গাড়ি? এখানে ফেলে দিয়ে যাব?

একথা ভাবতে ভাবতেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। অন্ধকারের আড়াল পেয়ে জার্মানিরা আবার সড়ক ধরে ট্র্যাফিক চালাবার চেষ্টা সুরু করেছিল। আমরা কিন্তু তা করতে দিলাম না। জার্মানরা তখন ঘুরপথে গিয়ে ফের রাস্তা ধরার চেষ্টা করল। রাস্তার মোড়গুলোয় কামান দেগে তাদের সে চেষ্টাও ব্যর্থ করে দিলাম। তখনো জানি, শত্রু আটকেছে; ছেড়ে দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা নটা দশটার মধ্যে পানফিলভের দূত লেফ্‌টেনাণ্ট আর্নিসিন এসে পৌঁছল। জেনারেলের একটা চিঠি সে নিয়ে এসেছে। পানফিলভ বলেছেন, অবিলম্বে বেষ্টনী পার হয়ে ব্যাটেলিয়ন নিয়ে ভলকলামস্কে চলে আসতে।

আর্নিসিন বনের ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে এসেছে। আমাদের ব্যাটেলিয়ন মূল বাহিনী থেকে প্রায় সতের মাইল দূরে। এতটা পথ কী করে পার হব?

ঠিক করলাম অন্ধকারে ঘন বনের ভিতর ঢুকে পড়ব। কম্পাস দেখে

সোজা এগোব নাক বরাবর ভলকলাম্স্কের দিকে। আর্টিলারি আর গাড়িগুলোর জন্যও পথ কাটতে হবে। জার্মানদের যে কয়টা পিছুঘাঁটি আমাদের কামানের আওতায় ছিল তার প্রত্যেকটার উপর শেষবারের মত কামান আক্রমণ চালিয়ে একটা বিদায়-জলসার আয়োজন করা গেল। এখনকার মত তবে আসি, মেইন হেরেন! আবার দেখা হবে।

ব্যাটেলিয়ন সুরু করে দিল যাত্রার প্রস্তুতি।

৪

অন্ধকার বনের ভিতর দিয়ে আমরা মার্চ করে চলেছি। বহু শতাব্দীর সংরক্ষিত বনভূমি। আমাদের করাত আর কুড়ুল গাছ কেটে চলল। পথ করবার জন্য কাটা গাছগুলোকে একপাশে সরিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের গৌরব স্তম্ভ বানিয়ে চললাম।

ব্যাটেলিয়নের সত্তরটা করাত আর প্রায় দেড়শটা কুড়ুল সব কটাকেই কাজে লাগাই আমরা। মার্চ করেই চললাম, করেই চললাম। সদ্য কাটা গাছের গোড়াগুলো অন্ধকারে ম্যাট ম্যাট করছিল। আমাদের কাটা পথ দিয়ে দু চাকার গাড়িগুলো, এম্বুলেন্স গাড়ি আর কামানগুলো এগিয়ে চলল। সঙ্গে বারটা কামান। দুটো কামান বিকল হওয়ায় তাদের উড়িয়ে দেওয়া হয়। কুড়িটা ঘোড়াও আমরা খুইয়েছি। অবশ্য বোঝাও কিছু কম: শত্রুর দিকে হাজারখানেকেরও বেশি গোলা বর্ষিত হয়েছে, ন্যূনতম পরিমাণ গোলা বারুদই কেবল সঙ্গে রয়েছে। রাইফেল কার্ট্রিজেরও অল্প কয়েকটা বাক্স বাকি রয়েছে। তিন দফা জার্মান আক্রমণ হটাতে গিয়ে রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি অনেক খরচ হয়ে গেছে। রুটি, টিনের মাংস, তরীতরকারী কিছুই নেই, আহতদের স্বল্প রসদ ছাড়া। সত্যিই পিছু হটার সময়। নইলে পরের দিন মুশকিলে পড়তাম।

গাছ কাটতে কাটতে আমরা মার্চ করে চললাম। চলেছি ধীরে ধীরে: যেসব জায়গায় পড়ে আছে ঝড়ে উপড়ন গাছ বা বনটা যেখানে অত্যন্ত ঘন, সেখানে তো এক হাজার গজ পার হতে একঘণ্টার মত সময় লাগছিল। তবু কম্পাস্ দেখে পথ কেটে এগিয়ে চললাম, পিছনে পড়ে

রইল আমাদের কাটা গাছের স্মৃতিসাক্ষর। বহু বছরেও এ ক্ষতচিহ্ন নষ্ট হবে না।

একবারও না থেমে, একমুহূর্তও না জিরিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম কাজের দল প্রতি ঘণ্টায় বদলে বদলে।

যখন ভোর হল তখনো আমরা বনের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। বড় বড় গাছগুলো শীস্ দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারাগাছ আর মরা ডালগুলোকে থেঁৎলে দিয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। হঠাৎ সবকিছু গেল থেমে। কবাতগুলো দাঁড়িয়ে গেল, কুড়ুলগুলোও নীরব। একটা পড়ন্ত একলা গাছ ধনুকের মত বেঁকে তীক্ষ্ম শব্দ তুলে মাটির উপর সজোরে পড়ল। তারপর আবার সব চুপচাপ।

ভ্যান্‌গার্ড থেকে খবর এল আমরা একটা ফাঁকা মাঠের মুখে এসে পড়েছি। মাঠ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা সড়কের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটা জার্মানদের দখলে।

৫

বনের ধারে দাঁড়িয়ে সামনে তাকালাম।

লরীগুলো রাস্তার কাদায় ডেবে গিয়ে ধীরে ধীরে এগচ্ছে। সিটওয়ালা যে লরীগুলো ইনফ্যাণ্ট্রির জন্য, তাতে কিন্তু কোন সৈন্য নেই। তার বদলে জ্বালানি-কাঠের মত গাদা করা রয়েছে মর্টারের নল। ইনফ্যাণ্ট্রিরা পায়ে হেঁটে লরীগুলোকে ঠেলে বা টেনে নিয়ে চলেছে। কয়েকটা লরীতে গোলাগুলির বিরাট রসদ, অন্যগুলোর পিছনে বাঁধা হালকা কামান। লরীগুলোর ভিতরে মেশিনগান আর গ্রেনেডও নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। ট্রাকগুলো কাদা ছিটিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গের ইনফ্যাণ্ট্রি সৈন্যরা কাঁধ লাগাচ্ছে। বনের ধার বরাবর ঘোড়সওয়ার পাহারাদারদের পাঠিয়েছিলাম। তারা ফিরে এসে জানাল, শত্রু বাহিনীর শেষ দেখা যাচ্ছে না। এই বিপুল ট্র্যাফিককেই আগের দিন অন্য এক জায়গায় আমরা আটকে রেখেছিলাম।

সামনের মাঠটা প্রায় হাজার খানেক গজ চওড়া। এই ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে আমাদের ওদিকের বনের ভিতর ঢুকে পড়তে হবে।

কী করা যায় এখন? কামানগুলো লাগাব? মেশিনগান বের করব? আবার লড়াই? কিন্তু গোলা তো প্রায় নেইই, কার্ট্রিজও অত্যন্ত কম।

রাত্তিরের অপেক্ষায় থাকব?

না, তাও হতে পারে না! গতকালের আশ্রয় ছেড়ে আমরা যে চলে এসেছি শত্রু খুব সম্ভব তা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে, নয়ত শীগগিরি ফেলবে। যে পথ কেটে এসেছি, সে পথ দিয়ে এগিয়ে এসে জার্মানরা যে কোন মুহূর্তে আমাদের ধরে ফেলতে পারে। সত্যি বলতে কি শত্রুর আক্রমণ ঠেকাবার মত প্রায় কোন কিছুই ব্যাটেলিয়নের নেই, নেই বেশিক্ষণ লড়াই করার মত গোলাগুলিও।

বনের গভীরে ঢুকে পড়ে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কবা অবশ্য যেত। বনের ভিতরে লড়াই করাটা জার্মানরা তেমন পছন্দ করে না।

কিন্তু এদিকে অর্ডার এসেছে ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে ভলকলাম্‌স্কে পেঁছিতে হবে। পানফিলভ আমাদের ওখানে যেতে বলেছেন। এই শত্রু বাহিনীর সঙ্গেই লড়াই করার জন্য আমাদের দরকার। শত্রুর চাপে যে প্রতিরোধের ভাঙ ভাঙ অবস্থা তাকে জোরদার করে তোলার জন্যই আমাদের সেখানে জরুরী প্রয়োজন।

ওদের ভেদ করেই এগোতে হবে! জার্মানরা এখনো এদিকে নজর দেয়নি, আমরা কোথায় তা জানে না। এই ফাঁকেই পার হতে হবে।

কিন্তু কেমন করে? আকস্মিক বেয়নেট আক্রমণ চালিয়ে? হঠাৎ আক্রমণে জার্মানরা প্রথমটা তেমন ভাল করে বাধা দিতে পারবে না। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে রুশরা যখন হঠাৎ 'হুরা' বলে সাংঘাতিক রকম চিৎকার দিয়ে ওঠে, জার্মানরা তখন কেমন ঘাবড়ে যায়। একটা চওড়া গেটের মত করে আমরা রাস্তা বরাবর দুপাশে আড়াল নিয়ে শুয়ে পড়ব, যতক্ষণ না গাড়ি, আর্টিলারি আর আহত সৈন্যরা পার হয়ে যায়। জার্মানদের আক্রমণ ততক্ষণ ঠেকাবার মত গুলি আমাদের আছে। তারপর পথরক্ষী কম্পানিগুলোও সরে পড়বে। সে সময়ে ওদেরও আবার রক্ষা করতে হবে। কী দিয়ে রক্ষা করব? একজোড়া মেশিনগান দিয়ে। সবচেয়ে কঠিন আর বিপজ্জনক কাজ হবে মেশিনগানারদের, কারণ তাদের শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আক্রমণকারী শত্রুর মুখোমুখি। ওদের পথ

রক্ষার জন্য কেউ থাকবে না। ওরা আর সরে পড়তে পারবে না। এ কাজের জন্য, এই মহৎ কীর্তির জন্য প্রয়োজন সবচেয়ে খাঁটি সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈন্যের। এমন লোক যারা শেষগুলিটি পর্যন্ত যুঝবে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের কর্তব্য করে চলবে। 'পিছু হট না' এই আদেশ পুরোপুরি পালন করবে। কঠিন কাজ ... 'ব্লখার মেশিনগানের দল শেষ পর্যন্ত থাকবে' নিজের কাছেও একথা বলা আমার পক্ষে কঠিন। বনের এই মাঠে চিরদিনের মত ওদের থেকে যেতে হবে। আর বজানভ... হ্যাঁ, বজানভকেও মেশিনগানারদের সঙ্গে রাখতে হবে। মেশিনগানাররা যে কিছুতেই টলবে না। সে বিষয়ে আমি এখন নিশ্চিত। আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পিছু হটতে পারব। লড়াইয়ে যারা মারা যাবে কিম্বা জখম হবে তাদেরও নিয়ে যেতে পারব। সবাই যাবে, কেবল . . কেবল শেষের ঐ কয়জন বীর সৈনিক বাদে।

৬

ব্যাটেলিয়ন নিঃশব্দে বনেব প্রান্তের দিকে এগোতে লাগল।

'বাহিনী বরাবর চালিয়ে দাও: কম্পানি কম্যাণ্ডারদের আমি ডাকছি, পলিটিকাল অফিসার বজানভকেও।'

কিন্তু বজানভকে কী করে বলব কথাটা? কী করে বলব:

'জালমহম্মদ, তোমায় বিসর্জন দিতে চলেছি?'

কম্যাণ্ডারদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি মন্থর গতিতে চলেছে দলে দলে জার্মান ট্রাক, তার আর শেষ নেই। এখনো পর্যন্ত তাদের মধ্যে সতর্কতার কোনো লক্ষণই নেই। ঘুণাক্ষরে ওরা সন্দেহ করেনি এইখানেই বনের ভিতর দু তিন শ পা দূরে লাল ফৌজের একটা পুরো ব্যাটেলিয়ন ঘাপটি মেরে আছে!

আচ্ছা, একেবারে অন্য রকম ব্যবস্থা করলে কী হয়? যদি... না, ওরকম সাংঘাতিক বিপদের ঝুঁকির কথা কোন মিলিটারী ম্যানুয়েলে বা রেগুলেশন-বইয়ে লেখা নেই।

পিছন ফিরে দেখলাম গাছের ফাঁকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে আমার সৈন্যেরা। সবাই স্থির দৃষ্টে তাকিয়ে জার্মানদের দিকে। প্রত্যেকের সঙ্গে রয়েছে রাইফেল আর বেল্টে পুরো একশ কুড়ি রাউণ্ড গুলি। সত্যিই

যদি এই দুঃসাহসের ঝুঁকি নিই?.. রাইফেলে কি রক্ষা পাব? যে ঝুঁকি নেবার কথাটা মাথায় খেলছে তাতে ব্যর্থ হলে আমরা সবাই মারা পড়ব। বোধ হয় সকলেই। যদি সফল হই, তবে সবাই অক্ষত দেহে বেরিয়ে যাব। কাউকে তবে আর মৃত্যুর কাছে বলি দিতে হবে না। চেষ্টা করে দেখি না কেন? দুঃসাহস বিনা কিছুই মেলে না। না ভেবেচিন্তে দুঃসাহসী কাজ করার কোন মানে হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তো তার যুক্তি রয়েছে।

আবার সৈন্যদের দিকে তাকালাম। মনে হল ওদের কাউকে যদি জিজ্ঞেস করি, 'বল তো কয়েকজন কমরেডকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে অন্য সবাইকে রক্ষা করাই ভাল, নাকি সবাই মিলে হয় মরব নয় তো পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসব এই ঝুঁকিটা নেওয়াই ঠিক?' তাহলে প্রত্যেকেই বলে উঠবে: 'ঐ ঝুঁকিটাই নেওয়া যাক!'

বেশ দোস্তরা, তাই ভালো, কাউকে তবে পিছনে ফেলে রেখে যাব না!

তৎক্ষণাৎ নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। সে অনুভূতি আমার সমগ্র সত্তা, আমার মন, আমার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আবার দেখা দিল বেপরোয়া ভাব।

কম্পানি কম্যাণ্ডাররা একে একে সব এসে জড় হল।

বিশেষ প্রীতির দৃষ্টিতে তাকালাম বজ্রানভের দিকে। সেও আমার দিকে তাকাল, অবাক হল, তারপর প্রতিদানে নিজেও একটু অপ্রস্তুতভাবে হাসল।

৭

জার্মানদের ভেদ করে যাবার পরিকল্পনাটা কম্যাণ্ডারদের বোঝালাম। ব্যাটেলিয়ন র‍্যাংক অনুযায়ী রুইতনের আকারে দাঁড়াবে। তার ভিতরে থাকবে গাড়ি আর কামানগুলো। কম্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাটেলিয়ন মাঝারি গতিতে এগোতে থাকবে, ঐ রুইতনী গঠন বজায় রেখে। যে কোনো মুহূর্তে গুলি করার জন্য সবাই রাইফেল বাগিয়ে থাকবে। কম্যাণ্ড পেলে এগোতে এগোতেই ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ে চলবে। আকাশে বা মাটিতে গুলি চালালে চলবে না, সোজা শত্রুর দিকে চালাতে হবে।

বনের ভিতরে রুইতনী আকারে দাঁড়ান বড় সহজ কাজ নয়। সামনের চোখা মাথাটায় দাঁড় করালাম রহিমভকে। দু পাশের দু মাথায় ক্রায়েভ আর তলস্তুনভ, পিছনের চোখা মাথাটায় বজানভ।

বজানভের ইউনিট, সেই পড়ে পাওয়া রিজার্ভ ইউনিটের উপর ভার রইল পিছন দিকটা রক্ষার। পড়ে পাওয়া যাদের আমরা ব্যাটেলিয়নে নিয়েছি তাদের বললাম

'কমরেডরা, তোমাদের দাঁড় করিয়েছি সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ জায়গায়। তোমাদের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে! যদি বেরিয়ে আসতে পারি, তবে সব ত্রুটি ভুলে যাব।'

ওদের আরো বাড়তি গ্রেনেড দেওয়া হল। সেই সঙ্গে ট্যাংকবিধ্বংসী গ্রেনেড। ব্যাটেলিযন ভেদ করে বেরিয়ে গেলে পর সেগুলো ওরা জার্মানদের ট্রাক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে।

গাড়ি আর কামান পেরিয়ে পিছন থেকে একেবারে সামনে চলে এলাম। রহিমভেব পাশে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখে নিলাম। তারপর গলা নামিয়ে কম্যাণ্ড দিলাম·

'ব্যাটেলিয়ন . . কুইক্ মার্চ !'

ব্যাটেলিয়ন এগিয়ে এল। কাঁটা মেলে দেওয়া রুইতন।

জার্মানরা প্রথমে বুঝতেই পারল না আমরা কে বা কী। বন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসা এই অদ্ভুত সৈন্যদল কারা। অনেকে তখনো ট্রাক ঠেলে চলেছে; অনেকে অবাক হয়ে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। সত্যিই ব্যাপারটা ওরা বুঝতে পারছিল না। লাল ফৌজের সৈন্য, অথচ সঙিন নিয়ে আক্রমণ করছে না, 'হুরা' বলে চেঁচাচ্ছে না। এ তো আক্রমণ নয়। আত্মসমর্পণ করতে আসছে নাকি। তাও অসম্ভব। নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।

প্রায় আশি কিম্বা শ খানেক গজ ওরা আমাদের এগোতে দিল, কোনো সাজসাজ রব তুলল না। তারপর শোনা গেল জার্মান ভাষায় কম্যাণ্ড। কোন রকমে এক নজরে দেখে নিলাম কয়েকজন জার্মান ট্রাকের দিকে ছুটে চলেছে অস্ত্রশস্ত্র মেশিনগানের জন্য। 'কোন রকমে এক নজরে

দেখে নিলাম' কথাটা সত্যিই ঠিক, কারণ সময় তখন অত্যন্ত ছোট ছোট অংশে ভাগ হয়ে গেছে।

'ব্যাটেলিয়ন ...'

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। রাইফেলগুলো নড়ল না। কুঁদোগুলো গুলির থলের গায়ে লাগিয়ে মার্চ করতে করতেই গুলি চালাতে বলে রেখেছিলাম।

'ফায়ার!'

এক ঝাঁক গুলির আওয়াজ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল।

'ফায়ার!'

ভয়াবহ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ বুলেট পাখার আকারে ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

'ফায়ার!'

এগোতে এগোতে গুলি করে চললাম। ব্যাটেলিয়নের এই ভলি ফায়ার, নিয়মিত বিরতির পর পর সাতশ রাইফেলের একসঙ্গে গুলিবর্ষণ -- এক ভীষণ জিনিস। জার্মানদের মাটিতে শুইয়ে রাখলাম, মাথা তোলার এমনকি এতটুকু নড়ারও সুযোগ দিলাম না।

সামনে পথ করে এগোতে এগোতে গুলি করে চললাম। কোন সৈন্য দল ভাঙল না, একজনও ইতস্তত করল না। ট্রাকের সারির মাঝখানের একটা ফাঁকের দিকে ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে গেলাম। রাস্তায় কাদার উপর পড়ে আছে মৃত জার্মানরা। অর্ডার দিয়ে ব্যাটেলিয়নকে সোজা এগিয়ে নিয়ে গেলাম। আমার পায়ের চাপে একটি মৃত জার্মান কাদায় ডুবে গেল।

লাশগুলোর উপর দিয়ে জার্মান বাহিনীর মাঝখান দিয়ে আমাদের সৈন্য, ঘোড়া, কামান, গাড়ি সব পার হয়ে এল।

ব্যাটেলিয়ন রাস্তা পার হল। শোনা গেল কয়েকটা তীব্র বিস্ফোরণের আওয়াজ: আমাদেরই গ্রেনেড। সেই সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে এগিয়ে চলেছি। এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার এক ফাঁকে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম:

'ব্যাটেলিয়ন! লেফ্‌টেনান্ট রহিমভের আদেশ পালন কর!'

রহিমভ এবার গুলি করার আদেশ দিল। সৈন্যরা ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি চালাল। আগের মতই জার্মানদের নড়তে বা মাথা তুলতে দিল না।

রুইতনী গঠনের মাঝখান দিয়ে কামান আর গাড়িগুলো পার হয়ে পিছন দিকে এসে বজানভের পাশেপাশে চলতে লাগলাম। বন থেকে আমরা তখন মাত্র দু শ আড়াই শ পা দূরে। একজন জার্মানকেও এখনো আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগের সুযোগ দিইনি।

হঠাৎ আমাদের পিছনে, দূরে কতগুলো ট্যাংক দেখা দিল। ট্যাংকগুলো এগিয়ে আসছে সগর্জনে মেশিনগান চালাতে চালাতে। প্রাণপণ জোর চেঁচিয়ে উঠলাম:

'ব্যাটেলিয়ন: ডাব্‌ল্‌ মার্চ! ঘোড়াদের জোর কদমে ছোটাও! বনের দিকে!'

সবাই ছুটে বেরিয়ে গেল। কেবল শিলভ বজানভের দল মার্চ করেই চলল। রুইতনের তারাই পশ্চাৎ কোণ, চোখ তাদের বজানভ আর আমার দিকে নিবদ্ধ। চরম উৎকণ্ঠার সে মুহূর্তেও আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। পালানর রোগ এদের তবে ছেড়েছে। ওদের উদ্দেশে হেঁকে বললাম:

'দৌড়চ্ছ না কেন? তোমাদের জন্যে আবার বিশেষ অর্ডার দিতে হবে নাকি? আমার পিছন পিছন ডাব্‌ল্‌ মার্চ!'

আমরাও দৌড় মারলাম। পিছন পিছন ট্যাংকের গর্জন আর মেশিনগানের র‍্যাট্‌-আ-ট্যাট্‌।

সৈন্য, ঘোড়ার গাড়ি আর কামান সবাই তখন বনের ভিতর ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। বনের কুড়ি ত্রিশ পা দূরে আমি পড়ে গেলাম। পড়লাম ইচ্ছে করেই। কোথাও কোন সৈন্য আহত বা অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে কিনা দেখার উদ্দেশে। একজনও যদি পড়ে থাকে তাহলে যে করেই হোক শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখে তাকে নিয়ে আসতে হবে। কেউ পড়ে ছিল না। দেখলাম দুজন সৈন্য ঝুঁকে পড়ে দৌড়চ্ছে, কাকে যেন বয়ে নিয়ে চলেছে।

চারদিকটা দেখে নিলাম। বজানভ আর আরো পাঁচজন সৈন্য আমার পাশে শুয়ে পড়েছে, তার মধ্যে পলজুনভও রয়েছে একটা গাছের গুঁড়ির

আড়ালে। মুখ তার ফ্যাকাশে, গলা বাড়িয়ে ক্ষিপ্র স্বচ্ছ চোখদুটো দিয়ে সে চারদিকটা দেখে নিচ্ছে। হাতে একটা বড় ট্যাংকবিধ্বংসী গ্রেনেড তুলে ধরা। পানফিলভের সঙ্গে কথা বলার সময় পলজুনভকে দেখার পর থেকে তার মুখটা আমার খুব ভাল করেই মনে ছিল। পুরু কাঁচ ঠোঁট। এখন কিন্তু সে মুখ একেবারে বদলে গেছে। সে মুখে এখন একাগ্রতার ভাব। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

চেঁচিয়ে বললাম, 'পলজুনভ! জেনারেলের সঙ্গে আবার দেখা হলে তোমার কথা তাঁকে বলব!'

পলজুনভ হাসল না।

কম্যাণ্ড দিলাম, 'এখন চল! আমায় অনুসরণ কর!'

লাফিয়ে উঠে আমরা বনের দিকে দৌড় মারলাম। একটা ট্যাংক আমাদের লক্ষ্য করে ট্রেসার বুলেটের ধারা বইয়ে দিল। তার একটা গুলি বিশ্রী শিস তুলে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

বনের ভিতর পেঁছবার পর আমাদের কামানগুলো ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ সুরু করল। গোলার 'জরুরী মজুৎ' ব্যবহার করার সময় এবার এসেছে। দৌড়তে দৌড়তেই মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখলাম একটা ট্যাংক বিরাট লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে; তার এক পাশের শিকলি-চাকা ভেঙে গেছে। অন্য ট্যাংকগুলোও তখন থেমে গেছে। শতাব্দী পুরনো পাইন গাছের আড়াল নিতে পারলে কামান যে কোনো ক্যাটারপিলার ট্যাংকের পথ রুখে দাঁড়াতে পারে। আমরা বনের দিকে দৌড় মারলাম। গুলি করতে করতেই ট্যাঙ্কগুলো পিছিয়ে গেল।

৮

এই গল্পে বহুবার একসঙ্গে সবাই মিলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালান বা ভলি ফায়ারের কথা বলেছি।

ইচ্ছে করেই ভলি ফায়ারের উপর এত জোর দিয়েছি। এই সত্যি কাহিনীর কয়েকটা কথা আমার ইচ্ছে ছিল বিশেষ প্রত্যক্ষ করে তুলি, ইটালিক্স বা মোটা হরফ টাইপ ব্যবহার করার মত।

পদ্ধতি হিসাবে সেটা অবশ্য অত্যন্ত স্থূল। ওসব সমালোচকদের

হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল, তাঁরাই ণত্ব ষত্ব বিচার করে সবকিছু পরিষ্কার করে দেবেন।

কিন্তু এ গল্প তো আর প্রেমের কথা নয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা সবারই আছে, সবাই বোঝে। আমরা এখানে রণকৌশল নিয়ে কথা বলছি, যুদ্ধের আর্টের কথা, মিলিটারী পেশার কথা। তাই নিজেই সবকিছু বুঝিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক লড়াইয়ে সে আক্রমণেই বল আর প্রতিরক্ষাতেই বল, শত্রুর লোকবল আর মনোবলের বিরুদ্ধে আঘাত হানার সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি হল গোলা বা গুলিবর্ষণেব শক্তি! যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা কম্যান্ডাররা এই কথাটা শিখি। সেই সঙ্গে এও শিখি, অপ্রত্যাশিত গুলিবর্ষণের ফল একেবারে অবধারিত। অপ্রত্যাশিত গুলিবর্ষণে শত্রু হতভম্ব হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে পড়ে।

আমি নিজেকে পানফিলভের ছাত্র বলি। এই সম্মানের মর্যাদা বজায় রাখার প্রতিও আমি সর্বদা সচেষ্ট। আর জানেনই তো, পানফিলভ আমাদের বারবার বুঝিয়েছিলেন: 'সৈন্যদের দেখবেন! কথায় নয়, ম্যানুভারের সাহায্যে, গুলি দিয়ে তাদের বাঁচাতে হবে!'

সত্যিই, গুলি আর ম্যানুভারের সাহায্যে ইনফ্যাণ্ট্রিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। গুলি, গুলি কেবল গুলি চালিয়েই তাকে পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে!

শুধু কামান দাগার কথাই বলছি না। 'আর্টিলারির উপর ভরসা রাখবেন কিন্তু নিজেকেও সজাগ রাখবেন! আর্টিলারি আপনার বদলে রাইফেল ছুঁড়বে না, আপনার কম্পানি বা ব্যাটেলিয়নের নেতৃত্ব করবে না।' এও পানফিলভেরই কথা। বলেছিলেন আমাদের রণকৌশলগত অনুশীলনের আলোচনা প্রসঙ্গে।

সত্যিই ইনফ্যাণ্ট্রিরও নিজস্ব শক্তিশালী অস্ত্র আছে, রাইফেল ভলি: ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারলে রাইফেল ভাল শত্রুকে মনের দিক দিয়ে অচল অবশ করে তুলতে পারে, বিশেষ করে গতিশীল লড়াইয়ে। আবার বলি, রাইফেল ভলির বিরাট শক্তির মূলে রয়েছে তার আকস্মিকতা।

ঠিক সময়টি বেছে নেওয়া ছাড়াও এই আকস্মিক আক্রমণ নির্ভর করে শৃঙ্খলার উপর — অপিচ শৃঙ্খলার উপর।

এই কথাই বড় বড় হরফে বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই: ইনফ্যাণ্ট্রিকে চালাবে ধমকধামক দিয়ে নয় গুলির আড়াল দিয়ে, শুধু আর্টিলারি গোলাবর্ষণেই চলবে না, ইনফ্যাণ্ট্রির নিজের অস্ত্র — রাইফেল ভলিও চাই।

ভলকলাম্স্কে পানফিলভের সঙ্গে

১

আবার বনের ভিতর দিয়ে গাছ কেটে পথ তৈরী করে যাত্রা সুরু হল। ভলকলাম্স্ক বেশি দূরে নয়। কামানের আওয়াজ বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

অবশেষে বনের প্রান্তে এসে পেঁছলাম। দূরে দেখা যাচ্ছে গির্জার ঘণ্টাচূড়া। পাশে অল্প কিছু দূরেই ভলকলাম্স্ক স্টেশনের লাল ইঁটের দালানটা। স্টেশনটা সহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে। স্টেশনেও লড়াই চলেছে।

হঠাৎ দেখতে পেলাম কতগুলো বেঁটেখাট লোহার গম্বুজ — বিরাট বিরাট পেট্রলের ট্যাংক — ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে কিছুক্ষণ ভেসে রইল তারপর ভীষণ জোর মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। ধোঁয়া দেখা দিল, জ্বলে উঠল আগুন, পরমুহূর্তেই কানে এল বিস্ফোরণের ভীষণ গুরুগুরু ধ্বনি। স্টেশনটা তখনো আমাদেরই দখলে। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা রেলপথ, গুদামঘর আর তেলের ট্যাংকগুলো উড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। শত্রু এসে যাতে একফোঁটা তেল আর একটুকরো খাবারও না পায়।

ব্যাটেলিয়নকে সহরের দিকে নিয়ে গেলাম। বহির্ঘাঁটিগুলো হাঁক দিল — কে যায়? আমাদের রেজিমেণ্টেরই লোক। ওদের কাছে শুনলাম রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টার রয়েছে সহরের উত্তরপূর্ব প্রান্তে।

ন্বড়িপাথরের রাস্তার উপর দিয়ে সহরের দিকে এগোতে লাগলাম। কিছ্বদ্বরেই মস্কো পর্যন্ত যাওয়া সিধে এস্‌ফল্টের রাস্তা — ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়ক। এই রাস্তার দিকেই জার্মানদের এগবার চেষ্টা।

সহরের প্রথম বাড়িগ্বলোর প্রায় শ খানেক পা দ্বরে এসে ব্যাটেলিয়নকে একটু সিগারেট টিগারেট খেয়ে জিরিয়ে নেবার জন্য দাঁড় করালাম।

তার দশ মিনিট পর প্লেটুন অন্বসারে সার বেঁধে কামান গাড়ি সবকিছ্ব নিয়ে আমরা সহরে ঢুকলাম। কলামের একেবারে সামনে মার্চ করছি আমি, লিসাংকা রয়েছে আমার সহিসের কাছে।

২

ভলকলাম্‌স্কের তখনকার ছবিটা আমার এখনো মনে আছে। কয়েকটি বাড়ি, বিশেষ করে সহরের কেন্দ্রে, বিমানাক্রমণে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বোঝা গেল শত্রু বিমান বহ্ববার এ সহরে চড়াও হয়েছে। বিরাট এক বোমার আঘাতে কাঠের আটাগ্বদামটা গেছে ভেঙে। একটা কোণ উড়ে গেছে, কাঠের দেয়ালের খোঁচা খোঁচা গ্বঁড়িগ্বলো বেরিয়ে রয়েছে। ছাদ ধ্বসে পড়েছে, উড়ে গেছে দরজা জানলার কাঠের ফ্রেম। বিস্ফোরণের ধাক্কায় শাদাটে আটা ছড়িয়ে গিয়ে পথের ধারের একটা নালার ঢাল্ব পাড়ে পাৎলা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে, কোন পায়ের বা চাকার দাগ সেখানে পড়েনি। রাস্তার মাঝখানে পায়ের তলে কাচ গ্বঁড়িয়ে যায়।

বিধ্বস্ত আটাগ্বদাম থেকে তখন সহরবাসীদের আটা দেওয়া হচ্ছিল। কিউ আর শৃঙ্খলার একেবারে যে অভাব ছিল তা নয়, তবে আটা আর ওজন করে দেওয়া হচ্ছিল না। ফাঁক করে ধরা ছালা কিম্বা বালিশের খোলে কোনরকমে তাড়াহ্বড়ো করে বালতি ভর্তি আটা তুলে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিল।

আমরা রাস্তা ধরে এগিয়েই চললাম পাশাপাশি চারজন করে সার বেঁধে।

সহরের সবাই মনে হল যেন হন্তদন্ত হয়ে কোথাও চলেছে, এদিক ওদিক খালি ছোটাছুটি, হুড়োহুড়ি। কেউ যেন আর শান্তভাবে হাঁটতে পারে না।

কিছু পরে আবার একটা বোমাবিধ্বস্ত কাঠের বাড়ি পার হয়ে যেতে হল। আবার চোখে পড়ল ধ্বসে পড়া কাঠের দেয়ালের ভাঙা জায়গায় টাটকা হলদে ক্ষত। আবার মার্চ করে গেলাম কাচ মাড়িয়ে। রাস্তার ধারে ধ্বংসাবশেষের কাছে পড়ে রয়েছে একটি বয়স্কা নারীর মৃতদেহ। তার উস্‌কোখুস্‌কো পাকা চুল হাওয়ায় কেঁপে উঠছে। একগোছা চুল রক্তমাখা, মাথায় সেঁটে রয়েছে — তাজা রক্ত তখনো লাল, জমাট বাঁধেনি। মাথার কাছে মাটিতে অনেকটা রক্ত জমে রয়েছে। বোঝা গেল রাস্তা থেকে মৃতদেহটাকে কেউ সরিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখন তার ধারে কাছে কেউ নেই।

জানলার ফ্রেম উড়ে গিয়ে কালো হাঁ বের করা একটা দালানের গায়ে সাইনবোর্ড আলগা হয়ে একটা মাত্র আংটায় ভর করে ঝুলছে, কিন্তু কেউ সেটাকে ঠিক করে দিচ্ছে না। লোকে এখন আর ও নিয়ে মাথা ঘামায় না।

একটা পেট্রল রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল। মোড়ের মাথায় একজন লাল ফৌজের সৈনিক দাঁড়িয়ে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে, কাঁধে তার রাইফেল ঝোলান, হাতে লাল ব্যাণ্ড। লোকটি এটেনশন হয়ে আমাদের স্যালুট করল। সহরের সবকিছু তখন মিলিটারী ব্যবস্থার হাতে, আগেকার বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কোন পাত্তাই আর নেই।

পথচারীরা হন্তদন্ত হয়ে এদিক ওদিক চলেছে, যেতে যেতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দু চার কথা নিজেদের মধ্যে বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ আবার নিজেদের জিনিসপত্তর নিয়ে কোথায় যেন চলেছে। সবাই ব্যস্তসমস্ত, হন্তদন্ত।

মনে আছে, তখন মনে হয়েছিল ঝড়ের ঠেলায় অজানা পাহাড়ে ধাক্কা খাওয়া জাহাজের যাত্রীরা বোধ হয় এইভাবেই ছোটাছুটি করে। সবাই ভয়ে বিহ্বল: যে কোন মুহূর্তে জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে যেতে পারে।

সহরটা এখনো শত্রুর হাতে পড়েনি, আমরাও তাকে ছেড়ে চলে যাইনি। কিন্তু তবু মনে হল সহরটা যেন নিয়ে নেওয়া হয়েছে — অধিকৃত হয়েছে ভয়ের দ্বারা।

একটি ষোল সতের বছরের ছেলে একটা গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল। এক সেকেণ্ডের জন্য আমাদের চোখাচোখি হল। ছেলেটি কড়া চোখে ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল। তার তরুণ মুখ গম্ভীর, মাথাটা একটু সামনে বাড়ান। তার দাঁড়ানর ভঙ্গীতে, চোখের দৃষ্টিতে একটা একরোখা আর ভর্ৎসনার ভাব। শ খানেক গজ এগিয়ে গিয়ে একবার পিছন ফিরে ব্যাটেলিয়নের সৈন্যদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। দেখতে পেলাম ছেলেটি তখনো সেই গেটের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, যেন চার পাশের হুড়োহুড়ির সঙ্গে তার কোনই যোগ নেই।

পরে যখন জার্মানদের বিরুদ্ধে ভলকলাম্‌স্ক পার্টিজানদের লড়াইয়ের কথা শুনি, ভলকলাম্‌স্কের সেই আটজনের ফাঁসির কথা কানে আসে তখন এই ছেলেটির কথা মনে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল এই ছেলেটিও নিশ্চয়ই লড়াইয়ের দলে ছিল। সহরে ওই রকম ছেলে যে সেদিন একটিই ছিল, তা নয়। কিন্তু তখন, অক্টোবরের সেই নিরানন্দ দিনে, ভলকলাম্‌স্কের পথে পথে এই হুড়োহুড়ি উত্তেজনাই আমাদের বেশি করে চোখে পড়ছিল।

যা হোক আমরা তো বিষণ্ণ চোখে চারপাশে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললাম।

সহরের লোকেরাও আমাদের দেখতে লাগল। প্রায় পতন আসন্ন এক সহরের রাস্তা দিয়ে একটা আর্মি ইউনিট সার বেঁধে চলেছে, প্রত্যেক কম্পানির মাঝখানে নিয়মানুযায়ী ফাঁক, কম্পানি কম্যাণ্ডাররা নিজের নিজের দলের সামনে দাঁড়িয়ে, ইউনিটের সঙ্গে রয়েছে কামান, মেশিনগান আর গাড়ি। এখান থেকে স্টেশনের আগুন আর ধোঁয়ার গন্ধও টের পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়েই চলেছে হাজার গজ লম্বা এক ব্যাটেলিয়ন।

আমরা প্যারেডের মত করে মার্চ করছিলাম না। সৈন্যরা ক্লান্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামনে কোন ছুটির আশা নেই, নেই কোন ফুর্তি। রয়েছে শুধু যুদ্ধ, এতক্ষণ যা লড়াই হয়েছে তার চেয়ে ঘোরতর ভয়ানকতর;

কিন্তু সহরবাসীদের সামনে আমরা বুক ফুলিয়ে, কাঁধ সোজা রেখে ঠিকভাবে পা ফেলে মার্চ করে চলেছি।

সহরবাসীরা যে আমাদের দিকে গর্ব আর তারিফের দৃষ্টিতে তাকাল তা নয়। পিছু হটা সৈন্যদলকে কেউ তারিফ করে না। পিছু হটা আর্মিকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। মেয়েরা তাকাল করুণ চোখে। কেউ কেউ চোখ মুছতেও লাগল। খুব সম্ভব তারা ভেবেছে সৈন্যরা বুঝি সহর ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মনে হল তাদের করুণ, ভয় বিহ্বল দৃষ্টি বলতে চাইছে· 'সব কি তবে সত্যিই শেষ হয়ে গেল; যা কিছুর জন্য আমরা এত পরিশ্রম করেছি, এত স্বপ্ন দেখেছি তা সব কি সত্যিই ধ্বংস হয়ে গেল?'

সহরের ভিতর দিয়ে মার্চ করে যাওয়াটা সত্যিই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। কিন্তু তবু সহরবাসীদের দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে, ঐ হুড়োহুড়ি গোলমাল আর সারা সহরের ঐ প্রচণ্ড ভীতির জবাবে, আমরা সগর্বে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে আরো দৃঢ়তা আর প্রত্যয়ের সঙ্গে পা ফেলে এগোতে লাগলাম। শত শত পা পড়ল তালে তালে। আর প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের জবাব ফুটে উঠল:

'না, প্রলয় এ নয়, এ হল যুদ্ধ।'

ভয় আর দুঃখের প্রত্যুত্তরে আমরা বললাম, 'না, আমরা মোটেই শত্রু দ্বারা বিধ্বস্ত কোনরকমে বেষ্টনী ভেঙে পালিয়ে আসা বিপর্যস্ত দঙ্গল নই। আমরা সুসংগঠিত সোভিয়েত সেনাদল, যুদ্ধে নিজেদের শক্তিপরীক্ষা আমরা করেছি। নাৎসীদের প্রচণ্ড ঘা দিয়েছি, তাদের মনে ভয় ঢুকিয়েছি, তাদের লাশ মাড়িয়ে মার্চ করে এসেছি। আমাদের দিকে চেয়ে দেখ। তোমাদের সামনে দিয়ে সার বেঁধে মাথা তুলে মার্চ করে চলেছে এক গর্বিত মিলিটারী ইউনিট। শক্তিশালী, দুর্ধর্ষ লাল ফৌজের একটি অংশ!'

৩

ব্যাটেলিয়ন সহরের উত্তরপূর্ব প্রান্তের কাছে এসে পড়েছে। রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টার এইখানেই।

একটা মোড়ের কাছে, বোধ হয় ট্র্যাফিক-নিয়ন্ত্রক সৈন্যটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই, নুড়িপাথর ভরা রাস্তাটা এস্ফল্টে পরিণত হল।

এইখান থেকেই ভলকলামস্কয়ে সড়ক শুরু হয়েছে। গেছে সোজা মস্কোয়। পুরো পথটাই মসৃণ এস্‌ফল্টের।

একটা বাড়ি পার হয়ে চলেছি — বাড়িটার নীল খড়খড়িগুলো এখনো চোখে ভাসছে -- হঠাৎ একটা জানলা ঝট করে খুলে গেল। জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে রেজিমেণ্টাল কমিসার পিওতর লগ্‌ভিনেংকো আমাদের দেখে সোল্লাসে হাত নাড়লেন। রেজিমেণ্টের চীফ-অফ-স্টাফ পাকাচুল মেজর সরকিন ততক্ষণে বারান্দা পার হয়ে ছুটে এসেছেন। আমার হাতটা ধরার সময় তাঁর প্রবীণ, অভিজ্ঞ চোখদুটি আবেগে ভরে উঠল। লগ্‌ভিনেংকোও দৌড়ে নেমে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে চুমু খেলেন।

আমি তো একেবারে হতভম্ব। এরকম অভ্যর্থনার কারণটা কী? আমি তো বরং ভাবছিলাম দেরীর জন্য বকুনি খাব। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আমাদের কমরেডরা আমাদের জন্য কী ভীষণ দুশ্চিন্তা ভোগ করেছেন। জার্মানদের হাতে পরিবেষ্টিত এই ব্যাটেলিয়নটির বহুদিন কোন খবর তাঁরা পাননি। আমাদের জন্য ভয় আর দুর্ভাবনাতেই তাঁদের এ কয়দিন কেটেছে। খুব সম্ভব মনে মনে ভেবেছেন আমরা আর নেই। থেকে থেকেই আমাদের কথা মনে পড়েছে আর দুঃখের সঙ্গে বিদায় জানিয়েছেন।

মেজর ইয়েলিন আগের মতই গম্ভীর ধীরস্থির। চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈন্যদের যাওয়া দেখছিলেন। তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি রিপোর্ট করলাম। তিনি সংক্ষেপে বললেন:

‘ভাল। পরে আরো বিস্তারিতভাবে সবকিছু আমায় জানাবেন। আপনার ব্যাটেলিয়নকে নিয়ে ততক্ষণে এই বাড়িগুলোতেই জায়গা করে নিন। সৈন্যরা একটু জিরিয়ে নিক। আমাদের রেজিমেণ্ট এখন ডিভিশনাল কম্যাণ্ডারের রিজার্ভে।’

শেষ কথাটা বলার সময় তাঁর একটানা সমান কণ্ঠস্বরেও একটা অহংকারের ভাব ফুটে উঠল। সে অহংকার তিনি লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তরুণ অফিসার, পরে লাল ফৌজের কম্যাণ্ডার মেজর ইয়েলিন তাঁর আর্মির গৌরবে গর্বিত।

সাধারণ একটা কথা: 'আমাদের রেজিমেণ্ট এখন ডিভিশনাল কম্যাণ্ডের রিজার্ভে,' কিন্তু সেই মুহূর্তে এত সব যুদ্ধবিগ্রহের পর এই সামান্য কথাটার যে কী তাৎপর্য তা বোধ হয় আপনি ধরতে পারবেন না।

কথাটার মানে হল জার্মানরা ব্যূহ ভেঙে এগিয়ে আসা সত্ত্বেও তিন দিন আর তিন রাত্রির সংকটজনক অবস্থার পরেও ডিভিশনটি আবার শত্রুর সামনে লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়েছে, পিছনে কোথাও শক্তিশালী রিজার্ভ দলও রয়েছে। এই সাধারণ সহজ সরল বাক্যটির আসল মানে হল — নাৎসীরা যে ফ্রণ্ট ভেঙে ঢুকেছিল, সে ফ্রণ্ট আবার তাদের সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়েছে। মস্কোর সামনে আবার আগের মত অবরোধ গড়ে তুলেছে।

ব্যাটেলিয়ন মার্চ করে এগিয়েই চলেছে। কামানগুলো সশব্দে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ একটি তরুণ লেফটেনাণ্ট আমার কাছে এগিয়ে এল, কচি কাঁচা রং তার। পানফিলভের এডিকোং। স্যালুট করে বলল:

'কমরেড মমিশ-উলি! জেনারেল ডাকছেন।'

'জেনারেল কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আসুন। এই বাড়িতে। জেনারেল জানলা দিয়ে আপনাদের দেখে ভাবছিলেন এরা আবার কারা, কোথা থেকে এল,' এডিকোংটি হো হো করে হেসে উঠল।

রহিমভকে ডেকে সৈন্যদের থাকার বন্দোবস্ত করতে বলে এডিকোংএর সঙ্গে এগিয়ে গেলাম।

৪

বাইরের ঘরে দেখলাম সিগন্যালাররা টেলিফোন নিয়ে বসে আছে আর স্টাফ অফিসাররা ডিউটি করছে। সে ঘর পেরিয়ে পানফিলভের ঘরে ঢোকা মাত্র পানফিলভ চট করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তাঁর সামনে একটা টেবিলের উপর কয়েকটা টেলিফোন আর পুরো টেবিলজোড়া একটা ম্যাপ।

এটেনশন হয়ে রিপোর্ট করতে যাচ্ছিলাম, পানফিলভ কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার হাতটা দু হাত দিয়ে চেপে ধরলেন, কাজাখীদের যেমন রেওয়াজ।

'বসুন, কমরেড মমিশ-উলি। বসুন ... একটু চা খাবেন? তাগদ বাড়াবার জন্যে অল্প কিছু খেতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই!'

উত্তরের অপেক্ষা না করে পানফিলভ দরজা খুলে চেঁচিয়ে বললেন:

'খাবার দিয়ে যাও, সামোভারটাও এন ... আর অন্যান্য যা যা দরকার সবকিছু!'

তারপর আমার দিকে ফিরে হাসলেন। তাঁর ছোট ছোট মঙ্গোলীয় চেরা চোখদুটোয় ফুটে উঠল স্নেহের দৃষ্টি।

'বসুন। তারপর সবকিছু বলুন। অনেক সৈন্য খোয়া গেছে?'

কত সৈন্য খোয়া গেছে তা জানালাম।

'আহতদের নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এনেছি, কমরেড জেনারেল।'

'সৈন্যদের থাকাখাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

টেলিফোনের কাছে গিয়ে পানফিলভ ডিভিশনের চীফ-অফ-স্টাফকে ডেকে বললেন আর্মি হেডকোয়ার্টারে রকস্সভ্স্কিকে এক্ষুণি জানাতে হবে যে, একটা ব্যাটেলিয়ন তার পুরো শক্তি নিয়ে শত্রু ব্যূহ ভেদ করে ভলকলাম্স্কে এসে পেঁছেছে।

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কী একটা খবর শুনে পানফিলভ ম্যাপের উপর ঝুঁকে পড়লেন তারপর প্রশ্ন করতে সুরু করলেন। তার কিছু কিছু আমার কানেও পেঁছিল:

'আর উত্তরে? চুপচাপ? ওখানকার শেষ খবর কখন পেয়েছেন! তারপর? ঐ নিস্তব্ধতায় আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আবার খোঁজ নিন, ভাল করে, বিস্তারিতভাবে... আর শুনুন, ক্যাপ্টেন গফ্মানকে সব রিপোর্ট শুদ্ধ আমার কাছে পাঠাতে ভুলবেন না।'

রিসিভারটা রেখে দিয়ে পানফিলভ ম্যাপ দেখতে লাগলেন। মুখ গম্ভীর, এমনকি বিষণ্ণ ভাবও ফুটে উঠেছে। কয়েকবার খুক্ খুক্

আওয়াজ করলেন। যন্ত্রচালিতবৎ সিগারেট কেসের দিকে, হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিলেন। টেবিলের উপর সিগারেটের একটা প্রান্ত চিন্তান্বিতভাবে ঠুকতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আমার দিকে তাকালেন।

'মাপ করবেন ...'

তাড়াতাড়ি সিগারেট কেসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

'তারপর কমরেড মমিশ-উলি, কী হল সব বলুন। সবকিছু।'

৫

ঠিক করলাম জেনারেলের সময় নষ্ট করব না, সবকিছু সংক্ষেপে বলব। আমার ধারণা জেনারেল পানফিলভ এই মুহূর্তে যুদ্ধের এই সংকটজনক অবস্থায় স্বভাবতই আমার রিপোর্টের চেয়ে অন্য আরো জরুরী ব্যাপারে ব্যস্ত।

সুরু করলাম, 'তেইশে অক্টোবর বিকেলে . '

'আরে দাঁড়ান দাঁড়ান, হঠাৎ কোথা থেকে সুরু করে দিলেন,' পানফিলভ বাধা দিয়ে বললেন, 'তেইশে অক্টোবরের কথা এখন থাক ... আগে রাস্তার সেই লড়াইয়ের কথা বলুন। আমাদের সেই "সর্পিল বৃত্ত" এর কথা মনে আছে, সেই স্প্রিং? ঠিক খেটেছিল?'

ঐসব ছোটখাট লড়াই, দন্স্কিখ আর ব্রুদ্নির প্লেটুনের সেই ছোট আকারের আক্রমণ -- পরবর্তী ঘটনার ভীড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। পানফিলভ যে আবার ও কথা জিজ্ঞেস করবেন তা ভাবতে পারিনি। আমাদের ঐ প্রথম সংঘর্ষের কী তাৎপর্যই বা এখন থাকতে পারে?

কী ভাবছি তা আঁচ করেই বোধ হয় পানফিলভ হাসলেন।

'আমার সৈন্যদলই হচ্ছে আমার আকাদমী ... আপনার পক্ষেও একথা প্রযোজ্য, কমরেড মমিশ-উলি। আপনার ব্যাটেলিয়নই আপনার আকাদমী। এবার বলুন, কী শিখলেন।'

কথাটা শুনে উৎসাহ বোধ করলাম। নিজেকে যতই দৃঢ় হাতে অটল রাখতে চাই না কেন, ভয়বিহ্বল সহরের চেহারা দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে

পড়েছিলাম। অথচ পানফিলভ এই সহরের এই ঘরে বসে কামানের গর্জন যেখানে পরিষ্কার শোনা যায়, হেসে জিজ্ঞেস করছেন, 'এবার বলুন কী শিখলেন?' হঠাৎ ঐ প্রশ্নটির মধ্যে দিয়ে পানফিলভের এই ধীরস্থির প্রত্যয় আমার মনেও সঞ্চারিত হয়ে উঠল।

জবাবের প্রতীক্ষায় পানফিলভ গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

সত্যিই, কী শিখলাম? বেশ, তাহলে আসল কথাটাই বলব। যা হবার হোক।

'কমরেড জেনারেল, আমার মতে আধুনিক যুদ্ধ হল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ।'

'কী বললেন? মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল। মনস্তাত্ত্বিক আক্রমণের মত এই যুদ্ধটা পুরোটাই হল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ . '

'মনস্তাত্ত্বিক?' আবার জিজ্ঞাসার সুরে পানফিলভ টেনে টেনে বললেন কথাটা।

তারপর তাঁর অভ্যাস মত চুপ করে ভাবতে লাগলেন। আমি তখন মনে মনে কাঁপছি, ভাবছি কী না জানি বলবেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজাটা খুলে গেল। কে যেন বলল:

'ভিতরে আসতে পারি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন।'

ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টারের অপারেশন বিভাগের পরিচালক ক্যাপ্টেন গফ্‌মান একটা বড় কালো ফাইল নিয়ে দ্রুতপায়ে ভিতরে ঢুকলেন।

'আপনার আদেশ মত হাজির ...'

'আচ্ছা ... বসুন।'

আমি যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

পানফিলভ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় চললেন, কমরেড মমিশ-উলি?' তারপর রসিকতা করে বললেন, 'সবচেয়ে কৌতূহলের জায়গাটাতেই বইটা বন্ধ করে দিতে চান? তা চলবে না ...'

কথাগুলো যে সত্যিই বইয়ের পাতায় ছাপা হবে, তা তিনি জানতেন কিনা কে জানে!

কিছুক্ষণ আগেই আমার জন্য খাবার এসে গিয়েছিল। টেবিলের উপরে সেই খাবার দেখিয়ে পানফিলভ সাদরে বললেন, 'ততক্ষণে কিছু খেয়ে নিন।'

৬

আড়ি পেতে কথা শোনাটা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু তবু পানফিলভদের কয়েকটা কথার রেশ আপনা থেকেই কানে এল।

মনে হল কোন সেক্টর থেকে বেশ আশাপ্রদ খবর এসেছে, কিন্তু পানফিলভ তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। জার্মানদের প্রধান অভিযানের কিছু দূরের সেই সেক্টরটা এখন পর্যন্ত খানিকটা চুপচাপ ছিল। পানফিলভ খালি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথাটার সত্যতা যাচাই করে চলেছেন। বলছেন আরো ভাল করে খবর নিতে।

তারপর কানে এল:

'বুঝতে পেরেছেন আমার কথা?'

তার মানে এ বিষয়ে আর কোন কথার দরকার নেই. এটাই আমাদের জেনারেলের অভ্যাস। ঐ কয়টা কথা তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি। এ যে একটা মামুলী বাক্যের পুনরাবৃত্তি বা অভ্যাস মাত্র তা নয়। এ শুধু কথার কথা নয়। শ্রোতার মুখের দিকে তাকিয়ে কথাটা সত্যি সত্যিই তিনি জিজ্ঞেস করেন।

ক্যাপ্টেন স্যালুট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন. পানফিলভ তাঁকে আবার ডেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে প্রশ্নটার তখন কোন মূল্য দিইনি। কিন্তু পরে তার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলাম।

'দূর প্রাচ্য সৈন্যদলের প্রতিনিধি ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছে কিনা জানেন?'

'হ্যাঁ, বেরিয়ে পড়েছে, কমরেড জেনারেল. শীগগিরি এসে পড়বে।'

'ভাল। এলেই এখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

মাথা নেড়ে ক্যাপ্টেনকে যেতে বলে আমার দিকে ফিরলেন।

'খাচ্ছেন না কেন, কমরেড মমিশ-উলি। খান!'

আমি উঠে পড়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

'আরে বসুন বসুন, উঠবেন না!'

পুরনো ধাঁচের মোটাপেট সামোভারটা তখন সোঁ সোঁ আওয়াজ করছে। পানফিলভ আমার আর নিজের জন্য গরম কড়া চা ঢেলে নিয়ে বসলেন। চায়ের গ্রাসের ধোঁয়াটা নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে জিভ দিয়ে আস্তে শব্দ করে পানফিলভ হাসলেন।

'তারপর কমরেড মমিশ-উলি, এবার ভাল করে সবকিছু গুছিয়ে বলুন। ম্যাপের উপর যে পরিকল্পনাটা আমরা ছকে নিয়েছিলাম সেটা কেমন কাজে লাগল? প্লেটুনগুলো কী ভাবে রাস্তায় লড়াই করল?'

আমি বলতে সুরু করলাম। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে পানফিলভ মন দিয়ে শুনে চললেন। মাঝে মাঝে মন্তব্য করেন, মনে হয় প্রধান বিষয়ের সঙ্গে যেন সম্পর্কহীন। যেমন, দন্স্কিখ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন:

'ওর বাড়িতে চিঠি লিখেছেন?'

'না, কমরেড জেনারেল।'

'দুঃখের কথা। খুব ভুল করেছেন, কমরেড মমিশ-উলি, এটা সৈনিকের মত কাজ হয়নি। মানুষের মতও নয়। আমি চাই, আপনি লেখেন। দন্স্কিখের সহরের যুব কমিউনিস্ট লীগ কমিটিতেও লিখবেন।'

লেফ্টেনাণ্ট ব্রুদ্নির প্রসঙ্গে তাকে আগেকার পদে আবার বহাল করতে বললেন।

'এখন ওর পদ ফিরে পাওয়া উচিত। আর সাধারণভাবে, কমরেড মমিশ-উলি, অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে কাউকে এক পদ থেকে আরেক পদে বদল করবেন না। সৈন্যরা তাদের রাইফেলের মত কম্যান্ডারেও অভ্যস্থ হয়ে যায়... সে যা হোক, বলে চলুন...'

তেইশে অক্টোবরের কথা বললাম, ব্যাটেলিয়নের পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার কথা।

গ্লাসটা সরিয়ে সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে স্থির দৃষ্টে

চেয়ে পানফিলভ শুনতে লাগলেন। মনে হল আমি যা বলছি তিনি যেন তার মধ্যে আরো অনেক বেশি কিছু দেখছেন।

যে লড়াই চলছে, যা এখন নতুন অধ্যায়ে এসে পেঁীছেছে তার কিছু কিছু খুঁটিনাটি আমার কথার পর পানফিলভের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এতক্ষণে হয়ত তিনি বুঝতে পারলেন, দু দিন আগে তাঁর পরিচালিত তুমুল লড়াইয়ের সময় শত্রুর আক্রমণ হঠাৎ কেন শিথিল হয়ে এসেছিল। হঠাৎ কী করে পাওয়া গিয়েছিল নিশ্বাস ফেলার সময়। ঠিক সেই সময়েই ভলকলামস্ক থেকে বহু দূরে, মূল বাহিনীর অনেক দূরে আমাদের কামান আক্রমণ সুরু হয়েছিল, বিচ্ছিন্ন আমাদের ব্যাটেলিয়ন মোড়ের মাথায় লড়াই করছিল। শত্রুবাহিনী তার ফলে বিভক্ত হয়ে যায়, প্রধান রাস্তাও হয় বন্ধ, তাদের চাপ কমে যায়, তাই কিছুক্ষণের জন্য জার্মানিদের হাতে এমন কিছুই ছিল না যা দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারে, সাহায্য করতে পারে নিজের সৈন্যবাহিনীকে।

ব্যাপারটাকে একটা হঠাৎ সৌভাগ্যের খেলা বলা যেতে পারে কিন্তু আজকের ভাগ্যের দানকেই পানফিলভ কালকের সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত রণকৌশলে পরিণত করে থাকেন। এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চিত হই আরো কয়দিন পর। নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পানফিলভ তখন আমায় নতুন কাজে পাঠান। সত্যিই পানফিলভের আকাদমী হচ্ছে তাঁর সৈন্যদল।

৭

ভলি ফায়ারের সাহায্যে জার্মান কলামের ভিতর দিয়ে তাদের মৃতদেহ মাড়িয়ে এগিয়ে যাবার কথা বলতে বলতে আবার একবার সেই লড়াইয়ের উত্তেজনা অনুভব করলাম। বনের প্রান্তরের সেই যুদ্ধজয়ে ভিতরে ভিতরে গর্ব অনুভব করছিলাম। ঐ সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের সময়েই প্রথম বুঝলাম যুদ্ধের বর্ণ পরিচয়ই শুধু নয় যুদ্ধের আর্টকেও আমি আয়ত্ত করতে সুরু করেছি।

পানফিলভ হেসে বললাম, 'এমন ভাবে কথা বলছেন, যেন ভলি ফায়ার ব্যাপারটা আপনার নিজের আবিষ্কার। সত্যি বলতে কি, কমরেড মমিশ-উলি, ভলি ফায়ার আমরা সেই জারের আর্মিতে

থাকতেই প্রয়োগ করেছি। আদেশ অনুসারে কম্পানি ভলি ফায়ার চালিয়েছে।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পানফিলভ বললেন:

'আপনাকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি, কমরেড মমিশ-উলি। ভাল, খুব ভাল, এ ব্যাপারে আপনার কৌতূহল দেখে আমি অত্যন্ত খুসি। আপনার ভবিষ্যতের লড়াইয়েও ব্যাপারটা চালিয়ে যাবেন। আপনার সৈন্যদের এ জিনিসটা শিখিয়ে দেবেন।'

আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে একটা কিছু উত্তরের জন্য চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

'আর কিছু বলার নেই, কমরেড জেনারেল।'

পানফিলভ উঠে পায়চারী করতে লাগলেন।

'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ' পানফিলভ যেন জোরে জোরে চিন্তা করে চলেছেন, 'না কমরেড মমিশ-উলি, ও কথাটা যথেষ্ট নয়। হাল আমলের যুদ্ধ সম্বন্ধে কথাটা ঠিক খাটছে না। আমাদের যুদ্ধ আরো ব্যাপক ব্যাপার। অবশ্য যদি ট্যাংকভীতি, টমিগানভীতি, পরিবেষ্টনভীতির কথা ভেবে থাকেন (পানফিলভ হুবহু এই সব অদ্ভুত শব্দই ব্যবহার করলেন, কথাগুলো আগে কখনো শুনিনি), তবে অবশ্য নিঃসন্দেহে ঠিকই বলেছেন।'

তারপর ম্যাপ বিছন টেবিলটার কাছে এসে আমায় ডাকলেন।

'এখানে আসুন, কমরেড মমিশ-উলি।'

ফ্রণ্টের অবস্থার কথা সংক্ষেপে জানালেন। শত্রু উত্তর আর দক্ষিণ দু দিক থেকে ভলকলাম্‌স্কের দিকে এগিয়ে আসছে। ভলকলাম্‌স্কের পূর্বদিকে দুটো সড়কের মাঝখানের জায়গা জুড়ে ঢুকে পড়ে ডিভিশনের পিছন দিকে এসে পড়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ভলকলাম্‌স্কয়ে সড়কের উপর কোথাও তারা পৌঁছতে পারেনি।

ম্যাপ দেখিয়ে পানফিলভ বললেন, 'এইখানে আমার ব্যূহ অত্যন্ত পাৎলা, এ জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। তবু আমি এখানে বসে আছি, আমার হেডকোয়ার্টারকে এখানেই রেখেছি। আমার কর্মীদের একটু দূরে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু তাহলে রেজিমেণ্টাল হেডকোয়ার্টারও

একটু পিছিয়ে যাবে। তারপর ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডাররাও তখন আরো সুবিধাজনক বাসস্থল খুঁজবে। সেটা খুবই ন্যায়সংগত নিয়মসংগত। কিন্তু ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে কানে কানে একথা রটে যাবে: "হেডকোয়ার্টার পিছু হটে যাচ্ছে।" সৈন্যদের মনের স্থৈর্য আর মনোবল যাবে ভেঙে।'

আরেকবার পানফিলভ তাঁর সেই মোহন সুন্দর চতুর হাসিটি হাসলেন।

'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ...' পানফিলভ হেসে বললেন। বোঝা গেল এতৎসত্ত্বেও কথাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। 'ঠিক, এই সেক্টরেও জার্মানদের আমরা (পানফিলভ ভলকলাম্স্কের সামনে আমাদের পরিত্যক্ত সেক্টরটা ম্যাপে দেখিয়ে দিলেন) মাসখানেক আটকে রাখতে পারতাম কিন্তু এখানে ওখানে কিছু কিছু লোককে ধোঁকা দিয়ে জার্মানরা কার্যসিদ্ধি করে নেয়। তবু পনেরই থেকে ধরলে প্রায় দু সপ্তাহ ওদের আমরা আটকে রেখেছি। কমরেড মমিশ-উলি, দেখছেন তো, জয়ীদেরও হার হতে পারে।'

'তার মানে?'

'দামটা?' পানফিলভ বলে উঠলেন, 'জয়ের জন্যে কী দাম দিতে হয়েছে সেটা দেখবেন তো?'

ভলকলাম্স্কের চার পাশের লড়াইয়ে নিহত আর আহত শত্রুসৈন্যের একটা মোটামুটি হিসাব পানফিলভ দিলেন, প্রায় ১৫ হাজার হবে। তারপর বললেন, এটা এমন কিছু একটা মোটা সংখ্যা নয়, কিন্তু ভলকলাম্স্কয়ে সড়কের দিকে যে জার্মান দল ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে আসছিল তাদের কাছে এটাই একটা সাংঘাতিক আঘাত।

'কিন্তু আমাদের পক্ষে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সময়,' পানফিলভ যোগ করলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কামানের চাপা গর্জন শুনলেন। তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চোখ ঠেরে বললেন:

'বজ্র ওদের অজস্র রয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ গেল কোথায়? কোথায়, বলুন তো কমরেড মমিশ-উলি? আমাদের আর্মি হিটলারের বিদ্যুৎ

কেড়ে নিয়ে নিবিয়ে দিয়েছে। সত্যিই তাই করেছে, আপনি আর আমিও করেছি। আমরা জয় করেছি সময় -- এখনো করছি।'

একটুখানি থেমে আবার বললেন:

'সত্যিই জয়ীদের হার হতে পারে . বুঝলেন, কমরেড মমিশ-উলি ?'

'হ্যাঁ, কমরেড জেনারেল।'

আমাদের আলাপ তখন ফুরিয়ে এসেছে। পানফিলভ শেষবারের মত কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন।

'সৈন্যদের কী অবস্থা? লড়াই তারা শিখল, কী মনে হয়? আমরা যাকে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ বলছি তারাও কি সেটা বুঝতে শিখেছে? জার্মানদের চিনতে পেরেছে?'

হঠাৎ পলজুনভের কথা মনে পড়ল।

'ক্ষমা করবেন, কমরেড জেনারেল, পলজুনভের কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছি।'

পলজুনভকে মনে পড়তে পানফিলভ ভুরু তুলে তাকালেন। কৌতূহলের সঙ্গে বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন দেখি . .'

৮

দরজাটা আবার খুলে গেল। এডিকোং ভিতরে এল।

'কমরেড জেনারেল, লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ভিতেভ্‌স্কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। নতুন আসা ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার-অফিসার।'

পানফিলভ চট করে একবার ঘড়িটা দেখে নিলেন।

'বেশ, খুব ভাল।'

তারপর চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে তাঁর কালো ছাঁটা গোঁফজোড়ায় হাত বুললেন। গোল কাঁধ দুটোকে অল্প একটু খাড়া করে নিলেন। বোঝা গেল সাক্ষাৎকারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবু আমার দিকে তাকিয়ে এডিকোংকে বললেন:

'লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন।'

আমার সঙ্গে আলাপটা এত তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবার ইচ্ছে তাঁর

নেই। একজন ব্যাটেলিয়ন কম্যান্ডারকে কিছু সময় দিতে আমাদের জেনারেলের দ্বিধা নেই।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর ... পলজুনভের কথা কী বলছিলেন?'

'পলাতকদের' সঙ্গে বন থেকে যখন সে বেরিয়ে আসে তখনকার পলজুনভ আর শেষ লড়াইয়ের পলজুনভের কথা বললাম। শেষ লড়াইয়ের সময় তার স্বচ্ছ চোখদুটো কি রকম সতর্ক হয়ে উঠেছিল, বুদ্ধিতে দীপ্ত, ট্যাংকবিধ্বংসী গ্রেনেড হাতে নিয়ে সে তখন খালি এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

পানফিলভ বললেন, 'ওকে আমার অভিনন্দন জানাবেন! ভুলে যাবেন না। প্রত্যেক সৈন্য তার ভাল কাজের জন্যে দুয়েকটা উৎসাহের কথা শুনতে ভালোবাসে।'

আমায় তখনো যেতে বললেন না, দু হাত বাড়িয়ে দিয়ে কাজাখী রীতিতে আমার হাতটা ভালোবাসার উষ্ণ উত্তাপে চেপে ধরলেন।

'যারা খুব উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে পদকের জন্যে তাদের নামগুলো আমায় দেবেন। আজকেই চাই কিন্তু . আচ্ছা, এবার যেতে পারেন . . আপনার ব্যাটেলিয়নকে আগামী কাল পর্যন্ত বিশ্রাম করতে দিতে পারব বলে মনে করি। শুভেচ্ছা রইল! . .'

তারপর তাড়াতাড়ি আমায় পেরিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ধরলেন।

'ভিতরে আসুন, কমরেড লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল।'

লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ভিতরে এলেন।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, পানফিলভ আমায় হাত ধরে থামিয়ে দিলেন। সদ্য আগত অফিসারটির দিকে একবার তাকিয়ে আমার দিকে হেলে কানে কানে বললেন:

'আমাদের সাহায্যে নতুন ডিভিশন এসেছে। দূর প্রাচ্য থেকে। বার দিনের রাস্তা। খুব তাড়াতাড়ি করে ঠিক সময় মত এখানে এসে পৌঁছেছে। ভলকলাম্‌স্কের প্রতিরক্ষামূলক লড়াইয়ের মর্মটা এবার বুঝতে পারলেন! সময় — আমরা হাতে সময় পেয়েছি!'

উত্তেজনা আর আনন্দে তাঁর চোখ মুহূর্তের জন্য সজল হয়ে উঠল।

বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে জেনারেলকে আরেকবার

দেখতে পেলাম। পকেট ঘড়িটা টেবিলের উপর খুলে রেখেছেন। বেঁটেখাট, গোলকাঁধ লোকটি, রোদে পোড়া গলায় খাঁজ পড়েছে, দরজার দিকে পিছন ফিরে হাতের ভঙ্গীতে লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেলকে বসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। অন্য হাত দিয়ে, বলা উচিত অন্য হাতের বুড়ো আঙুলটা যন্ত্রচালিতবৎ ঘড়ির কাচে বুলিয়ে চলেছেন।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি, আকাশ মেঘে ঢাকা। রেলস্টেশনের দিকে কামানের গর্জন। বাতাসে ক্ষীণ পোড়া গন্ধ। চারপাশের মাঠঘাট গ্রাম সব অন্ধকারে অদৃশ্য।